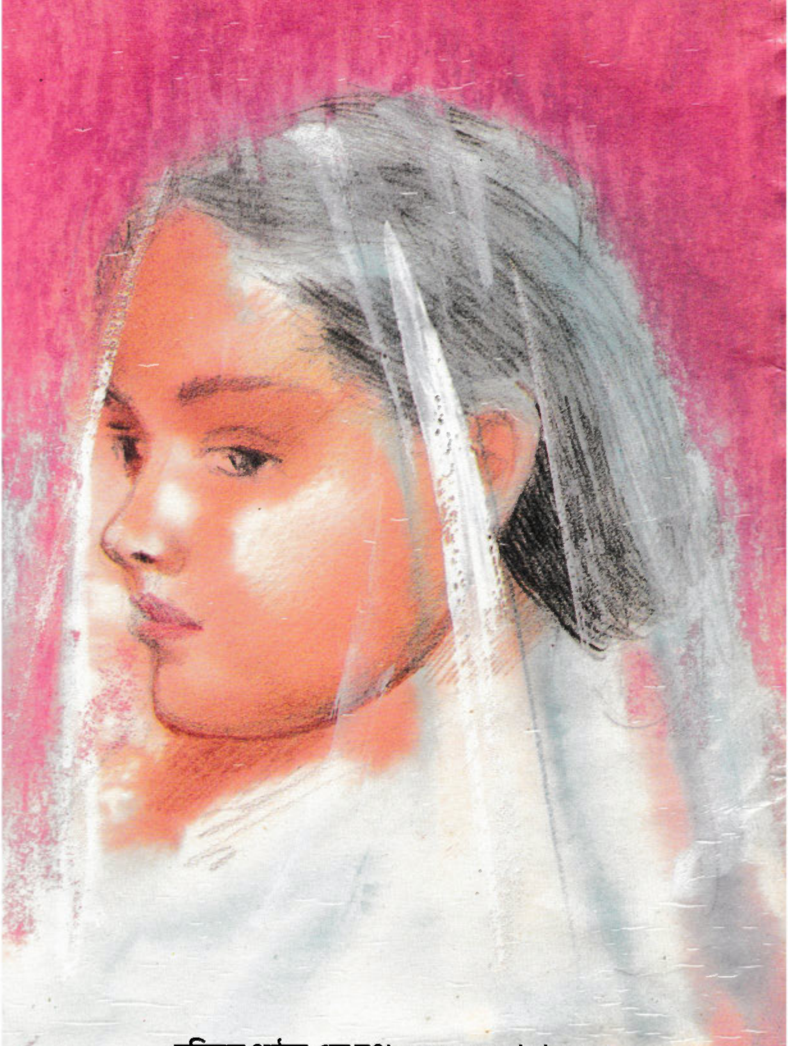
মাদাম বোভারী

গুস্তেভ ফ্লবেয়ার



মাদাম বোভারী

মাদাম বোভারী

মূল : গুস্তেভ ফ্লবেয়ার

ভাষান্তর : আফতাব হোসেন

প্রকাশক
আবদুল কাদির খান
নওরোজ কিতাবিস্তান
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ১৯৯৪

কম্পিউটার কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০

মুদ্রণ
এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ লেন
লক্ষ্মীবাজার ঢাকা ১১০০

দূর সমুদ্রের সঙ্গীতের মর্মর মূর্চ্ছনা
চিরমধুর, বিষাদ ভাবনাময়—

—'মাদাম বোভারী'র
শিল্পী, সঙ্গীতকার ও স্রষ্টাকে

ভূমিকা

'মাদাম বোভারী' অতৃপ্তকাম এক নারীর কাহিনীমাত্র নয়।' 'মাদাম বোভারী' সকল যুগের, সকল দেশের, সকল মানুষের আত্মকথা। বলা যায়, 'ইটারনাল মিউজিক অব দ্য এভার ফ্রেল হিউম্যান হার্ট।' এক বিষাদতম ভাবনা যা জন্ম দিয়েছে মধুরতম সঙ্গীতের। ফ্লবেয়ার মাদাম বোভারীর স্রষ্টা যদি বলি, অল্প করেই বলা হয়। তিনি শুধু এমা বোভারীর রূপকার নন, লেখক বা রচয়িতা নন, তিনি 'মাদাম বোভারী'র মতো অনবদ্য, মধুরতম সঙ্গীতের সুরকারও। তাঁকে যথার্থই বলা হয়েছে, 'বীঠোফেন অব দ্য ফ্রেঞ্চ প্রোজ'। বীঠোফেন যখন তাঁর ভুবনমোহন সিম্ফনিটি রচনা করেন তখন তিনি ধ্বনির স্বর ও সুরলোক থেকে নির্বাসিত। বধির। একাকী। অথচ তখনি তিনি-জগজ্জনকে দিয়ে গেলেন হৃদয়ের এক কালজয়ী আনন্দধ্বনি। এ ধ্বনি বীঠোফেনের হৃদয়ের মধুরতম উপলব্ধির ফসল।

ফ্লবেয়ার ছিলেন চিরকুমার। ছিলেন হিষ্টারো-এপিলেপ্সির রোগী। যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি তার সর্বনাশা আগমন টের পেয়েছিলেন। প্রেমিকাকেও তিনি সঠিকভাবে অনুভব করেছিলেন, এমন ইতিহাস নেই। তারপরেও তিনি তাঁর সকল শিল্প-সৌন্দর্যবোধের তিল তিল সবটুকু দিয়ে গড়ে তুলেছেন প্রেমের মানবী দেবী 'এমা' তাঁর তিলোত্তমাকে যার চূড়ান্ত ব্যাখ্যায় তিনি নিজে বলেছেন ঃ 'চেস্‌ত মই', আমিই তো এমা বোভারী' !

মানুষের স্বপ্ন চিরদিনই স্বপ্ন। কোনদিনই সত্যি হয় না। তবু মানবজীবনের একমাত্র সত্যিই হলো—মানুষের স্বপ্ন। স্বপ্নভঙ্গ হয় মানুষের বারম্বার। তবু আবার সে স্বপ্ন দেখে। এ স্বপ্ন অশেষ। ঠিক একথাই বলতে চেয়েছেন, মপাসাঁগুরু গুস্তেভ ফ্লবেয়ারের সমালোচকেরা, 'এমা বোভারী ইজ রোম্যান্টিক টু দ্য এণ্ড।' চার্লস বোভারী অত্যন্ত লৌকিক। আর এমা পেতে চেয়েছিল, 'অলীক (?), অলৌকিক (?)। কিন্তু জীবননাট্যের শেষ অঙ্কে পৌঁছে এমা অন্ধকারের আঁস্তাকুড়কে বেছে নেয় নি, বেছে নিয়েছে 'জার্নি বিয়ণ্ড দ্য হরাইজন'—অনন্ত রোম্যান্সের দেশে তার শেষ আশাভরা অভিযাত্রাকে।

একজন সমালোচকের মতে ঃ বিশ্বসাহিত্যে স্টাইল বা ক্র্যাফটের জন্যে নয় বরং বিবাহিত রমণীর পদস্খলনের উত্তেজক ইতিবৃত্ত উপভোগের কারণে যাঁরা 'মাদাম বোভারী' পড়বেন তারা কোনওদিনই চিরায়ত বিশ্বসাহিত্যের পাঠক নন। 'মাদাম বোভারী' উপলব্ধির বিষয়, নিছক উপভোগের বস্তু নয়। ক্র্যাফট, ষ্টাইল, বিগিনিং, মিডল ও 'এণ্ড' অতিক্রম করে এই উপন্যাস মানবজীবনের চরম সত্যিকে উদ্‌ঘাটনের মহিমাতেই চিরায়ত সাহিত্য। সে সত্যি হচ্ছে, মানুষ যা চেয়েছে তা পায় নি, যা পেয়েছে তা চায় নি। চেয়ে না পাওয়ার বেদনা, পেয়ে না চাওয়ার চিরন্তন ব্যর্থতাই মাদাম বোভারীর চরিত্রে আরোপ করেছেন তাঁর অমর স্রষ্টা। জীবনের সুধা বলে এমা যাকে মনে করেছিল আসলে তা

মৃত্যুঞ্জয়ী 'অমৃত' নয়, মৃত্যুর হলাহল। 'মাদাম বোভারী' মানব জীবনের মধুযামিনী নয়, চিরন্তন বিরহের অমানিশি !

'মাদাম বোভারী' কোন্ শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি? রিয়ালিষ্ট না রোমান্টিক? শ্লীল না অশ্লীল? এ নিয়ে বিতর্ক চলেছে আজও। কোনও রায় মেলে নি। যেমন রঙধনুর রঙে মানুষের হৃদয় কেন রেঙে ওঠে, ভোরের আলোয় কেন অলির গুঞ্জরণে কাঁপে ঘনবনছায়াতল, নিদাঘে যখন গান বন্ধ করে পাখি রাখাল বালক কেন তখন বাঁশি বাজায় তার কোনও মেলে নি উত্তর। এর কোনও ব্যাখ্যা নেই মানুষের বিচার-বুদ্ধিতে, নেই কোনও জবাব বিজ্ঞানের শাস্ত্রে। 'মাদাম বোভারী'র সাহিত্যমানের তুল্যমূল্য বিচারে এই বুদ্ধির প্রয়োগ তাই অনধিকার চর্চা, 'মাদাম বোভারী' মানব হৃদয়ের চিরকালের ধন।

মহৎ উপন্যাস সুখপাঠ্য নয় প্রায়ই। অথচ 'মাদাম বোভারী' একাধারে মহৎ, চিরায়ত ও সুখপাঠ্য। এমার বিয়ের পরের প্যাশনের নির্লজ্জ ছবি নয়, বরং তার এ অসামাজিক কামজ প্রণয়ধারাকে উপজীব্য করে যে লক্ষ্যভেদ আসলে করতে চেয়েছেন ফ্লবেয়ার তা হচ্ছে তাঁর নিজেরই কথায় : 'and I value style even above truth Vulgar society disgusts me and it was because it disgusts me that I chose to depict the society in Bovary, which is so ultra-vulgar, so ultra repugnant.'

রিয়ালিজমের মহিমায় নয়, নয় জীবনতৃষ্ণার নিখুঁত রূপায়নেও, পাঠকের মনে সহানুভূতি সঞ্চারের গৌরবেই 'মাদাম বোভারী' মহৎ সৃষ্টি। বোভারীর *'স্যাডেস্ট থটস'* হয়ে উঠেছে ফ্লবেয়ারের লেখনিতে *'সুইটেষ্ট সাংস'*—মানব জীবনের মহত্তম কথা—সুগভীর আনন্দের মাঝে সুগভীর বেদনা অনুরণিত হওয়ার কথা।' বহুদূর সমুদ্রের বিষণ্ণ নাবিকের গানের সুরই জীবনের সুর। মাদাম বোভারীর জীবনের প্রদোষে এই সুরই বাজিয়েছেন ফ্লবেয়ার। এ সুর বোঝার নয়, বরং হৃদয়ে বাজবার। এখানেই কালের বিচারে জয় হয়েছে ফ্লবেয়ারের। কালোত্তীর্ণ হয়েছে 'মাদাম বোভারী'। 'মাদাম বোভারী' বহু পুরুষের ভোগের সামগ্রী হয়েও জবাব পায় নি ওর জীবনজিজ্ঞাসার। পায় নি বলেই এই নারী মরণেও রমণীয় হয়ে আছে আজও। 'মাদাম বোভারী' রোম্যান্টিক না রিয়ালিষ্ট-এ জবাব সত্যিই সহজ নয়। মাদাম বোভারীর রক্ত-মাংসের আদল এসেছে একাধিক সূত্র থেকে। এক, লুইজা কোলে ; ফ্লবেয়ারের অন্যতম প্রিয়বান্ধবী, অনন্যসাধারণ রূপসী রমণী যাঁর নিজের দাবী অনুযায়ী তিনি *'ভেনাস দ্য মিলো'র* মতই সমান দেহসৌন্দর্যের অধিকারিণী। দুই, তারুণ্যের সরসীনীরে ২৬ বছরের সবৎসা আরেক নারী এলিজা শ্লেসিঙ্গার। *'টল, ব্রুনেট উইথ ম্যাগনিফিশেন্ট ব্লাক হেয়ার,* কাঁচা সোনার মতো দেহবর্ণ—পদ্মিনী দেহবল্লবরী, নীল শিরা, ফল্গুধারার মতো এঁকে বেঁকে নেমে গেছে বাদামী মরালী গ্রীবা বেয়ে। আর তিন, দেলামেয়ারের এক ডাক্তারের রূপবতী বহুবল্লভা বধুর কাহিনী।

এমা বোভারীর দোষ বহু, গুণ কম। এমার শুধু আছে দেহসুষমা। রতির আরতি যাকে ঘিরে হতে পারে মুহুর্মুহু। কিন্তু তার মাঝে আর কোনও আকর্ষণ নেই। এমা পাপে মগ্ন হয় দেহজ রিপুর তাড়নাতেই শুধু নয়। বরং সে অ্যাডভেঞ্চারে মাতে বিবাহিত মেয়েদের একাধিক প্রেমিক থাকাটা রীতিমতো গর্বের ব্যাপার বলে। বইতে তো এইসব নায়িকাদের কথাই তো পড়েছে সে ! এখানে সে আত্মবিবেক রহিত। ষোলআনা হৃদয়বতী ! এটাকে কি

বলা যাবে, প্যাশন, ফ্যাশন? না, আর কিছু? 'অনুরাধার প্রেম'-এর অনুরাধা যে সস্তা প্রেমের নভেল পড়ে সে তার মাথাটা খেয়েছিল এমনই ঘটনা কি তাহ'লে এমার? যদি সেটা হয়, এমা নিছক পর্ণোগ্রাফির মক্ষিরাণী নয়।

এমা জীবন দিয়ে জবাব খুঁজেছে—জীবনজিজ্ঞাসার যার আরেক নাম জীবনতৃষ্ণা। অর্থ, সামর্থ্য, সম্পদ, কামনার এই জীবনতৃষ্ণার শেষ নেই। এ এক ভয়ঙ্কর মায়া-মরীচিকা। মানুষ বারবার ডুব দিয়েছে অর্থ, বৈভব ও কামনার কালো জলে, ভেবেছে মিটে যাবে পিপাসা। কিন্তু তবু হায়, 'মিটে নাই, মিটিল না, মিটিবে না আশা'। ধ্রুব সত্য মৃত্যু অবধারিত জানা সত্ত্বেও আগুনে ঝাঁপ দেয় শামা পোকা। যুগে যুগে, দেশে দেশে মহামানবেরা এর বিরুদ্ধে উচ্চারণ করেছেন মন্দ্র সতর্কবাণী। ভোগে, সম্ভোগে, আরও সম্ভোগেও লালসার হাত থেকে মুক্তি নেই। তবু চিত্তবিভোল মানুষ সে কথায় কান দেয় নি কোনও দিন। রিপুর তাড়না তার অনির্বার। আর তাই এমা বোভারীর মতো হয়তোবা অনেককেই নিজের হাতে নিজের জীবনদীপ নিভিয়ে দিতে হয়েছে। *মাদাম বোভারী* এ চিরন্তন জীবনতৃষ্ণারই আরেক রূপ।

এমা আচরণে ভদ্র। জীবনের শেষ অঙ্কে যে দু'একটি কাজ পরিস্থিতির শিকার হয়ে সে করেছে সেটা বেশ্যাবৃত্তির পর্যায়ে পড়ে। ব্যভিচারিণী হবার পরেও এমা তার সম্ভ্রম, নারীর মডেস্টি, ইজ্জত বিক্রি করতে চায় নি যদিও তার *রোম্যান্টিক ইলিউঝনের* এক পর্যায়ে শয়তান গুইলামিকে সে দেহদান করে নি বলে অনুতাপ করেছে। জাত ব্যবসায়ী ও সুদখোর শোষক ল্যুরোর হাতে সে তার পেলব সুডৌল হাতটি তুলে দিয়েছে অননুয়ে, আন্তরিকতা প্রমাণের জন্য, কোনও কাঞ্চন লাস্যলীলায় নয়, যদিও ল্যুরো তার বিরুদ্ধে তাকে 'সিডিউস' করার ছদ্ম ও ধূর্ত অভিযোগ তুলেছে। এমা অন্যের, এমনকি, অধস্তনের রোম্যান্টিক বাসনার প্রতিও সহানুভূতিশীল আমরা দেখেছি। সে মানবিক। অকারণে সে কারও ওপর দোষ চাপাতে চায় না। সেটি তার কেমিষ্টের 'লেবরেটরি' থেকে বিষ চুরির ঘটনায় পরিস্কার। সে তার স্বামীর সম্পদ নির্বিকার চিত্তে বিকিয়ে দিয়েছে। ওটা করার সে লজিকও দেখিয়েছে ফ্লবেয়ারের লেখনিতেই। চার্লসের পৌরুষের ক্লীবত্ব, রুচির অভাব, অনুভূতির স্থূলতার প্রতিশোধ হিসেবেই এমা এ ধরনের জালিয়াতি ও আরও অপরাধ করেছে। আর অপরাধ সম্পর্কেও সে রীতিমতো সচেতন। ব্যাপারটা শাশুড়ি, এমনকি, চার্লসকে জানাতে চায় না। যদিও সে জানতো তার যে কোনও অপরাধ চার্লস তার প্রতি তার অগাধ দুর্বলতার কারণেই ক্ষমা করে দেবে। দিয়েছেও চার্লস। এমার অপরাধ চার্লস নিজেও করেছে। সুদে টাকা ধার করেছে। এমার প্রেমিকরা খুবই গরীব একথা বলা যাবে না। কিন্তু এমা প্রেমিকদের কাছে খুব বেশি বৈষয়িক কিছু নিয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, এমাই মূল খরচের সবটাই বহন করেছে। সে যে কয়েক হাজার ফ্রাঁর জন্য সবকিছু, এমনকি, প্রাণ হারালো সে অর্থও সে ব্যয় করেছে প্রেমিকদের জন্যেই। নিখাদ প্রেমের মানদণ্ডে প্রেমিকার আদর্শ হতে চেয়েছে সে। সে নিজে উদ্যোগ নিয়েছে চিঠি লেখার। উপহার দেবার। *আইডিয়ালের আইডিয়া* এসেছে ওর মাথায় সেহ বই থেকে যার নেশা ছাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন সিনিয়র মাদাম বোভারী। এমনকি, প্রিয়তমের জন্য সবকিছু করার ঘোষণা দিয়েছে বিশুদ্ধ আন্তরিকতায়। এমা যতোনা জালিয়াত তারচেয়ে অনেক বেশি জালিয়াতি ও প্রতারণা করেছে তার হৃদয়ের পরম

অভীষ্ট প্রেমিকেরা ও আরও সব চরিত্র। রূপোর জন্যই যদি রূপ সঁপে দেবার আর নগদ সম্ভোগের ইচ্ছেই থাকতো তাহলে সে ভোগের উপচার অনেক পেতে পারতো। ও রোদোলফিকে অনেক উপহার দিয়েছে। ভাইকাউন্টের মতো সেই দামী সিগারকেস থেকে ঘোড়ার চাবুক, লিওকে হোটেলে ওদের 'স্বর্গবসরের খরচ' প্রায় সবকিছুই যুগিয়েছে সে। ভান করেছেও প্রেমের, প্রেমিকদেরই কারণে। কিন্তু তার প্রেমিকেরা সবাই ধুরন্ধর জড়বাদী, কিংবা ছেঁদো অহং-এর শিকার। তারা পিছিয়ে গেছে। এড়িয়ে গেছে। কাপুরুষের মতো। এমা, এমনকি, লিওর ছোটখাটো কিপ্টেপনায় ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু মুখ ফুটে বলার অভদ্রতা সে দেখায় নি। সে এমনকি, ঘোষণা দিয়েছে 'লিওঁর জায়গায় সে হ'লে টাকা ঠিকই যোগাড় করতো।' এ শুধু নিছক কথার কথা নয়। সে কথা অনুযায়ী কাজও করেছে। বেপরোয়া কাজের মাধ্যমে। বেপরোয়া, নিষিদ্ধ কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রেমিকের জন্যে তার আন্তরিকতায় কোনও খাদ নেই। সে খৃষ্টান ন্যাসিনীদের মঠ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানুষ। গীর্জার পবিত্র, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, প্রার্থনা সঙ্গীত সবকিছুতেই মুগ্ধ। কিন্তু সে মুগ্ধ কেবল ঐসবের বহিরঙ্গে, সব মানুষ যা করে। সেই সার্বজনীন, বিশ্বজনীন মূঢ়তা যার চিরায়ত কাব্য রচনা করেছেন সারভান্তিস তর ডন কুইকসোট-এ। এমা স্বাভাবিক কারণেই ধর্মের অন্তরাত্মার সাথেও পরিচিত হতে পারে নি। হয়তো বা তপশ্চর্যার জীবন তার ভালো লাগে নি। বরং বহিরঙ্গ দেখেই ভোগে পেয়ে বসেছে ওকে। অন্তরঙ্গের আধ্যাত্মিকতায় তার আত্মার উৎকর্ষ ঘটে নি। সাধারণ বুর্জোয়া সমাজের মানুষের জন্যে সেটাই তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এতকিছুর পরেও সে সে ধর্মকে অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা করেছে এমনও নয়। গীর্জাতেও সে গেছে। রোগভোগের সময় শাশুড়ির কাছে ধর্ম অনুশীলনও করেছে। আর বিষপানের পর যখন এমার অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেছে তখন সে যাজকের হাতে এঁকে দিয়েছে পবিত্রতার পরম চুম্বন যে চুম্বন সে তার কামনার জোয়ারে ভাসা গোটা জীবনে কখনও দেয় নি। এমার প্রতারণা তার ধারণায় তার নিজ বঞ্চনার বিরুদ্ধে এক নেতিবাচক প্রতিবাদ। সমালোচক-পাঠকেরও এটা বোধগম্য না হওয়ার কোনও কারণ নেই।

আর এ কারণেই 'মাদাম বোভারীর' কোনও কোনও বিরুদ্ধ সমালোচকের মতে, এমা *অ্যাক্সেপ্টেবল উইদআউট ইন দ্য লিষ্ট লাভাবল* বলে যে রায় দিয়েছেন তা ভ্রমাত্মক না হয়ে পারে না। এর বড় প্রমাণ এমার স্রষ্টা ফ্লবেয়ার স্বয়ং। তিনি নিজে এমার প্রেমে মজেছেন। তিনি তাঁর তিলোত্তমার প্রতি সুগভীর ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন সবাইকে। সবাই হয়ে উঠেছে এমার প্রতি সহানুভূতিময়, সংবেদনশীল। বোভারীর অন্যতম সমালোচক থিলাবো বলেছেন, যদি ফ্লবেয়ার তাঁর নায়িকার সাথে একাত্ম না হতেন, নিজ আত্মা আর মাংসের সাথে এমাকে না মিশিয়ে ফেলতেন তাহলে তিনি পাঠককে এমন মাষ্টারপিস উপহার দিতে পারতেন না।

ফেলকরা মেয়ে যেমন তুখোড় হয় ভালোবাসায় তেমনি এমা কনভেন্টের সেই অভিজাতঘরের মহিলাটির ঝোলায় লুকিয়ে আসা নিষিদ্ধ নভেল থেকে নিষিদ্ধ ফলের জ্ঞানে মাথা নয়, ভরে নিয়েছে তার বেকুব হৃদয়। এটা মনে করার আরও কারণ ঘটে যখন সে তার কমবয়েসী প্রেমিক পুরুষ লিওঁকে চিঠি পাঠাবার সময় ডাবল খামে সেটা পাঠানোর মতো পরামর্শ দেয়। আর 'বিদ্যাসুন্দর' ষ্টাইলের অভিসার-প্রণয়ের কৌশল দেখে এমা ও বিষয়ে কত ওস্তাদ জহুরী সেটা নিয়ে একাধারে বিস্ময় ও চিত্তবিক্ষেপের কারণ ঘটে লিওঁর।

সন্দেহ হয়, আরও কতোজন প্রেমিক ছিল বা আছে ওর। কেবল জৌলুস, বিলাস, সৌন্দর্যপ্রীতি ইতাদির মতো বিলাসিতার কারণেই এমা তার স্বামীকে পথে বসায় নি। কোনও পুরুষের প্রতি আসক্ত হয় নি খোদ ঐ পুরুষগুলির কারণেই। বরং এমা ঐসব পুরুষের রুচিতে আসক্ত হয়েছে। তার বাস্তব প্রমাণও দিয়েছেন ফ্লবেয়ার। কিন্তু এত কিছুর পরেও এমার স্রষ্টা এমাকে নিখুঁত 'বাস্তবের' আদলেই গড়েছেন। নারীত্বের কলঙ্ক হলেও, তার অসারত্বের মাঝেও তিনি তাকে প্রকৃতপক্ষে এক মর্মান্তিক বিয়োগান্ত চরিত্র করে তুলেছেন, তার প্রতি পাঠকের সহানুভূতি সুনিশ্চিত করেছেন। এমার আচরণে রূঢ়তারও তেমন একটা আভাস নেই যা একজন সুন্দরীর বলতে গেলে অপরিহার্য স্বভাব বৈশিষ্ট্য।

এমা অনিন্দ্যসুন্দরী, আকর্ষণীয়া রমণী যাকে সব আবেগ তীব্র, প্রগাঢ় করেই ভালোবাসা যায়। উপন্যাসের গোটা ক্যানভাসে নিয়তি, শৈশবের রোমান্স, আর কামনা–সম্ভোগের গোলকধাঁধাঁয় আটকে গেছে ফ্লবেয়ারের তিলোত্তমা। ওখানে দেখা যায়, কল্পনার অপরূপ আফ্রোদিতি তার পাখা অসহায় ঝাপটেই চলেছে বাস্তব জাগতিক কারাগারের নির্মম লোহার গরাদের বন্দীশালায়। এমার আগাগোড়া কামনায় গড়া। এমা তার সুষমা, লালিত্য দিয়ে কামনার কণক প্রদীপ জ্বালিয়েছে, আরতি করেছে রতির। হৃদয়ভরা ভালোবাসা ও ফাঁপা–মাথা এমার দুই দুটি পুরুষ যারা তার কামনা—বাসনার আধার তাদের একজন সাদামাটা জড়বাদী, আর আরেকজন ঠুনকো অহং–এর মুরলীধারী। জীবনের পরিহাস এমনই। যেমন মাদাম বোভারীর, তেমনি ডন কুইকসোটের বেলাতেও কামনা–বাসনার আধার খোদ কামনা–বাসনার তূল্যমূল্য পায় নি তাদের স্রষ্টার কাছ থেকে। ফ্লবেয়ার যেমন, তেমনি সার্ভান্তিস চরিত্র 'মীনস'কে ঢালাও স্তুতি–অর্ঘ্য করেছেন। ফ্লবেয়ার এমার কামনাকে তার সব সম্পদ ঢেলে অনবদ্য, নিটোল করে তুলেছেন অথচ সেই কামনার ধন রোদোলফি ও লিওঁর দিকে চোখ পড়তেই চটুল হাসি হেসেছেন। তাদেরকে হালকা চোখে দেখেছেন। ওদেরকে কোনও মূল্য দেওয়ার কথা ভাবেন নি। কিন্তু রোদোলফি ও লিওঁ এমন অবজ্ঞার পাত্র বলে এমাও একই গোত্রভুক্ত এমন ভাবার কোনও অবকাশই রাখেন নি ফ্লবেয়ার।

মাদাম বোভারীর অশ্লীলতা মামলায় ফ্লবেয়ারের পক্ষের আইনজীবীর মোক্ষম যুক্তিটি ছিল, দুশ্চরিত্রা এমা শাস্তি পেয়েছে। সে প্রাণ দিয়ে তার পাপে প্রায়শ্চিত্ত করেছে ও শিক্ষা রেখে গেছে। কিন্তু মম আরও মোক্ষম প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি উকিলের জেরার মতো করেই বলেছেন, এমা তার ব্যাভিচারের জন্যে সাজা পায় নি। মারাও যায় নি। বরং মরেছে দেনার টাকা শোধ করতে না পেরে। সতীত্বহীনতার জন্যে নয়! মম আরও নির্মম হয়ে উল্লেখ করেছেন যে, এমা চাষীর মেয়ে। ফরাসী চাষী পরিবারের সাশ্রয়ী হওয়ার গুণটি যদি এমার আদৌ থাকতো (আসলেও ছিল বলে লেখক আমাদের জানাচ্ছেন) তাহ'লে এমা নাকি ইচ্ছে করলে তার পোষাক বদলানোর মতোই একের পর এক বিনা ঝঞ্চাটে প্রেমিক বদলাতে পারতো, টের পেত না কেউ।

কিন্তু সত্যিকার অর্থে বারবধুর প্রবণতা এমা চরিত্রের কোথাও নেই। বরং সে প্রেমিকের প্রতি নিষ্ঠার অনেক প্রমাণই রেখেছে। প্রেমিকের কল্পনা আর নিরন্তর হিসহিসিয়ে ওঠা আসঙ্গ লিপ্সা এক হতে পারে না। সে মস্তিস্ক নয়, হৃদয় দিয়েই পরিচালিত হয়েছে বেশি।

তাই সে বোকা মেয়ে। সরাসরি প্রতারণার পরও সে প্রেমিকের' কাছে ফিরে গেছে প্রেমের দাবী নিয়ে, আর প্রেমিকের সৃষ্ট আর্থিক ঝামেলা মেটানোর জন্যেই বেপরোয়া 'বেশ্যাবৃত্তিতেও' মানসিকভাবে তৈরি হয়েছে রোদোলফির কাছে ফেরার সময়। পৃথিবীর সব পুরুষই সম্ভবতঃ নিজের অঙ্কশায়িনীর কাছ থেকে কড়ায় গণ্ডায় ষোলআনা হৃদয়বত্তা চায়, মস্তিস্কের ব্যায়ামানুশীলন নয়। আর এ ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে আবেগানুভূতির চরম ও পরম চরিতার্থতা নিশ্চয়ই শুধু দয়িতার কাছ থেকেই আশা করা যায়। এমা দয়াবতীও। এক পর্যায়ে এমা গরীব বাচ্চাদের জন্যে জামাকাপড়ও নিজ হাতে সেলাই করে দিয়েছে। নন্দনতত্ত্ববিশারদও বটে এমা। এভাবে সহজ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে, ফ্লবেয়ার পুরুষের অন্তরের অন্তরতম কামনায় নিটোল, নিখুঁত দেবী করেই সৃষ্টি করেছেন এমাকে। এমা যে চার্লসকে বঞ্চিত করার স্বীকারোক্তি দিয়ে গেছে সেই স্বামীকে সে আবার ভালোবাসার ও পঙ্কিল জীবন থেকে ফেরার কথাও ভেবেছে, ক্ষণিকের জন্যে হলেও। কিন্তু চার্লস এমার যোগ্যতার কাছে ছিল একান্তই *আনইকোয়াল।* চার্লস 'স্নব' চরিত্রের পুরুষ অথচ এমার প্রতি ভালোবাসায় হাবুডুবু। *ট্র্যাজিক ওয়ানওয়ে ট্রাফিক*। সে লাভপ্লে কাকে বলে জানে না। রাগ ভাঙাতে জানে না। রুচি স্থূল যদিও মূল মানবিক ও সাংসারিক বিষয়গুলি যে সে বোঝেনা তা নয়। সে ভালোমানুষ। কিন্তু সৃজনশীলতা নেই। অবশ্য মৌলিক পর্যায়ের বোধ ছিল বলেই এহেন চার্লসের মুখ দিয়েই কিন্তু বেরিয়েছে ক্লাসিক উক্তি রোদোলফির প্রতি ঃ "দোষ তোমার নয়। দোষ আমারও নয়। দোষ অমোঘ নিয়তির।" ফ্লবেয়ার তিলতিল করেই গড়েছেন তার তিলোত্তমা এমাকে। ঐ প্রতিমায় যদি আদৌ কোনও কলঙ্ক লেগে থাকে তবে তা একান্তই বিউটি স্পট। চাঁদের কলঙ্কের জন্যেই চাঁদ এত সুন্দর। কলঙ্কে এমার সৌন্দর্য, আকর্ষণ কমে নি। কলঙ্কপঙ্কেই অপরূপ, উদ্ভাসিত হয়ে ফুটে উঠেছে এমা নামের বিষনীল 'নীলকমল' !

লুইজা কোলেকে নয় আসলে ফ্লবেয়ার এমা বোভারীকেই ভালোবাসতেন। এমাই তার আসল মিষ্ট্রেস। দয়িতার জন্য প্রেমিক পারে না হেন কাজ নেই। ফ্লবেয়ার তাই করেছেন যা এমার প্রেমিকরা পারে নি। এমা যখন বিষ খেয়েছে, মৃত্যুযন্ত্রণায় বিছানায় পড়ে আছে, ভয়ঙ্কর রক্তবমি করছে তখন পাশে অদৃশ্য কে দাঁড়িয়ে ওখানে? এ অবস্থায় যাদের এমাকে জেগে পাহারা দেবার কথা তারা যখন ঘুমে অঘোর—কে, কে দাঁড়িয়ে ওখানে? আর কেউ নয়, স্বয়ং ফ্লবেয়ার। ফ্লবেয়ারই এমার লাশকে সাজিয়েছেন নববধূর বেশে। কারণ, ফ্লবেয়ারের কল্পনার জগৎ ছিল বাস্তবের, রক্ত-মাংসের ধরা-ছোঁয়ার জগত। তাঁর কাছে ছায়া ছিল কায়া, কায়া ছিল ছায়া। দৃশ্যে এমার উপস্থিতিমাত্র গোটা দৃশ্যের সুরমূর্চ্ছনা আমূল বদলে যায়। সঙ্গীতকার ফ্লবেয়ার নিবেদন করেন এমাকে তাঁর জন্যে তুলে রাখা সেরা অর্কেষ্টার স্বর্গীয় সুরসুষমা। বস্তুতঃ মাদাম বোভারীর কাহিনী আগাগোড়া এক অপূর্ব সঙ্গীত। এ সঙ্গীত, মিষ্টি, বিষন্ন, গাছের পাতায় বয়ে যাওয়া শিহরিত বাতাসের গান, সূদূর সাগরের ভেসে আসা মর্মরধ্বনি। ফ্লবেয়ার এমার জন্যে সবচে' ঐশ্বর্যময় প্রচ্ছন্ন সঙ্গীতের মধুরতম সুর বাজিয়েছেন তার কলমের অসাধারণ বীণায়।

অশ্লীলতা নিয়ে আলোচনা-সমোলোচনা-আদালতের মামলায় অতিষ্ঠ মপার্সার গুরু বলেছিলেন, 'I am very moral! .... my novel teaches a very clear lesson and if, no mother could think of allowing her daughter to read it

and I have heard, stated I think that the husbands would do very well to give it to their wives.'

মম বলেছেন, 'ফ্লবেয়ার নিজেই তার নিজের ওপর প্রতিশোধ নিয়েছেন নিজেকে নর্দমায় ফেলে, কেননা, তাঁর কল্পনার তিলোত্তমার হৃদয়াবেগের (মানে তাঁর নিজের) দাবী পূরণ হয় নি।' বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্য সমালোচকের এই মন্তব্যটি সম্ভবতঃ সর্বাংশে নিখুঁত নয়। নিখুঁত নয় এই কারণে যে, এমা জীবননাট্যের অন্তিম অঙ্কে এসে সে নর্দমাকে বেছে নেয় নি বরং ওর মুখে উচ্চারিত হয়েছে 'মরণ তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান'। 'হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনও খানে'। কোথায়? উচ্চারিত হয়েছে ওর কণ্ঠে নিরুচ্চারে চির মানবজিজ্ঞাসা ঃ পথের শেষ কোথায়, নেই কি শেষ?

ফ্লবেয়ার বলেছেন, 'আই ভ্যালু ষ্টাইল অ্যাবাভ ট্রুথ'। ষ্টাইলের জন্য সাধনার এমন আপসহীন দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিবৃত্তে দ্বিতীয়টি নেই। *মাদাম বোভারী* প্রকাশের পর অনতিবিলম্বে ফ্লবেয়ার স্বীকৃতি পান ফরাসী ভাষায় মালঞ্চের সেরা মালাকর হিসেবে। *উইথ মাদাম বোভারী হি মেড হিমসেলফ ওয়ান অব দ্য গ্রেটেষ্ট ষ্টাইলিষ্টস ইন ফ্রেঞ্চ'*।

ফ্লবেয়ারের এই উপন্যাসের নায়িকার চরিত্র উন্মোচনে সম্ভবতঃ সবচেয়ে সফল হয়েছেন বোদলেয়ার। তিনি এমা চরিত্রের মর্মমূল শল্য চিকিৎসকের ক্ষতস্থান অনাবৃত করার মতো উন্মোচিত করেছেন নির্দ্বিধায় ঃ এমার ছবি আঁকার কাজটি নিখুঁত, নিটোল সম্পূর্ণ করার তপশ্চর্যায় লেখককে তার নিজ পুরুষত্ব বিসর্জন দিয়ে নারী হতে হয়েছে। আর তার ফলশ্রুতিও হয়েছে, অনবদ্য, অনন্যসাধারণ, অপরূপ। এমার চরিত্রের সাথে একান্ত, একাত্ম, বিলীন হয়ে যাওয়ার সর্বাত্মক নিষ্ঠা সত্ত্বেও ভালোবাসার দেবী এমার শিরায় শিরায় পুরুষ রক্তের সঞ্চালন থেকে ফ্লবেয়ার নিজেকে ধরে রাখতে পারেন নি। কখন অগোচরে ঐ নররক্ত প্রবাহিত হয়ে গেছে এমার নারীত্বে! আর এভাবেই এমার চরিত্রে ফুটে উঠেছে বলিষ্ঠ, বীর্যবান ও উচ্চাভিলাষী বৈশিষ্ট্যগুলি যেগুলি ঐকান্তিক বিষন্নতায় বিষাদময়। তাই *মাদাম বোভারী* নারী নয়, নারীর ছদ্মাবরণে যে পুরুষ সে পুরুষ স্বয়ং ফ্লবেয়ার।

ফ্লবেয়ার এই উপন্যাসে কতকগুলি চরিত্রকে এনে সেগুলিকে প্রাণ দিয়েছেন। এসব প্রতিটি চরিত্রেরই কিছু সহজাত প্রবণতা আছে। ফ্লবেয়ার চরিত্রগুলিকে এক বিশেষ পরিবেশে রেখেছেন। আর তারপর চরিত্রগুলি কি করবে না করবে সে বিষয়ে তিনি নিজে কোনও নির্দেশনা দেন নি। ওদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেন নি। চরিত্রের স্রোতস্বিনীগুলি তাদের আপন বেগে খাত কেটে এগিয়ে চলেছে। আপনহারা হয়ে। যদিও এটি লেখকের একান্ত এখতিয়ার। বিশেষতঃ রোম্যান্সধর্মী লেখার বেলায়। তিনি এটা না করে বরং একজন বাইরের দর্শকের মতো যা ঘটেছে দেখে তা লিখে গেছেন যা অনেকটাই বলা যায় জীবনের ঘটনাপঞ্জিকার ও ব্যাখ্যাকারদেরই সাজে। রাই-এর এক ডাক্তারের বউ দেলফাইন দেলামেয়ার একের পর এক স্বামী ছাড়াও কয়েকজন পরপুরুষের সাথে প্রণয়ের পর এক পর্যায়ে আত্মহত্যা করে। এ কাহিনী থেকে ফ্লবেয়ার রূপরেখা নিয়েছেন এমন ধরে নেওয়া যেতে পারে সঙ্গতকারণেই। কিন্তু এখানেও আসল তফাৎটি হচ্ছে এই যে, এমা এমন এক চরিত্র যা বাইরে থেকে দেখা আপাতঃছবি নয়, বরং এমার দেহের খাঁচার মাঝে, অন্তরের অন্তঃস্থলনিবাসী হয়ে আছেন এমার স্রষ্টা স্বয়ং। *ফ্লবেয়ার মাদাম বোভারী* উপন্যাসের

কেবল জীবনের ঘটনাই লিপিবদ্ধ করেন নি, তিনি তাঁর নিজের সজ্ঞার এমন এক সুগভীর অন্তর্ভেদী রশ্মি তার চরিত্রগুলির আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছেন যা আমাদের পাঠক হৃদয়কে অসাধারণ তীব্র বাস্তবতার ধারণায় প্রোজ্জ্বল, স্বচ্ছ করে তুলেছে। এমার মৃত্যুযন্ত্রণাকাতর শয্যায় তার শোবার ঘরের দৃশ্যটি কল্পনা করুন, ঐ মৃত্যুপথযাত্রী পীড়িত রোগীর ঘরের পরিবেশটি আপনাকে অনেকদিন দুঃস্বপ্নের মতো তাড়িয়ে ফিরবে। এটাই হলো বাস্তবতা, কঠিন সত্য দিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করার আসামান্য ক্ষমতা যা মাদাম বোভারীকে সাহিত্যসভায় এক বিশেষ মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। আর ফ্লবেয়ার হয়ে উঠেছেন প্রথম ও সবার সেরা *রিয়্যালিস্ট।*

ফ্লবেয়ারের রচনাগুলির বেলায়, বিশেষ করে, মাদাম বোভারীর বেলায় অনুবাদকেরা (বিশেষ করে ইংরেজীর) সুবিচার করতে পারেন নি। মূল ফরাসী থেকে অন্যভাষায় ভাষান্তরের কাজটিও অসমসাধ্য তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। কারও অজানা নেই, ফ্লবেয়ার লিখেছেন অতিমানবীয় সাধনায়। *মাদাম বোভারী* লেখা শেষ করতে লেগে গেছে তাঁর সুদীর্ঘ ছয় বছর। এখানে তাঁর রচনার সাধনার অপরিমেয়তা নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই। তাঁর রচনার বর্ণনাত্মক ও ভাবাত্মক অনুচ্ছেদগুলির একটা সঙ্গীতময় ছন্দোবদ্ধতার কাঠামো রয়েছে যা অন্য ভাষায় ভাষান্তর প্রকৃতপক্ষেই এক অসম্ভব কাজ। এত অনবদ্য সুষমায় ভরা, সৌন্দর্যময় লেখা গোটা ফরাসী গদ্যে নেই। এটিই ফ্লবেয়ারের একক বৈশিষ্ট্য। আর এজন্যেই বলা হয়, সঙ্গীতবিহীন ফ্লবেয়ার হয় না, যেমন, কানু বিনে গীত নেই। আর এ যদি না হয় তাহলে সেটা ফ্লবেয়ারই নয়, অন্য কেউ।

ফ্লবেয়ার বলতেন, সুন্দর রূপ ছাড়া সুন্দর ধারণাও হতে পারে না। যেমন পারা যায় না একটি ভৌত বস্তুকে তার অন্তর্গত গুণগুলিকে আলাদা করে কল্পনা করা। আর যদি সেটা করাই হয় তাহলে ওটা শূন্যগর্ভ, অধরা, বিমূর্ত কিছু হয়ে উঠতে বাধ্য। ফ্লবেয়ারের সঙ্গীতময় একটি অনুচ্ছেদের মন্তব্য প্রসঙ্গে পেতা বলেছেন, তার ঐ ধরনের অনুচ্ছেদের মধ্যে ভাষা সম্পর্কিত একটা দার্শনিক ধারণার আভাস পাওয়া যায়। এ ধারণা একধরনের স্বভাব সাশ্রয়ের, কিছু আগে থেকে অস্তিত্বশীল অভিযোজনের যা কিছু ঘটে ভাবনার ভুবনের কোনও এক আত্মীয়ের সাথে *ভাষার ভূবনের* কোনওখানের সহ-সম্পর্কিতের সাথে। সেটা এক *অন্বয় বিশেষ।* *ঐই দুই* আত্মীয়ও একান্ত অনুরূপ। শিল্পীর মনোজগতে কোথাও না কোথাও কামনা-বাসনা প্রত্যাশী, উদ্ভাবনা ও কল্পনাময় ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের 'আত্মা ও দেহ মিলনে' সদাপ্রস্তুত। ভাষার ব্যাপারে এই ধারণা সঠিক ও সুষ্ঠু হয়ে থাকলে ধরে নিতে হয়, ফ্লবেয়ারের রচনার ভাষান্তরের কাজটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। তবে সান্ত্বনার বিষয়, এই শিল্পকলার কোনও কোনও আদর্শের অনুসরণে কোনও সময়ই পরিপূর্ণ লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। বস্তুতঃ এ ধরণের প্রয়াসে কিছু ব্যর্থতা অপরিহার্যও। ড্রাইডেন এ বিষয়ে বলেছেন, কেউ যদি বিদেশী ভাষার অন্যভাষায় রূপান্তরের চেষ্টা করেন তাহলে তাঁকে প্রথমে নিজ মাতৃভাষার ব্যাপারে চুলচেরা নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। পরে তিনি মূল লেখকের রচনায় যে ভাষার অনুবাদ করছেন সেভাষা সম্পর্কেও তাঁর নিখুঁত জ্ঞান থাকতে হবে। কিন্তু তবু দেখা যায়, এসবের পরেও অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন দক্ষ ব্যক্তিও ব্যর্থ হয়েছেন. যেমন ব্যর্থ হয়েছেন ড্রাইডেন নিজেও। আর এই অবস্থায় আমরা শুধু এই আশাতেই বুক বাঁধতে পারি হয়তো বক্ষ্যমান অনুবাদের

নানা অসাধারণ অসুবিধের গলদের মাঝেও ফ্লবেয়ারের অপূর্ব শিল্পসাধনার সৌন্দর্য কিছুটা হলেও বজায় থাকবে।

'*মাদাম বোভারী'র* বাংলা ভাষান্তরের বেলায়, বলাই বাহুল্য, অনুবাদকের ভাষাজ্ঞানের অভাবে অনুবাদের কাজটি মূল ফরাসী থেকে করা যায় নি। এর মাধ্যম ইংরেজী। একে কয়েকটি প্রামাণ্য ও স্বীকৃত অনুবাদের সাহায্য নিয়ে যথাসম্ভব মূল রচনার মেজাজ ও আদল অক্ষুণ্ন রেখে *মাদাম বোভারী* রচনায় অর্ধ যুগের (১৯৫১-১৮৫৭) অসাধারণ সাধনা ও ভাবের প্রতি বিশ্বস্ততা রক্ষায় কোনও ত্রুটি করা হয় নি। যদি কিছু হয়ে থাকে তা অনুবাদকেরই অসামর্থ। ফ্লবেয়ার অননুকরণীয়।

— আ. হোসেন

১ম পর্ব

॥ ১ ॥

জমজমাট ক্লাস চলেছে শ্রেণীকক্ষে। এমন সময় প্রধান শিক্ষক এলেন। তার পেছন পেছন এক নতুন ছাত্র। শ্রেণীশিক্ষকের দিকে ফিরে তিনি ধীর স্বরে বললেন—

"মঁসিয়ে রজার, আপনার জন্যে, এই যে, এক নতুন ছাত্র এনেছি। ও আপনার তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া করুক—এটা আমি বিশেষ করে চাই। ওকে প্রথমে ৫ম শ্রেণীতে দিন। পরে ওর কাজ ও আচরণে যদি ভালো মেধার ছেলে বলে দেখা যায়, ওকে আমরা আরও উঁচু শ্রেণীতে প্রমোশন দেব।"

নতুন ছেলেটা দরজার পেছনে—কোণামতো জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ যেন ওকে দেখতে না পায় সেজন্যেই হয়তো ওভাবে, ওখানে দাঁড়িয়ে। ছেলেটা দেহাতি, গেঁয়ো। বছর পনেরো বা ওরকম বয়স হবে। ক্লাসের সব ছেলের তুলনায় লম্বা।

ওর চুল সিঁথি বরাবর দু'পাশে আঁচড়ানো। গাঁয়ের কোনও গানের ধুয়োর ছেলের মতো। তবুও ওকে বেশ বুদ্ধিদীপ্ত মনে হয় যদিও এখন ঠিক এই মুহূর্তে বড়ই বিব্রত, কুঁকড়ে আছে। ছেলের দেহের গড়ন দেখার মতো। ঘাড় বেশ চওড়া। সব্‌জিরঙা, কালো বোতামের যে জ্যাকেটটা সে পরে আছে সেটা বগলের নীচে বড্ডো আঁটসাঁট। ওদিকে, জামার হাতার নিচে চেরা ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে কব্‌জি এলাকাটা দেখা যায় লাল—রোদ লেগে। কোনও ভুল নেই ওটা কঠিন কাজের চিহ্ন। পায়ের গুলফ্ পর্যন্ত নীল মোজা। ওটা হলুদ পাতলুনের তলা থেকে বেরিয়ে এসেছে আর আঁটসাঁট,—টান টান হয়ে আছে একটা টানা দিয়ে বাঁধার কারণে। তলায় লোহা লাগানো বেশ জবরদস্তরকমের বুটজুতো ওর পায়ে। কালি পড়ে নি ওতে অনেকদিন অবশ্য।

ক্লাসে তালিম দেওয়া শুরু হ'লে ছেলেটা কান খাড়া করে, বড়ো বড়ো চোখ মেলে পাঠ শোনে। কোনও ভক্ত যেন গীর্জায় যাজকের ধর্মোপদেশ শুনছে—এমন নিবিষ্টভাবে। আর তাই যে একটু পা ছড়িয়ে আয়েশ করে বসবে কিংবা কনুইটার ওপর মাথাটা হেলান দেবে তাতেও ভয়। ফলে বেলা দু'টো বাজার ঘণ্টা যখন বাজলো তার স্যারকে তাকে মনে করিয়ে দিতে হলো, আর সব ছেলেদের সঙ্গে ওকে এখন লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে।

সাঁঝবেলায় পড়ার সময়টায় সে তার কলমগুলি নিজ ডেস্ক থেকে বের করে, ছোটোখাটো এটাসেটা টুকিটাকি গোছগাছ করে। কাগজে নিবিষ্ট মনে রুল কেটে নেয়। পরে ওর কাজ এগিয়ে যায় অত্যন্ত সতর্ক মনোযোগে। প্রতিটি শব্দ সে অভিধান খুঁজে বের করে। এজন্যে তার কষ্ট স্বীকারের শেষ নেই। এই ঐকান্তিকতা আর নিষ্ঠার জন্যে তাকে আর নিচু শ্রেণীতে নামতে হয় না।

ওর বাবার নাম এম চার্লস ডেনিস বার্থোলোমে বোভারী। মঁসিয়ে বোভারী একসময় সেনাবাহিনীতে সহকারী সার্জন-মেজর ছিলেন। ১৮১২ সালের দিকে সেনাদলে বাধ্যতামূলক সেনাভর্তির সময় কিছু অনিয়ম ঘটানোর কারণে বাধ্য হয়ে তাঁকে চাকরি ছাড়তে হয়। মেজর সাহেবের চেকনাই, চৌকশ চেহারার কারণে এক হোসিয়ারের তাকে পছন্দ হয়ে যায় জামাই হিসেবে। মঁসিয়ে বোভারী তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। আর সেই সুবাদে শ্বশুরের কাছ থেকে ৬০ হাজার ফ্রাঁ যৌতুক হিসেবে পান। মঁসিয়ে বোভারী যখন তার গ্রীক ভাস্কর্যের মতো দেহসৌষ্ঠব ও অবিশ্রান্ত কথার ঝর্ণাধারার ব্যঞ্জনায় হেঁটে যেতেন তখন তার সর্বাঙ্গ বেয়ে জৌলুস ঝরতো অঝোরে, যেন রূপময়, উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো চারপাশ। আর অযুত তৃষিত নয়নের পিপাসা মেটাতো। তাঁর যৌবনদৃপ্ত গোঁফজোড়ার সাথে মিতালি করতো তাঁর ফ্রেঞ্চকাট। হাতের আঙুলগুলি দামী পাথরের আংটির ঠিকরে ওঠা তীব্র উজ্জ্বলতায় ঝিকিয়ে উঠতো। মঁসিয়ে বোভারী পরতেন তখন চোখ ধাঁধানো রঙিন পোষাক। আসলে মঁসিয়ে বোভারীর ভাব-বৈশিষ্ট্য ছিল সামরিক কর্তাব্যক্তিদের মতো। আর সেইসাথে ছিল একজন পেশাদার পর্যটকের সহজ ঢিলে-ঢালা প্রবণতা।

বিয়ের পর এহেন মঁসিয়ে বোভারী তিন-চার বছর রীতিমতো বিলাসী, আয়েশী জীবন কাটান। এসবের যোগান আসতো স্ত্রীর সম্পদ থেকে। ভালো খানাপিনা, লম্বা আলবোলায় তামাক সেবা, কাফে, রেস্তঁরা, রঙ্গশালা ঘেঁটে গভীর নিশুতি রাতে বাড়ি ফেরা—এসব ছিল ঐ জীবনের ছকবাঁধা কারবার। শ্বশুর একদিন পটল তুললেন, তেমন কিছু না রেখেই। বোভারীর 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব। ব্যবসা করলেন, কিছু টাকাপয়সাও যথারীতি খোয়ালেন। পরে দেশের বাড়ি পাড়ি দিলেন বোভারী। তার ভারী আশা, ওখানে হয়তো চলা যাবে।

চাষের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতেন না মঁসিয়ে। কাপড় বোনার জ্ঞানও তথৈবচ। ঘোড়াগুলিকে আবাদের কাজে লাগানো হবে কি! সেগুলিতে চড়ে তিনি ব্যায়ামে লেগে গেলেন। যা কিছু সিডার (মদজাতীয় পানীয়) খামারে হতো তা না বেচে তিনি চোঁ চোঁ গিলে ফেলতেন। গোলাবাড়ির সবচেয়ে চমৎকার মোরগ-মুরগি তাঁর পেটুক পেটে যেতো চালান হয়ে। খামারের শুকরের চর্বিগুলি তাঁর শিকারের বুটের রোশনাই বাড়াতো। কিন্তু এমনিভাবে চলে আর কতোদিন। শিগ্‌গীরই মঁসিয়ে বোভারীর হুঁশ হয়। নাহ্! এভাবে আর নয়!

চক্‌স ও পিকার্ডি যেখানে মিলেছে সেখানকার এক গাঁয়ে আধা-খামার, আধা-ম্যানর জমিদারী তালুকজাতীয় এক বাড়ির খোঁজ পাওয়া গেল। ওটার ভাড়া বছরে দু'শ ফ্রাঁ।

নিরেট, কর্কশ বাস্তবতায় চরম হতাশ, ত্যক্ত-বিরক্ত, সকলের প্রতি বিতৃষ্ণায় মঁসিয়ে বোভারী ৪৫ বছর বয়সে তাঁর কথামতো দুনিয়ার সকল মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ও বিধাতার নিকুচি করে সব কিছু ছেড়েছুড়ে শান্তিতে, নিরিবিলি বসবাসের সিদ্ধান্ত নিলেন।

একসময় স্ত্রী তাঁকে প্রায় আরাধনাই করতেন। হাজারো এক নৈবেদ্য-উপচারে স্বামী দেবতাকে তুষ্ট করার চেষ্টায় গলদঘর্ম হয়েছেন তিনি। কিন্তু স্বামীর মন পান নি। বরং তাতে তিনি আরও দূর জগতের বাসিন্দা হয়ে যান। একসময় মাদাম চুম্বকের মতো আকর্ষণীয়া, উচ্ছল, প্রাণবন্ত ছিলেন। কিন্তু বয়সের বোঝা বাড়ার সাথে সাথে (বোতল

থেকে বারংবার ঢালাঢালি করায় মদের সের্কা হয়ে যাবার মতো) ক্ষ্যাপাটে, রগচটা, অসুখী হয়ে ওঠেন।

গোড়ার দিকে মাদাম নীরবে সব কিছু সয়ে যান। কোনও অভাব-অভিযোগ তোলেন নি। একটা নজির এখানে উল্লেখ করা যায়। একবার স্বামী কোন্ চুলোয় গিয়ে বেলেল্লাপনা করছে তাঁর খোঁজে বেশ কিছু কুখ্যাত জায়গা আর শুঁড়িখানা আঁতিপাঁতি করে ঘেঁটে, খুঁজে পেতে তাঁকে বের করেন বোভারী গিন্নি। ফলে সাতঘাটের ঘোলাপানি খাবার পর মঁসিয়ে নেশায় চুর চুর অবস্থায় সাঁঝ বেলায় ঘরে ফেরেন। এতে প্রচণ্ড আত্মাভিমানে ও অবমাননায় একেবারে ফেটে পড়ার মতো অবস্থা হলেও মাদাম সেটা চেপে থাকেন। শেষে একসময় তাঁর রাগ পড়ে আসে। একটা অব্যক্ত মনোবেদনা মনেই রাখলেন তিনি এ ধরায় তাঁর শেষ দিনটি পর্যন্ত।

এধরনের আত্মাভিমান না হওয়ার কোনও কারণও অবশ্য ছিল না। তাঁকে নিজ হাতে তুলে নিতে হ'ল পুরুষের সব রকমের দায়দায়িত্ব। পারিবারিক ব্যবসায়ের সবকিছু দেখাশোনা, উকিল, কর্তাব্যক্তিদের সাথে দেখা-সাক্ষাত, আলোচনা, বিলশোধ দেওয়া, ঠেকানো, মেয়াদ বাড়ানোর ঝামেলা ঠেলার পর বাড়িতে সেলাই, ধোলাই, ইস্তিরী ইত্যাদির মতো ঘরকন্না, লোকজনের কাজের তদারকি, ব্যয় মেটানো সবকিছুই তাঁকে করতে হয়। আর ইত্যবসরে মঁসিয়ে 'ব্যোম ভোলানাথ' মৌনী হয়ে থাকতেন, দুনিয়াদারির কোনও কিছুই তাঁর ঐ ধ্যান ভাঙতে পারতো না। চোখে তাঁর ঘুম ঘুম মদালস ভাব। জাগতেন কখনও সখনও। ফায়ারপ্লেসের পাশে ধূমপানের ফাঁকে ফাঁকে ফ্যাক ফ্যাক করে থুথু ফেলতেন আর এমনসব অকাজ করতেন যা দেখে মাদাম বোভারীর পিত্তি জ্বলে উঠতো।

মাদামের একটি বাচ্চা হলে ওকে নার্সের কাছে পাঠানো হয়। একটু বড় হতে ওকে বাড়িতে আনা হ'লে রীতিমতো রাজবরণ করা হয়। আর এভাবে ওকে নষ্ট করাও হ'লো। মা ওকে মিষ্টি-মোরব্বা, মিছরি, এটা-ওটায় নানা উপচারে একেবারে যেন নাইয়ে দিলেন। ওর বাবা ওকে আদুল গায়ে ছোটাছুটির দরাজ অনুমতি দিলেন। দার্শনিকের মতো ঘোষণাও দিলেন, ছোট বাচ্চাদের উদোম, ন্যাংটা ঘুরে বেড়ানোই তো ভালো। ওর মায়ের ভাবনা অবশ্য বাবার ঠিক উল্টো। মঁসিয়ে বোভারী ছেলেবেলা সম্পর্কে তথাকথিত কিছু পুরুষালী ধারণা পুষতেন। আর সেই সুবাদে তাঁর ছেলেকে তিনি সাদামাটা, কঠিন জীবনে অভ্যস্থ করে গড়ে তুলতে চাইলেন। তাঁর মতে, এতে ছেলেটা শক্তসমর্থ, কষ্টসহিষ্ণু হয়ে গড়ে উঠবে। কোনও 'ফতো বাবু'টি হবে না। অতএব রাতে ওকে ঠাণ্ডা ঘরে শুতে পাঠাতেন, কোনও আগুনের ব্যবস্থা থাকতো না সেখানে। তিনি ওকে 'রাম'-এর মতো কড়া মদ খাওয়াতেন। ধর্মে মতি না হয় যাতে ও বরং ভেংচি কাটে সেরকম চেষ্টারও কসুর করলেন না তিনি। কিন্তু ছেলেটা আসলে খুব ঠাণ্ডা স্বভাবের। ও বাবার এসব প্ররোচনায় পাত্তাই দিলো না। আর ঠিক এর পাশাপাশি মা ছেলেটাকে সবসময় নিজের ধারেকাছে রাখার চেষ্টা করতেন।

মাদামের একাকীত্বের অফুরন্ত শূন্যতার মাঝে তিনি তাঁর ছেলের মনোরাজ্য ভরিয়ে তুলতেন তাঁর নিজের সবরকমের খানখান হয়ে যাওয়া অহম-উচ্চাভিলাষের নানান কল্পনার রঙে। তাঁর বড়ো সখ ছিল, সমাজের অনেক উঁচু তলায় উঠবেন। সে আর তাঁর

দাম্পত্যে হ'লো না। তাই ছেলের মাঝে তাঁর সেই অভিলাষের বীজ নতুন করে অঙ্কুরিত হয়। ছেলে তাঁর কন্দর্পকান্তি। চৌকশ, বুদ্ধিদীপ্ত, লম্বা। তাই আশা জাগে তাঁর ভাঙাবুকের আধো জাগা চরে। হয়তো সে একদিন জজ-ম্যাজিস্ট্রেট-ইঞ্জিনিয়ার হবে। ওকে তিনি পড়তে শেখান, পুরনো পিয়ানোয়, এমনকি, দু'তিনটে ছোট গানও গাইতে শেখান। কিন্তু হলে হবে কি! গুণবন্ত বাবা মঁসিয়ে বোভারী ওতে বাধ সাধেন। "আর ছোঃ, লেখাপড়া আবার মানুষে করে নাকি।" তাছাড়া তাঁর মতে, "ওকে পাবলিক স্কুলে পড়ানোর অত টাকার খাঁই মেটাবে কে? আমরা পারবো কখনও? ওকালতিতেই বা ওকে হাল ধরাবে কে? আর ব্যবসায়েই বা প্রতিষ্ঠিত করানো যাবে কি করে?" আসলে মঁসিয়ের মতে, "কপাল জোরই সব। ওটা থাকলে পুরুষলোককে দুনিয়ায় ঠেকায় কে?"

বেচারী মাদাম বোভারী! কি আর করবেন তিনি। ঠোঁট সেলাই করে রাখেন অগত্যা। আর ওঁর সাধের ছেলেটা খোঁয়াড়ের দরজা উদলা শুকরছানাদের মতো গাঁয়ের এখানে ওখানে দস্যি হয়ে ছুটে বেড়ায়।

ও চাষী, রাখালছেলেদের পিছু নেয়। ঢিল ছুঁড়ে দাঁড়কাক তাড়ায়। ঝোপঝাড় থেকে কালো পাকা বৈঁচি ফল তুলে খায়, ছড়ি হাতে হাঁসের দল তাড়িয়ে বেড়ায় পানিতে, চৈ চৈ করে। ফসলকাটা মাঠে খড়-বিচুলি শুকোতে ছোটে। বন-বাদাড়ে টহল দেয়। বৃষ্টিবাদলের আলসে দিনে পুরোনো গীর্জাঘরের কানাচে মার্বেল খেলে। গাঁয়ের কোথাও বড় ভোজের আয়োজন হলেই সে সেখানে কেউকেটাদের ধরে পড়ে। ঘণ্টা বাজানোর দড়িটা ওকে টানতে দেবার জন্যে। ও কাজটায় ওর বড্ডো লোভ। কারণ, দড়িটা টানার সময় সে তার দেহের ওজন নিয়ে শুন্যে ঝোলার সুযোগ হবে। নাগরদোলায় আকাশপানে ওঠার পুলকও পাবে। এমনিসব দৌড়ঝাঁপের মধ্য দিয়ে বিরাট ওকগাছের মতো বেড়ে ওঠে সে। বলিষ্ঠ পেশল হাত, চওড়া কাঁধ আর তাজা টকটকে রঙের এক সতেজ তরুণ হয়ে ওঠে।

বারোয় পা দেবার সময় ওর মা ওকে নিজের মতো করে গড়ার আরেক দফা চেষ্টায় পড়াশোনার জন্য ভর্তি করে দেন। কোনও পাবলিক স্কুলে নয়। গীর্জার যাজকের কাছে। তবে পাঠদানের ব্যাপারটি নিয়মিত হল না স্বাভাবিক কারণেই। পাঠ দেওয়াও হ'তো তুচ্ছ ধরণের আর তা খুব ছোটোও বটে। ফলে ওটা কোনও কাজে লাগালো না। যাজক ওকে পড়াতেন গীর্জার কাজকর্মের ফাঁকে। কখনও শিশুকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে আনা হচ্ছে, কখনও লাশ আসছে কফিনে দাফনের আগে ধর্মকর্ম সারার জন্যে। আর তারই ফাঁকে ছাড়া ছাড়া ভাবে পাঠদান চলছে পাদ্রীসাহেবের। পাঠ নেয় ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অ্যাঞ্জেলাস ধর্মীয় সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর যাজক সময় পেলে ও বাইরে যাবার দরকার না থাকলে নিজে কক্ষে তিনি ছাত্রটিকে নিয়ে বসতেন। নানারকমের পোকা আর মথ ঘুরঘুর করতো, উড়ে বেড়াতো মোমবাতিটার চারদিকে। একসময় ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়তো। আর ভালোমানুষ পাদ্রীসাহেব নিজের পেটের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে ঢুলতে থাকতেন। নাকডাকার ঐকতান শুরু হয়ে যতো। মুখ হাঁ হয়ে থাকতো। আবার কখনও ঐ যাজক আশপাশ কোথাও কোনও রোগীকে দেখে ফেরার পথে দেখতে পেতেন চার্লস—তার ছাত্র মাঠে খেলাধুলোয় ব্যস্ত। তিনি তাকে ডেকে কমপক্ষে সিকিঘণ্টার একটা লেকচার দিতেন কোনটা উচিত, উচিত নয় সে সম্পর্কে। তারপর ওকে কোনও গাছতলায় বসে ক্রিয়াপদের রূপগুলো মুখস্থ করতে বলতেন। বৃষ্টি এসে পড়ায় কিংবা কোনোও পরিচিত লোক

যাজকের সাথে কথা বলার কারণে তাদের ঐ পাঠ অনুশীলনে ছেদ পড়তো। তবে লেখাপড়ার আবস্থা যা-ই হোক পাদরীবাবা ছেলেটার প্রতি বেশ তুষ্ট ছিলেন। তিনি বলতেন, ছেলেটার স্মৃতিশক্তি বেশ চমৎকার !

এরকম করে চার্লসের কোনও সুবিধে হলো না দেখে মাদাম বোভারী আরও কড়া ব্যবস্থা নিলেন। লজ্জায় কিংবা বলা যায় আলস্যে কোনওরকম বাদ-প্রতিবাদ ছাড়াই মঁসিয়ে ব্যবস্থাটা মেনে নিলেন। স্বামী-স্ত্রীতে এরকম একটা সমঝোতা হ'লো যে, তাঁরা আরও একবছর অপেক্ষা করবেন যাতে করে ছেলেটার প্রথম ধর্মীয়কৃত্য কমিউনিয়নটি সম্পন্ন করা যায়। আরও ছ'মাস এভাবে কাটার পর সেন্ট রোমাঁর মেলার সময় অক্টোবর মাসে মঁসিয়ে বোভারী ছেলেকে রুয়েঁর একটি স্কুলে ভর্তি করে দেন।

এখন থেকে চার্লসের জীবনের ছবিটা পালটে গেল। আগেই বলা হয়েছে, সে শান্ত মেজাজের ছেলে, খেলার সময়ে খেলা, স্কুলে পড়ার সময়ে পড়া, ক্লাসের পাঠে অখন্ড মনোযোগ, ছাত্রাবাসে সুনিদ্রা, খাবার ঘরে খাদ্য গ্রহণে স্বতস্ফূর্ত ; এককথায় সবকিছুতেই সে নিষ্ঠাবান হয়ে ওঠে। চার্লসের একজন স্থানীয় অভিভাবকও ছিলেন। তিনি দিলেন নিকটবর্তী রুয়েগাঁতারীতে একজন পাইকারী লোহালক্কড়ের ব্যবসায়ী। তিনি চার্লসকে মাসে একবার যে কোনও রোববারে নিজের দোকান বন্ধ করে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। তিনি তাঁকে নদীর ধারে বাঁধ এলাকায় বেড়াতে দিতেন। ওখানে অনেক নৌকো, স্টীমার-লঞ্চ দেখা যায়। নদীর দৃশ্যও চমৎকার। এভাবে বাইরে বেড়ানো শেষে তিনি ওকে সন্ধ্যে সাতটায় রাতের খাবারের আগে আবার কলেজে (স্কুলে) পৌছে দিতেন। প্রতি বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যায় চার্লস ওর মাকে লালকালিতে লম্বা চিঠি লিখতো। চিঠি লেখা শেষ হলে সে তার ইতিহাসের নোটগুলি রিভাইজ দিত কিংবা অন্য কোনও বই পড়তো।

কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে ক্লাসে ছেলেদের মধ্যে তার মর্যাদাগত অবস্থান ছিল মাঝামাঝি। এমনকি, একবার সে প্রকৃতি-ইতিহাসে রীতিমতো মেধার স্বীকৃতি হিসেবে একটি সার্টিফিকেটও পায়। কিন্তু ওর কলেজের তৃতীয় বর্ষ শেষে চার্লসের মা-বাবা ওকে ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়ে আসেন ওকে চিকিৎসা বিজ্ঞান পড়ানোর জন্যে। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, ছেলে নিজেই ঐ শাস্ত্রে ডিগ্রী পাবে।

চার্লসের মায়ের পরিচিত এক রঙকর ছিল। তার বাড়ি অ দ্য রোবেচ নদীর পাড়ে। সেই বাড়িতে ৪ তলায় মাদাম বেভোরী সিনিয়র তাঁর ছেলের জন্য একটি রুম ভাড়া করলেন। তার থাকার সব ব্যবস্থা ঠিক হ'লো। কিছু আসবাবপত্রও আনা হলো। একটা টেবিল আর দু'টো চেয়ার তার জন্য। আর বাড়ি থেকে আনা হলো পুরোনো চেরী কাঠের তৈরী কাঠের চৌকি। একটা ছোট স্টোভের ব্যবস্থাও হ'লো। ঠাণ্ডায় ঘর গরম রাখার জন্যে। কাঠের যোগানের ব্যবস্থাও করলেন মাদাম। আর এরপর চার্লসকে একা থাকতে হবে—এজন্যে তাঁকে ভালো থাকার হাজারো উপদেশ দিয়ে দিনসাতেক শেষে বাড়ি ফিরলেন মাদাম বোভারী।

কলেজের নোটিশবোর্ডের পড়াশোনার সিলেবাসটা দেখে তো চার্লসের থরোহরি কম্প অবস্থা। তার প্রায় জ্বরই এসে গেল। সিলেবাসের কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে শারীরস্থানবিদ্যা, রোগতত্ত্ববিদ্যা, শারীরবৃত্তবিদ্যা, ঔষধপ্রস্তুতবিদ্যা, উদ্ভিদতত্ত্ব, নিদানিক চিকিৎসাবিজ্ঞান ও ভেষজ চিকিৎসাবিদ্যা আর বলাই বাহুল্য, সেইসাথে আরও রয়েছে :

স্বাস্থ্যবিধি ও মেটিরিয়া মেডিকা। এসব শব্দ তার অপরিচিত তো বটেই, এর অর্থ সম্পর্কেও কোনও ধারণা না করতে পারায় চার্লসের চক্ষু চড়কগাছ হবারই দশা। তার কাছে এগুলির এক একটিকে গোলাকধাঁধাঁর আঁধারপুরী অভিমুখে এক একটি দরজা বলেই মনে হ'লো।

এগুলির মাথামুন্ডু কিছুই তার মাথায় ঢুকতে চাইল না। ক্লাসের লেকচারগুলি সে খুব মনোযোগের সঙ্গেই শোনার চেষ্টা করলো, কিন্তু বুঝলো না কিছুই। তবু তার চেষ্টার শেষ নেই। পরম অধ্যবসায়ে সে কাজ করে যায়, নোটবুক তৈরি করে পরম যত্নে, সকল কোর্সের ক্লাস করে, একটি লেকচারও শুনতে বাদ দেয় না। সে তার পড়াশোনার কাজ করে যায় অনেকটা চোখে ঠুলি পরানো কলুর ঘানির বলদের মতো। যেন ঘুরেই চলেছে, কাজ করেই চলেছে গৎবাঁধা গতানুগতিকতায়, অন্ধের মতো কী কাজ করছে সে তা না জেনেই।

ছেলের খরচা বাঁচানোর জন্যে মাদাম ফি হপ্তায় তাকে উনুনে ভাজা বাছুরের মাংস পাঠাতেন হাসপাতাল থেকে ফিরে দুপুরে খাবার জন্যে। আর এরপর ওকে আবার দৌড়ুতে হ'তো ক্লাসে, অস্ত্রোপাচার কক্ষে, হাসপাতালে ও শেষে শহরের উল্টো দিকের প্রান্তে তার বাসায়। সন্ধ্যায় বাড়িওয়ালার বাড়ির শুকনো ডিনার কোনওরকমে গলার নীচে নামিয়ে দিয়ে, নিজের ঘরে ফিরে যাওয়া। তারপর প্রায় ভিজে কাপড়েই বসে যাওয়া নিজের কাজে। স্টোভের আগুনের সামনে। দেখা যেতো চার্লস বসে কাজ করছে আর ওর ভিজে কাপড়-চোপড় থেকে স্টোভের গরম লেগে বাষ্প উড়ছে। শুকোচ্ছে ওগুলো।

গরমকালে চমৎকার পড়ন্ত বিকেলে কিংবা সাঁঝবেলায় যখন গলিপথগুলি ফাঁকা, যখন বাড়ির কাজের ছেলেরা দোরগোড়ায় ছোটখাটো জিনিস চালাচালি খেলায় ব্যস্ত তখন সে জানালা খুলে গলিয়ে মাথাটা বের করে দেয়। নদীটা ঠিক এখানটায় রুয়েঁকে একটা যেন ক্ষুদে ভেনিস করে তুলেছে। নদীটা এখনে বয়ে গেছে শহরটার নীচ দিয়ে, নানান সেতু ও আর রেলিংয়ের মধ্য দিয়ে এঁকে-বেঁকে। নদীর পানি কখনও হলুদাভ, কখনও বেগুনি, আবার কখনও নীল। জনমজুরেরা নদীর পাড়ে তাদের উদোম হাত পানিতে ধুচ্ছে পানির দিকে ঝুঁকে। উচু দালানকোঠার চিলেকোঠা থেকে বেরিয়ে থাকা আড়ায় মেলে দেওয়া কাপড়গুলি বাতাসে শুকোচ্ছে। ওদিকে, একটু দুরে ছাদের ওপারে উধাও নীলাকাশ। আর সেই বিশাল ক্যানভাসে রক্তিম সুর্যটা পাটে যাওয়ার জন্যে শুয়েছে। আহ্, বাড়িতে তাহ'লে দৃশ্যটা আরও কতো চমৎকার ! ভাবে চার্লস। সেই বীচগাছটার নীচে দাঁড়ালে এখন কত না জানি তরতাজা, সজীব মনে হ'তো ! আনমনে তার বাঁশির মতো নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে ওঠে যেন দেশজ সেই সুঘ্রাণ নেবার আশায়। কিন্তু সে সুঘ্রাণ তো এ পর্যন্ত পৌছুবার নয় !

চেহারাটা আরও দোহারা, আরও সুঠাম, লম্বা হয়ে ওঠে। ওর মুখমণ্ডল বিষাদিত হয়ে নিজ আকর্ষণ যেন আরও বাড়িয়ে দেয়। স্বভাব ঔদাসীন্যে সে যা কিছু সঙ্কল্প এর আগে নিয়েছিল সব বিসর্জন দেয়। একবার সে ক্লাসের কোনও লেকচারে ঘটনাক্রমে উপস্থিত না থাকতে পারলে, পরের দিনের সমস্ত লেকচারে তার গরহাজির থাকাটাই হয়ে ওঠে স্বাভাবিক। ক্রমে ক্রমে এভাবে সে আলস্য উপভোগ করতে শুরু করে। আর লেখাপড়ার সকল কাজও ছেড়ে দেয়। তার কাফে-রেস্তরাঁয় ঘোরা স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়। ডোমিনো খেলার অদম্য নেশায় পেয়ে বসে তাকে। প্রতিটি সন্ধ্যায় জনকোলাহলে ভরা কাফের

নোংরা খুপরির মধ্যে সেঁটে বসে মর্মরপাথরের টেবিলে ডোমিনোর গুটি চালার মধ্যে সে তার স্বাধীনতার স্বাদ খুঁজে পায়। তার নিজের ধারণায় তাঁর মর্যাদাটি যথা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হঠাৎ করেই জীবনের জানালাটা যেন ওর কাছে ফাঁক হয়ে যায়। পাতালপুরির নির্ঝরের স্বপ্ন ভাঙে এসে-পড়া রবিকরের হঠাৎ ঝলকানিতে। গোপন আনন্দের পুলকিত মিষ্টতায় সে মুগ্ধ, অভিভূত হয়। জানালার পাল্লাটা আরও একটা হাত দিয়ে খুলে ধরে। রোমাঞ্চিত, আবিষ্ট হয় পরম জৈবিক আনন্দে। অনেক গোপনীয়তার অন্তঃপুরের দ্বার অবারিত হয় ওর কাছে। কাব্য ফোটে ওর স্ফুরিত অধরে, গানের কলিতে তা শোনায় সে তার পরম বন্ধুদের। প্রণয়ক্রীড়ায় দীক্ষা নেয় পরিশেষে।

এধরণের প্রাক-প্রস্তুতির সুবাদে সেবার পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ে সে গোল্লা খায়। সাধারণ একটি ডিগ্রীও তার জোটে না। ঐদিন রাতে পরীক্ষায় কৃতকার্যতার উৎসব পালনের জন্যে তার গাঁয়ের বাড়িতে হাজির থাকার কথা। সে পায়ে হেঁটেই বাড়ির দিকে রওনা হয়। কিন্তু গাঁয়ের প্রায় ঢোকার পথে উঠে ওর পা আর চলতে যায় না। তাই সে তার মাকে গোপনে খবর দিয়ে পাঠায়। মা তার সাথে দেখা করতে এলে তাকে খুলে সব বলে। মা তাকে কিছু না বলে যারা পরীক্ষা নিয়েছে তাদের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করেন। তাঁর ধারণা, ওদের অবিচারের কারণেই তাঁর ছেলে ফেল করেছে। তারপর ছেলেকে কিছু আশ্বাস দিয়ে গোটা ব্যাপারটা সামলানোর দায় নিজের কাঁধেই তুলে নেন। লম্বা পাঁচটি বছর পর মঁসিয়ে বোভারী আসল কথাটা জানতে পারেন। ব্যাপারটা তখন তামাদি। তাই তিনি ওটা নিয়ে উচ্চবাচ্য করেন না। সবচে' বড়ো কথা, মঁসিয়ে বোভারী বিশ্বাস করতেই পারছিলেন না যে তাঁর ছেলে এমন একটা গবেট হবে।

চার্লসের কেঁচেগন্ডুষ পর্ব শুরু হ'লো। লেগে গেল সে পরীক্ষার জন্য একান্ত প্রস্তুতিতে। সবকিছু সে মুখস্থ করে ফেললো। সেঁটে রইলো আঠার মতো লেখাপড়ায়। পরীক্ষায় পাস করলো ভালোভাবে। ওর মায়ের জন্যে যে এটা কি সুখবর সে শুধু ঐ মহিলাই জানেন। বোভারী দম্পতি একটা বড় ভোজ দিলেন পড়শীদের।

এবার প্রশ্ন দেখা দিল চার্লসের ডাক্তারীর প্র্যাকটিসটা শুরু হবে কোথায়? তোস্তেতে কী? ওখানে একজনমাত্র ডাক্তার আছে। প্রবীণ, বয়স হয়েছে অনেক, অবস্থা এখন-তখন। মাদাম বোভারীতো রীতিমতো শকুনের মতো অপেক্ষায় ছিলেন কখন যায় ঐ বুড়ো ডাক্তার কফিনে। অবশেষে সেই বুড়ো ডাক্তার মরতে না মরতেই তাঁর চেম্বারের ঠিক উল্টো দিকের বাড়িটায় চেম্বারে বসে গেল চার্লস। গতায়ু ডাক্তারের উত্তরপুরুষ হিসেবে।

তবে সন্তান বড় করা, তাকে ডাক্তারী পড়ানো, এমনকি, তোস্তেতে তার চেম্বার করে দেওয়ার মধ্যেই সবকিছুর শেষ নয়। ওর একটা বৌয়েরও দরকার অছে। এমন একটা বৌ মাদাম বোভারীর খুঁজে বার করতেও দেরি হ'লো না। পাত্রীর বয়স মাত্র ৪৫! দিয়েপির এক বেলিফের বিধবা। নগদ আয় আছে বছরে ১২শো ফ্রাঁ। পাত্রী দেখতে কুশ্রী, হাড্ডিসার, মুখে আঁচিলে ভরা, যেন বসন্তের অযুত কুঁড়ির সমাবেশ সেখানে। পাত্রীর নাম মাদাম দুবুচ। তবু এই দুবুচের পাণিপ্রার্থীর অভাব হ'ল না। কিন্তু মাদাম বোভারীকে তার নিজের কাজ উদ্ধারের জন্যে ঐসব পাণিপ্রার্থীদেরকে চেষ্টা-তদ্বির করেই উৎখাত করতে হ'ল। এক শুকরের মাংসের কসাইও প্রার্থী ছিল মাদাম দুবুচের। শক্ত পাল্লাই বটে। কিন্তু মাদাম

বোভারীর কূটচালে ঘোল খেলো কসাই বাবাজি। গীর্জার পাদ্রীদের কৃপায় মাদাম বোভারী পাশার চাল নিজের ছেলের পক্ষেই নিয়ে এলেন।

চার্লসের মনে হয়েছিল, বিয়ে হয়ে ভালোই হ'লো। সুখ–স্বাচ্ছন্দ্যে চলবে সবকিছু—তারই তো সূচনা এটা। তার আরও মনে হ'লো সে তার নিজের ও টাকার ব্যাপারে এখন আরও স্বাধীনতা ভোগ করবে। কিন্তু ওর বৌ দেখা গেল রীতিমতো একটা স্বামী খেদানো খান্ডারনী। তার সাথে থাকলে চার্লসকে তার কথা মতো উঠতে–বসতে হতো, হাঁ বললে হাঁ না বললে না করতে হ'তো। ফি শুক্রবার ওকে রোজা থাকতেই হবে। ওর কথামতো সাজসজ্জা করতে হবে। ওর যেসব রোগী ভিজিট দিত না বৌয়ের কথায় তাদেরকে হয়রানি করতে হবে। বৌ তার চিঠি খুলে দেখবে, তার চলাফেরার ওপর সে গোপনে গোয়েন্দাগিরি চালাবে, দেওয়ালের পার্টিশনের ফাঁক দিয়ে চোখ রেখে দেখবে কোনও মহিলা রোগী চার্লসের সাথে কি বলছে।

॥২॥

একরাতে অনুমান এগারোটার দিকে ওদের বাড়ির গেটে ঘোড়ার ডাকে ওদের ঘুম ভেঙে যায়। বাড়ির কাজের ছেলেটা জানালা খুলে ওপর থেকে রাস্তায় দাঁড়ানো এক লোকের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে। লোকটা ডাক্তার ডাকতে এসেছে। একটা চিঠিও সে নিয়ে এসেছে ডাক্তারের জন্যে। নাসতাসি সিঁড়ি বেয়ে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে নীচে নেমে আসে ও একটার পর একটা গেটের খিল খুলে দেয়। লোকটা ঘোড়া থেকে নেমে কাজের ছেলেটার সাথে নাসতাসির পেছনে এসে দাঁড়ায়। লোকটা তার পশমী টুপিটা থেকে কাপড়ে মোড়া একটি চিঠি বের করে যত্নের সঙ্গে সেটা চার্লসের হাতে তুলে দেয়। চার্লস বিছানায় শোয়া। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে সে তার মাথাটা উঁচু করে। নাসতাসি আলো তুলে ধরে। আর সেই আলোয় চার্লস চিঠিটা বড়ে। নাসতাসি বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে। আর মাদাম চার্লস বোভারী লজ্জার খাতিরে পিঠ ফিরে দেওয়ালের দিকে চেয়ে থাকে। পিঠটাই কেবল ওর দেখা যায়।

নীল মোমে সীল করা চিঠিটা। ওতে অনুনয় করে এম চার্লস বোভারীকে অবিলম্বে একজন রোগীর ভেঙে যাওয়া পায়ের চিকিৎসার জন্যে বারতাও খামারে আসার অনুরোধ করা হয়েছে। লা বারতাও খামার এখানে এই তোস্তে থেকে লঁগুয়েভিল ও সেন্ট ভিক্টর হয়ে গেঁয়ো পথে ঝাড়া ১৮ মাইলের পথ। রাতটা নিকষ কালো আঁধারে ঢাকা। মাদাম বোভারীর ভয় হলো, তার স্বামী আবার কোনও দুর্ঘটনায় না পড়ে। আর তাই ঠিক হলো আস্তাবলের কাজের ছেলেটা প্রথমে ঐ পথ ধরে এগোবে। আর চার্লস তিনঘণ্টা পরে চাঁদ উঠলে রওনা হবে। একটি ছেলেও তাকে এগিয়ে নিতে বারতাও থেকে আসবে। তাকে খামারে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে ও খামারের গেট খুলে দেবে। ভোর চারটের দিকে চার্লস ভালো করে ওভারকোট মুড়ি দিয়ে লা বারতাওয়ের পথে রওনা হলো। উষ্ণ বিছানার ওমে ওর চোখে তখনও ঘুম জড়ানো, ঘোড়ার পায়ের খুরের স্থির লয়ের শব্দে তন্দ্রাভাবটার ছন্দ কাটছে ক্রমাগতভাবে। যখন প্রাণীটি হঠাৎ কাঁটাঘেরা কিছু গর্তের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো আবাদী জমির একেবারে কিনারায় তখন হঠাৎ চার্লসের মনে পড়ে গেলো পা–ভাঙার কথাটা। আর তখনই হাড়ভাঙা কতোপ্রকারের, কি কি হতে পারে সেসব চিন্তা সে শুরু

করে দিল। বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। দিনের আলো ফুটছে। পাতাহীন গাছগুলির ডালে কিছু পাখি আছে বসে স্থির হয়ে। ভোরের ঠাণ্ডা হিমশীতল হাওয়ায় ওদের ছোট ছোট পালক মৃদুমন্দ নড়ছে। এলাকাটা সমতল। বহুদূর চোখের সীমানা পেরিয়ে দিগ্বলয়ে গিয়ে মিশেছে। খামারগুলির চারদিক ঘিরে রয়েছে সবুজ গাছের সারি, মাঝে কোনও কোনও জায়গা অবশ্য ফাঁকা। মনে হচ্ছে, বিশাল ধূসর প্রান্তরে গাঢ় বেগনি দাগ সব। এখানে–ওখানে লেগে আছে। দিগন্তরেখার ওপরটা আকাশের বিষন্নতায় মিলিয়ে গেছে। চার্লস মাঝে মাঝে চোখ খুলে তাকায়। মনটা তার ক্লান্তিতে ভরে আসে। চোখ বেয়ে নামে ঘুমের ঘোর। অচিরেই সে তন্দ্রায় ঢলে পড়ে। তন্দ্রার ঘোরে তার অবচেতনায় যেন দেখতে পায়, সে নিজে দুটি সত্তায় ভাগ হয়ে গেছে। এদুটি নানা ভাবকল্পনায় স্মৃতিতে মিলে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে কখনওবা। একবার সে নিজেকে আবিস্কার করে ছাত্র হিসেবে। আবার ক্ষণেকেই দেখে বিবাহিত পুরুষ হিসেবে। এভাবে সাম্প্রতিক নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনা একসাথে ভীড় জমাতে থাকে মনে মুকুরে, তন্দ্রার আচ্ছন্নতায়। এই এখন সে শুয়ে আছে, এখনকার মত, আবার পুরনো দিনের মতো অস্ত্রোপচার ঘরের দিকে দৌড়াচ্ছে সে। পুলটিশের গরম গরম গন্ধ তার মগ্ন চৈতন্যে ভোরের টাটকা শিশিরের ঘ্রাণের সঙ্গে মেলে। সে শুনতে পায় বিছানার খাটের মশারির দণ্ড বরাবর ঠংঠং আওয়াজ হচ্ছে, দেখতে পায় ওর স্ত্রী সেখানে শুয়েও আছে। ঘুমে আচ্ছন্ন। একসময় হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে দেখতে পায় সে ভাসোনিভিলে পৌছে গেছে। আর প্রায় ঐ সময়েই তার নজরে পড়ে যায় একটি ছেলে একটি ডোবার পাড়ের ঘাসে বসে আছে।

"আপনি ডাক্তার?" ছেলেটি জানতে চায়।

চার্লসের কাছ থেকে সম্মতিসূচক জবাব পেয়ে ছেলেটা তার কাঠের জুতোজোড়া হাতে তুলে নেয় ও তার সম্মুখ দিয়ে দৌড়াতে শুরু করে।

চার্লস ঘোড়ার গাড়িটায় বসে চলতে চলতে তার ঐ গাইড ছেলেটার কাছ থেকে জানতে পারে, মঁসিয়ে রল্‌ত ধনী চাষীদের একজন। উনি এক পড়শীবাড়িতে *দ্বাদশ রাতের* ভোজঅনুষ্ঠান ইত্যাদি শেষে পয়লা রাতের দিকে বাড়ি ফেরার সময় অর্থাৎ গত সন্ধ্যায় তাঁর পা ভেঙে ফেলেছেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেছেন দু'বছর আগে। তাঁর একমাত্র মেয়ে তাঁর সঙ্গে থকে। ঐ মেয়েটা তাঁর ঘরকন্নার দায়িত্ব পালন করে।

লা বারতাও খামারের কাছাকাছি পৌছুতে ঘোড়াগাড়ির খটাখট শব্দটা আরও গভীর হয়ে বাজে। ছোট গাইড ছেলেটা বেড়ার ছোট ফাঁকটা দিয়ে গলে অদৃশ্য হয়ে যায়। পরে সে আঙিনার কিনারা থেকে আসে গেটটা খুলে দিতে। ভিজে ঘাসে ঘোড়ার খুর ফসকে যায়। গেট পার হবার সময় গাছের ঝুলে পড়া ডালপালার ঝাপটা এড়ানোর জন্যে চার্লসকে ঘাড় নামিয়ে রাখতে হয়। পাহারা ঘরে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। শেকল টানাটানি করে আগন্তুক দেখে। বারতাও খামারের ভেতরে ঢুকে চার্লসের গাড়ির ঘোড়াগুলি ভড়কে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়।

খামারটা দেখে বেশ বড়োসড়োই মনে হয়। খোলা দরজার ওপর দিয়ে খামারের আস্তাবলের ভেতরে দেখা যায় বড় বড় গাড়িটানা ঘোড়া ধীরে ধীরে নতুন বস্তা থেকে খাবার খাচ্ছে। বারবাড়ির সীমানা বরাবর বড় গোবরগাদা। ওটা থেকে তরল সার গড়াচ্ছে। আর ওখানে কিছু মোরগ–মুরগীর সাথে পাঁচ–ছ'টা ময়ুর কাড়াকাড়ি করে ওদের খাবার খুঁজছে।

ময়ুর থাকটা এ এলাকার খামার মালিকের বিশেষ করে 'চাও' খামারের বিলাসিতার প্রতীক। ভেড়ার গোয়ালটাও বেশ লম্বা। গোলাবাড়িটা বেশ উঁচু। গোলাবাড়ির দেয়ালটা দারুণ চকচকে, মসৃণ। কার্টশেডে রয়েছে দুটো বড়োসড়ো গাড়ি। চারটে লাঙল। চাষের ঘোড়া তাড়ানোর চাবুক, যোয়াল-ঈষ,- ফাঁস ইত্যাদি। এগুলিরে নীল পশমের ওপর গোলাঘর থেকে পড়া শস্যের মিহি তুষে ওগুলি ময়লা বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। খামারবাড়ির উঠোনটা ক্রমেই ঢালু হয়ে এসেছে গেটের দিকে। ওখানে সার বেঁধে গাছপালা লাগানো। পুকুরে হাঁসের দল রীতিমতো ডাকাডাকি করছে।

নীল মেরিনো পোষাকপরা এক তরুণী দরজার কাছে মঁসিয়ে বোভারীকে অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে এলো। সে তাঁকে নিয়ে গেল রান্নাঘরে। ওখানে বড়রকমের একট আগুন জ্বালানো হয়েছে। রান্নাঘরের একপাশে ছোটবড় আকারের নানা পাত্রে চাকর-বাকরদের সকালের নাশতা তৈরি হচ্ছে। চিমনির ভেতরের দিকটায় অনেকগুলি ভিজে ন্যাকড়া-কাপড় ইত্যাদি শুকোতে দেওয়া হয়েছে। শাবল, বেড়ি ও হাপরের নল সবগুলি য়্যাব্বড় চেহারা। পালিশ করা ইস্পাতের মত চকচক করছে। দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে নানা আকারের অসংখ্য পাত্র ও কড়াই। তার মধ্যে দিয়ে উঠে যাচ্ছে অগ্নিকুণ্ড থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। মিশে যাচ্ছে সকালের প্রথম সূর্যকিরণের সাথে। ওগুলি উঁকি দিচ্ছে জানালা দিয়ে। প্রতিফলিত হচ্ছে চকচকে ঝোলানো পাত্রগুলিতে কাঁপা কাঁপা ঝিলিকে।

চার্লস রোগী দেখার জন্যে দোতলায় উঠে যায়। রোগী সেখানে বিছানায় শুয়ে। কাপড়-চোপড়ের নীচে বৃদ্ধ ঘামছেন। আর রাতের সূতির টুপিটা পড়ে আছে বিছানার এক প্রান্তে। রোগী ৫০ বছর বয়সী ছোটখাটো, গাঁট্টাগোট্টা চেহারার মানুষ। গায়ের চামড়া, ধবধবে দুধের মতো ফর্সা। চোখের তারা সাগর নীল। কপালের সামনের অংশে চুল নেই। কানে আবার দুল। বিছানার পাশে একটা বড় কাঁচপাত্রে রয়েছে ব্র্যাণ্ডি। শরীরটা চাঙা রাখা আর সাহস বজায় রাখার জন্যে তিনি মাঝে মাঝেই অল্প করে ব্র্যাণ্ডি গলায় ঢালছেন। কিন্তু ডাক্তারের চেহারা নজরে পড়ামাত্র তার মদপানের উৎসাহে ভাটা পড়লো। তবে ও কাজের জন্য অনুশোচনা ছিল বলে মনে হলো না। গত ১২ ঘণ্টা এভাবেই চলেছে তাঁর। এখন রোগী দূর্বল স্বরে গোঙাতে থাকলো।

পায়ের হাড়ভাঙাটা আদৌ জটিল নয়। ভয় পাবার কিছু নেই। চার্লসের জন্য এরচেয়ে সহজ আর কিছুই হতে পারতো না। তার ডাক্তারীবিদ্যার শিক্ষকদের নানা কৌশল রোগীর বিছানার পাশে বসে মনে করতে করতে সবরকমের সদয়, সহানুভূতিশীল কথাবার্তায় রোগীর কষ্ট উপশমের চেষ্টায় থাকে সে। ভাল চিকিৎসকের সবরকমের যত্ন নেয় চার্লস। ভাঙা অংশটা কাঠের ফলকের স্প্লিন্ট দিয়ে বাঁধবার জন্যে খামারের গাড়িঘর থেকে কিছু কাঠের টুকরো আনার পর সেগুলি থেকে একটা টুকরো বেছে নেয় চার্লস। সেটাকে দুখণ্ড করে শার্সির কাঁচ দিয়ে ঘষে মসৃণ করে তোলে। কাজের ছেলেটা কাপড়ের পট্টি ছিঁড়ে বের করে ব্যাণ্ডেজ হিসেবে ব্যবহারের জন্য। আর ওদিকে ম্যাদমোয়জেল এমা কয়েকটি প্যাড সেলাই করার চেষ্টা করে। সেলাইয়ের বাকসোটা খুঁজতে এমার একটু দেরি হয়ে যায়। আর এটা দেখতে পেয়ে ওর বাবা অসহিষ্ণু, অধীর হয়ে ওঠে। রাগ করে। কিন্তু এমা কিছু বলে না। ত্রস্তব্যস্ত সেলাইফোঁড় করতে গিয়ে ও নিজের আঙুলেই সুঁই ফুটিয়ে দেয় ও তারপর সেই আঙুলটা ঠোঁটে পুরে দেয় বদরক্ত চুষে নেবার জন্য। আর ঠিক এই সময় চার্লসের

চোখে এমার নখগুলি ঝলসে ওঠে প্রচণ্ড শুভ্রতায়। রীতিমতো থ' বনে যায় চার্লস এত সাদা নখ মানুষের হতে পারে! ঝকঝক করছে নখগুলি, আগার দিকে অদ্ভুত সুন্দর, দিয়েপিতে যেসব সেরা ধরণের গজদন্ত পাওয়া যায় তার চেয়ে মসৃণ, আকার আখরোট ফলের মতো চমৎকার। অবশ্য এমার হাত তেমন সুন্দর নয়। হয়তোবা যথেষ্ট সাদাও নয়। আর আঙুলের গাঁটগুলিও কেমন যেন কর্কশ। হাতটা অস্বাভবিক লম্বাও বটে। হাতের আদলে কোনও নরমভাবও চোখে পড়ে না। এমার সত্যিকারের রূপের রহস্য তার চোখে। চোখ বাদামী। তবে ঘন কালো ভ্রুর জন্য চোখের তারা কালোই মনে হয়। আর চায় সরাসরি। কোনও ভণিতা নেই তাতে। বলিষ্ঠতায় ও চাহনি প্রোজ্জ্বল, দ্যুতিময়।

ব্যাণ্ডেজ করার কাজ শেষ হলে মঁসিয়ে রলত তাকে সামান্য কিছু খাদ্যগ্রহণের আমন্ত্রণ জানালেন বিদায় দেবার আগে। চার্লস নীচতলায় নেমে আসে। এঘরটার মেঝে জমিনের সাথে সমান। একটা বিশাল আকারের খাটের কাছে একটি ছোট টেবিলে দুটি কাঁটাচামচ ও রূপোর পানপাত্র রয়েছে দু'জনার জন্যে। ওগুলির ওপর ছাপা সূতীর কাপড়ের একটা ঢাকনা দেওয়া। কাপড়টির ওপর সুন্দর একটা টার্কির ছবির নকশা। জানালার মুখোমুখি একটা ওককাঠের উঁচু কাবার্ড। ওটা থেকে আইরিস গাছের শেকড় আর ভিজে কাপড়ের কেমন একটা সোঁদা ঘ্রাণ ভেসে আসছে। ঘরের কোনায় একসার ঠাসা ময়দার বস্তা। পাশের গোলাঘরে জায়গা না হওয়াতেই এ ব্যবস্থা। ঘর সাজানোর মতো করে দেওয়ালের মাঝখানটায় পেরেক দিয়ে টাঙানো রয়েছে সবুজ রঙের একটা পেইন্টিং। ওটা থেকে শোরার কারণে রঙ চটা উঠে পড়ে যাচ্ছে। সোনালী ফ্রেমে ওটা একটা মিনার্ভার ছবি। নীচেয় গথ লিপিশৈলীতে লেখা রয়েছে "আমার প্রিয় বাবাকে"।

ডাক্তার ও ম্যাদমোয়জেল এমা রোগীকে নিয়ে প্রথমে ও পরে আবহাওয়া, হাড় কাঁপানো শীত, রাতে ভেড়ার পালে হামলেপড়া নেকড়ের অত্যাচার ইত্যাদি প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলে। ম্যাদমোয়জেলের কাছে এলাকাটা আদৌ ভালোলাগে না। বিশেষ করে, এই এখন একেবারে একা তাকে খামারের সবকিছু দেখতে হওয়ায় বিরক্তির মাত্রা আরও বেড়েছে। ঘরটা ঠাণ্ডা, খাবার সময় এমা শীতে কাঁপতে থাকে। আর এই কাপার কারণেই হয়তো আরেকজনের ওর ঠোঁটের বেশিভাগ দেখার সুযোগও তৈরী হয়ে যায়। চুপচাপ থাকার সময় ঠোঁট কামড়ে থাকা এমার অভ্যেস। নীচের দিকে ওল্টানো কলার থেকে এমার মরালী গ্রীবা বেরিয়ে আছে। ওর চুল মাথার সিঁথির মাঝখান থেকে একটা সূক্ষ্ম অদৃশ্য রেখায় ভাগ করা (কালো চুলের দুটো স্তবক এত মসৃণ যেন এককেটি অখণ্ড কিছু) চুলগুলি মাথার বাঁকের সাথে বাঁক মিলিয়ে বাঁক নিয়ে এমনভাবে কানের ওপর দিয়ে নেমে এসেছে যে, কানদু'টির লতি পর্যন্ত প্রায় চোখে পড়ে না। শেষে চুলের ভাগ দুটি পেছনে মিশে একটা ঘন গুছির আকার নিয়েছে ও সামনে কপালের দু'পাশ দিয়ে ঢেউয়ের মতো নেমেছে। ওর চিবুক রক্তাভ, গোলাপী। পুরুষদের অনুসরণে ও বডিসের মাঝের বোতামগুলিতে কচ্ছপ-খোলে তৈরী ফ্রেমের একটা চশমা ঝুলিয়ে রেখেছে। বলাবাহুল্য, এই একান্ত দৃশ্যটি চার্লস তার জীবনে প্রথমবারের মতো দেখলো।

বৃদ্ধ রলতকে সম্ভাষণ জানিয়ে নীচতলায় নেমে আসার পর চূড়ান্ত বিদায় নেবার আগে চার্লস আবার যখন তার কামরায় ফিরে গেল তখন এমা ঐ কামরার একটা জানালার দিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে। বাগানের দিকে ওর চোখ। ওখানে ঝড়ো বাতাসের ঝাপটায় বরবটির

কচি গোছাগুলি মাটিতে পড়ে আছে। ডাক্তারের গলা শুনে ও ঘাড় ফেরায়।

'কিছু চাই আপনার, খুঁজছেন কিছু' শুধায় ও।

'না, মানে এই আমার ছড়িট যে তখন কোথায় রেখেছি, যদি কিছু না মনে করেন জবাব দেয় ডাক্তার। পরে নিজেই সে রোগীর বিছানার ভাঁজ, দরজার পেছন, চেয়ারের তলায় খোঁজ করতে থাকে। ওটা আসলে পড়ে গেছে ময়দার বস্তা আর দেয়ালের ফাঁকের মেঝেতে। ওটা আগে নজরে পড়ে এমার। বস্তার ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে ওটা সে তুলতে যায়। আর ঠিক ঐ একই সময়ে কাকতালীয়ভাবে কিংবা পুরুষোচিত বাহাদুরির তাড়নায় চার্লসও নীচু হয়ে ওটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। ওর নীচে ঝুঁকে থাকা তরুণীর পুরুষ্ট নিতম্বের ছোঁয়া লাগে চার্লসের বুকে। অপ্রস্তুত এমা নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে কাঁধ ফিরিয়ে চোখাচেখি হয় ডাক্তারের সাথে। ওর গোটা মুখমণ্ডলে আবীরের ছোপ লাগে, রক্তিম হয়ে ওঠে। সে ত্রস্তে ডাক্তারের হাতে ছড়িটা ধরিয়ে দেয়।

তিনদিন পর রোগীকে ফের দেখতে আসবে চার্লস বলেছিল বটে। কিন্তু পরের দিনই আবার লা বারতাও খামরবাড়িতে গেল ও নিয়মিত সপ্তাহে দু'বার করে তার সেখানে যাওয়া আসা চলতে থাকলো। আর এরমাঝে হঠাৎ ওবাড়িতে যাওয়ার ব্যাপারটা হিসেবের বাইরেই থাকলো। অবশ্য এজন্যে সে ডাক্তারের ফি পাবে কি না তা একবারও মনেই পড়লো না।

ভালোই চলতে থাকে সবকিছু। রোগী দ্রুত সেরে উঠতে থাকে। এভাবে মাসদেড়েক কেটে যাবার পর মসিঁয়ে রল্‌তকে একদিন দেখা গেলো তিনি তাঁর ঘরটায় চারদিকে হেঁটে বেড়াবার কসরৎ করছেন। লোকজন ভাবলো মঁসিয়ে বোভারী না জানি কত্তোবড়ো ডাক্তার! বৃদ্ধ রল্‌ত মত প্রকাশ করলেন, 'কথাটা ঠিক। ভেতো, এমনকি, বুয়ের মহাদিকপাল ডাক্তারেরাও তাঁকে বোধ করি এমন চমৎকার সারিয়ে তুলতে পারতেন না।'

ব্যাপারটা চার্লসের নিজের কাছেই বড়ো অদ্ভুত মনে হয়। বারতাও যেতে তাকে এত রোমাঞ্চ, পুলকে পেয়ে বসে কেন? ভেবেও কোনও খেই পায় না। এমন আবেগ যদি তাকে আগে না পেয়ে বসতো তাহলে চার্লস হয়তো ধরে নিত রোগীর কেসটার গুরুত্বের জন্যেই অথবা অ্যাত্তো পরিমাণ মোটা ফি মিলবে ভেবেই এমনটা ঘটেছে। কিন্তু আসলে কি তাই? এদুই কারণ ছাড়া কি অন্য কোনও কারণ থাকতে পারে না? তার জীবনের এই তুচ্ছ পেশার নিস্প্রাণ ব্যস্ততার মাঝে খামারবাড়িতে যেতে পারাটা অনাস্বাদিত স্বাদের আনন্দময় ব্যতিক্রম নয়? লা বারতাও যাবার দিনগুলি ওর যেন সোনারঙে রাঙা। খুব ভোরে ঐদিনগুলিতে বিছানা ছেড়ে ওঠে চার্লস। চটপট প্রস্তুতি। ঘোড়ার পিঠে চড়েই প্রাণীটাকে লাগাতো ও তাড়া। গন্তব্যে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নেমে জুতোজোড়া ঘাসে মুছে পরিস্কার করে নিয়ে গেট দিয়ে খামারবাড়ির আঙিনায় পা দেবার আগে হাতে কালো দস্তানা পরে নিত সে। ওবাড়ির আঙিনায় নিজেকে দেখতে পাওয়া তখন এক সুখদ অভিজ্ঞতা বৈকি! নিজের ঘাড়ের চাপে খামারবাড়ির গেট খুলে যাওয়া, দেয়ালে মোরগের ডাক, ছেলেটার দৌড়ে আসা—এ সবই তার কাছে ঝরঝর ঝরণার চির আনন্দ ধারার মতো। ওটার গোলাঘর, আস্তাবল, বৃদ্ধ রল্‌তের চেহারা সবকিছুইতো ভালোলাগার। বৃদ্ধ দেখলেও ডাক্তারের কাঁধ চাপড়ে দেন, ওকে ডাকেন 'রক্ষাকর্তা' বলে। সেইসাথে রান্নাঘরের মেঝে থেকে ভেসে আসা ম্যাদমোয়জেল এমার ছোট কাঠের জুতোর খটাখট

ছন্দোবদ্ধ ধ্বনিতে চার্লসের সকল ইন্দ্রিয় হয় তন্ময়। জুতোর হাইহিলে এমা আরো উঁচু, আরও গরিয়সী হয়ে ওঠে। সে যখন চার্লসের সামনে দিয়ে হেঁটে যায়, চার্লসকে একটা অপূর্ব মাদকতায় পেয়ে বসে। কাঠের তলি লাফিয়ে উঠে জুতোর চামড়ায় বসে গিয়ে যে তীক্ষ্ণ মচমচ আওয়াজ তোলে সেটা রীতিমতো নেশা ধরায়। হৃদয়ের তন্ত্রীতে বিচ্ছুরিত হয় বিদ্যুৎ।

এমা বরাবরই চার্লসের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত আসে বাড়িতে সে এলে। আর ওর যাবার সময় যখন ওর ঘোড়াটা ওর কাছে ফিরিয়ে আনা হয় তখনও সঙ্গ দেয় সে চার্লসকে। কিন্তু আগেই যেহেতু বিদায় সম্ভাষণ বিনিময় হয়ে গেছে, ও সময়টা ওরা কথা বলে না। দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। ওকে ঘিরে শুরু হয় খোলা বাতাসের খেলা। তার পেছনটায় গলার দিক থেকে নরম ছোঁয়া দিয়ে বাউল বাতাস তার নিতম্বের চারপাশে অ্যাপ্রনের ধার ঘেঁষে এদিক–সেদিক লুকোচুরি শুরু করে। কাপড়টা বাতাসে ওড়ে যেন পত পত করে। মেঘের মতো ভেসে। একবার বরফগলার সময় খামারবাড়ির আঙিনার গাছের বাকল থেকে পানি ঝরছিল, আর কাচারিবাড়ির ছাদের বরফ গলছিল। সে সময় এমা ঘরের প্রবেশ পথের দিকে কোনও কারণে পা বাড়ায় কিন্তু কথাটা মনে পড়তেই ছাতাটা আনতে ফেরত যায়। তারপর পথটায় এসে ছাতাটা খুলে ধরে। রেশমী লেডিসছাতাটির রং কবুতরের বুকের পালকের মতো। ছাতাটির মধ্য দিয়ে রোদের আলো এসে পড়েছে। আর চলার সাথে নানাভাবে ঐ আলো সরে সরে এমার টকটকে ফরসা মুখটাকে নানা রঙে আলোকিত, উজ্জ্বল করে তুলে ধরছে। ওর মুখে নরম উষ্ণতার ভরাট হাসি। আর ছাতার রেশমী ক্যানভাসের ওপর বরফ–বৃষ্টির পানি ফোঁটায় ফোঁটায় টুপ–টাপ করে ছন্দ কেটেই চলেছে।

বারতাও খামারবাড়িতে চার্লসের যাওয়া–আসা নিয়ে চার্লসের বৌ মাদাম বোভারী তেমন আপত্তি করে নি। তবে সে রোগী সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে যে ভুল করতো তা নয়। এমনকি, ডাক্তারের জমা–খরচের খাতায় একটা পুরো সাদা পাতাও আলাদা করে রেখে দিয়েছিল মঁসিয়ে রল্তের জন্য। ওতে লেখে নি কিছু। কিন্তু যখন মাদামের কানে এলো বৃদ্ধ রলতের একটা মেয়ে আছে তখন থেকেই তোলপাড় খোঁজখবর শুরু হয়ে গেল তার। আর এই খোঁজখবরের সুবাদে মাদাম একটু একটু করে জানতে পারে ম্যাদমোয়জেল রল্ত লেখাপড়া শিখে বড় হয়েছে উরসুলি কনভেন্টে। যাকে খুব ভালোরকমের শিক্ষা বলা হয় সেভাবে শিক্ষিত হয়েছে সে। নাচতে জানে। ভুগোলে জ্ঞান আছে। আঁকতে, সেলাই করতে পারে। পিয়ানোও বাজাতে পারে। আর যায় কোথায় !

'তাহলে ব্যাপার এই', মাদাম মনে মনে বলে। 'ও যখন ওখানে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়, ওকে দেখতে যায় তখন ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ! আর তাই ও বৃষ্টিতে নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি থাকার পরেও নতুন ওয়েস্টকোটটা পরে যায়। ওরে পাজি, নচ্ছার মেয়েমানুষ !'

মাদাম স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মিস রল্তকে হিংসে করতে শুরু করে। ওকে ওর অসহ্য মনে হয়। প্রথম প্রথম মাদাম বোভারী এমন একটা ধারণায় নিজেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে যে, চার্লস নিশ্চয় এতকিছু বোঝে না। তারপর ওর ওপর কিছু কিছু নজরদারী করে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেলে এই ভেবে যে, সে আসলে সামান্য এলো বাতাসকে ঝড় মনে করেছিল। আসলে ওটা কিছু নয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত একটা জায়গায় আটকে গেল চার্লস

সততার পরীক্ষায়, মাদাম বোভারীর কাছে। তার মনেমনে যাচাই পরীক্ষায়। "মঁসিয়ে রল্ত তো এখন সেরে উঠেছে। তহ'লে চার্লস কেন এখনও বারতাও খামারে যায়? ওরা কি এখনও ওকে ওর ফি শোধ করে নি?"—এ প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। এক পর্যায়ে গুরুতর সিদ্ধান্তে স্থির হয় মাদাম, "হ্যাঁ ঠিক! ঐ কম বয়েসী সোমত্ত ছুঁড়িটাই এসব কিছুর মূল! মেয়েটা বোলচাল জানে, সেলাইফোঁড় বোঝে, রসিক, বুদ্ধিমতি! আর কি চাই? সেজন্যই ও এত পাগল, ও শহুরে মেম সাহেব চায়।" এমনি সব কত কিছু ভেবে চলে মাদাম।

"বুড়ো রল্তের শহুরে কেতার স্মার্ট মেয়েটাই তাহ'লে! আরে, আরে! হ্যাঁ মনে পড়েছে, ওদের দাদা ছিল ভেড়ার পালের রাখাল। তাইতো! ওর এক জ্ঞাতি ভাইও ছিল। ঘুষোঘুষি, মারামারি করার অপরাধে যার প্রায় ফৌজদারীতে সোপর্দ হওয়ার দশা হয়েছিল! অথচ সেই ঘরের মেয়েটা কি না অ্যাতো হৈচৈ ফেলে দেবে, রোববারের গীর্জায় রেশমী গাউনে একেবারে কাউন্টেস সেজে হাজির হবে! আর গতবছর কোলজ্জা না থাকলে ওর ঐ জ্ঞাতি ভাইটার তো রেহাই ছিল না। বড়রকমের একটা মাশুল দিতে হতো! অথচ—"!

অথচ সেই এক মোহের টানে চার্লস বারতাওয়ের দিকে রওনা দিতে হেলয়জা (মাদাম বোভারী) ওকে বাইবেল ছুঁইয়ে শপথ করায়, সে এবারের পর আর কখনও বারতাও খামারবাড়িতে যাবে না। এজন্যে তাকে অবশ্য অনেকটা চোখের পানি ঝরাতে হয়, অনেক চুম্বন গুণে ভালোবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাতে হয়। চার্লস তখনকার মতো উপায়ান্তর না দেখে মেনে নিলেও তার চলাফেরা, আচরণের ওপর এ ধরণের নিয়ন্ত্রণ, এরকম দাসসুলভ আনুগত্য রক্ষার শর্ত ভালো লাগে না। তার মন, অভিরুচি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। একধরণের কাঁচা কাপট্যে তাকে পেয়ে বসে। ওর বরং মনে হতে থাকে এমাকে দেখার ওপরে এই যে নিষেধের বেড়া তুলে দেওয়া হলো তাতে এমাকে ভালোবাসার একধরণের যৌক্তিকতাই পোক্ত হলো। হেলোয়জা—ওর বিধবা বৌটা পাটকাঠির মতো পাতলা, শুঁটকো, খটখটে, রসকষ নেই। লম্বা দেঁতো। শীত-গরম যা-ই হোক একটা খাটো শাল গায়ে চড়িয়েই আছে। ওর আঁচল কোনওমতে ঘাড়ের হাড্ডির মাঝে ঝুলে থাকে। কাবার্ডের মতোই গায়ের কাপড়-চোপড়ে ওর হাড় জিরজিরে শরীরটা ঢাকা থাকে। তবু ঐ সব কাপড়-চোপড়ে সব কিছু যে ঢাকা থাকে তা নয়। ছাইরঙা মোজার ওপর পরা লম্বা বুট বাঁধা লেসসহ ওর পায়ের গুলফ পর্যন্ত দেখা যায়।

চার্লসের মা সিনিয়র মাদাম বোভারী মাঝে মাঝে ছেলে-বৌকে দেখতে আসেন। কিন্তু কিছুদিন এভাবে চলার পর বৌটা মনে হয় তার শ্বাশুড়ির ওপর নিজের জিভের ধার পরীক্ষা করতে শুরু করে। তারপরে বলাই বাহুল্য রীতিমত দুই ছুরির দাপটে, নানা কথাবার্তা, টিপুনি, মন্তব্যে, ঝালঝাড়ায় চার্লসকে বলি দেওয়ার সব আয়োজন ষোলকলায় পূর্ণ হয়। 'ও বড্ডো বেশি গেলে! কেন ও যাকে-তাকে যখন-তখন গ্লাস গ্লাস পানে আপ্যায়িত করবে? ফ্ল্যানেলের পোষাক পরবে না, এ আবার কেমন আদিখ্যেতা?'—এসব নানান প্রশ্ন হেলয়জা বোভারীর।

বসন্তকালে একদিন একটা রীতিমতো দুর্ঘটনাই ঘটে গেল। ইনগুভিলের যে নোটারী উকিল বিধবা দুবুচের (মাদাম চার্লস বোভারী) সম্পত্তির অছি নিয়োজিত ছিল সে সব টাকাকড়ি নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। একথা সত্যি একটি ভাড়ার নৌকায় হেলয়জার একটা

শেয়ার তখনও ছিল যার দাম ছ'হাজার ফ্রাঁ, বাড়ি ছিল রুয়ে সেন্ট ফ্রাঁসোয়ায়। তাঁর এই সম্পদ, সম্পত্তি ও টাকাকড়ি নিয়ে ঢাকঢোলও ছিল প্রচুর। লোকজনের এনিয়ে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। কিন্তু এখন এই ঘটনার পর দেখা গেল, একটা ছোট আসবাব, কিছু কাপড়-চোপড় ছাড়া বিধবার ঐ বাড়িতে কিছুই নেই। এটা নিয়ে তদন্ত জরুরী হয়ে উঠলো। দেখা গেল, দিয়েপির ঐ বাড়িটা ওটার ভিটের ভিত অবধি বন্ধকী দেনায় ডুবে আছে। হেলয়জা আসলে কী নোটারীর কাছে গচ্ছিত রেখেছিল তা ওর ঈশ্বরই বলতে পারেন। আর নৌকায় যে শেয়ারের কথা শোনা গিয়েছিল তার দাম বড়জোর হাজারখানেক ক্রাউন পাওয়া যেতে পারে। বেটি মিথ্যে কথা বলেছিল। ভালোমানুষী বটে! চার্লসের বাবা মঁসিয়ে বোভারী এসব দেখে মহাক্ষেপে তো একটা চেয়ারই গুঁড়ো করে ফেললেন। এধরণের একটা বদমেজাজী বুড়িকে তাঁর ছেলের গলায় ঝুলিয়ে তার জীবনটা বিষময় করে তোলার জন্যে নিজ স্ত্রীকে গালিগালাজ করতে থাকেন। তোস্তে ছেলে-বৌয়ের কাছে বোঝাপড়া চলে। রীতিমতো হৈহট্টগোল বেধে যায়। হেলয়জা তো ব্যাপার-স্যাপার দেখে স্বামীর গলা জড়িয়ে কেঁদেকেটে সারা। ওর বাবা-মার হাত থেকে ও বাঁচতে চায়। চার্লস অগত্যা কি আর করে। সে স্ত্রীর পক্ষে কিছু বলার চেষ্টা করে। কিন্তু সিনিয়র বোভারীরা ছেলের এসব কথায় মহাক্ষিপ্ত হয়ে তার বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

কিন্তু সে যা হবার হোক, চরম আঘাতটা এড়ানো গেল না। সপ্তাখানেক পরের কথা। মাদাম চার্লস হেলয়জা বোভারী তার আঙিনায় কিছু কাচা কাপড় শুকোতে মেলে দিচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ ওর রক্তবমি শুরু হয়ে যায়। পরেরদিন চার্লস যখন সবে তার দিকে পেছন ফিরে জানলার পর্দাটা টেনে দিচ্ছে সেসময়, মাদাম 'হা ঈশ্বর' বলে উঠে, বড়রকমের একটা শ্বাস টেনে জ্ঞান হারায়। দেখা যায়, ধড়টা প্রাণহীন। বেচারী চিরকালের মতো এ জগৎ ছেড়ে গেছে!

গোরস্তানে সবকিছু শেষ হয়ে যাবার পর চার্লস ঘরে ফেরে। তার জন্যে নীচতলার ঘরে কেউ অপেক্ষায় নেই! প্রথমে সে দোতলায় দু'জনের ঘরটায় গেল। সেখানে হেলয়জার পরার কাপড়-চোপড় যথাস্থান ঝুলছে। ও লেখার টেবিলে হেলান দিয়ে বসে। এভাবে তার সন্ধ্যা পর্যন্ত কেটে যায়। আপন দুঃখে মগ্ন সে। শত হোক স্ত্রী! আর সে তাকে ভালোও বাসতো।

॥৩॥

একদিন সকালবেলায় বৃদ্ধ রল্‌ত এলেন। চার্লসকে তার প্রাপ্য ফি বুঝিয়ে দিতে। ওর ভাঙা পা সারিয়ে দেবার জন্যে মোট ৭৫ ফ্রাঁ। চল্লিশ সু'র মুদ্রায়। আর সঙ্গে এনেছেন একটা টার্কি। বৃদ্ধ চার্লসের সদ্য স্ত্রী হারনোর কথা শুনেছিলেন। তিনি তাকে যতটা পারলেন সান্ত্বনা দিলেন। "জানি জানি ওটা যে কী সেটা আমি জানি" বললেন তিনি চার্লসের পিঠে হাত রেখে। "আমাকেও এক কঠিন পরীক্ষা পেরোতে হয়েছে। আমি যখন ওকে হারাই, তখন একা নির্জন মাঠে চলে গিয়েছিলম। একা থাকার জন্যে। আমি একটা গাছের নীচে পড়ে গিয়েছিলাম। ঈশ্বরকে তখন আমি চীৎকার করে ডেকেছি। তাঁর উদ্দেশ্যে আবোল-তাবোল কতোকিছু না বলেছি! কিছু ঝোপের ওপর একটা মরা ছুঁচোকে

আমি পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। ওর দেহটা পচে গেছে। আর চামড়ার ভেতরটা পোকায় গিজগিজ করছে। আমি যখন ভাবলাম, ঠিক এই মুহূর্তে অন্যেরা তাদের বৌদের বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে, আমি ঈশ্বরের কাছে চাইলাম সে যেন আমার ঐ ছুঁচোর মতো করে দেয়। আমি আমার লাঠিটা দিয়ে মাটির ওপর সজোরে আঘাত হানলাম। আমি যেন পাগলপ্রায় হয়ে গেলাম। আহার নিদ্রা চুলোয় গেল। কোনও কাফে-রেস্তরাঁয় যাবো—এমন আইডিয়া আমার কাছে তখন অত্যন্ত অবাঞ্ছিত, বিরক্তিকর মনে হলো। এমনটা কারও বিশ্বাস হবার কথা নয়। তবে হ্যাঁ, আস্তে, ধীরে, দিনের পর আরেকদিন, বসন্তের পর শীত, শীতের পর শরৎ, বসন্ত যেতে এসব উদ্ভ্রান্ত, উন্মনাভাব এক এক করে কেটে গেল। আমি বলতে চাই, এরপরও হৃদয়ের গভীরে, এখানে—এই বুকে কিছু একটা থেকেই যায়। অনেকের ভাষায়, কেমন একটা ভার থেকে যায়। এমন ভাগ্য আমাদের সকলের। সকল মানুষেরই। কেননা, মানুষের কেউ না কেউ এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। আর সেই কারণেই হাল ছাড়লে চলবে না, মঁসিয়ে বোভারী। তোমাকে সাহস ফিরে পেতেই হবে। দেখবে ওটা নেই। কেটে গেছে। দ্যাখোই না আমরা কেমন আছি। আমার মেয়েটাও তোমাকে নিয়ে ভাবে, জানো। ও বলে, তুমি নাকি ওকে ভুলে গেছো। সামনে বসন্তকাল। এসো। কেমন?”

চার্লস বৃদ্ধ রল্‌তের পরমর্শটা শোনে। সে বারতাও-এ যায় আবার। আবার সে ফিরে পায় যা হারিয়েছিল সবকিছু। সে আবার পাঁচ মাস আগেকার জীবনে ফিরে যায়। নাশপাতি গাছগুলো ফুলেফলে ভরে গেছে। হৃদয়বান মানুষ রল্‌তের পা ভালো হয়ে গেছে। খামারে তাঁর সযত্ন পদচারণা ও মেহনতে ওটা আবার সতেজ, প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

চার্লসের দুঃখের কথা মনে রেখে ঐ বৃদ্ধ ভাবে, ওর প্রতি সর্বোচ্চ মনোযোগ দেওয়ার দরকার। আর তাই সে চার্লসকে অনুরোধ করে কাতর না হতে, মনটা প্রফুল্ল রাখতে। মঁসিয়ে রল্‌ত ওর কানের কাছে অস্ফুটে একক সংলাপ আওড়ে যায় ঝর্ণার অবিশ্রান্ত ঝরঝর শব্দের মতো, নির্জনে, প্রকৃতির কোলে। বৃদ্ধ ভাব দেখায় যেন ও অসুস্থ, আবার কখনও রেগে ওঠার ভান করে। কারণ ডাক্তারের এখন যা অবস্থা! শিশুর মতো। ওর জন্য গুরু কোনও কিছু নয়, লঘু, চটুল কিছু দরকার যেমন, ব্যথা পাওয়া শিশুর জন্যে দরকার একটুকরো মিছরী কিংবা নাশপাতি। বৃদ্ধ ওকে গল্প শুনিয়ে চলে। গল্প শুনতে শুনতে চার্লসের হাসি পায়। হেসে ওঠে। নিজেও তার এ চাপল্য লক্ষ্য করে। তবু বৌয়ের স্মৃতি হঠাৎ করে করেই এসে পড়ায় ও বিষণ্ন হয়ে ওঠে। গরম কফি আসে। ওর জন্য। কফিতে চুমো দেয়। বৌয়ের কথা ভুলে যায় ও।

একা থাকতে অভ্যস্ত হয় ওঠার সাথে সাথে স্ত্রীর কথা ভাবাও ওর কমে আসে। একা হওয়ার এই স্বাধীনতার নুতন স্বাদে একাকিত্ব ওর কাম্য হয়ে ওঠে। এখন সে যেখানে খুশি খাওয়া-দাওয়া সারতে পারে, কোথাও এখন হারিয়ে যাবার নেই মানা, কেউ কোনও প্রশ্নও তুলবে না। আর দারুণ ক্লান্তি নেমে এলে সে এখন বিছানায় পুরোপুরি নিজেকে স্বাধীনভাবে এলিয়ে দিতে পারে। এমনি করেই সে তার মনের পরিচর্যা করে, আত্মমগ্ন হয়। আর যেসব সান্ত্বনা তাকে দেওয়া হয়েছে সে তা গ্রহণ করে। তবে বৌটা মরে যাবার কারণে তার ব্যবসায়ের কোনও ক্ষতি হয় নি বরং লোকজনের সহানুভূতি বেড়েছে। গোটা মাসটা ধরেই লোকজনকে স্বগতোক্তি করতে শোনা যায়, আহা বেচারা ডাক্তার। ওর এই

কচিবয়সে বৌটা মারা গেছে। আহা! বেচারা! ওর নাম নিয়ে এসব আলোচনায় ওর প্র্যাকটিস বরং আরও বেড়ে যায়। শুধু তাই নয়, এখন সে তার যখন ইচ্ছে বারতাও যেতে পারে। নানা এলোমেলো কল্পনায় বিভোর হয় সে। বাইরে সুখীও বটে। এখন সে আয়নায় দেখে মাথার চুল আঁচড়ায়, আকর্ষণীয় করে চুলের ভাঁজ করে। আয়নায় ওর মনে হয় ও আরও সুদর্শন হয়ে উঠেছে! চেহারাটা আরও খোলতাই হয়েছে!

একদিন সে বেলা তিনটের দিকে বারতাওয়ের খামারবাড়িতে পৌছায়। সবাই তখন মাঠে। চার্লস বাড়ির রান্নাঘরে ঢোকে। ওখানে এমা নেই। বাইরে থেকে খড়খড়ি বন্ধ জানালার। অবশ্য দেওয়ালের কাঠের ফাঁক দিয়ে সূর্যের কিরণ ঢুকছে ঘরের মেঝেয়। লম্বা সুক্ষ্ম আলোর রেখায়। ওগুলি আসবাবপত্রের কোনায় এসে আবার ভেঙ্গে গেছে আর সিলিং বরাবর তিরতির করে কাঁপছে। টেবিলের ওপরে মাছির ভনভনানি। ওগুলি টেবিলে রাখা গ্লাস বেয়ে উঠেছে। গ্লাসগুলি কিছু আগে ব্যবহার করা হয়েছে। ওতে কিছু তলানি হিসেবে পড়ে অছে সিডার। মাছিগুলি ওতে ভন ভন করতে গিয়ে ডুবে মরছে। ফায়ারপ্লেসের পেছনে ঝুলকালি ঝুলে আছে। চিমনি বেয়ে ঢোকা সূর্যকিরণ লেগে সেগুলি রেশমী উজ্জ্বলতা পেয়েছে। আধ-পোড়া কাঠ, ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া অঙ্গার পেয়েছে নীল ছোপ। জানালা আর আগুনের ব্যবস্থাটার মাঝে বসে এমা সেলাই করছিল। ফিশুটাও (একধরনের কামিজ) ও এখন পরে নেই। ওর খোলা কাঁধের পেছনটায় চার্লস ক্ষুদে মুক্তোদানার মত স্বেদবিন্দুগুলি দেখতে পায়।

পাড়াগাঁয়ের রীতি অনুযায়ী এমা ওকে সুধায়, পানীয় কিছু ও ওকে দেবে কি না। সে আপত্তি জানায়। কিন্তু গোঁ ধরে থাকে মেয়েটা। শেষে সে হেসে চার্লসের সাথে একগ্লাস মদ পান করার প্রস্তাব রাখে। এরপর ও চলে যায় কাবার্ড থেকে পানীয়টা আনতে। দুটো ছোট গ্লাসের একটা পূর্ণ করে কানায় কানায়, আরেকটায় বড়জোর দু'এক চুমুকের মতো। এরপর দু'জনে দু'জনার গ্লাসে ঠেকিয়ে সামান্য আওয়াজ তুলে এমা তার গ্লাসটা ঠোটে ছোঁয়ায়। গ্লাসে পানীয় অতিসামান্য থাকায় গ্লাসটা তুলে ধরে। নিজে হেলে পেছন দিকে। মাথাটা হেলানো, ঠোঁট দুটো সামনে খোলা। গলাটা টান টান। গ্লাসে মদ থাকলে তো! কিছুই চুষে তুলতে না পেরে ও হেসে ওঠে। তারপর ওর জিভের আগা দিয়ে গ্লাসের তলা থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে মদ চেটে তুলতে থাকে।

এমা আবার বসে পড়ে। সেলাইয়ের কাজটা হাতে তুলে নেয়। একটা সাদা সুতীকাপড়ে এমব্রয়ডারির কাজ করছে। ও কাজ করে মাথাটা নীচু করে। কথা বলে না। চার্লসও নয়। দরজার নীচের ফাঁক দিয়ে যে বাতাসটা আসছে ঐ বাতাসে সামান্য ধুলো ওড়ে। ও ঐ বাতাসের ছোট্ট অপসৃয়মান ঘুর্ণির দিকে চেয়ে থাকে। কোনও শব্দ নেই। কিছুই শোনে না সে। শুধু শোনে সে আপন মস্তিস্কের দপদপানি ও খামারে কোথাও একটা সদ্য ডিমপাড়া মুরগীর অস্পষ্ট কক্ কক্ ককাস আওয়াজ। এমা মাঝেমাঝে তার চিবুকে হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা করে নেয়।

বসন্তের গোড়ার দিক থেকেই ওকে কেমন যেন মাথাধরা, একটা অস্থিরতায় পেয়েছে, জানায় এমা। আর একইসঙ্গে জানতে চায় সাগরস্নানের ফলে কোনও উপকার হবে কি না। এরপর ও তোলে তার কনভেন্ট প্রসঙ্গ। চার্লস পাড়ে তার স্কুল জীবনের কথা। এভাবে তাদের ঠোঁটে কথা ফোটে। ওরা উঠে যায় এমার শোবার ঘরে। এমা ওকে তার

পুরনো গানের বইগুলি দেখায়। ছোটখাটো কি সব প্রাইজ ও পেয়েছ তা–ও দেখায়, দেখায় ওকপাতার তৈরী মুকুট যেটা পড়ে আছে কাবার্ডের বাম কোনায়। এমা তার মায়ের কথাও তোলে, তাদের এ এলাকাটা নিয়ে আলোচনা করে। আর প্রতিমাসের শুক্রবারে ও তার মায়ের কবরে রাখার জন্যে বাগানের যেখান থেকে ফুল তোলে সেই কেয়ারিটাও দেখায়। কিন্তু বাগানের মালিটা যে এত বোকা সে এসবের কিছুই জানে না। চাকর–বাকর এত যে নির্বোধ! ও জানায়, শীতকালটা এবার সে শহরে কাটাতে চায়। ওটা তার খুব পছন্দ। দেশের গাঁয়ে গরমের দিনগুলি খুবই চমৎকার। তবে ওর কাছে গরমের লম্বাদিনগুলি অজপাড়াগাঁয়ে খুব ক্লান্তিকরও বটে। এরকম কতোকিছু যেন আপনমনে বলে চলে সে। যেন চুপচাপ থাকা ঝর্ণা হঠাৎ কলকলিয়ে উঠেছে। ওরা গলাটা খুবই পরিস্কার, নিটোল, একসময় স্বর খাদে নেমে আসে, বিড়বিড়িয়ে, অস্ফুটে স্বগত সংলাপে, কখনও ফুল্ল আনন্দে, নিস্পাপ চোখ মেলে, কখনও আধো চোখ মুদে বুনে যায় কথার বিনুনি। ওকে দেখে মনে হয় বড়ো ক্লান্ত সে। ওর চিন্তা–ভাবনারা পাখা মেলেছে। দিগ্বিদিক।

রাত নামে। চার্লস বাড়ি ফেরে। এমার কথাগুলি বারবার ঘুরে গানের কলির মত বাজতে থাকে চার্লসের কানে। ওগুলিতে অর্থ যোগ করার চেষ্টা করে সে। কথাগুলি বারবার আওড়ায়। ওর সাথে পরিচয়ের আগে এমা তার জীবনটা কেমন কাটিয়েছে তার টুকরো টুকরো ছবি জুড়ে চার্লস পুরো ছবি গড়তে চায়। সে ছবির সাথে সে একান্ত পরিচিত হতে চায়। কিন্তু যেদিন প্রথম ও দেখেছে এমাকে তখন তার যে মূর্তি আঁকা হয়ে গেছে তার চেয়ে আলাদা কিছু চার্লসের চোখে ধরা পড়ে না। পরেও এমন কিছু আলাদা মনে হয় নি। এরপর চার্লসের মনে প্রশ্ন উঁকি দেয় : এমার যদি বিয়ে হয়ে যায়, ওর কি হবে? আর কার সাথেই বা ওর বিয়ে হবে? বৃদ্ধ রল্‌ত ধনীলোক। তার মেয়েও এতো সুন্দরী। সে তার হাতছাড়া হবে? এমার মুখটি ওর মনের মুকুরে চিরপ্রদীপ্ত হয়ে থাকে! কানে মধুর অলিগুঞ্জনের মতো বারংবার সেই সংলাপ বাজতে থাকে : যদি কাউকে বিয়ে করতেই হয়! গোটা রাতে চোখে ঘুম নামে না। ফেরারী হয়েছে। গলাটা শুকিয়ে গেছে। বড়ো পিপাসা। পানির বোতল থেকে পানি খেতে উঠে ও জানালাটা খুলে দেয়। রাতের আকাশে তারার দেওয়ালি। উষ্ণ বাতাস মৃদুমন্দ বইছে কোত্থেকে যেনো। সারমেয়কুল আকুল ডেকে চলেছে। ও তার মাথাটা বারতাওয়ের দিকে ফেরায়।

চিন্তাটা ওকে টোকা দিতেই থাকে, দোষ কি এমন! হারাবার কিছু তো নেই। চার্লস স্থির করে, সুযোগ পেলেই বিয়ের প্রস্তাব করবে এমাকে। কিন্তু যখনই সে সুযোগের মুহূর্তে আসুক তাঁর ঠোঁটে সঠিক কথাগুলি যোগাবে তো? ভয়–সংশয় যুগপৎ দেখা দেয়।

বৃদ্ধ রল্‌ত ঘাড় থেকে কন্যাদায় নামাতে পারলে অখুশি হবেন না, এটা ধরে নেওয়া যায়। ঐ খামারবাড়িটায় আর যাইহোক এমার দরকার নেই। মনে মনে বৃদ্ধ রল্‌ত তার মেয়ের ওপর কিছুটা বিরক্ত ছিলেন। তাঁর ধারণা, মেয়েটা অতিচালাক। অন্ততঃ খামারের কাজ চালানোর ব্যাপারে। ও ব্যাপারটা আসলে ঈশ্বর নির্ধারিতই হয়তো। ওর হাত দিয়ে তিনি ওকাজ করাবেন না। তাছাড়া, কৃষিকাজ করে কেউ কখনও ক্রোড়পতিতো আর হয় নি। চাষাবাদ থেকে ভাগ্য গড়া দুরের কথা, রল্‌তের মতো ভালোমানুষ প্রতিবছর লোকসান দিয়েছেন। তিনি ব্যবসায়ী দরকষাকষির ব্যাপারটা ভালো বুঝতেন না। আবার কৃষিকাজ বলতে যথার্থ যাকে বলা হয় তাতে ও খামারের ভেতরের ব্যবস্থপনায়ও আদৌ দক্ষ

ছিলেন না। তিনি খামারচাষের এইসব কাজে খুব একটা স্বেচ্ছায় টাকা বার করেন নি, আর নিজের ব্যাপারে খরচ করতে দ্বিধাও করেন নি। তিনি ভালো খেতে, ঠাণ্ডায় আগুনের উষ্ণতা পেতে ও ভালো ঘুমুতে খুব পছন্দ করতেন। পুরনো সিডার জাতীয় পানীয় তাঁর অতি প্রিয়। খাসির মাংস তাঁর একান্ত পছন্দ। তিনি রান্নাঘরে আগুনের ওধারে একা খান ছোট্ট টেবিলটায় বসে।

তাই রল্‌ত মেয়ের কাছে চার্লসকে লাল হতে দেখে ধরে নিলেন অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেটা তার কাছে এমার প্রাণিপ্রার্থী হবে। মেয়েটাকে ওর হাতেই হয়তো তুলে দিতে হবে। ব্যাপারটা তিনি বেশ আগে থেকেই ভেবেচিন্তে রেখেছিলেন। চার্লসকে তার সুনিশ্চিতভাবেই কিছুটা কঞ্জুস মনে হয়েছিল। আর নিজের মেয়েজামাই হিসেবে খুব একটা চার্লসকে যে তিনি পছন্দ করেন এমনও নয়। তবে ছেলেটা শোনা যায়, লেখাপড়া শিখেছে, বড় হয়েছে ভালোভাবে, সে টাকাপয়সার ব্যাপারে হিসেবী, ভালো লেখাপড়া জানে, জ্ঞান আছে। বড় কথা, বিয়ের পণের টাকা বা দানদেহাজ নিয়েও সে তেমন একটা ঝামেলা করবে মনে হয় না। আরও ভাবার দিক ছিল রল্‌তের। রাজমিস্ত্রী, ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম, কারিগর ও সিডার প্রেস নতুন করে গড়তে যে খরচার দরকার পড়বে—এসবের খরচ মেটানোর জন্যে বৃদ্ধ রল্‌তকে নিজের ২২ একর জমি বেচে দিতে হবে। ওটা নিয়ে আর হেলাফেলা করা চলবে না। কাজেই এমন অবস্থায় চার্লস যদি মেয়েটাকে বিয়ে করতেই চায় তবে, “আমি ওকে ওর হাতেই তুলে দেব।”

মাইকেলমাস উৎসবের সময় চার্লস তিনদিনের জন্য বারতাও খামারবাড়ির মেহমান হয়ে ওঠে। শেষ দিনটির আগের প্রতিটি দিনের মতোই তার ঘণ্টার পর ঘণ্টা অফুরন্ত কথায় কেটে যায়। বিদায়ের সময় হয়। বৃদ্ধ রল্‌ত ওকে বিদায় জানাতে রাস্তায় ওর পাশাপাশি কিছুদূর এগিয়ে যান। যখন রল্‌ত বিদায় নিয়ে নিজ বাড়ির দিকে ফিরতে যাবে সেটাকেই চার্লস ধরে নেয় কথাটা পাড়ার সঠিক সময়। সামনে বেড়াটার কাছে হতেই সে কথাটা পাড়বে বলে প্রস্তুতি নেয়। ওটা পার হতে সে বলে—

“মঁসিয়ে রল্‌ত,” কিছুটা বিড়বিড় করেই বলে ফেলে, “আমি আপনাকে কথাটা বলবো বলে ভাবছি” ও থেমে যায়। চার্লসের মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বেরোয় না।

‘তা কথাটা কি বলেই ফেলো, চার্লস। আমি কি কিছু জানি না মনে করো?’ বৃদ্ধ রল্‌ত সদয় হেসে বলেন।

‘মঁসিয়ে রল্‌ত,—মঁসিয়ে রল্‌ত,’ চার্লস তোতলাতে থাকে।

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে আর বলতে হবে না। ওই ছোট্ট মেয়েটা আমার অতি আদরের। ও আমাকে ছাড়া কিছুই চেনে না। বাবা-অন্ত প্রাণ। তবু হাজারহোক ও এখন বড়ো হয়েছে। ওকে আমাদের একবার জিজ্ঞেস করে নেওয়া দরকার, কি বলো? আর তাই তোমাকে যে কাজটা এখন করতে হবে তাহ'লো তুমি রওনা দেবে—আর আমি বাড়ি ফিরে যাবো। যদি ওর মত পাওয়া যায়, তোমার খামারে ফেরার আর কোনও দরকার হবে না। কারণ এসব ব্যাপার চট করে চাউর হওয়া উচিত নয়। নানারকমের লোকজন রয়েছে আশে-পাশে। তাছাড়া, ব্যাপারটায় মেয়েটা কিছুটা অপ্রস্তুতও হয়ে পড়বে। কিন্তু তুমি যাতে আবার বেচয়েন-বেকারার না হয়ে পড়ো সেজন্যে আমি খামারবাড়ির দেওয়ালের জানালার পাল্লাটা খুলে দিলেই ধরে নেবে ওটা তোমার জন্যে সবুজ সঙ্কেত।

বেড়ার ওপর একটু ঝুঁকলেই পাল্লা খোলার ব্যাপারটা তোমার নজরে পড়বে।'

চার্লস সুবোধ ছেলের মতো রওনা দেয় সামনের দিকে।

সামান্য এগিয়ে চার্লস ওর ঘোড়াটার লাগাম রাস্তার পাশে একটা গাছে বাঁধে। তারপর রাস্তার মাঝে দৌড়ে এসে অপেক্ষায় থাকে। আধঘন্টা পেরিয়ে গেলো, কোনও সাড়া নেই। ঘড়ি ধরে ও আরও উনিশ মিনিট গোনে। হঠাৎ খামারবাড়ির দেওয়ালের জানালাটা খোলার আওয়াজ হয়। পাল্লাটা তাহলে খুলেছে! জানালার আংটা এখনও নড়ছে!

পরেরদিন বেলা নটা বাজতেই ডাক্তারসাহেব খামারবাড়িতে পৌঁছে যায়। ও ঢুকতেই এমার মুখটায় শরমে রক্তের ছোপ লাগে, রক্তিম হয়ে ওঠে গোটা মুখটাই। নিজেকে সংযত, স্বাভাবিক রাখার জন্যে এমা ঠোঁটে কিছুটা চেষ্টা করে হাসি টেনে আনে। আর বৃদ্ধ রল্‌ত তাঁর হবু জামাতাকে বুকে টেনে নেন। বিয়ের টাকাকড়ি, পণের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা স্থগিত রাখা হয়। ওরা ঠিক করে, এসবের জন্যে ঢের সময় আছে সামনে। সে তখন হবে'খন। আশু সমস্যা হল, এই চার্লসের শোকপর্ব এখনও যেহেতু চলছে আগামী বসন্তের আগে আর বিয়েটা হতে পারছে না।

ফুল বরষানো ঐ বসন্তের অপেক্ষায় একসময় শীত পেরিয়ে যায়। বিয়ের ফুল বুঝি সত্যিই ফুটলো এবার। ম্যাদমোয়জেল রল্‌ত তার বিয়ের কাপড়-চোপড়, সাজগোজ তৈরিতে মক্ষিরাণীর মতো ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এর একাংশের ফরমায়েশ চলে যায় রুয়েঁতে। সে নিজে তার শেমিজ ও রাতের মস্তকাবরণ তৈরি করে নেয় কারও থেকে ধার করে আনা চমৎকার ডিজাইনের মডেল-প্লেট থেকে। চার্লস মঁসিয়ে রল্‌তের সাথে আবার দেখা করতে এলে বিয়ের আয়োজনের বিষয়গুলি আলোচনা করে ঠিক করে নেওয়া হলো। কোন কক্ষে ওরা বিয়ের ডিনার খাবে সেটা নিয়ে চিন্তাভাবনা চললো। বেশ কয়েকপ্রস্থ খানা দেওয়া হলো। এমার ইচ্ছে, মাঝরাতে মশাল সাজিয়ে ওর বিয়েটা হোক। কিন্তু আইডিয়াটা মঁসিয়ে রলতের মাথায় কিছুতেই ঢুকলো না। এ বিয়েতে ৪৩ জন উপস্থিত ছিল। ওরা ১৬টা ঘণ্টা শুধু ব্যয় করলো টেবিলে। আবার পরের দিন বিয়ের ডামাডোল। তারপরের কয়েকটি দিনও।

॥ ৪ ॥

অতিথি-মেহমান, আমন্ত্রিতরা এলেন নানাধরনের গাড়িতে-ঘোড়ায়টানা গাড়ি, দুই চাকার একঘোড়ায় টানা গাড়ি, খোলা গাড়ি, চামড়ার হুড দেওয়া গরুর গাড়ির মতো সব গাড়িতে। অল্পবয়েসী তরুণেরা এলো কাছের গ্রামগুলি থেকে। খামারের গাড়িতে ওরা এলো সার করে দাঁড়িয়ে গাড়ির পাশের বেড়াটা ধরে যাতে পড়ে না যায়। রাস্তায় গাড়িগুলির ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ, ভাঙা রাস্তায় গাড়ির চাকার ওঠানামা, দুলুনি, ছিটকে পড়া, সে এক রৈ রৈ ব্যাপার। এদের কেউ কেউ এসেছে ৩০ মাইলের মতো দূরের গডারভিল, নরম্যানভিল, ক্যানি থেকে। দুটি পরিবারের উভয় পক্ষের লোকদেরই দাওয়াত দেওয়া হয়েছে। বন্ধুবান্ধবদের ঝগড়া-ফ্যাসাদের একটা কিনারা করা হয়েছে। পরিচিত লোকজন যাদের সাথে বহুদিন কোনও যোগাযোগ নেই ওদের লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

মাঝেমাঝেই বেড়ার ওপার থেকে সপাং সপাং চাবুকের আওয়াজ হতে খামারবাড়ির গেট খুলে যাচ্ছে। গাড়ি ঢুকছে। চলে যাচ্ছে খটাখট আওয়াজ তুলে একেবারের দরজার সিঁড়ি

পর্যন্ত। থেমে যাচ্ছে সেখানে, লোকজন নামছে। খালি হচ্ছে গাড়ি। লোকজন নামছে গাড়ির সবদিক থেকে। হাঁটু–হাতে ডলাডলি, ঘষাঘষি হয়ে যাচ্ছে। মহিলারা যাঁরা শহর থেকে এসেছেন ওঁদের পোশাক কেতাদুরস্ত, শহুরে ফ্যাশনের কাপড়–চোপড়ের জেল্লা, ক্যাপ–নেকাব লাগানো, সোনার ঘড়ি, হার, গলায় স্কার্ফ ইত্যাদি পরা। স্কার্ফের প্রান্তগুলি পেছনে গোঁজা কিংবা কেউ পরে আছে তিনকোনা স্কার্ফ জাতীয় ফিশু। সেটা টেনে পেছনে পিন দিয়ে আটকানো আর সেই সাথে গলার পেছনটা খোলা। ছোট ছোট ছেলেরা ওরা ওদের আব্বুদের মতো পোশাক পরে মনে হচ্ছে বেশ অসুবিধেয় আছে। নতুন কাপড়–চোপড়ে হাঁসফাঁস করছে। অনেকে আবার প্রথমবারের মতো উপহার পাওয়া জুতোজোড়া পায়ে দিয়ে এসেছে বিয়েতে। ওদের দুপাশে আছে বড় মেয়েরা ১৪ থেকে ১৬ বছরের মতো বয়স সব। খুব সম্ভবতঃ ঐ ছেলেদেরই সম্পর্কে বোন, ওরা ঠোঁট এঁটে আছে, পরনে ওদের গীর্জায় কম্যুনিয়ন অনুষ্ঠানের সাদা জামাকাপড়। ওগুলির সেলাই খুলে বিয়ে উপলক্ষে কিছু বড় করা হয়েছে। ওরা লজ্জায় অনেকটা যেন লাল, বিব্রত, বিমূঢ়—জড়োসড়ো ভাব। ওদের চুলে অতিরিক্ত পমেড লাগানোর ফলে আঠাআঠা জট বেঁধে আছে। আর হাতের দস্তানা ময়লা হয়ে যায় কি না সেই ভয়ে মেয়েগুলি যেন কুঁকড়ে আছে। আস্তাবলে গাড়িগুলো খুলে রাখার জন্যে তেমন লোকজন নেই। কাজেই আর কি করা! ভদ্রমহোদয়েরা নিজেরাই তাঁদের আস্তিন গুটিয়ে গাড়ি খুলে রাখছেন। ওদের নিজ নিজ সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী নানারকমের সব টেইলকোট, ওভারকোট, শুটিং জ্যাকেট, জহরকোট ইত্যাদি পরা। এগুলি নিশ্চয়ই তাদের আপেক্ষিক আভিজাত্য ঘোষণার কাজটিও করছে। বলাই বাহুল্য, এধরনের পোশাক–আশাক এধরনের জাঁকজমকপূর্ণ জৌলুসময় অনুষ্ঠানে কাপড়–চোপড়ের আলমারি থেকে বের করা হয়।

বিয়েবাড়িতে আসা সবাই তাদের চুল কেটেছে পরিপাটি করে। কানগুলোর পাশ ফর্সা, সাফসুতরো। যারা সাততাড়াতাড়িতে, ক্ষৌরকর্ম সারতে পারে নি তারা তাদের দাড়িগোঁফ ক্যামোফ্লাজ করার জন্য নানা ফিকিরের কারচুপি করেছে। আর সে বাহারি নরসুন্দরসুলভ কাজগুলো রীতিমতো চেয়ে দেখার মতো। ফলে বিয়েবাড়ির সবার মুখগুলো ঝকঝকে, তকতকে, উজ্জ্বল।

বিয়ের ছাদনাতলা সেই টাউনহলে। ওটা খামারবাড়ি থেকে মাইল দেড়েক দূরে। বিয়েবাড়ির অভ্যাগতরা পায়ে হেঁটেই সেখানে যায় ও গীর্জার ধর্মীয় অনুষ্ঠান শেষে আবার সব সেভাবেই ফেরে। বিয়ের মিছিলটা প্রথমে একটা লম্বা রঙিন ফিতের মত এঁকেবেঁকে ফসলের ক্ষেতের মধ্যে পথ দিয়ে ঢেউয়ের আকারে এগিয়ে যায়। পরে ওটা আরও লম্বা হয়ে পরিশেষে খণ্ড খণ্ড আকারে ভাগ হয়ে আয়। ওরা এক একটি ভাগ নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় মুখর ওয়ে ওঠে। বেহালাবাদকের দল তাদের বেহালা নিয়ে সামনে আসে, বেহালায় লাল–নীল নানা রঙের ফিতে বাঁধা। এরপরে বর–ক'নে দু'জনে। পেছনে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ওরা সবাই চলেছে। এলোমেলো বাচ্চারা সবার পেছন দিকে। ওরা নিজেদের মধ্যে আমোদ–প্রমোদে ব্যস্ত, পথের ধারে ফসলক্ষেতের নানা ফসলের ফুল তোলে ওরা, খেলায় মেতে ওঠে। এমার বিয়ের পোশাকটা একটু বেশি লম্বা, মাটি ছুঁয়ে চলেছে। মাঝে মাঝেই এমা ওটা টেনে তোলার চেষ্টাও করে যাচ্ছে। ওর হাতে দস্তানা পরা। তবু বেশ কৌশলের কসরৎ দেখিয়েই সে হাত দিয় গায়ে লাগা মোটা ঘাসের

ডগা–ডাঁটা তুলে নিয়ে ফেলছে। ওদিকে জামাই বাবাজি চার্লস ক'নের হাত ছাড়তে হওয়ায় নিরুপায়, খালি হাতে অপেক্ষা করছে, কখন এমার হাতটি সে হাতে ফিরে পাবে। বৃদ্ধ রল্ত পরেছেন নতুন রেশমী হ্যাট। আর ওঁর হাতের নখ অবধি ঢেকে আছ একটা ভারিক্কি কালো কোট। বেয়াই রল্ত তাঁর হাতটা বাড়িয়ে দেন বেয়াইন মাদাম বোভারী সিনিয়রের দিকে। ওদিকে, মঁসিয়ে বোভারী সিনিয়র বিয়েতে আসা সকল লোকের চোদ্দ প্রজন্ম উদ্ধার করছিলেন। তিনি বিয়েতে নিজে এসেছেন মিলিটারীকাট ফ্রককোটের সাধারণ বেশবাসে। কোটে একসার বোতাম লাগানো। তিনি গাঁয়ের এক সুন্দরী অল্পবয়সী মহিলার উদ্দেশে ওকালতি বক্তৃতার ঢঙে কথা বলে, সবক দিয়ে ওর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছিলেন। তাতে ঐ বেচারী দেখা গেল ঘাবড়ে গেছে, লজ্জায় মুখটা লাল, কি জবাব দেবে থতোমতো খেয়ে ভেবেই আকুল। বিয়েয় আসা আর সব অতিথিরা কেউ কেউ ওদের ব্যবসায়–বাণিজ্য নিয়ে আলাপ করছে। আবার কেউ কেউ পেছন থেকে নানাধরনের দুষ্টুমির কৌশল করে মজা করছে, মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করছে হাসি–কৌতুকে। জমিয়ে তুলতে চাচ্ছে সবকিছু। আর যারা কানখোলা রেখে চলেছে ওদের কানে বারবার ভেসে আসছে বেহালাবাদকদের বেহালার সুর। ওরা সামনে মাঠটায় এগিয়ে বেহালা বাজাচ্ছে। কিন্তু বেহালাওয়ালা যখন পেছনে লক্ষ্য করলো, গোটা দল ছাড়িয়ে সে অনেক আগে এসে পড়েছে, সে থেমে পড়ে। একটু বিশ্রাম নিয়ে নেয় ঐ ফাঁকে আর তারপর ছড় চালিয়ে তার যন্ত্রটা থেকে আরও চেল্লাচিল্লির মতো জোরদার আওয়াজ তোলে। পালা করে তার গলাটা একবার ওপরে, একবার নীচে নামতে থাকে বেহালা বাজানোর দর্শনীয় ব্যায়ামে। এতে ওর সময় কাটানোরও একটা ব্যবস্থা হয়। আর বেহালার কঁকিয়ে ওঠা গর্জনে ছোট ছোট পাখিগুলি পর্যন্ত ভয় পেয়ে আরও দূরে উড়ে যায়।

গভীররাত অবধি বিয়ের খানাপিনা চলতে থাকে। ঘোড়ারগাড়ি রাখার শেডে টেবিল পেতে ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে বর–ক'নে ও বিশিষ্ট বরাতিদের জন্যে। টেবিলে সাজানো রয়েছে ৪টি রাণের রোষ্ট, ছয়টি মুরগীর রোষ্ট, স্টু করা বাছুরগরুর গোশ্ত, তিনটি খাসির পায়ের গ্রিল, আর টেবিলের ঠিক মাঝখানে রয়েছে শূকরছানার আস্ত রোষ্ট আর ওর পাশে রয়েছে টক পালং–এর সব্জিসহ শুকরের ভুঁড়ি রান্না। টেবিলের কোণে ব্রাণ্ডির বড় কাঁচপাত্র। আর সব বেতলে মিষ্টি সিডার। বোতলগুলির ছিপির চারপাশে গাঁজানি লেগে। সব গ্লাস আগেই মদভর্তি করে রাখা হয়েছে। বড় বড় পাত্রে হলুদাভ ননী। আর ঐ ননী বা ঘন সরের ওপর নববিবাহিত দম্পতির নামের অণুস্বাক্ষর নকশা করে লেখা রয়েছে চমৎকার অ্যারাবেস্‌ক লিপিতে। ভেতোতের একজন কনফেকশনার কেকের ওপরে চিনি আর টক–জেলির আস্তর দিয়ে চমৎকার বিয়ের মিষ্টান্ন তৈরী করেছে। আসলে কনফেকশনার ভেতোতে নতুন। সবে তার ব্যবসা খুলে বসেছে। আর তাই এ বিয়ের ফরমায়েস তৈরিতে খুবই কষ্ট স্বীকার করে ও যত্ন নিয়ে বানিয়েছে নানা সুখাদ্য। আর সে নিজে মূলভোজ শেষে ফলার, মিষ্টি পরিবেশনের সময় সেট সাজিয়ে কেক নিয়ে হাজির হলে রীতিমতো হৈচৈ পড়ে যায় অভ্যাগতদের মধ্যে। দারুণ অবাক আর খুশি ওরা। ওটার বর্ণনা দেওয়া যায় বোধ হয় এভাবে : একেবারে নীচে যেটাকে আমরা বলতে পারি চাদর বা পাত, সেটা আসলে একটা বর্গাকার নীল কার্ডবোর্ড। তার ওপরে একটা মন্দিরবৎ কাঠামো, চারদিকে খিলান সাজানো দরদালান, চুন–সুরকির মূর্তির মতো নকশার কারুকাজ

তাতে। খিলানের থামগুলি যথাস্থানে চকচকে চুমকি বসিয়ে তারার সারি তৈরি করা হয়েছে। এর দ্বিতীয় স্তরে স্যাভয় কেকের স্তূপ। ওর চারপাশ ঘিরে স্বর্গের দেবদূতীর সমষ্টি মূর্তি। সেগুলি তৈরি করা হয়েছে শিল্পীর অপূর্ব কারিগরি নৈপুণ্যে বাদাম, কিসমিস আর টুকরো কমলার কোয়া দিয়ে। পরিশেষে, একেবারে ওপরের স্তরে একটা সবুজ চত্বর যেনো, সেখানে রয়েছে জ্যামের সরোবর, ওতে বাদামখোলা নৌকো ভাসছে সব। পাড়টা ক্রীমের পাথর দিয়ে বাঁধানো, আর চকোলেটের তৈরি প্রেমের দেবতা একটা ছোট কিউপিড হাতের ওপরে একটা গোলাপের সাজি ধরে রাখার চেষ্টা করছে।

গভীররাত অবধি খানাপিনা এমনি করে চলতে থাকে। মেহমানদের কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে খামারের আঙিনায় ওরা ঘুরে বেড়ায়, কেউবা গোলাবাড়ির সামনে ব্যাডমিন্টন খেলে। আবার খাওয়ার টেবিলে একসময় ফিরে আসে। কেউ খাওয়া-দাওয়ার পর শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়ে, নাক ডাকাতে থাকে। কিন্তু কফি পরিবেশনের সময় দেখা যায় সবাই উঠে পড়েছে। ওদের কেউ কেউ গান গায়। কেউ নানা ভেলকি পরিবেশন করে। ভারী জিনিস তুলে বাহাদুরি দেখায়, আঙুলের মারপ্যাঁচ প্রদর্শন করে, ওরা নিজেদের ঘাড় লাগিয়ে ঘোড়ারগাড়ি তুলে বীরপুরুষ সাজার চেষ্টা চালায়, সস্তা, অশ্লীল ধরণের রং-তামাশা করে ও মেয়েদের চুমো দেয় সুযোগ-সুবিধে বুঝে। গভীররাতে এসব হৈচৈ করা তরুণ-যুবকেরা চলে গেলে, ঘোড়াগুলি প্রায় নাক ঠেসে যই সাবাড় করতে থাকে, ওদের গলায় যোয়াল লাগানো কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, ওরা লাথি ছোঁড়ে, চরে বেড়ায়, গলার ফাঁস ছিঁড়ে ফেলে। আর ওদের মনিবেরা ব্যাপার দেখে হো হো করে হাসে, হল্লা করে ওঠে। সারারাত ধরে চাঁদের জোছনাভরা গেঁয়োপথ ধরে ঘোড়ার গাড়ির ছোটাছুটি চলতে থাকে, বেপরোয়া ছুটতে গিয়ে কোনও গাড়ি গর্তে পড়ে যায়, ইটপাটকেল পাথরভরা জমির ওপর দিয়ে হুড়মুড় করে ছোটে, উঁচু টিলা—পাহাড়ে উঠে পড়ে। গাড়িতে বসা মেয়েরা প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে গাড়ির ধার আঁকড়ে প্রাণপণে চিৎকার করতে থাকে।

যারা রাতেও লা বারাতাও খামারবাড়িতে থেকে গেল ওরা রান্নাঘরে মদ খেয়ে কাটিয়ে দেয়। ছোট ছেলেরা একফাঁকে বেঞ্চের তলায় ঘুমিয়ে পড়ে।

ক'নে অবশ্য ওর বাবাকে বিয়ের রীতি-আচারমূলক রঙ্গ-তামাশা থেকে ওকে রেহাই দেওয়ার জন্যে অনুনয় করেছিল। কিন্তু ঠেকানো গেল না। যদিও মঁসিয়ে রল্‌ত নানাভাবে বিশ্রী পরিস্থিতি সামাল দেবার চেষ্টা করলেন তার জামাই শিক্ষিত, মার্জিত, ভদ্র ইত্যাদি দোহাই পেড়ে। এজন্যে বরাতিদের অনেকে যারা খাওয়ার-দাওয়ার ব্যাপারে ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনায় সন্তুষ্ট ছিল না তারা বুড়োকে গালিগালাজ করলো মনে মনে। বললো, বিয়ের ফল ভালো হবে না। ওকে হা কপাল করতে হবে।

মাদাম বোভারী সিনিয়র সারা দিনমান মুখ সেলাই করে রইলেন। কনের সাজসজ্জা কি হবে কিংবা খানাপিনার আয়োজন কি হওয়া উচিত এ ব্যাপারে তাঁর সাথে কেউ কোনও আলাপই করে নি। সম্ভবতঃ তাই তিনি সকাল সকাল শুয়ে পড়লেন। তাঁর স্বামী অবশ্য শুতে না গিয়ে সেন্ট ভিক্টর থেকে কিছু সিগার আনাতে পাঠালেন। আর সকাল পর্যন্ত তাঁর ঐ ধুমপান চলতেই থাকলো। গোটা মজলিসের কাছে অপরিচিত এক অদ্ভূত ধরণের পানীয় কার্শ-গ্রগ পান করলেন। ফলে তাঁর সম্পর্কে ধারণা ও তাঁর অবস্থানগত মর্যাদাও অনেক উঠে গেল।

বিয়ের রং-তামাশা মোকাবেলায় চার্লসের আদৌ কোনোও দক্ষতা ছিল না। উপস্থিত বুদ্ধিও ছিল না। আর তাই বিয়ের আসরে নায়ক হয়েও উপেক্ষিত পার্শ্বচরিত্র হয়ে রইল। রঙ্গ-কৌতুকে মোটেই সাড়া দিতে না পেরে অপ্রতিভ বোকা বনে রইলো সে। যদিও যারা এসব করছিলো তারা ওদের জন্য বিয়ের আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবেই করছিল। আর বরের ম্যান্‌তা, মিনমিনে ভাব দেখে মনে মনে হাসছিল।

তবে পরের দিন দেখা গেল, চার্লস একেবারেই অন্য মানুষ। সে তার ভোল পাল্টে ফেলেছে। তার আজকের চেহারা, রকম-সকম দেখে মনে হ'ল গতকাল তার অবস্থার সাথে গতকালের কোনও লাজবতী মেয়ের সাথেই একমাত্র তুলনা হতে পারে। বিয়ের ক'নেও চুপচাপ। কোনও কিছুতেই রা করে না। কোনও সাড়াশব্দ নেই। তার কিছুই বোঝা যায় না। অতিচালাকেরাও ক'নের ভবসাব থেকে কিছুই ধরতে পারলো না। এমা ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওরা ক'নের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলো। চার্লসের কোনও রাখঢাক নেই। সে তো 'আমার বৌ' ডাক ছেড়ে এখানে, ওখানে সবখানে ব্যস্ত-সমস্ত খুঁজতে থাকে, যখনই এমাকে পায় টেনে নিয়ে যায় খামারের নিরিবিলি আঙিনায়। চার্লসকে গাছপালার ফাঁক দিয়ে সেখানে দেখা যায় বর বাবাজি ক'নের কোমর পেঁচিয়ে ওর ওপর ৪৫ ডিগ্রি ঝুঁকে আছে, হাঁটছে। ওর মাথাটা এমার শেমিজে, বডিসে হ্যস্তে।

বিয়ের দু'দিন পর নতুন দম্পতি নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়। চার্লস ডাক্তার। ওর প্রচুর রোগীপত্তর রয়েছে। আর থাকা চলে না। "পাপা" রল্‌ত তাঁর একটা ঘোড়ার গাড়িতে মেয়ে-জামাইকে তুলে দেন। আর নিজে ভাসঁভিল অবধি তাদের সঙ্গে যান। এখানে এসে থামার পর তিনি তাঁর আদরের কন্যা এমাকে শেষবারের মতো বুকে জড়িয়ে ধরে বিদায় জানান। তারপর নিজের পথ ধরেন। কিছুক্ষণ হাঁটার পর তিনি পেছন ফিরে দেখেন কন্যার গাড়িটা পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। গাড়ির চাকাগুলি ধুলোয় আবছা। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তাঁর নিজের বিয়ের কথা মনে পড়ে, পুরনো দিনগুলি আবার যেন ঐ মুহূর্তে প্রাণ পায়, স্ত্রীর প্রথম সন্তানসম্ভবা হবার ছবিটা চোখে ভাসতে থাকে। যেদিন তাঁর বিয়ে হয় সেদিন তাঁরও তাঁর সদ্য বিয়েকরা স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ি থেকে আনার সময় ভারি খুশি হয়েছিলেন। ওকে তিনি সারাটা পথ নিয়ে এসেছিলেন নিজের ঘোড়ার গাড়ির জিনের গদিতে বসিয়ে। সারাটা পথ। তখন বড়দিন প্রায় কাছে এসে পড়েছে। বরফ পড়েছে চারদিকে। চারদিক বরফে বরফে সাদা ঘোড়ার গাড়ি চলেছে বরফের ওপর দিয়ে। একহাত দিয়ে নতুন বৌ যুবক রলতের কোমর পেঁচিয়ে ধরেছে। অন্যহাতে তার জিনিষপত্রের ঝাঁপি। ঝড়ো একটানা বাতাসে ক'নের কশয় হ্যাটের লম্বা লেস পত পত করে উড়ছে। মাঝে মাঝে ওটা রল্‌তের মুখে আলতো করে আছড়ে পড়ছে। রল্‌ত মাথা ঘোরাতেই দেখতে পায় ওর ঘাড়ের কাছে স্ত্রীর গোলাপী আনন। স্ফূরিত অধর। অথচ নীরব। তার হ্যাটের সোনালী ব্যাণ্ডের নীচে ছড়িয়ে আছে হাসিময় বিদ্যুত। হাত দুটো কবোষ্ণ রাখার জন্যে মাঝে মাঝেই রল্‌তের বুকে রাখে। কতোদিন, কতোকাল আগের কথা। বহুৎ *দিন হুয়ে!* এখন তাদের ছেলে থাকলে ওর ৩০শে পৌঁছানোর কথা। এরপর আবার ঘাড় ফেরাতে আর কিছুই চোখে পড়ে না। ফাঁকা, বড় নিঃসঙ্গ, বড় একা, বড় খারাব লাগে। খারাব, পরিত্যক্ত মনে হয়, মনে হয় পড়োবাড়ির মতো নিজেকে।

মাথায় চারু স্মৃতির ভীড়ে বিষাদিত ভাবনা মিশে যায়। অস্পষ্ট হয়ে ওঠে সবকিছু। হঠাৎ মনে হয়, গীর্জার দিকে যাবে নাকি একবার। কিছুটা শান্তি পাওয়া যাবে হয়তো। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, গীর্জার গম্ভীর, সৌম্যতা ওকে বরং আরো ভারাক্রান্ত করবে। বাড়ির দিকে তাই শেষ পর্যন্ত পা বাড়ায়।

মঁসিয়ে ও মাদাম বোভারী বিকেল ছ'টার দিকে তোস্তেতে নিজ বাড়িতে পৌছে যায়। গাঁয়ের মাঝ দিয়ে যাওয়ার সময় পড়শীরা উৎসুক চোখে ডাক্তারের নতুন বৌ দেখার জন্যে জানালায় দাঁড়িয়ে যায়।

বাড়ির পুরনো নার্স নাসতাসি দরজায় দাঁড়িয়ে যথাসাধ্য নবদম্পতির প্রতি তার সৌজন্য নিবেদন করে। স্বাগত জানায়। আর ডিনারের একটু দেরী হবে বলে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর এরিমাঝে সে তার নতুন মেমসাহেবাকে তার নিজের বাড়িঘরে একবার চোখ বুলিয়ে নেবার প্রস্তাব করে।

॥ ৫ ॥

রাস্তার সাথে লাগোয়া বাড়ির দেওয়ালের প্রাচীর। বাড়ির প্রধান প্রবেশ দরজার পেছনে ক্লোকরুম, কাপড়-চোপড় রাখার ঘর। ওখানে একটা ছোট কলারওয়ালা আলখেল্লা, ঘোড়ার লাগাম, কালো চামড়ার টুপি ঝুলছে। ঘরের এককোণে পায়ের একজোড়া আচ্ছাদনী। ওতে এখনও ধুলোকাদা মাখা। কাদা শুকিয়ে গেছে। ডানদিকে একটা কামরা। ওটা খাবার ও বসার ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়। দেওয়ালে কোনওমতে টানানো একটি ক্যানভাসের ওপর সর্বত্র কোঁকড়ানো একটা হলুদ ক্যানারি কাগজ ওপরে মাথার দিক থেকে একটা বাসি, বিবর্ণ ফুলের মালার টানে খুলে পড়েছে। আর লাল বর্ডার দেওয়া সাদা সূতীর পর্দা জানালার আড়াআড়ি টানা। ফায়ারপ্লেসের ওপর ছোট, সঙ্কীর্ণ তাকের ওপর একটা দেওয়াল ঘড়ি। ডিম্বাকার একটা শেডের নিচে হিপোক্রেটিসের একটি মুণ্ডমুর্তি। দু'পাশে দু'টি মোমদানির পাশে উজ্জ্বল হয়ে অছে। পাশ দিয়ে একটা করিডোর। আর তার পাশেই চার্লসের ডাক্তারী চেম্বার। চেম্বারটা আসলে ১২×১২ আয়তনের একটা ছোট কক্ষ। আসবাব বলতে সেখানে আছে একটা টেবিল, তিনটে চেয়ার। একটা অফিস চেয়ার। কয়েকটা ডাক্তারী অভিধানও আছে ঘরে। অভিধানগুলি কয়েকবার হাত-বদল অর্থাৎ কেনা-বেচা হয়েছে। তবে পরে আর কখনও বাঁধাই-কাটাই করা হয় নি। ফলে ওগুলির চেহারা জরাজীর্ণ। অভিধানগুলি রাখা আছে ছয় তাকের একটি বইয়ের শেলফে। চার্লস যখন তার রোগী দেখার ঘরে রোগী দেখে তখন রান্নাঘর থেকে ওখানে গলানো মাখনের গন্ধ পাওয়া যায়। আবার তেমনি ডাক্তারী চেম্বারে কেউ কাশলে সেটার সাথে ডাক্তারের কাছে রোগীর রোগ বর্ণনার গোটা ইতিহাসও রান্নাঘরের লোকের কানে আসে। খোলা অঙিনায় আছে আস্তাবল। আছে আরও একটা ভাঙাচোরা বড় কক্ষ! ওখানে ঘর গরম রাখার উনুন বসানো। ঐ ঘরটাকে এখন কাঠের আড়ত, সেলার ও ভাঁড়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এঘরটা নানা আবর্জনা, খালি পিপে, অকেজো সব চাষের যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে ভর্তি।

বাড়ির বাগানটা খুবই লম্বা। বাগানটার অবস্থান দু'টি মাটির দেয়ালের মাঝখানে। এই দেয়াল দুটি বাগানকে মাঠ থেকে আলাদা করে রেখেছে। বাগানের মাঝখানে রয়েছে

শ্লেটপাথরের তৈরি একটি সূর্যঘড়ি। একটা ইটের বেদীর ওপর রয়েছে সেটা। চারটি ফুলের কেয়ারী। ওগুলির চারপাশ ঘিরে গোলাপগাছের সার। সুবিন্যস্তভাবে। এটাই আবার আলাদা করে রেখেছে বাড়ির সব্জি বাগানকে। বাগানে রয়েছে একট স্প্রুস ঝোপ। ঠিক ওর নীচে রয়েছে প্লাস্টারে তৈরী এক যাজকের মূর্তি। যাজক খৃষ্টীয় প্রার্থনাপুস্তক পাঠে মগ্ন।

এমা ওপর তলায় ওঠে। প্রথম ঘরটায় কোনও আসবাব নেই। কিন্তু পরেরটায় লাল বিছানাপত্রসহ একটা মেহগণি খাট পাতা। ওটাই তাদের বার্সর ও শোবার ঘর। একটা 'চেষ্ট অব ড্রয়ার' রয়েছে।

ওর ওপর ঝিনুকের তৈরি বাক্স রাখা। জানালার কাছে একটি সেক্রেটারিয়েট টেবিল। ওটার ওপর কমলার একগুচ্ছ ফুলের একটা স্তবক সাটিন ফিতেয় বাঁধা অবস্থায় বোতলের পানিতে রাখা। ওটা ক'নের জন্যে। আরো একটা পুষ্পস্তবক ছিল ওখানে। ওটার দিকে চোখ যায় এমার। চার্লস সেটা লক্ষ্য করে ওটাকে নিয়ে চিলেকোঠায় সরিয়ে রেখে আসে। এরমধ্যে এমা একটা আর্মচেয়ারে বসে পড়ে। বাড়ির লোকজন তখন তার চারপাশে বেডরুমের জিনিসগুলি এনে মেঝেয় রাখছে। এমার মনে পড়ে ওর বিয়ের ফুলগুলি মোটা কাগজের বাক্সবন্দী হয়ে আছে এখনও। অনেকটা আবিষ্ট, স্বপ্নের ঘোরে ওর মনে হয়, সে যদি মরে যায় কী হবে এসব দিয়ে!

গোড়ার কয়েকটা দিন সে তার ঘরদোরের গোছগাছ, রদবদল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সে মোমদানী থেকে শেড সরায়। দেয়ালে নতুন ওয়াল পেপার লাগায়। সিঁড়ির ধাপগুলি নূতন করে রং করা হয়। বাগানের সূর্যঘড়িটার চারপাশে বসার আসন বানানো হয়। এমনকি, একটা কৃত্রিম ফোয়ারা, বেসিন ও মাছের একুয়েরিয়ম যোগাড় করা যায় কি না সে খোঁজ খবরও নেয়। শেষে এমা গাড়ি চালাতে পছন্দ করে জানতে পেরে একটা পুরনো ডগকার্টকে রদবদল করে ওতে বাতি, বসার জায়গায় চামড়ার ফালি বসিয়ে প্রায় নতুন করে তোলা হয়। ওটাকে একেবারে একটা *টিলব্যারী* বলে মনে হতে থাকে।

এসবের মধ্যে চার্লসকে খুব সুখী মনে হয়। তার এখন আর পরোয়া করার কিছুই নেই। এমার সাথে বসে খাওয়া, সন্ধ্যেয় বড়রাস্তায় খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ানো, ওর মাথার চুলের পাশে হাত তুলে অর্থবোধক হাতছানি, জানলার ছিটকিনীতে আটকানো ওর খড়ের হ্যাট যেন ওর জীবনে আরও অনেক, অনেক নতুন অর্থ ও তাৎপর্য নিয়ে আসে। আসলে এসব হয়ে ওঠে বারবার ঘুরে-ফিরে আসা অফুরন্ত আনন্দের আগার। ভোরে বিছানায় এমার পাশে বালিশে গা এলিয়ে সকালের সোনাঝরা রোদের প্রথম মিঠে আলো কুন্তলাবরণের পাশ দিয়ে ওর পালক-সাদা গালে কীভাবে ছড়ায় সবখানে, সে অনুক্ষণ দেখতে থাকে। চোখের পিপাসা মেটায় এমনিভাবে, একান্ত অতি কাছ থেকে, এমাকে দেখে। বিশেষ করে, ও যখন ঘুম থেকে সদ্য জেগে ওঠে তখন চার্লসের দিকে নিষ্পাপ বড় বড় ভরাট চোখে তাকানোটা আলো ফেলে চার্লসের ভেতরটায়। ঘুম ভাঙলে প্রথম কিছুক্ষণ এমা চোখ পিট পিট করে। ওটা ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। ওর চোখের তারায় কাজল নামে। উজ্জ্বল দিনের বেলায় ওটা পাল্টে যায়। হয়ে ওঠে ঘোর নীলসায়র। চোখজোড়ায় ওর নানা রঙের গভীরতা, নানা ভাবব্যঞ্জনা। চোখের তারার মাঝখানটা বেশী গাঢ়, বাকী বাইরে চারদিকে ছড়ানো পরিসীমায় ক্রমশঃ ফ্যাকাশে। এমার আঁখির মায়ায় চার্লসের চোখজোড়াই যেন হারিয়ে যায়। তলিয়ে যায় বিচিত্র গভীরতায়। উঠে পড়ে একসময় চার্লস। যেতে হবে

বাইরে। এমনি সময় ও জানালার কাছে এসে ওকে বিদায় জানায়। কারুকার্যময় দু'টি মৃন্ময়পাত্রের মাঝের ফাঁকে জানালার চৌকাঠে কনুইটা ঠেকিয়ে রেখেছে ও। ড্রেসিং গাউনটা ওর শরীরে শিথিল হয়ে ঝোলে। চার্লস রাস্তায় উঠে আসে। ঘোড়া ছোটানোর স্পারটা পায়ে বকলেস দিয়ে বেঁধে নিয়েছে। ঘোড়ার ওপর উঠতে যাবে। উঁচু পাথরের ওপর পা রয়েছে চার্লসের। তবু এমা ওপর থেকেই চার্লসের সঙ্গে কথার ফুলঝুরি ঝরিয়েই চলে। আর মাঝে মাঝেই ছেঁড়া ফুলের পাপড়ি ঠোঁটে তুলে নেয়। ফুঁ দিয়ে নামিয়ে দেয় চার্লসের গায়ে। কিছু ফুল (পাপড়ি) বাতাসে আধা ফাঁসের মতো পাক খেয়ে মাটি ছোঁয়ার আগেই দরজার কাছে নিঃশব্দ দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়াটার অবিন্যস্ত কেশরে আটকে যায়। চার্লস এমাকে ঘোড়ার পিঠ থেকেই চুম্বন এঁকে দিলে এমা মাথা নেড়ে সাড়া দেয়। জানালা বন্ধ করে। চার্লস রওনা দেয়। বড়রাস্তায় ওঠে। বাগানে যেমন গাছের সারি সুবিন্যস্ত দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি দু'পাশে নুয়ে পড়া বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়ে গভীর হয়ে চলে গেছে বড়ো রাস্তাটা। ধুলোর ফিতে উড়িয়ে চলেছে চার্লসের ঘোড়ার খুর। পথের দুধারে জোয়ার-ভুট্টার সতেজ ফসল ওর হাঁটু অবধি ছুঁয়ে আছে যেন। পিঠে পড়েছে ঝিলিমিলি রোদ। নাসারন্ধ্রে সকালের সতেজ বাতাস, গতরাতের মধুর স্মৃতিতে ওর মন ভরে আছে কানায় কানায়। মনটা সুস্থির। স্নায়ুতে চাপ নেই। রোমন্থন করে চলে সে তার ঐ সুখের অনুভূতি। নেশা ধরে ভাবনায়।

অথচ এর আগে কোনও আনন্দ ছিল কি তার জীবনে? কিশোর বয়সে স্কুলে পড়ার সময় বেশিরভাগ সময় ওকে আটকে থাকতে হতো চার দেয়ালের ঘেরাটোপের মধ্যে। ধনী সহপাঠি বা লেখাপড়ায় তুখোড় ছাত্রদের ও কষ্ট আদৌ করতে হ'তো না। বরং ওরা ওর গেঁয়ো উচ্চারণ শুনে হেসে গড়িয়ে পড়তো, পোশাক-আশাক দেখে ওকে বিদ্রুপ, হাসি-ঠাট্টা করতো। ওদের মায়েরা স্কুলে আসতো ওদের জন্যে দামী কেক নিয়ে। এরপরেও ও যখন ডাক্তারী পড়তে কলেজে গেলো তখনও ওকে দারুণ অর্থকষ্টে থাকতে হয়েছে। ওর পকেটে এমন টাকাপয়সা বাড়তি কখনও থাকতো না যা থেকে রেস্তরাঁ-কাফেটারিয়ায় কাজ করা ছোট্ট, সুন্দরী, গরীব মেয়েগুলিকে কিছু দিয়ে খুশি করা যায়। ওদের কেউ তো তা'হলে তার সঙ্গিনীও হতে পারতো। শেষে আরও ১৪টি মাস সে কাটিয়েছে বিধবা মাঝবয়সী হেলয়জার সাথে। কিন্তু শোবার বিছানায় ওর পা দুটো হয়ে থাকতো যেন ঠাণ্ডা বরফ। অথচ এখন সে পেয়েছে, হয়তো গোটা জীবনের জন্যেই, এই পরমাসুন্দরী এমাকে যাকে সে আরাধনা করে এসেছে রীতিমতো গত কিছুদিন ধরে। ওর কাছে বস্তুত গোটা পৃথিবী বলতে এমার পেটিকোটের পরিসীমাকেই বোঝায়। এহেন এমাকে সে ভালোবাসেনা! সেটা ভেবে ওর নিজের ওপরই নিজের রাগ হয়। হঠাৎ ওকে আবার দেখার ইচ্ছে অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে। কাঁপা বুক নিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে ওঠে। এমা তখনও তার ঘরে। সাজছে। ও ওপরতলায় ওঠে পা টিপে টিপে। নিঃশব্দে। এমার কাছে পৌঁছেই ওর কাঁধের মাঝ বরাবর চুম্বন করতেই এমা চিৎকার করে ঝামটা দিয়ে ওঠে।

এমার চিরুণীতে, আংটিতে, আরো অনেক ব্যক্তিগত জিনিসে বারংবার হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখা চার্লসের অদম্য কুঅভ্যাসে রূপ নেয়। এমনকি, কোনও কোনও সময় ও আবার প্রচণ্ড শব্দে ওর গালে নিজের পুরোটা মুখ বসিয়ে চুমু খায় কিংবা আকস্মাৎ ওর চাঁপাকলি আঙ্গুলের নখের ডগা থেকে শুরু করে উদোম কোমল বাহু হয়ে কাঁধ অবধি ছোট ছোট

চুমো খেয়ে যেতো যেন হাতের ওপর দিয়ে চুমোর রেলগাড়ি চলেছে। এমা ওকে ঠেলে সরাতো, চোখে আধো হাসি, আধো আঁটুনির বিদ্যুত যা সবাই আসলে একগুঁয়ে বাচ্চাকে ঠেকাতে করে থাকে।

বিয়ের আগে এমার মনে হতো, সে প্রেমে পড়েছে। আশা ছিল ভালোবাসা থেকে সুখ আসবে। এলো না। ওর মনে হতে থাকে, ও ঠকেছে। উপন্যাস, প্রেমের নানা উপাখ্যানে এগুলির যে অর্থ তার কাছে তো অপূর্ব সুন্দর মনে হয়েছিল। কিন্তু এবার এখন থেকে সুখ, কামনা–বাসনা, তীব্র আনন্দের সুখানুভূতি ইত্যাদি শব্দগুলি বলতে জীবনে ঠিক কী বোঝায় তা জানার জন্যে ও চঞ্চল হয়ে ওঠে।

॥ ৬ ॥

ও একটা উপন্যাস পড়েছিল। ওটার গল্প অনুযায়ী স্বপ্নাবিষ্ট ও হতো মাঝে মাঝে। স্বপ্নে ফুটে উঠতো বাঁশের তৈরি অপূর্ব সুন্দর কুটির। ওখানে থাকে নিগ্রো ডোমিঙ্গো। ফেদেলে নামের পোষা কুকুরছানা। সবার ওপরে ছিল মনের গভীরে দাগ কাটার মতো প্রিয় ভাইটির মধুর স্মৃতি। ও লম্বা, বড় গাছগুলি থেকে পেড়ে দিত টুকটুকে ফল কিংবা খালি পায়ে বালির ওপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে এতে দিতো পাখির বাসা।

তেরোয় পড়লে বাবা ওকে নিজে শহরে নিয়ে যান পড়ানোর জন্যে। একটা কনভেন্টে ওকে ভর্তি করিয়ে দেন। আর এ উপলক্ষ্যে বাবা তাকে নিয়ে ওঠে শহরের সেন্ট জার্ভে মহল্লার একটা হোটেলে। ওখানে ওরা রাতের খাবার খায়। ছবি আঁকা প্লেটে ওদের খাবার পরিবেশন করা হয়। ওতে কুমারী দে ল্যা ভ্যালিয়েরের কাহিনীর ঘটনা ছবির আকারে আঁকা। আঁকা হয়েছে ছুরি দিয়ে কেটে। এসব ছবির মধ্য দিয়ে ধর্ম, হৃদয়ের পেলবতা, দরবারী জৌলুস ও শান–শওকতকে সকল মহিমায় ভাস্বর করে তোলা হয়েছে।

গোড়ারদিকে কনভেন্টের পরিবেশে এমার ক্লান্তিবোধের কোনও কারণ ঘটে নি। সন্ন্যাসিনী সিস্টারদের সৎসঙ্গ সে উপভোগ করে নিঃসন্দেহে। সিস্টারেরা ওকে নিয়ে বেশ হাসিখুশি কাটাতেন। তাঁরা ওকে উপাসনার জন্য চ্যাপেলে নিয়ে যেতেন খাবারঘর থেকে একটা লম্বা করিডোরের মধ্য দিয়ে। পড়া ও ক্লাসের ফাঁকে খেলাধুলো বা চিত্ত বিনোদনের সময়টায় ও খেলতো খুবই কম। খৃষ্টীয় ধর্ম প্রশ্নোত্তরিকা ছিল ওর ঠোঁটের আগায়। আর শুধু এমাই যাজকের কঠিন প্রশ্নগুলির জবাব সবসময় সঠিক দিতে পারতো। এভাবে সে ওখানে কাটায়। পড়ার কক্ষের উষ্ণ প্রাণবন্ত পরিবেশ ছেড়ে কখনও সে থাকে নি। আর খৃষ্টীয় ধর্মাশ্রমের ফ্যাকাশে–মুখো সাদা জোব্বাপরা, বুকে পিতলের ক্রসঝোলানো সিস্টারদের মাঝে থেকে ধীরে, অতি ধীরে সে উপাসনালয়ের বেদীতে রাখা সুগন্ধির প্রশান্তিকর সুবাস, পবিত্রবারির সজীব, তরতাজাভাব, মোমের আলোর স্নিগ্ধতার মরমী অবসাদে ক্লান্ত হয়ে ওঠে। সে প্রার্থনাসভায় যোগ দেবার বদলে বরং তার বইয়ে পান্না–সবুজরঙের বর্ডার দেওয়া ধর্মীয় ছবিগুলি দেখেই সময় কাটায়। ভালোবাসাধন্য রুগ্ন মেষশাবক, সুতীক্ষ্ণ তীরে বিদ্ধ হৃদয়, ক্রুশ থেকে এলিয়ে ঝুলে পড়া যীশু, তার বয়ে নেওয়া ক্রুশ—এগুলিই বরং দেখতে তার ভালোলাগে। সে তার আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য গোটা একটি দিন উপবাসেও কাটায়। সে কোনও এক সঙ্কল্প পুরনের জন্য সেটা খুঁজে বের করতে নিরন্তর মাথা ঘামায়।

সে পাপের স্বীকারোক্তিমূলক খৃষ্টীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যায় ও যাবার যুক্তি তৈরীর জন্য নিজের ছোট–খাটো 'পাপাচার তৈরি করে নেয়' যাতে করে একটু নিভৃত একান্তে হাঁটু গেড়ে একটু বেশিক্ষণ থাকার সুযোগ করে নেয়। হাত জোড় করে থাকে সে। ফিসফিসিয়ে বাক্যোচ্চারণরত যাজকের ঘেরাটোপে মাথাটা ঠেকিয়ে। বাগদত্তা, স্বামী, স্বর্গীয় প্রেম–প্রেমিক, বিয়ের অনন্ত বাঁধন যা যাজকের ধর্মোপদেশে বারংবার উচ্চারিত হয় সেগুলি তার হৃদয়ের গভীরে দাগ কেটে বসে, দারুণ কল্পনাবিলাসী হয়ে ওঠে এসবের স্বর্গসুখের ভাবনায়।

সন্ধ্যায় প্রার্থনার আগে সে ক্লাসে বসে ধর্মবিষয়ক নানা পাঠ শোনে। শনিবারের রাতে সন্ন্যাসী অ্যাবে ফ্রেসিনোর অভিভাষণ সম্পর্কিত বিশেষ পবিত্র মাহাত্ম্যমূলক ইতিহাস শোনে। রোববারে খৃষ্টধর্ম ও আদিকাহিনী থেকে পাঠ শোনে। এহ'লো তার নিজস্ব চিত্ত বিনোদনের ষ্টাইল। এখন কথা উঠতে পারে, খৃষ্টীয় যাজক ও সন্ন্যাসিনীদের এইযে সং সঙ্গীতময় বিলাপসদৃশ সংলাপ, রোমান্টিক বিষণ্নতা যা অনন্ত অবধি ধ্বনিত–প্রতিধ্বনিত বাত্ময় ব্যঞ্জনায় বাজে তার প্রতি এমার এই গোড়ারদিকের ভক্তিমার্গে এমন কি ছিল যাতে সে ওগুলি তন্ময় হয়ে শুনতো! অথচ এমন যদি হ'তো, ওর ছোটবেলা কাটতো ব্যবসায়ী মহল্লায় দোকানে, কাফে, রেস্তরাঁয় তা'হলে হয়তো প্রকৃতির সঙ্গীতময়তার কাছে তার হৃদয়ের দরজাটা খুলে যেতো যা শুধু অন্যের কাছে বইপুস্তকের ভাষার মধ্য দিয়েই পৌছায়। কিন্তু ওর জীবনটা মসৃণ, ছন্দপতনহীন বলে ওটা তার ভাগ্যে ঘটে নি। তবে পল্লী–গাঁয়ের পরিবেশের সাথে খুবই পরিচিত ছিল সে। গরুবাছুরের হাম্বা রব, দুধ দোয়ার পরিচিত শব্দ, জমিতে লাঙল দেওয়া সবকিছুর সঙ্গেই সাক্ষাত–পরিচয় ছিল তার। কিন্তু জীবনের শান্ত, সমাহিত দিকটির সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের পুরনো পরিচয়ের কারণে ঘটনা, দুর্ঘটনা, অ্যাডভেঞ্চার, রোমাঞ্চ, পুলক, শিহরণের প্রতি আকর্ষণ তার কাছে মাদকতাময় হয়ে উঠতে থাকে। পরমার্থের চেয়ে সাক্ষাত ভোগ–আবেগের অর্থ পরম হয়ে দেখা দেয় এমার জীবনে। ওর কাছে সাগর ভালোলাগে, ওতে ঝড় ওঠে, ওটা উত্তাল হয় বলে। সবুজ ফসলের মাঠ ওর কাছে কুহকী আমন্ত্রণ জানায় যখন ওটা তছনছ হয়ে যায় ঝড়ে। আসলে সব জিনিসের মধ্যে ওর নিজের নগদ পাওনা বা লাভ থাকতে হবে। ও নগদের কারবারী। ওর হৃদয়ের কামনা যা পূরণ করতে পারে না এমন সবকিছু তার কাছে বাতিল। অপ্রয়োজনীয় জঞ্জাল। কারণ ওর মন শিল্পীর মন নয়, ওর মন আবেগ–উচ্ছ্বাস সর্বস্ব। ও খোঁজে না অতুল নিসর্গ, ও খোঁজে আসঙ্গ। ও চায় আসলে আবেগারতির সার্থকতা। পরমার পরিশুদ্ধতা নয়।

কনভেন্টে থাকার সময় ওখানে সাবেক অভিজাতবংশীয়া এক মহিলা নিয়মিত আসতেন। মাসে, হপ্তায়। কনভেন্টের মেয়েদের কাপড়–চোপড় সেলাই মেরামত করে দিতে। উঁচু যাজকমহলে খুবই খাতির ছিল তাঁর। কারণ ঐ মহিলা, আগেই বলা হয়েছে, খুব পুরনো খানদানি অভিজাত বংশের মেয়ে। ফরাসী বিপ্লবের সময় তাঁদের পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসে। মহিলা কনভেন্টে এলে তিনি কনভেন্টের খাবারঘরে হাসি–খুশি সিষ্টারদের সঙ্গে খাবার খেতেন। আর খাওয়া শেষ হলে কাজে গিয়ে হাত দেওয়ার আগে অনেক গল্প–গুজব করতেন। মেয়েরা প্রায়ই ওদের ক্লাসরুম থেকে চুপিসারে লুকিয়ে আসতো তাকে দেখতে। ওঁর সাথে গল্প করতে। গত একশো বছরের যতো বিখ্যাত প্রেমের গান,

প্রণয়-গীতি তাঁর মুখস্ত ছিল। তাঁর হাতের সুঁই যখন কাপড় এফোঁড়-ওফোঁড় করে এগুতো তখন গুনগুনিয়ে তিনি অস্ফুট স্বরে ঐসব গান গাইতেন। তিনি ওদের গল্প শোনাতেন। ওদের জন্য নানা খবর নিয়ে আসতেন, ওদের ফরমায়েস মতো শহরে ওদের নানা কাজকর্ম করে দিতেন। মেয়েদেরকে নানা উপন্যাস পড়ার জন্যে ধার দিতেন। আসলে তার কাপড়ের ঝোলায় সবসময়েই কোনও না কোনও নভেল থাকতোই। তিনি তাঁর কাজের ফাঁকে ওটা পড়ে হজম করতেন। তিনি মেয়েদেরকে ভালোবাসার কাহিনী, প্রেমিকার কাহিনী, একাকীত্বের মাঝে নির্যাতিত কোনও মহিলার কাহিনী যেসব কাহিনীতে ঘটনার প্রতিটি পাতায় আছে ঘোড়া থেকে পড়ে মরার রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা, আছে পাণ্ডববর্জিত অরণ্য, বুকভাঙা শপথ, নির্জন ছায়াকুঞ্জে বুলবুলির গান, আছে নায়কোচিত বীরপুরুষ, কিংবা মেষশাবকের মত ভদ্র, নম্র যুবক, সততার পরাকাষ্ঠা, নিষ্কলঙ্ক, নিষ্পাপ, সদা ধোপদুরস্ত সময়। ঐসময় প্রায় ছ'মাস এমা পুরনো বইয়ের দোকান থেকে তাবৎ বই এনে এনে নিজের হাত ময়লা করে ফেলে। পরে কার্যতঃ সে ওয়াল্টার স্কটের লেখার বলতে গেলে প্রেমে পড়ে যায়। ঐতিহাসিক ঘটনামূলক লেখার প্রতিও দারুণ আসক্তি গড়ে ওঠে। ও স্বপ্ন দেখতে থাকে পুরনো সিন্দুকভরা গুপ্তধন, হীরে-জহরতের, পাহারাদার ও চারণ কবির ও কোনও পুরনো অভিজাত জমিদারবাড়িতে বাস করার, যেমনটা করে থাকে লম্বা ঝোলা পোষাকপরা কান্তিতলীয় জমিদারপত্নীরা, যেমনটা ওরা বাস করে সুতীক্ষ্ণ খিলানসারির নীচে ; উঁচু পাথরের ওপর হেলান দিয়ে ওরা চিবুকে হাত রেখে দেখে ঐ দূরে সাদা পালকের শিরস্ত্রাণ পরা ঘোড়সওয়ার ঘোড়ার ক্ষুরে দ্রুত খটাখট শব্দ তুলে দূরদেশ থেকে এদিকে আসছে। আর ঠিক চিন্তা-চেতনার এই খোলস পাল্টানোর যুগসন্ধিতে ওর মাঝে মেরী স্টুয়ার্টের ধ্যান-ধারণার প্রতি একটা প্রবল আসক্তি গড়ে উঠতে দেখা যায়। ও কার্যতঃ মেরীর ভাবশিষ্যা হয়ে পড়ে।

জোয়ান অব আর্ক, হেলয়জা, অ্যাগনিস সোরেল, অপূর্ব সুন্দরী ফেরোনিয়ের ও ক্লেমেন্স ইসাওরের মতো হতভাগিনী ও বিখ্যাত নারীর জন্যে প্রবল ভক্তিমার্গ দেখা দেয় এমার মাঝে। ওর কাছে মনে হয়, ওরা যেন বিশাল কালো আকাশে ধূমকেতুর মতো উদয় হয়েছে, দেখা দিয়েছে দূর গগণে, ছায়া হয়ে মিলিয়ে গেছে, মুছে গেছে সবকিছু। এমার কোনও কোনও সহপাঠিনী কনভেন্টে আসার সময় ওদের নানাসময়ে পাওয়া কিছু উপহারসামগ্রী স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে নিয়ে আসে। এগুলি অবশ্য কনভেন্টের নিয়ম-কানুনে নিষিদ্ধ বস্তু। তাই উপহারের এই বইগুলি কনভেন্টে লুকিয়ে রাখা সহজ ব্যাপার ছিল না। ডরমিটরিতেই কেবল বইগুলি গোপনে, শোয়ার সময় কিংবা বিশ্রামের সময় পড়ার সুযোগ মিলতো। বইগুলি সুন্দর সাটিন রেশমী কাপড়ে বাঁধানো। বইগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে ঐসব বইয়ের অজ্ঞাতপরিচয় লেখকদের নামের দিকে তাকিয়ে এম পুলকিত হতো। ওরা ওদের এসব কাব্যগ্রন্থের গ্রন্থকার হিসেবে নিজের নাম সই করতে গিয়ে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাউন্ট বা ভাইকাউন্ট নামের উঁচুমর্যাদাসূচক পদবী জুড়ে দিয়েছে।

সে এই বইয়ের কতকগুলি খোদাই ও ইলাস্ট্রেশান হিসেবে আঁকা ছবির ওপরের টিস্যু কাগজ উল্টে তুলে ফেলতেই কাঁপা হৃদয়ে লক্ষ্য করে ওর নীচে একটা ছবি। ছবিগুলির একটিতে দেখা যায়, রাজপোশাকে এক তরুণ সিঁড়ির পিলপের পাশে দাঁড়িয়ে, শুভ্রবসনা এক তরুণীর হাত ধরে আছে। মেয়েটির সঙ্গে আছে একটি ভিক্ষাপাত্র। সেটি তার

কোমরবন্ধনী থেকে ঝুলে আছে। আরও ছবি আছে ঐ বইয়ে। সেসব ছবি হচ্ছে, অজ্ঞাত পরিচয় ইংরেজ ভদ্রমহিলাদের। ওদের গোলাকার খড়ের হ্যাটের নীচে কোঁকড়ানো চুল বেরিয়ে পড়েছে। আর ভদ্রমহিলারা যেন পাঠকের দিকে বড়, উজ্জ্বল চোখে চেয়ে আছেন। ওদের কেউ কেউ আবার সাদা সাজের একজোড়া ঘোড়ায়টানা জুড়িগাড়িতে গ্রেহাউন্ডে পরিবেষ্টিত হয়ে পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অনেকে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে চিঠি হাতে হয়তো সোনার স্বপ্নে বিভোর। ওরা চেয়ে আছে কালো পর্দায় আধোঢাকা জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশের চাঁদের দিকে। কিছু সোজা ধরণের সরলাবালাদের চোখ দিয়ে নেমেছে শ্রাবণের ধারা। কেউবা খাঁচার গরাদের ফাঁক দিয়ে নোটন পায়রাকে সোহাগ চুম্বন দিচ্ছে। অথবা একদিকে মাথা রেখে দেহটা ছুঁচলো জুতোর ডগার মতো বেঁকে ডেইজির পাতা ছিঁড়ছে। কোনও এক তুর্কী সুলতান পটিয়সী নটীর বাহুডোরে ক্লান্তি দূর করছেন লতাগুল্মের উদ্যানের তৃণদামে বসে, পাশে তুর্কী তলোয়ার, গ্রীক শির আভরণ, কাব্যসুষমাময় নিসর্গ শোভা যার মাঝে তমালকুঞ্জে নানা হিংস্র প্রাণী। দৃশ্যের দিগন্তরেখায় তাতার মসজিদের মিনার, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন নিষ্কলুষ বন, পাশে সুনীল, স্বচ্ছ সরোবর, ওতে খাড়া এসে পড়েছে সূর্যকিরণ, শিউরে শিউরে উঠছে আন্দোলিত ঢেউয়ের সাথে সাথে। আর নীল সরোবরের পানির চাদর সদৃশ ক্যানভাসের ওপর সাদা কোলাজের কাজর মতো কম্পমান ভাসছে এদিক-ওদিক কিছু রাজহাঁস।

এমার মাথার ওপর চৌকোনা শেডবাতির আলোয় এভাবে উজ্জ্বল, ভাস্বর হয়ে ওঠে যেন সারা পৃথিবীর এইসব ছবি। এগুলির মিছিল চলতে থাকে ওর মনের চোখের সুমুখে, ডরমিটরির একান্ত নীরবতায়।

মা মারা গেলে ও কেঁদেছিল কয়েকদিন। সে তার মায়ের চুল দিয়ে মায়ের শবযাত্রার দৃশ্য তৈরী করেছিল সে। আর লা বারতাওয়ে তার বাবার কাছে এক শোকাবহ বর্ণনায় ভরা চিঠিতে অনুরোধ জানিয়েছিল ও মারা গেলে ওকে যেন মায়ের সমাধিতে কবরস্থ করা হয়। ওর বাবা মেয়ের চিঠি পেয়ে ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে মনে করেন ও কনভেন্টে তাঁকে দেখতে আসেন। এমা তার প্রথম প্রয়াসেই জীবনের ঐ বিরল কল্পাদর্শে পৌঁছুতে পেরে ভেতরে ভেতরে খুশিই হয় হয়তোবা। ওটা আর যা-ই হোক গড় মেধায় কখনও আয়ত্তও করা যায় না বলেই। তার জীবন এখন থেকে আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চলে। সরোবরের পাড়ের বাঁশির মোহন সুর তার কানে মধু ঢালে। রাজহংসের মৃত্যুকাতরধ্বণি, পাতাঝরার গানে সে তন্ময় হয়, অপাপবিদ্ধ কুমারীর স্বর্গাবতরণের কল্পনায় বিভোর হয়। উপত্যকার চিরন্তন সংলাপের গুঞ্জনে আবিষ্ট বোধ করে। তবে এগুলিতে আবার অচিরে ক্লান্তও হয়ে পড়ে যদিও সে কথা নিজে স্বীকার করে না। উচ্চমার্গীয় এসব কিছু তার কাছে একসময় বাসি হয়ে আসে।

সন্ন্যাসিনী সুচরিতা সিষ্টাররা বেশ ভালোকরেই তার ভাবসাব বুঝতে পারেন। আর তাতে বেশ আশ্চর্যও হন। ওদের মনে হতে থাকে ম্যাদমোয়জেল ওদের হাত থেকে ফসকে যাচ্ছে। আসলে তাঁদের পুণ্য ধর্মকর্মমূলক কাজকর্মের ও অনুশীলনের কারণে ওর প্রার্থনা, নানা খৃষ্টীয় ধর্মীয় পর্ব ও আচার-রীতি পালন এবং ধর্মোপদেশ শোনার নিষ্ঠা সম্পর্কে এতই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেন যে বলা যায়, এমা সম্পর্কে তাঁদের প্রশংসার ও শ্রদ্ধার মাত্রা খৃষ্টান সাধু-সন্ন্যাসী ও ধর্মের কারণে আত্মদানকারীদের জন্য তাঁদের

শ্রদ্ধা–ভক্তিকেও ছাড়িয়ে যেতো। তাঁরা এমাকে দেহের পবিত্রতা ও আত্মার মুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে এত বেশি আন্তরিক ও সযত্ন পরামর্শ দিতেন যে এমার অবস্থা হয়ে দাঁড়ায় অতিরিক্ত বাঁধন, কষন আর আঁটা লাগামের নিয়ন্ত্রণের ঠেলায় খোদ লাগামের লোহাটাই যেন লোপাট হয়ে যায় অর্থাৎ সে সকল নিয়ন্ত্রণ, সন্ন্যাসিনী সিস্টারদের সকল সুপ্রভাবের বাইরে চলে যায়। তার মেধা, বুদ্ধি, মনন আসলেই ছিল জড়বাদী। আর এরই আতিশয্যে সে গীর্জাকে ভালোবাসতো সেখানে ফুলের সমারোহ ঘটে বলেই, ঐ ধর্মগ্রন্থের সকল গানের কথা ও সঙ্গীত সে ভালোবাসতো ওসবের মাঝে তার প্রবৃত্তির, ইন্দ্রিয়বাসনার, আবেগের চরম চরিতার্থতা ঘটে বলেই, যতো শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ ঠিক সেই অনুপাতে সে ধর্মীয় মরমীপ্রবণতার বিরুদ্ধেও ততই বিরুদ্ধাচারী হয়ে ওঠে। শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নয়। আর তাই এমার বাবা যখন ওকে কনভেন্ট থেকে নিয়ে গেলেন তখন বরং কনভেন্টের সকলে হাঁফ ছেড়েই বাঁচলো। এমনকি, প্রধান সন্ন্যাসিনী সিস্টার এমনও অভিযোগ করলেন যে, মেয়েটা শেষের দিকে কনভেন্টের সিস্টারদের প্রতি কিছুটা বেয়াদবীও করেছে।

বাড়িতে ফিরে গোড়ার দিকে চাকর–বাকরদের দেখাশোনা–তদারকীর কাজটি এমা বেশ উপভোগই করে বলে দেখা যায়। কিন্তু না! অচিরেই সে পাড়া–গাঁয়ের কাজকারবারে বিরক্ত হয়ে ওঠে। কনভেন্টের স্মৃতি তার সুখ ও আনন্দময় জীবনের স্মৃতি–রোমন্থন হয়ে ওঠে। চার্লস যখন প্রথম ওদের বারতাও খামারবাড়িতে পা দেয় তখন এমার নিজেকে মোহমুক্ত মনে হয়। তার ধারণা জন্মায়, তার আর কিছুই জানা বা শেখার কিছু নেই, অনুভব-অনুভূতিরও আর কিছু বাকি নেই।

কিন্তু এমা তার এই সর্বশেষ অবস্থায় কিংবা বলা যায় চার্লসের উপস্থিতির কারণে তার মনোপ্রদেশ যে আলোড়ন, দোলা, আশা–নিরাশার দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভরে যায় তার দরুণ ওর এই বিশ্বাস জন্মায় যে, অবশেষে তার মাঝে অপূর্ব কল্পনাময় আবেগ কায়েমী বাসা বেঁধেছে যা এতদিন অবধি একটা গোলাপী ডানামেলা বিশাল রাজহংসীর মতো নীলাকাশের অনুপম অনবদ্য কাব্যময়তায় ভাসমান ছিল। আর তাই যে শান্ত জীবন সুখে কাটিয়েছে সেটার কল্পনা সে আর করতে পারে না।

॥৭॥

এক এক সময় তার মনে হয়, হয়তো লোকে যাকে বলে 'মধুচন্দ্রিমা' বুঝি সেটাই তার জীবনের মধুরতম মধুমাস। এর নিটোল পরিপূর্ণতার স্বাদ পেতে হ'লে নিঃসন্দেহে ওদেরকে বিয়ের পর যেতে হবে সেইসব মধুমালতীর দেশে, দ্বীপে যেতে হবে যেখানে তাদর মিলনের দিনগুলি কেটে যাবে হালকা, চটুল, মিষ্টি নেশাধরা আলস্যে। ওখানে নীল রেশমী পর্দাঘেরা ঘোড়াগাড়িতে ওরা বেড়াতে যাবে উঁচু হয়ে উঠে যাওয়া পাহাড়ী পথে, ধীর লয়ে বিলম্বিত ছন্দে, অশ্বক্ষুরের ধ্বনি প্রতিফলিত হবে পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে। পাহাড়ী পোষা ছাগলের গলায় বাঁধা ঘন্টাধ্বনি ও ঝর্ণার মৃদুমন্দ মর্মর সব মিলে তৈরি হবে একটা অপূর্ব সঙ্গীতময়তার আবহ। গোধুলির সাগরবেলায় ওরা হৃদয় ভরে শ্বাস নেবে লেবুগাছ থেকে বাতাসে আসা ঘ্রাণের। আঁধার নেমে এলে ওরা হাত ধরাধরি করে একান্ত দু'জনায় দেখবে আকাশে তারার মেলা, আগামী কল্পনায় ভরে তুলবে ওদের মনের আকাশ। এমার

মনে হয়, যেমন কতকগুলি গাছের চারা বিশেষ দেশ আর মাটি ছাড়া সুজলা, সুফলা ঘনশ্যাম হয়ে ওঠে না তেমনি বিশেষ বিশেষ কতগুলি জায়গা আছে এই পৃথিবীতে যেখানে না পেলে কারো সুখ কানায় কানায় ভরে ওঠে না। আহা এমন যদি হয় ! ও যদি কোনও সুইস শ্যাশের ব্যালকনিতে গা হেলান দিয়ে কিংবা কোনও স্কট কটেজে ওর মনোসায়র পরিশুদ্ধ, মহিমাময় করে তুলতে পারে ! ওর স্বামীর পরনে থাকবে লম্বা ঝুলের কালো ভেলভেটের কোট, চকচকে জুতো, পৌরুষময় হ্যাট।

হয়তো ও তার এসব বাসনা, কামনা, অভিলাষের কথা কাউকে একান্তে জানাতে চায়। কিন্তু বর্ণনার অতীত যে অস্বাচ্ছন্দ্য তার, যা উড়ে যাওয়া তুলট মেঘের মতো সরে সরে যায়, বাতাসের মতো চপল তার কথা ভাষায় প্রকাশ সে করবে কী করে? কথা তার আসে না। সুযোগ, সাহস তাই কিছুই কাজে লাগে না।

যদি এটা চাইতো, যদি স্বামী ওর মনের কথা ধরতে পারতো, যদি একটিবারের জন্যে হলেও ওর চাহনিতে এমার মনের আকুতির জবাব মিলতো তা'হলে তার বিশ্বাস, ওর হৃদয় থেকে ঝরে পড়তো সোনালী ফসল, যেমন ফলের গাছে হাত দিয়ে নাড়া দিলে টুপ টুপ করে ঝরে পড়ে টকটকে পাকা ফল। অথচ ওদের জীবনে, ওদের ঘনিষ্ঠতা, সংসর্গ যতোই বাড়ে ওদের দুজনার মাঝে ব্যবধানের সাগর ততই হয়ে ওঠে দুস্তর পারাবার।

চার্লসের কথাবার্তা সাদামাটা। রূপ-রস-গন্ধ বলতে নেই। অনেকটা গলির লোকের দেহাতি, চোয়াড়ে কথাবার্তার মতো। গলির ফুটপাতে হাজারো লোক নেহাত সাধারণ বেশভুষ্য থোড়-বড়ি-খাড়ার মতো বাকবিনিময় করে বেড়ায়, ধ্যান-ধারণার লেন-দেন করে কিন্তু তাতে থাকে না আবেগ, থাকে না প্রাণখোলা হাসি, না থাকে ওতে চিন্তাভাবনার কোনও খোরাক। চার্লসের ব্যাপারটাও অনেকটাই এরকম। চার্লস ওকে বলেছে, ও যখন রুয়েঁতে থাকতো তখন কখনও তার প্যারিস থেকে আগত অভিনেতাদের অভিনয় দেখতে নাট্যশালার যাবার সখ জাগে নি। সে সাঁতার কাটতে জানে না, খেলতে জানে না, পিস্তল চালাতে জানে না—এ ধরণের কিছুই না। একটা নভেলে এমা একবার অশ্বারোহণ বিদ্যার কিছু চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পড়েছিল, চার্লস ওসবের কিছুই বোঝে না। জানে না।

একটা মানুষ সবকিছুই হয়তো জানবে না, কিন্তু অনেককিছুই তো জানা উচিত ! অন্তুতঃ তার তো একজনের আবেগ জাগিয়ে তোলার, জীবনের পরিশীলিত দিকে নিয়ে আসার, নানা রহস্যের জটখোলার কৌশল তো তার রপ্ত থাকা চাই ! চার্লসের কাছ থেকে এসবের কিছুই শেখার নেই, ও কিস্‌সু জানে না, ওর কোনও কিছু জানার আগ্রহটাও নেই। ঠায় ভোঁতা স্বভাবের মানুষ একটা। ওর বিশ্বাস ওর বৌ সুখী। অথচ এমার এই সহজ গা-ঢালা স্বাচ্ছন্দ্য আদৌ পছন্দ নয়। বরং ও ঘৃণা করে গুরুভার এই নির্মলতায়। আর যে সুখ এমা চার্লসকে দিয়েছে ওতে ওর কোনও প্রাপ্তি নেই। অবাঙময় সে দেহজ লেনদেন। আত্মার কোনও যোগ নেই তাতে।

অনেক সময় এমা তাস খেলতে বসে নিজে নিজে। পেশেন্স-এর খেলা। এ সময় চার্লস তার পাশে খাড়া দাঁড়িয়ে থেকে দারুণ কৌতুক উপভোগ করে যেন। চার্লস দেখে, কেমন করে এমা শরীরটা বাঁকিয়ে খেলে, আধো চোখবোঁজা অবস্থায় ওর চাঁপাকলি আঙুলগুলি কেলিতে মত্ত হয়। পিয়ানোতে ওর সেই একই আঙুলের সারি রীডের ওপর ঝড়ের বেগে কেমন নাচিয়ে-ময়ূর হয়ে ওঠে, ও চেয়ে চেয়ে দেখে, অবাক হয়। পিয়ানোর কীবোর্ডের

বোতামের ওপর দিয়ে ওর সে মসৃণ, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ আঙুল চালনা বিরতিহীন, উদ্দাম গতিতে চলে। আর ওতে কম্পিত হয় পুরনো পিয়ানোটার সংবেদনশীল হৃদয়। হৃদয়ে তুফান ওঠে। সঙ্গীতের মূর্ছনা আছড়ে পড়ে গ্রামের প্রায় প্রান্তে। রাস্তায় লোকজন এটা শোনার জন্য থমকে দাঁড়িয়ে যায়।

এমার শুধু এসব শিল্পীসুলভ গুণই ছিল না, ও নিপুণ হাতে ঘর গোছাতেও পারতো। সে চার্লসের রোগীদের কাছে ওদেরকে ডাক্তারের ভিজিটের হিসেবের সাথেসাথে কোনও বিলের কথা সরাসরি উল্লেখ না করেই একটা সুন্দর, মার্জিতভাষায় চিঠিও সেইসঙ্গে লিখে পাঠাতো। রোববারের ছুটির দিনগুলিতে পড়শী কেউ ডিনারের মেহমান থাকলে এমা চমৎকার মুখরোচক খাবার তৈরী করতো—ডিনার টেবিলে তার হাতের ছোঁয়া পেয়ে আঙুর পাতায় পিরামিডের আকারে স্তূপ হয়ে উঠতো কুলজাতীয় মুখরোচক ফল যাতে মেহমানের রসনায় পানি এসে যায়। সেইসাথে প্লেটে পরিবেশিত হয় মোরব্বা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য। ডিনারের টেবিলে আরও সুন্দরভাবে খাবার পরিবেশনের নানা পাত্র, বাটি, গ্লাস কেনার ভয়ানক ইচ্ছে ছিল তার। এভাবে বোভারী পরিবার পড়শীদের মাঝে বেশ সুখ্যাতি অর্জন করে।

আর এতে চার্লস নিজের কাছে নিজে অনেক উপরে উঠে গেছে মনে করে, এমন একটি গুণবতী বৌ পেয়ে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই।

চার্লস বাড়ি ফেরে রাতে দেরি করে, দশটায়, কোনও কোনও সময় মাঝরাতেও। ফিরে কিছু খেতে চায়। কাজের মেয়েটি তখন শুয়ে পড়ায় এমাই ওর খাবার জিনিস নিজেই টেবিলে সাজিয়ে দেয়। চার্লস টেবিলে বসে আরও একটু আয়েশে খাবার জন্যে কোট ছাড়তে ছাড়তে কার কার সাথে আজ ওর দেখা হ'লো, কোন গাঁয়ে তাকে যেতে হয়েছে, কী সব ব্যবস্থাপত্র সে রোগীদেরকে দিয়েছে এসব ফিরিস্তি দিয়ে নিজের মাঝে নিজেই মগ্ন হয়ে সেদ্ধ গরুর গোশ্‌ত, পেঁয়াজ খেয়ে, কয়েক টুকরো পনির মুখে তুলে নিয়ে একটা আপেলে কামড় বসায়, ঢক ঢক করে পানির গ্লাসটা সাবাড় করে ফেলে। বিছানায় যায়। পিঠ উপুড় করে শোয়। নাক ডাকতে থাকে। ভোঁস ভোঁস। ব্যস!

রাতে শোবার সময় মাথায় সুতীর একটা টুপি পরে থাকা চার্লসের বরাবরের অভ্যেস। ফলে রুমাল কানের উপর ঠিকমতো না থাকায় সকালে ওর চুল সারা মুখে নেমে এসে এলোমেলো, উস্কু-খুস্কু হয়ে থাকতো। বালিশের তুলোও অনেক সময় লেগে থাকতো মুখে। বরাবরই চার্লসের মোটা বুটজুতো পরার অভ্যেস। চেহারা কিম্ভুত। কিন্তু চার্লসের যুক্তি হচ্ছে, পাড়াগাঁয়ে চলাফেরার জন্যে বেশ সুবিধেজনক।

চার্লসের মা ছেলের এই টাকা বাঁচানোর ব্যবস্থাটার পক্ষে। মাদাম বোভারী সিনিয়র (চার্লসের মা) আগেও মাঝেমাঝে বেড়াতে আসতেন। বিশেষ করে, নিজের বাড়িতে কোনও খিটিমিটি লাগলে ছেলের কাছে দু'দণ্ড জুড়োতে আসতেন। এখনও আসেন; কিন্তু তিনি তাঁর এই নতুন ছেলে-বৌটাকেও কেমন যেন দেখতে পারতেন না। তাঁর ধারণা ছিল, বৌটার হাত লম্বা, অযথা। যত বাজনা তার চেয়ে খাজনা বেশি। যেন বিশাল এক খানদানি বাড়ির বড় সংসারের মতো ঢালাওভাবে কাঠ, চিনি, মোমবাতি দেখতে দেখতে উবে যায়। রান্নাঘরে যে পরিমাণ চুলো জ্বলে একদিনে তা দিয়ে পঁচিশ রকমের খানা অনায়াসে পাকানো যায়। তিনি বৌয়ের কাপড়-চোপড় ইস্তিরীর ব্যবস্থা ঠিকঠাক করে দেন।

খরচ বাঁচিয়ে কসাই যখন মাংস দেয় কোথায় চুরি করছে তা ধরার কৌশল ও নজর রাখার কায়দাটাও বৌকে শেখান। এমা শ্বাশুড়ির কাছ থেকে এগুলি শিখে নেবার চেষ্টা করে। আর চার্লসের মায়ের এই শেখানোর, তালিম দেওয়ার ব্যাপারটায়ও যেন উৎসাহের শেষ নেই। এখন এই সব বিদঘুটে একতরফা কাজ–কারবারে কথায় কথায় যেমন শ্বাশুড়ি বৌকে, 'ও মেয়ে' হাঁকডাক ঘন ঘন ছাড়তে থাকেন তার পাশাপাশি 'হ্যাঁ মা, জ্বি, মা'র বহরও চলে এমার তরফ থেকে বলতে গেলে সারাটা দিন। তবে এই যে 'মা, জ্বি আম্মা'—এসব প্রতিটি কথার উচ্চারণের সাথে বলাই বাহুল্য, এমার ঠোঁট আর স্বর কাঁপতে থাকে রাগে। কথাগুলি সৌজন্যের। কিন্তু উচ্চারিত হয় চাপা ক্রোধে।

চার্লস–এর আগের বৌটার সময়েও সিনিয়র বোভারীর বিশ্বাস ছিল, তিনি তখনও ছেলের কাছে একান্ত প্রিয়। কিন্তু এখন এমার জন্য চার্লসের ভালোবাসায় মনে হয় ছেলের কাছ থেকে অনেকটা দূরেই সরে গেছেন। তাঁর প্রতি ছেলের সেই আগের টান নেই। সে যেন তার আদরের নাগাল থেকে ছুটে গেছে। একে তিনি তার অধিকারের এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ মনে করলেন। দেখলেন, তাঁকে ছাড়াই ছেলের সুখকে একান্তে, বিষাদে। নীরবে। কারও সাবেক বাড়িতে কেউ যদি সে বাড়ির জানালার ফাঁক দিয়ে দূর থেকে কতগুলি লোককে মহানন্দে ভুরিভোজে মত্ত দেখে ঐ লোকটির যে বিধ্বস্ত দশা হয় সিনিয়র মাদাম বোভারীর একই দশা। তাঁর মনের স্মৃতির পাতা একেক করে খুলে যায়, দূর অতীত ফিরে আসে। ফিরে আসে তাঁর সেদিনের ত্যাগ–তিতিক্ষা, যন্ত্রণার কথা। এমার অবহেলা, উপেক্ষার সাথে সেগুলির তুলনা করে এই অনুভূতি তাঁর মনে সৃষ্টি হয় যে, ছেলেকে তার বৌয়ের ভালোবাসার অধিকার থাকতেই পারে। তবে এমন একচেটিয়াভাবে নয়।

এ অবস্থায় চার্লস কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সে তার মাকে শ্রদ্ধা করে। বৌকে খুবই ভালোবাসে। অসুবিধে, দোষটাও ঠিক তার সেখানেই। একদিকে মায়ের রায়কে শিরোধার্য, অভ্রান্ত মনে করে, অন্যদিকে, আবার সে বৌকে তিরস্কারও করতে পারে না। কেননা, তার ধারণায় এমার আচরণ আর যা–ই হোক তিরস্কারযোগ্য নয়। চার্লসের মা চলে গেলে পরে, তার মাকে যে সব সবচে' বোধগম্য মন্তব্য করতে শুনেছে সে তার দুই–একটি কথা নিস্তেজ স্বরে ঠিক একইরকম করে বৌয়ের কাছে অনুযোগ করার ঝুঁকি নেয় চার্লস। কিন্তু এমার একটি কথায় চার্লসের মরমে পশে যে, খুব হয়েছে আর নয়। ও তাড়াতাড়ি চেম্বারে রোগী দেখতে কেটে পড়ে।

তবু এত কিছুর পরেও এমার মনে হয় ও নিয়ে ওর সাথে ভালোবাসায় পড়তে চায়। বাসে। দেখাতে চায় ও ওকে ভালোবাসে। চাঁদনিরাতে বাগানে চার্লসকে গেয়ে শোনায় ওর যতো জানা গভীর ভালোবাসা ও আর প্রণয়ের সঙ্গীত। আধো–নিঃশ্বাসে, আধো বিশ্বাসে সে গেয়ে যায় প্রণয়ের বিষণ্ণ গান। কিন্তু তারপর? তারপর এমা নিজেকে আবিষ্কার করে বিস্ময়ে, তার মধ্যে সত্যিকার কোনও আবেগ জাগে নি। জাগে নি কোনও প্রণয়োচ্ছাস কেন? চার্লসকেও মনে হয় না সে তার প্রণয়পিপাসু হয়ে উঠেছে, হৃদয়ে ওর উচ্ছাস বয়েছে ওকে একান্ত করে পাবার বাসনায়।

এমনি করে এমা তার হৃদয়ে কিছুকালের জন্য প্রেমের দীপ বসিয়ে অপেক্ষায় থাকে। ও দীপ কেউ জ্বালাতে আসে না। সে একসময় বুঝে নেয়, চার্লস তার অনুভূতির মূল্য দেবে এতখানি হৃদয়বত্তার অধিকারী সে নয়। তার হৃদয়ের দাম এতো বড়ো নয়। চার্লস ওকে

নিয়ে যতোখানি ভাবে, যতো স্থুলভাবেই ভাবে সেটা ঠিক ঘড়ি কাঁটার মাপে রুটিনবাঁধা সময়ে বেরিয়ে আসে। একটা নির্দিষ্ট সময়ে চার্লস ওকে নিজের আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে। একতরফা। সাড়া আছে কি নেই দেখার ধৈর্য, অনুভূতি কিছুই নেই। কড়ি ফেলেই তেল মাখার মতো স্থুল ব্যাপার চার্লসের। এ তার হাজারো স্বভাবের একটা। যেমন, অনেকে পোলাও–কোর্মা খাওয়ার একঘেয়েমি কাটানোর জন্য বাড়তি প্রত্যাশিত পাওনার মত জর্দা খায়।

চার্লসের একজন পশুপালক রোগী চার্লসের চিকিৎসায় তার ফুসফুসের রোগ সেরে যাওয়ার পর মাদামকে একটা ক্ষুদে ইতালীয় গ্রেহাউণ্ড কুকুরের বাচ্চা উপহার দেয়। এমা ওটাকে নিয়ে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতো। ক্ষণেকের জন্যে হলেও একাকী হবার জন্যে। কোন পারিজাত শোভিত নন্দনকানন সন্দর্শন কিংবা ধুলোবালির রাস্তা দেখার জন্যে নয়। এমা ওভাবে কুকুরটাকে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বানেভিল সাগরবেলা পর্যন্ত যেতো যার কাছেই একটা পড়ো প্যাভিলিয়ন রয়েছে।

বহুকাল আগে এমা শেষবারের মত এই প্যাভিলিয়ন (মেলা) এলাকায় এসেছিল। এখন ওখানটায় পৌঁছে নিজের চারদিকে ইতি–উতি তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে সেই তখন থেকে এযাবতকাল এলাকাটা এরকমই আছে কি না। হ্যাঁ, অনেকটাই তা–ই। আগের জায়গাটায় এখনও রয়েছে ঝোপ ও আর বেড়ার উপযোগী বুনো ফুলেরঝাড়। বড় পাথরগুলির এধারে–ওধারে বিছুটি লতা, প্যাভিলিয়নের জংধরা, ভাঙা জানালা বেয়ে উঠেছে শৈবালজাতীয় ঝোপ। এখানে এসে ওর ভাবনাটা গোড়ায় ছিল ঠিকানাহীন, নিরুদ্দেশ, আঁতি–পাতি ঘুরে বেড়াচ্ছিল নানা দিকে। ওর ঐ ছোট্ট ইতালীয় গ্রেহাউণ্ডটির মতোই। যেটা এখন ঘুরপাক খেয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে মাঠে। হলদে প্রজাপতি উড়তে দেখে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে, মেঠো ইঁদুরের খোঁজ পেয়ে ওদের পিছু নেয় তীরবেগে, কিংবা ফসলের ক্ষেতের কিনারে ফসলের ফুল ছেঁড়ায় মত্ত হয়। ধীরে ধীরে একসময় ওর ধারণাগুলি স্পষ্ট আদল নেয়। ঘাসের ওপর ও বসে পড়ে। ছাতার ছুঁচলো আগা দিয়ে মাটি খুঁড়ে চলে। নিজেকেই বলে ওঠে, "হায়, তা'হলে আমি বিয়ে করেছিলাম কেন?"

সে নিজেকে আরও শুধায় : কোনও সুযোগ ও পরিস্থিতিতে যদি অন্য কোনও পুরুষের সাথে ওর দেখা হয়ে যেতো তাহলে কি হতো? সে কল্পনায় দেখতে চেষ্টা করে যা বাস্তবে হয় নি সেটাই যদি সত্যি হতো তাহলে কি হতো? ভিন্ন জীবন, ভিন্ন এক স্বামীর সাথে বসবাস, সে কেমন হতো আসলে? অন্ততঃ এমনটাতো হতো না, নির্ঘাৎ বলা যায়, ভাবে সে। সেই আলাদা স্বামীটা তার সুদর্শন, বুদ্ধিদীপ্ত, রসবোধসম্পন্ন, যশস্বী, আকর্ষণীয় যেমনটি তার কনভেন্টের অনেক সহপাঠিনী পেয়েছে তেমনটিও তো হতে পারতো? বিবাহিত সহপাঠিনীরা এখন কী করছে? হয়তো এখন শহরবাসিনী, ওখানে রাস্তার কল–কোলাহল, থিয়েটারের কলগুঞ্জন, বলরুমের দীপ্ত আলোয় বাস করে ওদের হৃদয় অনেক বড়ো, অনেক মহৎ, আবেগ–অনুভূতি প্রগাঢ়, গভীর। কিন্তু ওর। ওর জীবনটা এখানে চিলেকোঠায় ঘরের নিঃশব্দ কালো মাকড়শার মতো যেটা ওর আঁধার হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে রহস্যের জাল বুনে চলেছে আশ্চর্য শীতলতায়। তার কনভেন্টে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ে যায়। ঐ অনুষ্ঠানে সে পুরস্কার নিতে মঞ্চে উঠেছিল। লম্বা বিণুনিতে ঝোলানো ছিল তার চুল, পরেছিল দুধ–সাদা রঙের ফ্রক। প্রুনেল শ্যু

পায়ে। ছোট্ট রাজহাঁস যেনো। ও যখন পুরস্কার গ্রহণ শেষে নিজের আসনে ফিরে গেল তখন এক ভদ্রলোক তার ওপর নুয়ে এসে অভিনন্দন জানিয়েছিল তাকে। কনভেন্টের আঙিনা ছিল জুড়িগাড়িতে ভরা। এগুলির জানালা দিয়ে ওকে অভ্যাগতরা বারংবার শুভেচ্ছা আর বিদায় জানিয়ে গেলো। সঙ্গীত বা বাদকদলের নেতা বেহালা বাজাতে বাজাতে পাশ দিয়ে যেতে তাকে মাথাটা নত করে সম্মান নিবেদন করে গেলো। এখন কোথায় সে সব হারিয়ে যাওয়া নানা রঙের দিনগুলি? কোথায়!

ও জালিকে কাছে ডাকে। চারপেয়ে প্রাণীটিকে ও হাঁটুর মাঝে নেয়। মাদী কুকুরটার লম্বা, মসৃণ মাথায় এমা হাত বুলিয়ে দেয়। ওর সাথে নিজের অবস্থার তুলনা করে। বলে, 'আয় তো মিস্ট্রেস, আমায় একটু আদর করে দে। তোর তো কোন জ্বালা নেই। ভয় কি তোর।' সুন্দর প্রাণীটির বিষণ্ণ মুখ ওর নজরে পড়ে। কুকুরটা ক্লান্তির হাই তোলে। এমা ওকে আদর করে। উঁচু গলায় কথা বলে। যেন বিপদে পড়া কাউকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

সাগরবেলায় মাঝে মাঝেই সাগর থেকে দমকা, ঝোড়ো হাওয়া আসে হু হু করে। সাগরের উত্তাল ঢেউ বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ে গোটা এলাকাকে স্নান করিয়ে দিয়ে যায়। আর ওর সাথে ধেয়ে আসে এই মাঠ অবধি তাজা লোনা সজীবতায় ভরা মৃদুমন্দ সমীরণও। সাগর থেকে আসা ঝড়ো হাওয়া, ঢেউ বুনো শিস কেটে যায়। গাছের পাতাগুলি খসখসিয়ে কেঁপে ওঠে। গাছগুলির মাথা মাঝে মাঝে গভীর মর্মরধ্বনি তুলে লাগাতার আনত হয়, উঠতে থাকে। এমা শালটা গায়ে জড়িয়ে উঠে পড়ে।

এরমধ্যে রাস্তায় সবুজ বাতিগুলি জ্বলে উঠেছে। গাছগাছালির পাতার আড়ালে ঐ আলো কিছুটা নিস্প্রভ, ম্লান। সুর্য পশ্চিমে পাটে বসেছে। গাছের শাখা-প্রশাখা আর থামের মতো গুঁড়ির সারির ফাঁক দিয়ে আকাশটাকে লালচে দেখায়। মনে হয়, সোনালী পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে গাছগুলির বাদামী সারির খিলানশ্রেণী। এমা হঠাৎ যেন ভয় পায়, ত্রস্ত হয়ে ওঠে। জালিকে ডাকে। বড় রাস্তায় উঠে ও দ্রুত পা চালায় তোস্তে বাড়ির দিকে। বাড়িতে এসেই একটা আর্মচেয়ারে সে এলিয়ে পড়ে। আর গোটা সন্ধ্যাটায় ওর মুখে কোনও কথা ফোটে না।

সেপ্টেম্বরের শেষ। একটা অবিস্মিরণীয় ঘটনা ঘটে এমার জীবনে। অ্যান্দারভিলিয়ারের মার্কুইস (জমিদার) রাজনীতিতে আবার ফিরে আসার উদ্দেশ্যে চেম্বার অব ডেপুটিজ (ফরাসী সংসদ)-এর প্রতিনিধি পদপ্রার্থী হবার জন্যে বেশ আগেভাগেই তোড়জোড় শুরু করেছেন। শীতকালে তিনি এজন্যে আশে-পাশে ও এলাকার লোকজনের মধ্যে বেশ কিছু কাঠও বিলিয়েছেন। তাঁর জেলার প্রতিনিধিপরিষদের সদস্যদের দাবী ছিল, তাঁদের এলাকায় আরও নতুন নতুন রাস্তা তৈরি করা হোক। তিনি এর জোর সমর্থক ছিলেন। জুলাই-আগস্টের খারাপ সময়ে মার্কুইসের একটা খারাপ ধরনের ফোঁড়া হয়েছিল। চার্লস শুধু সময়মতো তার অস্ত্রোপ্রচারের ছুরি দিয়ে ওটার পূঁজ-রক্ত বের করে দেওয়ায় ফোঁড়াটা দ্রুত সেরে যায়। আর ওটাকে মার্কুইস রীতিমতো চার্লসের একটা ভোজবাজি বলে মনে করতে থাকেন। মার্কুইসের যে লোকটি ঐ আস্ত্রোপ্রচারের ফি দেবার জন্যে ডাঃ চার্লসের তোস্তের বাড়িতে আসে সে মার্কুইসকে জানায়, ডাঃ চার্লসের বাড়ির ছোট্ট বাগানে সে বেশ কিছু চমৎকার সতেজ চেরিফুলের গাছ দেখে এসেছে। মার্কুইসের ভবায়েসার্দের বাড়ির বাগানে এই ফুলের গাছগুলি হাজার যত্নের পরও ঠিক মতো বেড়ে উঠছিল না।

খবর পেয়ে মার্কুইস বোভারীর কাছে ঐ চেরীগাছের কিছু ডাল তার বাগানের জন্যে চেয়ে পাঠালেন। আর সুচিকিৎসার জন্যে চার্লসকে ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানাবার কথাটাও ভুললেন না। যেহেতু তিনি নিজে চার্লসের বাড়িতে সৌজন্য সাক্ষাতে এলেন নির্বাচনে দাঁড়াবার মৌসুমে আর চার্লসের স্ত্রী এমাকে দেখেও যেহেতু তাকে কোনও চাষাভুষোর মত নয় বরং বেশ উঁচু ঘরের একজন সুন্দরী মহিলা বলেই তাঁর ধারণা হ'ল, ভদ্রতা-সৌজন্য যথোচিত হওয়া উচিত বিবেচনায় তিনি ঐ তরুণ দম্পতিকে তাঁর প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালেন। এতে তাঁর মর্যাদা খাটো হবে না। তিনি তাঁর নম্রতার শেষসীমাও লঙ্ঘন করছেন না। ওদের আমন্ত্রণ করা ভুলও হয় নি বলেই তিনি মনে করলেন।

বুধবারের বিকেল বেলা তিনটের দিকে মঁসিয়ে ও মাদাম বোভারী তাদের ঘোড়ার গাড়িতে করে ভবায়েসার্দে রওনা হল। পেঁছনে একটা বড় আকারের ও সামনে একটা ছোটো আকারের বাক্স বাঁধা। এছাড়া চার্লসের হাতেও একটা কাগজের বড় প্যাকেট।

সন্ধ্যা বেশ গাঢ় হতে ওরা ভবায়েসার্দের জমিদার বাড়িতে যখন পৌছালো তখন বাড়ির পরিচারক ও কাজের লোকগুলি সামনের লনের বাতিগুলি জ্বালিয়ে দিচ্ছে যাতে অভ্যাগতদের গাড়িগুলি ও ঘোড়া পথ দেখতে পায়।

॥৮॥

জমিদারের বাড়িটা একটা ফরাসী শাতো, ইতালীয় ধাঁচের একটা আধুনিক অট্টালিকাবিশেষ। এ অট্টালিকার দুটি প্রলম্বিত অংশ। আর রয়েছে তিনটি সিঁড়ি। এই সিঁড়ির নীচে এক বিস্তীর্ণ তৃণদামসমৃদ্ধ চত্বর। ওখানে নির্দিষ্ট ব্যবধানে সার করে সুবিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণীর মাঝে কিছু গরু চরে বেড়াচ্ছে। সর্পিল চলে যাওয়া নুড়িপাথরের পায়ে চলা পথের পাশ দিয়ে রয়েছে স্ট্রবেরি, সিরিঙ্গা, ডাচ গোলাপ ও রডোড্রেনড্রনের সাজানো বাগান, অপরিকল্পিত ঝোপের আকারে। একটি সেতুর তলা দিয়ে ছোট স্রোতস্বিণী বয়ে চলেছে। কুয়াশার মধ্য দিয়ে যতটুকু নজর চলে চালা দেওয়া কিছু ঘর। ওগুলি ঐ তৃণময় মাঠটির নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। আর এগুলির শেষে আছে ক্রমে ঢালু হয়ে যাওয়া বনময় টিলা আর এসবের পটভূমি হিসেবে রয়েছে দুটি সমান্তরাল রেখায় বিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণীর মাঝে কোচহাউজ ও আস্তাবল, প্রাচীন শাতোর যা কিছু ধ্বংসাবশেষ।

চার্লসদের ঘোড়ার গাড়িটা অট্টালিকার মাঝখানের প্রবেশ সিঁড়ি বরাবর গিয়ে থামে। সেখানে পরিচারকদের দেখা গেল। মার্কুইস নিজে এগিয়ে এসে ডাক্তারের স্ত্রীকে হাতে ধরে তাকে প্রবেশকক্ষে নিয়ে গেলেন।

কক্ষ তথা হলঘরটি বড় বড় মর্মর পাথরের স্ল্যাব দিয়ে তৈরি। এককথায় অপূর্ব সুন্দর। এ ঘরের মেঝেয় পায়ের ধ্বনির সাথে মানুষের কথাবার্তার আওয়াজ মিলে যেন গীর্জাঘরের সঙ্গীত মূর্ছনার মতোই প্রতিধ্বনিত হয়। ঘরের ডান দিকে একটি সোজা ওপরে চলে যাওয়া সিঁড়ি। বাম দিকে গ্যালারী। যেখান থেকে বাগানের দৃশ্য সোজা চোখে পড়ে। গ্যালারী থেকে সোজা গেলে বিলিয়ার্ড রুম। বিলিয়ার্ড রুমের দরজা থেকে হাতির দাঁতের তৈরি বিলিয়ার্ড বলগুলির টকাস-টুকুস আওয়াজ শোনা যায়। এমা এ ঘরটা পেরুতেই গিয়ে পড়ে ড্রয়িংরুমে। এমা কক্ষটি পেরিয়ে ড্রইংরুমে যাবার সময় দেখতে পায় বিলিয়ার্ড টেবিলের চারপাশে গম্ভীরমুখো ভদ্রলোকেরা গালে হাত রেখে কনুই ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে

আছেন। ওদের পরনে পদমর্যাদাসূচক ব্যাজ ও পদকজাতীয় জিনিষ। ঝকঝক করে ওগুলি। ওরা মুখে মৃদু হাসি এনে বিলিয়ার্ড বলে টোকা দিচ্ছিল। ঘরের দেওয়ালে খুব দামী ওককাঠের প্যানেলে বড়বড় সোনার ফ্রেমে একটু নীচের দিক থেকে কালো হরফে অনেকগুলি নাম লেখা আছে। এমা পড়ে যায় ঃ 'জাঁ আঁতোয়া দ্য য়ভার ব্যানেভিল, কাউন্ত দে লা ভবায়েসার্দ ও ব্যারন দে লা ফ্রেসনাভে, ১৫৮৭ সালের অক্টোবরে কুতরা যুদ্ধে নিহত। আরেকটিতে লেখা ঃ জাঁ আঁতোয়া হেনরী গাই দ্য আনদারভিলিয়ের দে লা ভবায়েসার্দ, ফ্রান্সের অ্যাডমিরাল ও সেন্ট মাইকেল অর্ডার শেভালিয়ের, হুগুয়ে সেন্ট ভাসত–এর যুদ্ধে আহত, ২০ মে, ১৬৯২; মৃত্যু ভবায়েসার্দ, ২৩ জানুয়ারী, ১৬৯৩'। তবে ঐ নামগুলির নিচে আরও কী লেখা আছে তা কক্ষের মৃদু আলোয় ভালো করে পড়া যায় না।

মার্কুইস ড্রইং রুমের দরজা খুলে ধরলেন। তখন ঐ কক্ষে যেসব অভিজাত মহিলারা বসেছিলেন তাঁদের থেকে একজন (খোদ মার্কুইসপত্নী মার্শিওনেস স্বয়ং) উঠে এগিয়ে এসে এমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন ও তাকে একটা গদিমোড়া আসনে বসিয়ে দিলেন। আর তারপর তিনি এমন আন্তরিকতায় আলাপ জুড়ে দিলেন যেন এমা তাঁর কতোদিনের চেনা। মার্শিওনেসের বয়স অনুমান করা যায় ৪০–এর মতো। ওঁর গ্রীবা অত্যন্ত সুন্দর। মরালীর মতো। বাঁশির মতো খাড়া নাক। নীচু স্বরে টেনে টেনে কথা বলেন। বাদামী চুল। পরে আছেন সাদামাটা ধরনের তেকোনা কামিজ। কামিজের আগা পিঠে পড়ে আছে। তার পাশেই বসেছিল ফর্সা সুন্দরী এক তরুণী, উঁচু পিঠওয়ালা একটা চেয়ারে। আর ফায়ারপ্লেসের চারদিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন কিছু ভদ্রলোক। ওদের কোটের বোতামের ছিদ্রে গোলাপ গোঁজা। ওঁরা মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করছিলেন।

সন্ধ্যে সাতটায় ডিনার সার্ভ করা হ'লো। অভ্যাগতদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশি। তাই ভদ্রলোকেরা হলের টেবিলটায় বসলেন। মহিলারা ডাইনিং রুমের টেবিলে। এখানে মহিলাদের সঙ্গ দিলেন মার্কুইস ও মার্শিওনেস।

এমা ডাইনিং রুমে ঢুকতেই ওর মনে হলো একটা উষ্ণ বাতাস যেন ওকে জড়িয়ে ধরেছে। এ বাতাসে মিশে আছে ফুল, মিহি সুতির কাপড়, নানা সুখাদ্যের সুগন্ধ ও মাশরুমের মিষ্টি মদির সুবাস। পাত্রের রূপোর ঢাকনি মোমদানে রাখা মোমের মৃদু আলোয় ঐ মোমদানেই আবার প্রতিফলিত হচ্ছে। গোটা টেবিল বরাবর সার করে সাজানো রয়েছে ফুলের স্তবক। বড়ো বর্ডার দেওয়া এক একটি প্লেটে সুন্দর ছিমছাম উঁচু করে সাজানো রয়েছে একটি করে ন্যাপকিন। গলদা চিংড়ির লাল আঁকড়া বা পাগুলি যেনো ঝুলে আছে খাদ্যের ওপর। খোলা বেতের হাতের কাজ করা ঝুড়িতে সাজানো রয়েছে প্রচুর ফল। রয়েছে তিতির পাখির আস্ত রোস্ট। ওগুলি থেকে তখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে। রেশমী মোজা, সাদা গলাবন্ধ, ফ্রিলের শার্ট পরা জজের মতো গোমরামুখো স্টুয়ার্ডরা মেহমানদের ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়িয়ে তৈরি ছুরি দিয়ে ভাগ করা ডিশ অফার করছে পছন্দমতো অংশ বা টুকরো বেছে নেবার জন্যে। কাঁটা চামচের ছোঁয়ায় তাই চলে যাচ্ছে প্রার্থিত খাদ্য ঠোঁটের ফাঁকে। ঘরের একপাশে শ্বেত নারীমূর্তি যেন সজীব অথচ মূক, নিথর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে গোটা আয়োজনের দিকে।

বোভারীর নজর এড়ায় না যে, টেবিলের দূরপ্রান্তে মহিলাদের সাথে একজন বৃদ্ধও

বসেছেন। তিনি তাঁর ভর্তি প্লেটের ওপর প্রায় মুখ নুইয়ে আছেন। শিশুর মতো তাঁর গলার চারদিকে ন্যাপকিন লাগানো রয়েছে। আসলেই যেন একটা বাচ্চা খেতে বসেছে আর থেকে থেকেই তার মুখ থেকে ঘন ঝোল টপ টপ করে পড়ছে। বৃদ্ধের চোখ রক্তজবার মতো লাল। এহেন ভদ্রলোক আর কেউ নয় স্বয়ং মার্কুইসের শ্বশুর সাহেব, ল্যাভারডিয়েরের সাবেক ডিউক। এরকম একটা জনশ্রুতি আছে যে, উনি নাকি কুইন মেরি আঁতোনেতের প্রেমিক ছিলেন এককালে। তিনি তাঁর যৌবনকাল রীতিমতো লম্পট, উচ্ছৃঙ্খলের মতো কাটিয়েছেন। মারদাঙ্গা বাধিয়েছেন। জুয়োর বাজি হেরেছেন, এর-ওর মেয়ে নিয়ে ভেগেছেন, দু'হাতে বিত্ত উড়িয়েছেন, পরিবারকে আতঙ্কে ফেলেছেন। চেয়ারের পেছন থেকে একজন পরিচারক ডিউকের কানে তিনি যে ডিশের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছিলেন সেটার নাম তার কানে চিল্লে উচ্চারণ করে। এমা এহেন বৃদ্ধের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না, আর যা-ই হোক যেন-তেন লোক তো আর নয়, রাজদরবারে ওর গতিবিধি তো ছিলই, রানীর বিছানায় পর্যন্ত শুয়েছে। সোজা কথা !

বরফ দেওয়া শ্যাম্পেন পরিবেশন করা হলো। শ্যাম্পেনের ঠাণ্ডা পরশ মুখে পেতেই তার গোটা শরীরে শিহরণ দেখা দেয়। বেদানা, আনারস এ ধরণের ফল পরিবেশন করা হয়েছে এমা যা কোনওকালে দেখে নি। এমনকি, এখানকার চিনিও এত সাদা যে ও অবাক হয়েই দেখলো।

ডিনারের পর মহিলারা ওপরতলায় তাদের নির্ধারিত কক্ষে চলে গেলেন বলনাচের জন্য তৈরি হতে । এমা টয়লেটে গিয়ে এমনভাবে চমৎকার অঙ্গরাগে নিজেকে সাজায় যেন মনে হয় কোনও উঠতি অভিনেত্রী প্রথমবারের মতো আসর মাত করার প্রস্তুতি নিয়েছে। সে তার চুল বাঁধে তার ড্রেসারের পরামর্শ মতো। তারপর শয্যার ওপর রাখা নাচের পোষাক পরে নেয়। চার্লসও কাপড়-চোপড় পরে। কিন্তু ওর ট্রাউজারটা পেটের কাছে বড্ডো টাইট হয়ে যায়।

"আমার এই ট্রাউজারের বন্ধনীটাই নাচ মাটি করবে। নাচবো কি করে আমি ?", চার্লস মন্তব্য করে।

"নাচ ?" কথাটার প্রতিধ্বনি করে বলে, "তুমি নাচবে ?"

"কেন, নাচবোই তো !"

"তোমার কি মাথা বিগড়ে গেলো, ডাক্তার আছো, ডাক্তার থাকো, সে-ই তো ভালো। আবার নাচের বাই কেন ?" এমা যোগ করে।

চার্লসের মুখে কথা নেই। সে পায়চারী করতে থাকে। এমার সাজসজ্জা কখন শেষ হবে সেই অপেক্ষায়।

আয়নায় ওর পেছন থেকে ওকে দেখতে পায়। ওর কাজল কালো চোখ আরো কালো হয়ে উঠেছে। ওর আঁচড়ানো চুলের রাশি ঢেউ খেলে কানের পাশ দিয়ে নেমেছে। নীল ঝলমল করছে। খোঁপায় একটা লাল গোলাপ। বৃন্তের উপর সেটা কেঁপে কেঁপে উঠছে (শরমে ?)। গোলাপটার পাতার ওপর আবার কৃত্রিম শিশিরের ফোঁটা টলোমলো। ও একটা হালকা জাফরানী পোশাক পরেছে। তাতে তিন গোছা পমপম গোলাপ। চার্লস ওর কাছে এসে ওকে কাঁধে চুম্বন এঁকে দেয়।

"সরোতো, আমাকে একা থাকতে দাও", ও চিৎকার করে ওঠে।" আমার সাজপোশাক

সব এলোমেলো করে দেবে দেখছি"।

বেহালা আর বাঁশির সুরে ওর প্রায় তখন যমুনার কূলে যাবার রাধার পড়ি কি মরি দশা! সংযত করে নিজেকে কোনওমতে। নীচের তলায় নামেও। ত্রস্তে। দরজার কাছে ও বসে পড়ে। নাচের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অতিথিরা আসতে শুরু করেছে। ভদ্রলোকেরা কয়েকজন মিলে আলাপ জুড়লেন। পরিচারকেরা ত্রস্ত-ব্যস্ত পায়ে দু'হাতে বড় ট্রেতে পানীয় নিয়ে ঘুরে বেড়ায় ভিড়ের মাঝে। মহিলারা যেখানে সার বেঁধে বসেছিলেন সেখানে ওপরে চকচকে ফ্যান ঘুরছিল। ফ্যানের হাওয়া লেগে ফুলের তবকগুলি আধা খোলা হতে লাগলো যেন আধো হাসি উপহার দিয়ে চলেছে আজকের এই নাচের জুটিকে। সুগন্ধির দামী শিশি থেকে হাতে হাতে সুরভিত, মদির হয়ে উঠছেন নাচের পাত্র-পাত্রীরা। মেয়েদের হাতে পরা সাদা দস্তানা। হাত আধো বন্ধ। নখের আকারটা ওর মাঝেই ফুটে বেরোচ্ছে। ওদের গায়ে পরা লেস, হীরের জড়োয়া গহনা, ব্রেসলেট ঝলমল করছে, আভা প্রতিফলিত হচ্ছে কাঁচুলির মখমলে, দুধ-সাদা পীনোন্নত বুকে, খালি অঙ্গে কাঞ্চন রিনিঝিনি বেজে উঠছে। কপালের ওপাশে মসৃণ করে আঁচড়ানো ঢেউ খেলানো চুল। চুলে ওরা পরেছে রজনীগন্ধার ঝাড়, কিংবা আনারকলির গুচ্ছ, হরেক ফুল। ওখানে মায়েদের অবস্থাটা স্বভাবতই অনুকূল নয়। ওঁরা চুপচাপ বসে আছেন।

এমাকে তার বলনাচের পুরুষ জুটি ওর আঙ্গুলের আগা ধরে আলতো করে উঠিয়ে নাচের লাইন বরাবর দাঁড় করিয়ে দিল। রক্তে ওর দুন্দুভি বেজে উঠলো হাজারটা একসাথে। এখন বেহালার কঁকিয়ে ওঠা কিংবা স্পন্দিত হয়ে ওঠার অপেক্ষা। মুহূর্তে ওঠা তীব্র আবেগটা অবশ্য দ্রুত কেটে যায়। অর্কেস্ট্রার বাজনার ছন্দে ছন্দে দোদুল দোলায় এমা তার দেহবল্লরী সামনে এগিয়ে দেয় বাঁকা ধনুকের ফলার মতো, গলা ঈষৎ আন্দোলিত হয়। বেহালার সুর উত্তাল-মাতাল হয়ে উঠতে এমার অধর স্ফুরণ ঘটে।

কয়েকজন পুরুষ (পনেরোজনের মতো) নাচিয়েদের মধ্যে নিজেদেরকে সেরা বলে প্রমাণ করে। ওদের বয়স ২৫ থেকে ৪০-এর মধ্যে। বয়স, সাজ, বা চেহারা বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা এ পরিবেশের সাথে তাদের রয়েছে নিবিড় পরিচয়। ওরা সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে স্বভাব গতিময়।

ওদের পোশাক-সাজ যা-তা এরকমটা বললে আদৌ ঠিক বলা হবে না। ওদের সাজপোশাক তৈরি হয়েছে সেরা কাপড় থেকে। ওদের চুল ওদের কপালের দিকে ফেরানো, কোঁকড়ানো। চুলগুলি মসৃণতর করা হয়েছে অত্যন্ত দামী পমেড ঘষে। ওদের চেহারায় রয়েছে বিত্তের পরিস্কার ছাপ। ঝকঝকে, ফর্সা, টকটকে। তাদের এ ঔজ্জ্বল্য বেড়েছে চীনামাটির সাহচর্যে, সাটিনের রেশমী ঝলকানিতে, প্রাচীন আসবাবের আভিজাত্যে যার আবহে মিহি সুরুচির বিকাশ ঘটে সর্বোচ্চ শিখরে। নাচে ওদের গলা এদিক-ওদিক দোদুল দোলে অনায়াসে, লো-নেকটাই, লম্বা ঝোলা পোষাক, নীচে নামানো কলার সবকিছুই ওতে সৌন্দর্যে নতুন মাত্রা যোগ করে। ওরা ঠোঁট মোছে লেসদেওয়া দামী রুমালে। ও থেকে সুগন্ধি ছড়ায় বিভোর মদির নেশার। ওদের মধ্যে যাদের বয়সের ছাপ পড়তে শুরু করেছে তাদেরও যুবকের মতো দেখায়, যারা তরুণ তারা হয়ে ওঠে পরিপূর্ণতর যুবক। ওদের চেহারায় উদাসীনভাব থেকে আপনি ধরে নিতে পারবেন, ওদের আবেগ-কামনা-বাসনার নিত্য চরিতার্থতা ঘটে। ওদের চমৎকার ভদ্র, মসৃণ আচরণের মধ্যে

নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে আছে। আর সেটা বলে দেয় ওরা শিকার ধরায় ওস্তাদ। ও শিকারে বলপ্রয়োগ করা হয় আর অহং-এর ক্ষুধাও মেটে। ব্যাপারটা আসলে ওভাবে হয়ে দাঁড়ায়, তেজি অশ্বকূল আর স্খলিতাচরিত্রা রমণীদের ব্যবস্থাপনার মতো।

এমার কিছু দূরে নীল কোটপরা এক ভদ্রলোক ইতালীয় ভাষায় ফ্যাকাশে চেহারার এক তরুণীর সাথে কথা বলছিলেন। তরুণীর গলায় মুক্তোমালার সেট। ওরা ওদের কথাবার্তায় ইতালীর সেন্ট পিটার্স গীর্জা, টিভোলি, ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি কাস্তেলামারা, ক্যাসিনো, জেনোয়ার গোলাপ ও জোছনালঙ্কিত কলিসিয়মের প্রশংসায় মুখর হচ্ছিলো। এমার আরেক কানে আরো সংলাপ ধরা পড়ে। কিন্তু এতে এত বাগাড়ম্বর সে কিছুই বুঝতে পারে না। কয়েকজন লোক এক নবীন, সতেজ তরুণকে ঘিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঐ তরুণ তার পৌরুষ ফলিয়েছে ওদের কাছে। ও নাকি ইংল্যাণ্ডের 'মিস অ্যারাবেলা' ও 'রমিউলাস'কে এক গর্তে ঝাঁপ দেবার প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দু'হাজার লুই জিতেছে। আরেকজন কে যেন অভিযোগ করছে, ছাপাখানার ভুতের কীর্তিতে ওর রেসের ঘোড়ার নাম ভণ্ডুল হয়ে গেছে।

বলরুমের বাতাসটা ভারী হয়ে উঠেছে। আলো আরও মৃদু হয়ে আসছে। মেহমানরা দলে দলে বিলিয়ার্ড রুমে ভীড় করছে। একজন পরিচারক এসময়ে কী যেন করতে একটা চেয়ারে উঠে জানালার শার্সিতে হাত দিয়েছিল। কাঁচের শার্সিটা ওর হাত থেকে পড়ে যায়। এই কাঁচ ভাঙার শব্দে মাদাম বোভারী মাথা তুলতে দেখতে পায় বাড়িটার বাগানে কিছু চাষী জানালার ফাঁক দিয়ে ওদের দিকে চেয়ে আছে। ওর তখন নিজেদের বারতাও খামারের কথা মনে পড়ে যায়। মনের আয়নায় ঐ খামারটা আবার ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই ঘোলা পানির পুকুর, আপেল গাছের নীচে একটা ফতুয়া গায়ে দিয়ে দাঁড়ানো ওর বাবা। এমনকি, খামারের ওর সাবেক চেহারাটাও মনে পড়ে যায় যখন সে খামারে দুধ থেকে মাখন তুলতো নিজ হাতে। কিন্তু ও এই এখনকার শানশওকত ও ঐশ্বর্য, ভোগ- বৈভবে সম্বিৎ ফিরতেই তৎক্ষণাৎ বাসি হয়ে যায় তার ফেলে আসা অতীত। আদৌ যে তার এরকম একটা অতীত ছিল আর সে সেই অতীতেই বাস করতো—এটা বিশ্বাসই হতে চায় না যেন তার। এখন এই তো বাম হাতে রূপোর গিল্টি করা পেয়ালায় চেরী ফলের মিষ্টি ঠাণ্ডা চোলাই মদ পান করছে সে। চোখটা আধ-খোলা, এটা বড়ো সত্যি। সবার ওপরে সত্যি।

রাত তিনটেয় ওয়াল্‌জের সঙ্গীতের সুরে চপল, চটুল দ্রুত ছন্দের নাচ শুরু হলো। এমার জানা ছিল না ওয়াল্‌জের তালেতালে কীভাবে নাচতে হয়। সবাই দেখা গেল ওয়াল্‌জের তালে তালে ছন্দে নেচে চলেছে উদ্দাম। ম্যাদমোয়জেল আন্দারভিলিয়ার নিজে ও মার্কুইসও। ওখানে তখন মেহমানদের জনাবারো লোক ছিল।

ওয়ালজের সুরে নাচের একজনের নাম-ডাক ছিল 'ভাইকাউন্ট'-এই নামে। লোকটা আটসাঁট ওয়েস্টকোট পরা, স্মার্ট চেহারার মানুষ। লোকটি দ্বিতীয়বারেরর মতো এলো মাদাম বোভারীর কাছে। নাচার আমন্ত্রণ নিয়ে। ভদ্রলোক তাঁকে আশ্বাস দিলেন, কোনও ভয় নেই তিনিই শিখিয়ে নেবেন। আর মাদাম বোভারী ওতে ভালোই করবেন।

ওরা নাচ শুরু করে ধীর লয়ে। তারপর গতি দ্রুততর হয়। ওরা একে অন্যের কোমরে আঁকড়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। সাথে ঘুরপাক খেতে থাকে, বাতি, আসবাব, দেয়ালের ফ্রেম, মেঝে ওদের চারপাশের সবকিছু। যেন কলের গানের রেকর্ড হয়ে ঘুরে চলেছে।

দরজার কাছে ঘুরপাক খেতে খেতে এমার উরুর কাপড় ভাইকাউন্টের ট্রাউজারের সাথে সেঁটে যায়। ওদের একে অন্যের পায়ে ছন্দ মেলায়। জুটির পুরুষ নারীর ওপরে চোখ রাখে। এমার দেহে শিহরণ জাগে। জাগে রোমাঞ্চ। ও থেমে যায়। ওরা আবার শুরু করে. আরও দ্রুত লয়ে পৌঁছে যায় গ্যালারী অবধি। ওখানে ক্লান্ত হয়ে ও প্রায় পড়ে যেতে যেতে ভাইকাউন্টের বুকের ওপর মাথাটা দিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়। ভাইকাউন্ট ওকে তার আসনে বসিয়ে দিয়ে আসে। ধীরে, আরও ধীরে এমা চেয়ারে বসে দেয়ালের দিকে মাথাটা এলিয়ে দেয়। হাত দুটো দিয়ে ওর চোখ বন্ধ করে থাকে।

ও যখন চোখটা আবার খুললো দেখা গেলো, ড্রইংরুমের মাঝে একটা টুলে বসা মহিলার সামনে অনুনয়ের সঙ্গে হাঁটু গেড়ে বসে আছে তিন ওয়াল্‌জ নাচিয়ে পুরুষ। তাদের একজন সেই ভাইকাউন্টও। মহিলা ভাইকাউন্টকে বেছে নেয়। আর সাথে সাথে বেহালা আবার বেজে ওঠে।

ওদের দিকে সবাই চোখ মেলে তাকায়। ওরা নেচে ঘুরপাক খায়, খেতে থাকে। ক্লান্তি নেই। মহিলার শরীর ঋজু, অটল, স্থির, ওর গাল নিচের দিকে নামানো, আর নায়কের ব্যাপার বরাবরের মতোই একইরকম। কোনও পরিবর্তন নেই। সেই একই দেহভঙ্গি। ওর ফিগারটা বাঁকা ধনুক। কনুই গোল করে ধরা জুটির কোমরে। ওর মুখটা সামনে এগিয়ে। মেয়েমানুষটি ওয়াল্‌জ নাচে ওস্তাদ। ওরা দীর্ঘসময় একটানা নাচে। আর সব জুটিকে ওরা ক্লান্ত করে দিয়ে ওরা নেচেই চলে।

পরে ওরা নাচ থামায়। কয়েক মিনিট কথা বলে। তারপর শুভরাত্রি কিংবা আরও সঠিকভাবে শুভসকাল জানিয়ে নিজ নিজ শোবার ঘরে চলে যায়। শাতোর মেহমানরা অবশেষে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে।

ইতিমধ্যে পাঁচঘন্টা ঠায় অকারণে কার্ডের টেবিলের পাশে আঁটা পেরেকের মতো দাঁড়িয়ে থেকে চার্লসের অবস্থা খারাপ। সে শোবার ঘরের সিঁড়ি পর্যন্ত পা টেনে টেনে ওঠে। আর তাই শোবার ঘরটায় ঢুকে ওর জবরদস্ত কোটটা খুলতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ে। এমা তখুনি শোয় না। শালটা কাঁধের ওপর চাপিয়ে জানালা খোলে। বাইরে গলাটা বাড়িয়ে দেয়।

রাতটা নিকষ কালো। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টির সোঁদা বাতাসে সে গভীর ঘ্রাণ নেয়। ভিজে বাতাসে ওর চোখের পাতাটা সতেজ হয়ে ওঠে। বলনাচের ওয়াল্‌জের অপূর্ব সঙ্গীত এখনও তার কানে সুধা বর্ষণ করে চলেছে। সে সুরমূর্ছনা এখন গুঞ্জরিত হচ্ছে অলির মঞ্জু সুরের মতোই। আর সে তাই নিজেকে জাগ্রত রাখার চেষ্টা করে এ মধুর সুরের মৌতাত যথাসম্ভব ধরে রাখার জন্যে, প্রলম্বিত করতে এ বিলাসী জীবনের প্রহেলিকাকে। কেননা ও জানে এ জীবনের আয়ু আর বেশি নেই।

দিনের আলো ফুটতে শুরু করেছে। এমা শাতোর জানালাগুলির দিকে লম্বা চাহনি মেলে থাকে। ও অনুমান করতে যায়, এই যে এতোসব অতিথির সাথে আগের সন্ধ্যায় ওর দেখা হলো ওদের কামরাগুলি কোন্ কোন্‌টি। ও ওদের জীবন ধারা জানতে চায়। ওদের জীবনে প্রবেশ করে ওদের সাথে মিশে যেতে চায়। কিন্তু হায়! নাহ্। এখন ও ঠাণ্ডায় রীতিমতো ঠকঠক করে কাঁপছে। ও কাপড়চোপড় খুলে চার্লসের পাশে চাদরের মধ্যে কুঁকড়ে শুয়ে পড়ে। চার্লস তখন উধাও ঘুমে বিভোর।

মধ্যাহ্নভোজে প্রচুর লোক। লাঞ্চ মিনিট দশেকের মধ্যেই অবশ্য শেষ হয়ে গেল।

কোনও মদজাতীয় পানীয় এতে পরিবেশন করা হল না। ডাক্তার চার্লস অবশ্য ভাবলো, এ আবার কি রকম। লাঞ্চ শেষ হওয়ামাত্র ম্যাদমোয়জেল দ্য 'আন্দারভিলিয়ের একটি ছোট ঝুড়ির মধ্যে ব্রেডরোল ভাঙা কুড়িয়ে নিয়ে চললেন নীলদীঘির রাজহাঁসগুলিকে খাওয়ানোর জন্যে। সঙ্গে গেলো এমাও।

এমার মনোরঞ্জনের জন্যে মার্কুইস আবার ওকে ধরে নিয়ে গেলেন তাঁর আস্তাবল দেখাতে। ঝুড়ির আকারের মতো দেখতে র‍্যাকের ওপরে রয়েছে চীনামাটির নানা স্ল্যাব। ওতে কালো হরফে বিভিন্ন ঘোড়ার নাম লেখা। যে ঘরটায় ঘোড়ার ফাঁসগুলি সার করে টাঙিয়ে রাখা হয় সেটার মেঝেটা যেন ড্রয়িংরুমের মেঝের মতো ঝকঝক করছে।

এদিকে, চার্লস একজন পরিচারককে তার ঘোড়ায় ফাঁস লাগিয়ে গাড়িতে রওনা হওয়ার জন্য তৈরি করতে বললো। ঘোড়ার গাড়িটা শাতোর সেই সিঁড়িটার কাছে নিয়ে আসা হলো। জিনিসপত্র গাড়িতে ঠেসে বোঝাই হলো। চার্লস ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়ে বৌকে বসিয়ে মার্কুইস ও মার্শিওনেসকে তাঁদের আতিথেয়তার জন্য ধন্যবাদ জানাবার পর রওনা দিল তোস্তের পথে।

এমা গাড়িতে বসে নীরবে চাকা ঘুরতে দেখে। চার্লস আসনের একেবারে একান্তে বসে ফাঁক করা দু'হাতে লাগাম ধরে রাখে। জোয়ালটা ছোট্ট ঘোড়াটার চেয়ে চওড়া বেশি হওয়ায় ক্ষুদে প্রাণীটি যোয়ালের মধ্যে এপাশ–ওপাশ সরে যেতে থাকে। শিথিল লাগাম যেমন টিংটিং আওয়াজ তুলতে থাকে, দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা বাকস–পেঁটরাগুলিরও ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ হতে থাকে অনবরত। খটাস খটাস আওয়াজ হ'তে থাকে।

ওরা থিলবুরভিল পৌঁছেছে এমন সময় হঠাৎ কিছু অশ্বারোহী লোক সিগার মুখে হাসতে হাসতে ওদের গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। এমার মনে হলে একটা ঘোড়ায় সেই 'ভাইকাউন্ট'কে সে চিনতে পেরেছে। ও ফিরে তাকাতে দিগন্তে ওদের মাথাগুলির ওঠানামা দেখতে পায়। আর কানে আসে বিষম লয়ে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ।

আরো মাইলখানেক এগিয়ে যাবার পর ওদেরকে থামতে হলো গাড়ির ভেঙ্গে যাওয়া অংশ জোড়া দেবার জন্যে। চার্লস শেষবারের মতো ফাঁসের ওপর নজর বোলাতে গিয়ে মাটিতে ওর ঘোড়ার দু'পায়ের মাঝে কি যেন পড়ে রয়েছে দেখতে পায়। ওটা আসলে সবুজ রেশমী বর্ডার দেওয়া সুন্দর সিগারকেস। একটা ঘোড়ার গাড়ির দরজার মতো একটা 'কোট অব আর্ম' নক্সাও রয়েছে। সিগারকেসে দুটো সিগারও আছে। আজ সন্ধ্যেয় ডিনারের পর বেশ ভালোই এ দুটো দিয়ে চলে যাবে, মনে মনে বলে চার্লস। ভাবটা লক্ষ্য করে এমা চার্লসকে শুধায়, সিগার তুমি খাও নাকি?

"সুযোগ পেলে খাই বৈকি কখনও কখনও"।

ওরা যখন বাড়ি ফিরলো দেখা গেল ডিনার তখনও তৈরি হয় নি। মাদাম তো মহাখাপ্পা। কারণ জিজ্ঞাসা করলে গৃহপরিচারিকা নাসতাসিও একটু উদ্ধত জবাব দেয়।

"কী! মেজাজ দেখাস! এতো বড় সাহস। এখনি এ বাড়ি ছাড়। অবাধ্য মেয়ে! তোকে নোটিশ দিলাম। ভাগ।"

পেঁয়াজের স্যুপ আর বাছুরের মাংস দিয়ে টকপালং রান্না। এদিয়েই আজকের ডিনার। চার্লস এমার উল্টোদিকে বসে হাত কচলাতে কচলাতে বলে, "নিজের বাড়িতে কতো স্বস্তি, কি ভালো লাগছে আবার বাড়িতে ফিরে!"

নাসতাসি তখনও কাঁদছে। শব্দটা কানে আসে। এই গরীব বেচারী মেয়েটির জন্যে চার্লসের মনে একটা মমত্ববোধ ছিল। অনেক সময়, বিশেষ করে, ওর প্রথমপক্ষের বৌ মরে যাওয়ার পর কষ্টকর সন্ধ্যাগুলিতে এই মেয়েটাই ওকে সঙ্গ দিয়েছে। তাছাড়া, মেয়েটিই হলো তার প্রথম রোগী আর এই পাড়ায় ওই সবচেয়ে বেশিদিনের চেনা।

"তুমি কি ওকে চলে যেতে বলেছো?" জিজ্ঞেস করে চার্লস।

"বলেইছি তো, কে ঠেকায় দেখি, ঠেকাবে নাকি তুমি?" ও জবাব দেয়।

এরপর ওরা ঘরে যাবার অপেক্ষায় রান্নাঘরে আগুন পোহায়। ততক্ষণে ঘরে গোছগাছ চলতে থাকে। চার্লস সিগার ধরায়। ঠোঁট সরু করে বাড়িয়ে সিগার খায়, আর বলতে গেলে মিনিটে মিনিটে সিগারে টান দিয়েই ওয়াক-থুও চালিয়ে যেতে থাকে।

"তুমি তো রোগ বাধিয়ে বসবে", এমা ঘৃণার স্বরে বলে।

চার্লস ওর কথায় সিগারটা নিবিয়ে ফেলে কল থেকে এক গ্লাস পানি আনতে যায়। আর এই ফাঁকে এমা সিগার কেসটা চকিতে কাবার্ডের পাশে চালান করে দেয়।

পরের দিনটা বেশ লম্বাই মনে হলো। শেষ হতে চায় না এমার কাছে। ও তার ছোট বাগানটায় পায়চারী করে। হেঁটে হেঁটে ঘোরে পুরনো পরিচিত জায়গাটার এদিক-সেদিক। শোবারঘরের কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। ক্ষণেক পায়ের বিরতি দেয় ফলফুলের লতাপাতার ঝোপের সামনে চুণ-সুরকির তৈরী যাজকমূর্তিটার সামনে, তাকিয়ে থাকে এসবগুলির দিকে একটা কেমন যেন বিভোল দৃষ্টিতে, মনে হয় এগুলি একদা তার খুবই পরিচিত ছিল! আর বলনাচ—সেটাও মনে হয় সেই কোনকালে যেন হয়েছিল! তারপর যে কতযুগ কেটে গেছে এমন একটা ভাববিহ্বল দশা এমার। কেমন করে সেইদিনটা এতদূরে চলে গেল? আজকের সেই সকাল কি করে 'গতকাল' হয়ে গেল, আর এই আজকের সন্ধ্যে এরমধ্যে ঘনিয়েও এলো! ভবায়েসার্দে যাওয়াটা ওর জীবনে একটা বড়রকমের শূন্যতা নিয়ে আসে। অনেক প্রচণ্ড ঝড়ে পাহাড়ের মাঝে যেমন করে অনেক সময় বিশাল ফাটল বা গর্তের সৃষ্টি হয় তেমন করে। তবে সে তার শান্ত ভাবটা ধরে রইল। সে তার ড্রয়ারে সুন্দর পোষাক ও কাপড়চোপড় মায় সাটিনের জুতোজোড়াটাও সযত্নে তুলে রাখলো। ওর চোখে এলো বলরুমের মোমের পালিশ দেওয়া হলুদ মোম লেগে ওর জুতোর সোলও হলুদ হয়ে আছে। ওর মনটাও এমনি সব কল্পনায় রেঙে উঠেছে অজান্তে। বিত্তের ক্যানভ্যাসে জল্পনার হোলিখেলায় মেতেছে ওর চিত্তচকোর। এ কল্পনাবিলাস যেন তার মুছে যাবার নয়, কখনও।

আর তাই সেই বলনাচের অপরূপ মাদকতাময় স্মৃতি ওর মন জুড়ে থাকে সারাক্ষণ। ওটা শুধু নেশা নয়। পেশাও হয়ে ওঠে। বুধবার ঘুরে এলেই ওর স্বগত সংলাপ শুরু হয় নিজের উদ্দেশ্যে যেন সদ্য সে জেগে উঠেছে, আধো জাগর, আধো ঘোরে। ও বলে, "হায় কতোদিন আগে ওখানে আমি গেছি? হপ্তা, ১৫ না ২১ দিন হলো? কবে? আস্তে আস্তে এ ধরণের স্মৃতির কেলিতে অবসন্ন, ক্লান্ত হয়ে ওঠে ও। ওর মুখটায় বিভ্রান্তির ছাপ ফুটে ওঠে। বলনাচের সুচনায় যে সঙ্গীত বেজে উঠেছিল, মন হয়ে উঠেছিল ময়ূরির মতো নৃত্যচঞ্চল সে সূর মূর্চ্ছনা ও আর মনে করতে পারে না। সে খানসামা, বেয়ারাদের মূর্তি ওর চোখে আর ভেসে ওঠে না। আনুষ্ঠানিকতার খুঁটিনাটি আবছা হয়ে আসে কিন্তু সব হারানোর বেদনা ওর মনে দগদগে টাটকা রয়ে যায়।

॥ ৯ ॥

চার্লস বাড়ি থেকে বেরুলে পর কাপড়ের ভাঁজে কাবার্ডের পাশ থেকে সেই সবুজ রেশমী সিগার কেসটা বের করে আনে। সে ওটা চোখ দিয়ে লেহন করে, খোলে, এমনকি তাতেও আশ মেটে না। ও লাইনিং-এ নাক নামিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে দেখে তামাক ও সুগন্ধি ফুলের সুবাসের। এটা কার হতে পারে? ঐ ভাইকাউন্টের? ওর কোনও অভিসারিকা কি ওকে উপহার দিয়েছে? সিগারকেসটা দামী রোজউডের কাঠামোতে তৈরি। চমৎকার এমব্রয়ডারীর কাজ ওতে। ছোট্ট অথচ অদ্ভুত সুন্দর। কেউ দেখে নি। অনেকগুলি দিন লেগেছে ওটা তৈরি করতে। ওর ওপর এক অনবদ্য নিপুণ হাতের কাজ অপরূপ সুষমায় ফুটে উঠেছে। ঐ রেশমী ক্যানভাসের ওপর সীবনকর্মে যেন ভালোবাসার নিশ্বাস লেগে আছে। ছুঁচের প্রতিটি ফোঁড়ে একটি আশা, একটি স্মৃতি যেন সৌধ গড়েছে আর বুনুনির সূতো যেন হয়ে আছে সেই একই অনুচ্চার আবেগের ধারাবাহিকতা। তারপর ওটার কাজ শেষ হলে একদিন ওটা হয়তো কাউন্ট নিয়ে গেছেন সঙ্গে। কী কথা হয়েছিলো দু'জনে ওটার যখন বিনিময় ঘটেছিল? কিংবা কী ছিল সেই চোখের কোণে? ও এখন তোস্তে নিজ বাড়িতে। কাউন্ট স্বপ্নপুরী প্যারিতে। অনেক—অনেক দূরে। কেমন আসলে তার সাধের প্যারি? কেমন একটা আবছা ভাবালু নাম। পিয়ারী কারো? সবার? যেন আত্মসুখের স্বমেহনের আনন্দে বিড়বিড় করে আওড়ায়—নামটা নামটা। ওর কানে বাজে মন্দিরে দেবারতির মন্দিরার মতো, ওর চোখে আলোকময়ী হয়ে ফোটে প্যারি, যেমন ফুটে আছে 'বিলাসনগরী' ওর পমেডের কৌটার গায়ে।

রাতে যখন ঘোড়ার গাড়িগুলি ওর জানালার নিচ দিয়ে যায়, যাত্রীদের গলার গানের রেশ ভেসে আসে, এমা জেগে ওঠে। লোহার বেড় পরানো গাড়ির চাকার আওয়াজ শোনে। এগাড়িগুলি যখন গেঁয়ো মেটে রাস্তায় গিয়ে নামে ঐ আওয়াজ নিস্তেজ হয়ে মিলিয়ে যায়। ওরা আবার কাল আসবে, এমা নিজে নিজেকে বলে।

ঘোড়ার গাড়িগুলি চলে যায়। এমার মন থেকে তবু ওরা সরে না যেন। আনমনা ভাবনায় নিজে যেন সওয়ারী হয়ে পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই পার হয়ে যায়, পার হয় গ্রাম-গ্রামান্তর, উঁচু রাজপথ ধরে তারার আলোর প্রভায়। একটা বর্ণনাতীত পথ অতিক্রম করে সব সময় অবশেষে পৌছায় বিভ্রান্তির ঠিকানা লেখা বদ্ধ অচলায়তনের শেষসীমায়। আর সেখানেই তার ঐ স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটে।

ও তার মনপিয়ারী প্যারির একটা ম্যাপ কিনেছিল একসময়। হাতের নখের আগা ছুঁইয়ে কল্পনায় প্যারির পথঘাট হেঁটে চলে। বুলেভার্দ অতিক্রম করে যায়। পথের প্রতিটি কোণে, নতুন রাস্তার মোড়ে, বাড়ির সাদা আঙিনাগুলির সামনে ক্ষণেকের জন্যে থামে। অবশেষে ও তার ক্লান্ত চোখের পাতা একসময় বন্ধ করে। আঁধারে ভেসে ওঠে গ্যাসবাতির সারি, বাতাসে ওগুলি জ্বলজ্বল করছে। নাট্যশালার সামনে গাড়িগুলি এসে থেমে যায় সশব্দে।

এমা "কোরবেইলি" নামে একটি মহিলা ম্যাগাজিন ও "সিলফে দেস স্যালোন্স" পত্রিকার পাঠিকা ছিল। ওগুলিতে রয়েছে প্যারিসের নশ্বর জীবনের নানা আকর্ষণীয় বর্ণনা। প্যারিসে কেউ বেড়াতে এলে তার প্রথমদিকের রাতগুলির অপূর্ব অভিজ্ঞতা, ঘোড়দৌড়, সঙ্গীতসন্ধ্যা, এসবের বর্ণনার প্রতিটি শব্দ সে গোগ্রাসে গিলে ফেলে। একজন গায়কের প্রথম মঞ্চে আবির্ভাব ও তার তাৎক্ষণিক সাফল্যে, নতুন কোনও দোকানের

উদ্বোধনী ইত্যাদিতে দারুণ কৌতুহল অনুভব করে। সব পত্রপত্রিকার বিবরণে সর্বাধুনিক বেশবাস, সেরা দর্জি, পোশাক ডিজাইনার ও নির্মাতার ঠিকানা, কোনদিন কোন অপেরা আর নাটক হয় সব ওর নখদর্পণে ওঠে। ইউজিন স্যুতে সে নানা দামী আসবাবের তথ্য ঘাঁটে। বালজাক ও জর্জ স্যাণ্ডের লেখা পড়ে। আর নিজের সব কল্পনাবাসনার তৃপ্তি খোঁজে। এমনকি, টেবিলেও ওর পাশে বই দেখা যায়। চার্লসের খাওয়া ও কথা বলার সময়েও টেবিলে এমার ঐসব বইয়ের পাতা ওল্টানোর কাজ চলতে থাকে। আর পড়ার সময় সে-ই ভাইকাউন্টের চেহারা ও তারসাথে নাচের মোহন স্মৃতি মনে পড়ে যায়। সে তার ঐ রক্তমাংসের ভাইকাউন্টের সঙ্গে তার কল্পনার রাজকুমারের তুলনা করে। তবে তার চোখে কাউন্ট যে বৃত্তের মধ্যমণি সে বৃত্তের পরিসর তার চারদিকে ক্রমপ্রসারিত হয়, যে প্রভা তাকে ঘিরে রেখেছে সে প্রভা ওর অবয়ব থেকে ক্রমেই নিস্প্রভ হয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে, আর সেই ব্যপ্ত প্রভায় এমার আরো কল্পনার স্বর্গ বিভাসিত হয়ে ওঠে।

প্যারি এমার কাছে সাগরের চেয়েও বিশাল কিছু। ওটা গোলাপী আভায় এমার চোখে হয়ে ওঠে অপূর্ব ঝলমলে। প্যারীর নিত্য চমকের নগরজীবনে অসংখ্য কলগুঞ্জণমুখর নগরনাট্যের কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে যেসব অসংখ্য জীবন আবর্তিত হয় তাদের অস্তিত্ব নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। এক একটি শ্রেণীর ছবি একেক রকম। এমার কল্পনার চোখ কেবল এধরণের দু'তিনটিকেই দেখতে পায়। আরগুলি ওর কল্পনায় স্থান পায় না। আর এই বাছা বাছা দুই-তিন শ্রেণীর মানুষই তাঁর কাছে গোটা মানবতার প্রতিনিধিত্বের দাবীদার। এই গুটিকয় শ্রেণীতে আছে : রাষ্ট্রদূতদের জগত ; ওদের ছবি বলতে এমা ড্রয়িং রুমের পালিশ করা চকচকে, মসৃণ মেঝে, শীশমহলী কায়দায় আয়নার সারি, গোল কিংবা ডিম্বাকার টেবিল, ভেলভেট ও সোনালী কারুকাজ করা কাপড়ে গভীর রহস্যের অবগুণ্ঠনে ঢাকা ওদের সবকিছু, ঠোঁটে হাসির নীচে লুকোনো ক্ষোভ-এগুলিকে বোঝে। এরপরে আছে ডাচেস বা ডিউক-জমিদারপত্নীদের সমাজ। এদের চেহারা সবার ফ্যাকাশে। বিকেল চারটেয় বিছানা ছাড়ে। এদের সাথে আছে, নিস্পাপ বেচারী চেহারার গরীব মেয়েরা। তাদের অন্তর্বাসে বিলেতী লেসের কারুকাজ দেখা যায়। আর আছে কিছু উদ্দাম, চঞ্চল প্রতিভাধারী কিছু পুরুষ যারা তাদের চেহারার খোলসের নীচে লুকোনো প্রতিভার কদর কখনও পায় না, যারা আনন্দমেলার আসরে ঘোড়া হাঁকায় মৃত্যুর সাথে বাজি রেখে, গরমকালটা কাটায় বাদেনে। তারপর চল্লিশের কোঠায় কোনও বিত্তশালিনী মহিলার পাণিগ্রহণ করে।

রেস্তরাঁর একান্ত কক্ষগুলিতে যেখানে লোকে মধ্যরাতের পর রাতের খাদ্য গ্রহণ করে মোমের মৃদু আলোয় সেখানে নানাকিসিমের সাহিত্যসেবী আর অভিনেত্রীদের আড্ডা জমে, হুল্লোড়ে মত্ত হয়। এই শেষোক্ত লোকগুলি রাজা-বাদশাদের মতো দরাজদিল। ওদের জীবনের যৌবন কেটেছে পরম ভাববাদী আদর্শের অন্বেষায়, অলীক উন্মাদনায়। এ জীবনধারা আর সব জীবনধারার চেয়ে অনেক ওপরে। আসলে এমন জীবন স্বর্গ ও নরকের মাঝে সঞ্চরমান, এ জীবন মেঘের মতো নির্ভার, ভাবব্যঞ্জনাময়। অবশিষ্ট জগৎ, সমাজ বলতে আর কিছুরই অস্তিত্ব যেনো নেই, ওর অস্তিত্বই যেনো ছিল না কখনও। এছাড়া, তার চারপাশের সামগ্রিক পরিবেশ বলতে, তার মতে ছিল, একঘেয়ে, বিরক্তির। দেহাতি, অজপাড়াগাঁ, পৌরুষহীন মধ্যবিত্ত সমাজ, না ঘরকা-না ঘাটকা অবস্থায় বেঁচে

থাকার অসহায়ত্ব। এসব ওর কাছে ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার বলে মনে হয়। মনে হয়, কোনও আকস্মিক দুর্ঘটনায় সে এ অসহনীয়তার মধ্যে এসে পড়েছে, কিংবা জন্মেছে। অথচ এই অবাঞ্ছিত চৌহদ্দির ওপারেই তো দেখা যায়, আনন্দ, আবেগ, কামনা-বাসনার 'সব পেয়েছির সোনার দেশ'। আসলে এমা বিলাসের বেহায়া যৌনতার সাথে হৃদয়ের পুলকানন্দ গুলিয়ে ফেলে, আচরণের গরিয়ান দিকটিকে আবেগের সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতার সাথে জগাখিচুড়ি পাকায়। ভালোবাসার বীজ যদি উপ্ত হতেই হয় তাহলে কি ওর জন্যে বিশেষভাবে তৈরি মাটি আর নির্দিষ্ট উষ্ণতা দরকার হবে না? জ্যোৎস্নায় দীর্ঘশ্বাস, অশেষ আলিঙ্গনপাশ, শেষ বিদায়ের জন্য উত্থিত করকমলে দয়িতের কান্নায় হীরা-পান্নার বহতা নদী, রক্তের চঞ্চলতা, মাংসের দাবী, কমনীয়তার ক্লান্তি-অবসাদ আর সুরম্য প্রাসাদের ঝুলবারান্দা, রেশমী পর্দা, পুরু গালিচা, সুসজ্জিত ফুলদানী, উঁচু মঞ্চ সদৃশ শয্যা থেকে যেমন ওর ধারণা আলাদা করা যায় না তেমনি মূল্যবান হীরা-মোতি-পান্নার দ্যুতি আর বয়-খানসামার উর্দির স্কন্ধবন্ধনী থেকেও তা বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

এমার এ ভাবকল্পনা যা-ই হোক, তোস্তে, এই এখানে, চার্লসের বাড়িতে বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বলা যায়, আসমান থেকে একেবারে পপাত ধরণীতল। আস্তাবলের কাজের ছেলেটা রোজ সকালে চার্লসের মাদী ঘোড়াটাকে ডলাই-মলাই করতে আসে। একটা উটকো ছেঁড়ামতো কাঠের জুতো পায়ে ও শতচ্ছিন্ন জামা গায়ে ঐ করিডোরটা পেরিয়ে যায়। ও যখন কাজ করে তখন ওর পায়ে থাকে রবারের চপ্পল। পা দুটো হাত থেকে পাতা পর্যন্ত উদোম। বরাবরই সে এভাবেই কাজ করে আসছে। সকালে এভাবে কাজের পর আর বাকী গোটা দিনে আর ও আসতো না। কেননা, চার্লস বাড়ি ফিরে সে নিজেই জিন ও আর আর সাজসরঞ্জাম খুলে ঘোড়াটাকে যথাস্থানে বাঁধতো ও জিন ইত্যাদি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে দিতো। কাজের মেয়েটা এক বোঝা খড় এনে ঘোড়ায় ডাবায় ছুঁড়ে ফেলতো।

কাজের মেয়ে নাসতাসির (মেয়েটা চোখে নদী বইয়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তোস্তে ডাঃ চার্লসের বাড়ি ছেড়ে যায়) বদলে এমা আরেকটা বালিকা মেয়েকে কাজের জন্য রাখে। মেয়েটার বয়েস ১৪। মেয়েটি এতিম। মিষ্টি চেহারা। এমা ওকে সুতির টুপি পরতে মানা করে। ওকে মিসট্রেস বলে ডাকতে শেখায়। তাও আবার মিসট্রেস ডাকতে হলে প্রথম পুরুষে! একটা পিরিচে করে গ্লাসে পানি আনার, কোনও কামরায় ঢোকার আগে টক্ টক্ করে মৃদু আওয়াজ করে ঐ ঘরে ঢোকার, ইস্তিরী করা, মাড় দেওয়ার ইত্যাদির তালিমও এমা দেয় মেয়েটাকে। আর মিস্ট্রেসকে সাজাবার কসরৎ শিখিয়ে একেবারে খাস পরিচারিকা করে নেয় এমা নিজের। ওর নাম ফিলিসিতি। নতুন কাজের মেয়েটা চাকরিটায় বহাল থাকার তাগাদায় এমা যা বলে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে চলে। তবে একটা গঁজলির ভেতর মিটসেফের চাবিটা রেখে যাওয়া এমার অভ্যেস হওয়ার কারণে ফিলিসিতি প্রায়ই ওটা থেকে অল্প অল্প চিনি চুরি করে খেয়ে ফেলতে থাকে।

বিকেলে কোনও কোনওদিন ডাকপিয়নের সাথে কথা বলার জন্যে ফিলিসিতি নীচে যায়। ঐ সময়টায় মাদাম ওপরতলায় একা কাটায়। ঐ সময়ে এমা ঢোলা ড্রেসিং গাউন পরে। গাউনের মধ্যে দিয়ে ওর অন্তর্বাসের বাহারী নকশী ও তিনটি সোনালী বোতামসহ শেমিজের ভাঁজ দেখা যায়। গাউনের বন্ধনীটা আসলে কর্ডের তৈরী ও ওর বহিপ্রান্তে ফুলের মতো থোকা। পায়ে ডালিম রঙের চপ্পল। চপ্পলের ফিতে দুটো চওড়া ফিতের মতো,

মিলনস্থলে চমৎকার ফাঁস দেওয়া গিট বিশেষ যা চপ্পলের বুড়োআঙুল যেখানে পড়ে সেখানে সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে আছে।

এমা নিজে কিছু খাম, কলমদানি, লেখার জিনিসপত্র ও ব্লটিং প্যাড এনেছিল। যদিও ওর চিঠি লেখার মতো কেউ ছিল না। এমা ওর 'হোয়াটনট' পরিস্কার করে। আয়নায় নিজে চেহারাটা দেখে, একটা বই হাতে তুলে নেয়। আর তারপর বইয়ের লেখার লাইনগুলির ফাঁকে স্বপ্নে ডুবে যায়। বইটা একসময় টুপ করে ওর হাঁটুতে গিয়ে পড়ে। ও চায় বাইরে বেড়াতে যেতে আর না নাহ'লে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব কনভেন্টে ফিরতে। ওর বড়ো শখ প্যারিতে মরার, জীবন উপভোগ করার।

বরফ পড়ুক আর বৃষ্টি হোক মেঠো পথ ধরে গ্রামের মধ্য দিয়ে আসা-যাওয়া চার্লসের বরাবরের অভ্যেস। ও রোগীর গাঁয়ে বাড়ির টেবিলে বসে বিনা বাক্যব্যয়ে ওমলেট খেতো, রোগীর স্যাঁতসেঁতে বিছানায় নির্দ্বিধায় হাত চালিয়ে দিতো, কাটাকাটি, অস্ত্রোপচারের সময় রক্ত ছিটকে লাগায় অভ্যস্ত ছিল, রোগীর মরণ আওয়াজ মনোযোগের সঙ্গে শুনতো, হাতধোয়ার বেসিন পরীক্ষা করে দেখতো, ময়লা ন্যাকড়া-চোকড়া উল্টে-পাল্টে দেখতো। কিন্তু বাড়ি ফেরার পর ও সম্পূর্ণ আলাদা ও একান্ত বাঞ্ছিত পরিবেশ দেখতে পেতো। সাঁঝ বেলায় তখন ফায়ারপ্লেসে আগুনের কুণ্ডটা চমৎকার গনগনে হয়ে উঠেছে। ডিনার টেবিল পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন করে সাজানো। বিলাসবহুল ইজিচেয়ার সব পাতা। বাড়ির মহিলাটি অতি চমৎকার সাজসজ্জা করেছে। অপরূপ দেখাচ্ছে ওকে। ওর গা থেকে কিংবা হয়তো ওর শেমিজ থেকেই মদির, মিষ্টি সৌরভ ভেসে আসছে।

ও নানাভাবে ওর প্রতি মনোযোগ দিয়ে চার্লসকে মুগ্ধ করে। কোনও কোনও সময় সে মোমবাতি বসানোর জন্য কাগজের দীপাধার তৈরি করে, কখনও ওর নিজের গাউনের ঝালর বদলে নুতনত্ব এনে, কিংবা কাজের মেয়েটা কোনও সহজ রান্না গোলমাল করে ফেললে চমৎকার রসবোধে ওটার জন্য একটা অতি অসাধারণ নাম দিয়ে সেটাকে রীতিমতো গবেষণার বিষয় করে তুলে গোটা পরিবেশ উষ্ণ, আনন্দঘন করে তুলতো। আর চার্লস ঐ অবস্থায় প্লেটে যা পেতো রান্নায় যতোই গড়বড় হোক বিনা বাক্যব্যয়ে তার শেষ কণাটুকু বলতে গেলে চেটেপুটে সাবাড় করে দিতো। বুয়েঁতে বেড়াতে গিয়ে এমা লক্ষ্য করে কোনও কোনও মহিলা তাদের ঘড়ির চেইনে কবচজাতীয় অলঙ্কার পরেছে। ওটা দেখার পর সে নিজেও কিছু কবচ কেনে। এছাড়া, ঘরের ফায়ারপ্লেসের ওপরের তাকের জন্যেও দুটো বড়ো নীলরঙের ফুলদানি কেনে। ওখানেই ওর এসব কেনাকাটার শেষ নয়, সে একটা হাতির দাঁতের সূঁচ ও রূপোর গিল্টি করা অঙ্গুস্তানাও যোগাড় করার তালে থাকে। চার্লস এসব সুক্ষ্ম নন্দনতত্ত্বের মাথামুন্ডু তেমন কিছুই বোঝে না। আর ও যতো কম বোঝে ততই ওগুলির প্রতি আকর্ষণও ততো বাড়ে চার্লসের। ওগুলি ওর সুখবোধ বাড়ায়, আগুনের পাশে বসা আরও উপভোগ্য হয়ে ওঠে। জীবনের সঙ্কীর্ণ চলার পথে চার্লসের জন্য এগুলি ওপর থেকে স্বর্ণরেণু বৃষ্টির মতোই অসাধারণ প্রাপ্তিযোগ হয়ে ওঠে।

চার্লসের স্বাস্থ্য ভালো, চেহারাও খারাপ নয়। ওর হাত ও নামযশও এখন সন্দেহাতীতভাবেই প্রতিষ্ঠিত। এলাকার লোকজন ওকে ভালোবাসে। কারণ চার্লস অহঙ্কারী স্বভাবের লোক নয়। ও ছোট ছেলেমেয়েদের আদর করে, ভালোবাসে। কখনও সিনেমা-থিয়েটারে যায় না। দৃঢ় নৈতিকতার কারণে জনসমাজে তার প্রতি আস্থার

৫-

পরিমাণও বাড়ে। চোখের ছানি ও বুকের ব্যাধি চিকিৎসায় চার্লস বিশেষ নামযশের অধিকারী হয়। ওর হাতে লোক মরুক–এটা সে কখনও চাইতো না, বরং এনিয়ে বেশ শঙ্কা ছিল তার। এটা এড়াতে সে যত্নবান ছিল। আর তাই সে সাধারণতঃ রোগীকে নিদ্রাকারক ওষুধ দিত বেশি। আর কালেভদ্রে একান্ত আবশ্যকবোধে কোনও বমনকারক ঔষধ, পা ধোয়ানো বা জোঁক বসানোর মত ব্যবস্থাপত্র দিত। সে অস্ত্রোপচারের মত কাটাকুটিতে ভয় পেতো এমন নয়, তবে ও কাজটা করতো কম। তবে দরকারী ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারে মুরগী জবাইয়ের মতো রক্তও ঝরাতো রোগীর। দাঁত তুলতে গিয়েও এরকম ব্যাপার ঘটতো।

সময় কাটানোর জন্যে ও একটা নুতন মেডিক্যাল জার্নালের গ্রাহক হয়। ডিনারের পর এ জার্ণালটা কিছুক্ষণের জন্য দেখে চার্লস। কিন্তু কক্ষের ফায়ারপ্লেসের আগুনের আরামদায়ক উষ্ণতা ও ডিনার খাওয়ার তৃপ্তিতে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা যায়, গালটায় দুহাতে ঠেস দিয়ে ঝুঁকে পড়ছে। ঝাঁকড়া চুলগুলো ঘোড়ার কেশরের মতো বাইরের দিকে তেরচা ঝুলে প্রায় বাতির পাদদেশ স্পর্শ করছে। এমা এ বিটকেল অবস্থায় চার্লসকে দেখে ঘাড় ঝামটা দেয়। এমার মনে হয়, ও এমন একজন স্বামী কেন পেলো না যে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকবে সারারাত প্রায়, অন্ততঃ ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত যখন মানুষকে বাতে ধরে একইরকম সমর্থ থাকবে। আর তারপর—তখনকার কথা আলাদা। তখন কালো ঝোলা কোটের ওপর কতগুলি মেডেল অলঙ্কৃত হয়ে থাকবে? কেন এই বোভারী নামটা, যে নামটা তার এখন নিজেরও, সকল বইয়ের দোকানে আকর্ষণীয় করে ডিসপ্লে করা হবে না, কেন এ নামটা বারংবার ঘুরে ফিরে পত্রপত্রিকায় ছাপা হবে না, জানবে না কেন গোটা ফ্রান্সের লোক এ নামটা? চার্লসের কোনও উচ্চাভিলাষই নেই। এই সেদিন ভেতোতে একজন নুতন পেশায় আসা ডাক্তার চার্লসের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এক রোগীর চিকিৎসা করতে নাকি রোগীর বিছানার পাশে, তার আত্মীয়স্বজনের সামনেই চার্লসকে কিছুটা হেয় করেছে। চার্লস বাড়ি ফিরে সন্ধ্যায় কথাটা এমাকে বলতেই এমাতো তার ঐ সহযোগী ডাক্তারের চোদ্দপুরুষ উদ্ধার করে চিল্লে, গলা ফাটিয়ে। এটা চার্লসের হৃদয় ছুঁয়ে যায় গভীরভাবে। সে সজল চোখে এমার কপালে চুম্বন এঁকে দেয়। কিন্তু সে এই অপমানজনক ঘটনায় এতই কূপিত হয় যে সে প্রায় চার্লসকেই পেটাতে যায়। কিন্তু নিজেকে কোনওমতে সংবরণ করে করিডোরের দিকে এগিয়ে জানালাটা খুলে মাথাটা ঠাণ্ডা করার জন্য তাজা বাতাসের নিঃশ্বাস নেয়। 'কী অপদার্থ! একটা গাধা!' বিড়বিড় করে বলে। নিজের ঠোঁট রাগে কামড়ে ধরে।

এমনিকরে দেখা গেল, এমা ক্রমেই চার্লসের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠছে। বয়স যতো বাড়তে থাকে চার্লসের আচার–ব্যবহার স্থূল, ভোঁতা হয়ে উঠতে থাকে। আহার শেষে ফল–মিষ্টি খাবার সময় ও বোতলের ছিপিটা নষ্ট করে। খেয়ে মুখ ধোয়না। জিভ দিয়ে দাঁত চেটে কাজ সারে। ঝোল–স্যুপ ইত্যাদি খাবার সময় প্রতিটি চামচ মুখে তোলার পর গড়গড়া করার মতো বিশ্রী আওয়াজ করে। মোটা হয়ে ওঠা শরীরে খাওয়ার সময় ওর গালটা যেভাবে ফুলে ওঠে, হাপরের মতো আবার নামে তাতে মনে হয় ওর কুতকুতে ছোট চোখ দুটো ঠেলে কপালে উঠছে।

অনেকসময় এমা চার্লস বাইরে যাবার আগে ওর প্যান্টের ভেতরের আণ্ডারওয়্যারের বেরিয়ে থাকা লাল বর্ডার দেওয়া অংশটি ওয়েস্টকোটের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়, ওর

মাফলারটা সোজা করে দেয়। চার্লস পরতে যাচ্ছে এমন সময় ওর নোংরা, ময়লা দস্তানাটা টেনে সরিয়ে রাখে। চার্লসের মনে হয়, এসব কাজ করার কষ্টটা এমা করছে ওর জন্যে নয় বরং এমার নিজের গরজে। ওটায় হয়তো ওর কিছুটা তৃপ্তি ঘটে, স্নায়ুর ওপর চাপ কিছুটা হলেও কমে। এমনও হয়, এমা মাঝে মাঝে কোনও উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি থেকে পড়া কিংবা কোনও বনেদী মহল থেকে শোনা ঘটনার কথা শোনায়। গোবেচারা চার্লস সেগুলি গভীর আগ্রহে শোনে। কিছু বুঝুক আর না বুঝুক এমার কথায় ঢালাও সায় দিয়েই চলে। একইভাবে, এমা তার ছোট ইতালীয়ান কুকুরটাকেও অজস্র কথা শোনায়। দু'পেয়ে–চারপেয়ে জীবে তফাৎ করে না সে তেমন। শুধু কি তাই? ফায়ারপ্লেসে কাঠের যে খণ্ডটি জ্বলবার জন্য ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, কিংবা দেওয়ালের ঘড়িটায় যে পেন্ডুলাম অবিরত দুলে চলেছে সেই নিস্প্রাণ জিনিসগুলির উদ্দেশ্যে চলে এমার ঐ বিশ্রান্তালাপ।

আসলে এমা জীবনের এই থোড়–বড়ি–খাড়া, খাড়া–বড়ি–থোড়ের অসহ্য গতানুগতিকতায় একটা পরিবর্তন চায়, চায় একটা কিছু ঘটুক।

সাগরে বিপর্যস্ত নাবিকের মতো হতাশ চোখ মেলে সে তার জীবনের নিঃসঙ্গ একাকীত্বের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দিগন্তের দূর কুয়াশায় খোঁজে কোনও জাহাজের সাদা পতাকার সন্ধান মেলে কি না। কিন্তু ওর জানা নেই, ওর ভাগ্যে কি আছে লেখা, কি ঘটবে, সুবাতাস বইবে কিনা, দেখা মিলবে কিনা একটা শুলুক নৌকা না তেতলা কোনও সাদা প্রমোদতরীর? দুঃখ–ক্ষোভে ভরা? না অফুরন্ত সুখে উপচে ওঠা? কিছুই জানা নেই। তবে রোজ সকালে ঘুম ভাঙলেই ওর মনে হয়, আজ ওটা আসবে। প্রতিটি শব্দ শেষে উৎকর্ণ হয়। চকিতে উঠে পড়ে, এগুতে গিয়ে ভাবে কেন ওটা আসে না? এরপর দিনের গ্লানি শেষে সূর্যটা যখন পাটে নামে ওর বিষণ্নতা বেড়ে যায় পরের দিনের দুস্তর প্রতীক্ষায়।

বসন্ত আসে। ফুল ফোটে। আবহাওয়ায় সজীব উষ্ণতা আসে। নাশপাতি চারা কুসুমিত হয়। এমার শ্বাসকষ্টজাতীয় অসুখ দেখা দেয়।

জুলাই–এর শুরু হতেই ও রীতিমতো হিসেব রাখা শুরু করে দেয় অক্টোবর আসতে আর ক'সপ্তাহ বাকী। ও এই আশায় দিন কাটায় যে, আনদারভিলিয়েরের মার্কুইস হয়তো তাঁদের ভবায়েসার্দ প্রসাদে বলনাচে আবার আমন্ত্রণ জানাবেন। কিন্তু সেপ্টেম্বর কেটে গেলো। কেউ এলো না। কোনও চিঠিও নয়।

এ আশাভঙ্গের অবসাদে ওর হৃদয়খানি আবারও শূন্যতায় ভরে যায়। আর তারপর আবার শুরু হয় সেই একইরকমের হতাশার দিনগুলির। নিরাশার একটি দিন যায়, আবার শূন্যতার আরেকদিন আসে, একঘেয়ে, অনড়, কোনওকিছুর নতুন শুরু নেই। আসে না কোনও নতুন কিছু। ঘটেও না। আরও অনেকের জীবনও সাদামাটা। নতুনত্ববিহীন। কিন্তু তবু তাদের জীবনে কিছু ঘটার সম্ভাবনাটি আছে। কোনও কোনও সময় ওদের জীবনের একটি ঘটনার পরিণামে ওদের জীবনের ছবিই পাল্টে যায়। কিন্তু এমার এমন কিছুও ঘটে না। হয়তো এই ছিল তার জন্যে বিধাতার বিধিলিপি। ওর সামনে নিকষ কালো আঁধার। সব সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ।

ও গান–বাজনাও ছেড়ে দেয়। কি হবে গান–বাজনায়? লাভ কি? ও গান শুনবে কে? সে তো আর ছোটহাতার ভেলভেটের গাঢ়রঙের গাউন পরে কোনও কনসার্ট পার্টিতে চাঁপাকলির মতো আঙুলগুলি পিয়ানোর হাতির দাঁতের রীডগুলিতে অনবদ্য নৈপুণ্যে

গড়িয়ে নেবার সুযোগ পাবে না। পাবে না তেমন অবস্থায় সারা শরীরে মৃদুমন্দ সমীরণ জড়ানোর মতো তুরীয় আনন্দের আবেশজড়ানো ভাববিহ্বলতা। কাজেই ওসবে হাত পাকিয়ে নিজেকে ঝালাপালা করে কী হবে! এমার অবসরের অবলম্বন নকশা তোলার বোর্ড, এমব্রয়ডারীর ফ্রেমটা কাবার্ডে পড়ে থাকে। কী হবে ওসব দিয়ে! সেলাইকাজেও ওর বিরক্তি ধরে। 'পড়াও তো আমার সব খতম', নিজের মনেও বলে ও। তারপর বাইরের বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে।

রোববারে গীর্জায় ঘণ্টা বাজতে থাকলে ওর মনটা বিষণ্ন হয়ে যায়। ঘণ্টার প্রতিটি শব্দ ও আনমনে শোনে। একটা বেড়াল একটা বাড়ির ছাদের ওপর আস্তে আস্তে চারপায়ে এগিয়ে চলেছে। বিবর্ণ সূর্যের আলো এসে পড়েছে বেড়ালটার পিঠের ওপর। উঁচু বড় রাস্তাটার ওপর ঝড়ো হওয়ার ধুলোর কুণ্ডলি উঠেছে। আরও দূরে একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। গীর্জার ঘণ্টাটি ধীর লয়ে যথাযতির মধ্য দিয়ে একনাগাড়ে বেজে অবশেষে শস্যক্ষেতের ওপার পেরিয়ে প্রান্তরে মিলিয়ে যায়।

লোকজন গীর্জাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মেয়েদের পায়ে পালিশ করা চকচকে কাঠের জুতো। চাষীরা গায়ে দিয়েছে নতুন জামা। ছোট্ট মাথাখোলা শিশুরা ওদের সামনে লাফালাফি করছে। ওরা সবাই চলেছে বাড়ির দিকে। আর ঐ সরাইখানার দরজাটার সামনে বরাবরের মতো পাঁচ–ছয় জন লোক ব্যাডমিণ্টন খেলে চলেছে।

শীত এসেছে চলে। হুহু করে শীত পড়েছেও। যেদিনটা একটু পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল রোদ ধোয়া থাকে বিকেলে, ও বাগানটায় যায়। সেখানে বাঁধাকপির সতেজ চারাগুলির ওপর শিশিরের লম্বা রূপালি রেখা। একে অন্যে জড়াজড়ি করে আছে। কোনও পাখি নেই। পাখির কিচির–মিচিরও নেই। সব যেন ঘুমিয়ে আছে। বাগানের বাহারিলতা, খড়ে ঢাকা। ওদিকে দেয়াল বরাবর একটু এগুতেই সেই নিবিষ্ট প্রার্থনাপুস্তক পাঠরত যাজকের মূর্তি, স্প্রুস গাছের নীচে। মূর্তিটার ডান পা'টা নেই। আর মুখের ওপর থেকে তুষারের পলেস্তরা খসে বেরিয়ে আসা মূর্তির মুখটায় একটা সাদা খাদের সৃষ্টি হয়েছে।

এমা আবার ওপরে ঘরে উঠে যায়। শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। কয়লার আগুন উস্কে দেয়। পরে আগুনের তাপে আলসেমিতে পেয়ে বসতে ওর একঘেয়েমি আরও বরং অসহ্য হয়ে ওঠে। নীচেয় গিয়ে পরিচারিকা মেয়েটির সাথে কথা বলতে পারলে বোধ হয় ভালোই হতো। কিন্তু একটা লজ্জাবোধে ও কাজ থেকে এমা বিরত হয়।

প্রতিদিন একই সময়ে পাশের বাড়ির স্কুলমাষ্টার কালো স্কাল ক্যাপ পরে বাড়ির খড়খড়ি খোলেন। আর গাঁয়ের চৌকিদার তার উর্দির ওপর বল্লম ফেলে এমার বাড়ি পার হয়ে যায়। সকাল–বিকেল তিন তিনটে ডাকঘোড়ার গাড়ি আসে–যায়। ঘোড়া থামিয়ে পুকুরে ঘোড়াগুলিকে পানি খাওয়ায়। মাঝে মাঝে কোনও দোকানপাটের দরজার বাইরের ঘণ্টা বাজে। ঝড়ো হাওয়া বইতে থাকলে অনেক সময় নাপিতের দোকানের সামনে সাইনবোর্ড হিসেবে দুটি রডের মাঝখানে ঝোলানো পিতলের ছোট থালাটা টিনটিন করে বেজে ওঠে। সাজানি হিসেবে ঐ দোকানটার ফ্যাশন প্লেটে একটা খোদাই কাজ জানালার কাছে লাগানো ছিল। হলদে চুলওয়ালা এক মহিলার আবক্ষ মোমের মূর্তিও বসানো ছিল। ঐ নাপিত বেচারাও ঐ থালা বাজার শব্দ শুনে মনে করে গ্রাহক এসেছে বুঝি! এসে দেখে নাহ্? ঝড়ো হাওয়ার ভুতুড়ে কারবার এটা। সেও এই দৌড়ে আসার পরিশ্রমের অপচয়ে

ভবিষ্যতের কথা ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ওর স্বপ্নে ভাসে বড় শহরের বড় বড় চুলের ড্রেসিং-এর দোকানগুলির ব্যবসায়ের কাটতির, গ্রাহকের ভীড়ের কথা। মাদাম বোভারী চোখ তুলে তাকালেই তাঁর চোখে পড়তো নাপিতটি স্কাল ক্যাপ পরে শান্ত্রীর মতো স্থির পাহারা দিয়ে চলেছে খদ্দের কখন আসে!

কখনও বিকেলে তার কক্ষের বাইরে একটা লোকের মাথা দেখা যায়। কালো টেরিকাটা চুল। মুখটায় মৃদু উজ্জ্বল হাসি লেগে আছে। ঠোঁটের ফাঁকে ওর সাদা দাঁতের দ্যুতি। এমাকে দেখামাত্র গানের সুরে রীতিমতো ওয়াল্‌জ নাচ শুরু হয়ে যায়। কতকগুলি ছোট বানরকে গোলাপী পাগড়ি, সবুজ জ্যাকেট-ফ্রককোট পরিয়ে নাচে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর ঐ লোকটা নিজে একটা ঘরের মধ্যে যেন ঘুরে ঘুরে নেচে চলেছে। লোকটার হাতে একটি ছড়ি। ওটা মাঝেমাঝেই ডান-বাম ও এমার জানালার দিকে ঘোরাচ্ছে। ছন্দে ছন্দে। আর কিছুক্ষণ পর পর রাস্তার মাইলফলকের ওপর মুখ থেকে হলুদ রঙের লালার পিচকারী ফেলছে। ও আসলে রাস্তায়, গলিতে এভাবে নাচ-বাজনা দেখিয়ে বেড়ায়। আর এইসব নাচ-গানের প্রতিধ্বনি-ধ্বনি যে এমা পর্যন্ত গিয়ে পৌছায়না তা নয়। ও কিছুটা আলোড়িত হয়। ওর মাথায় দরবারী নৃত্য-গীতের মিছিল শুরু হয়ে যায়। মনে হয়, ও যেনো ভারতীয় কোনও নৃত্যপটিয়সী মেয়ে, গালিচায় আঁকা পদ্মের ওপর নেচে চলেছে তবলার বোলে তাধিন তাথৈ, এক স্বপ্নের দেশ থেকে আরেক স্বপ্নের দেশে যেন সে ভেসে চলে প্রতি পদক্ষেপে, বিষাদ থেকে বিষণ্নতায়। লোকটার নাচ শেষ। ও ওর টুপিটা উল্টে ধরার পর ওতে তামার কিছু পয়সাও পড়েছে। পড়েছে বেশিরভাগই এমার তরফ থেকে। লোকটা আসর বসানোর নীলচাদরের মতো পুরনো নীল কাপড়টা গুটিয়ে নেয়। অর্গানটা কাঁধে বাঁধে। তারপর ভারী পায়ে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায়। এমা ওর চলে যাওয়া দেখতে থাকে।

খাবার সময়গুলি এমার কাছে সবচেয়ে অসহ্য। নীচতলার ছোট ঘরটায় রয়েছে জ্বলন্ত উনুন। ঘরের দরজাটায় বিশ্রী ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হয়। দেয়াল ঘামে। আর এসব মিলে দুনিয়ার সকল তেতো জিনিস যেন এমার প্লেটে এসে জমে। সেদ্ধ গরুর গোশত থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়ার সাথে ওর গোপন গভীর হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে যেন গুরুতর অসুস্থতার সকল লক্ষণ বেরিয়ে আসতে থাকে। চার্লস বরাবরই আস্তে খায়। ওটা তার অভ্যেস। এমা কিছু বাদামের দানা আঙুলে নাড়াচাড়া করে অথবা কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে অয়েলক্লথের টেবিলকভারের ওপরের নকশী বরাবর ছুরির ডগা চালিয়ে আনমনা, মগ্ন থাকে।

এমা এখন থেকে ঘরকন্নার যাবতীয় যত্ন নেওয়া ছেড়ে দেয়। মাদাম বোভারী সিনিয়র এই সেদিন একটা ধর্মীয় পার্বণ উপলক্ষে ছেলের কাছে কাটাতে তোস্তে এসেছিলেন। এমার এহেন পরিবর্তনে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হবার দশা। কেননা, এর আগেও তিনি ওকে দেখেছেন তো! ও বরাবরই ঘরদোরের কাজে কতখানি যত্নবান, সতর্ক আর ধোপদুরস্ত ছিল। অথচ এখন ও গোটা দিনটাই কাপড়-চোপড় তেমন না পরেই কাটায়, অনেকটা উদাসীনভাবে কোরা কাপড় গায়ে দিয়ে থাকে আর সস্তা চর্বির মোম জ্বালায়। মুখে তার তোতাপাখির বুলি : বড়লোক নই, খরচ বাঁচানো দরকার। আর বলে : "হ্যাঁ ভালোই তো আছি, সুখে আছি, তোস্তেতে যে কী ভালো লাগে আমার!" এরকম আরও সব মন ভোলানো মধুর বচনে ও তার শ্বাশুড়ির ঠোঁট আগে থেকে সেঁটে রাখার ব্যবস্থা করে।

আসলে এমা শ্বাশুড়ির পরামর্শে কোনও গা লাগানোর দরকার মনে করে না। একবার সিনিয়র মাদাম বোভারী তাকে বলার চেষ্টা করেছিলেন, চাকর-বাকরগুলো যাতে ধর্ম-কর্ম করে ওদিকে একটু খেয়াল রাখা দরকার। কথাটা শুনে এমা এমন ক্রুদ্ধ চোখে তাকায় আর মুখে এমন বুক হিমকরা হাসি টানে যে তারপর থেকে বুড়ি আর কখনও রা করাই ছেড়ে দেয়।

এমার স্বভাব ক্রমেই খিটখিটে, বদমেজাজী হয়ে ওঠে। কী খাবার ওকে পরিবেশন করতে হবে ও নিজেই নিজেকে হুকুম দেয়। কিন্তু ওগুলি টেবিলে সাজানোর পর ছুঁয়েও দেখে না। এক একদিন সে স্রেফ দুধ খেয়ে কাটায়। আরেকদিন ডজন ডজন কাপ চা গলায় ঢালে। প্রায়ই সে জানায়, বাইরে যাবে না। আর তারপর মনের তাগিদ সইতে না পেরে জানালাটা খুলে দেয় হাট করে। হালকা কাপড়-চোপড় গায়ে চড়ায়। কাজের মেয়েটার ওপর কখনও আচ্ছা চোপা চালায়, এন্তার, আবার কখনও ওকে নানা টুকিটাকি উপহার ঘুষ দিয়ে পাঠায় কোনও পড়শী বাড়ি বেড়াতে। আবার কখনওবা দেখা যায়, ভিখিরীকে উজাড় করে দিচ্ছে ওর পার্সে জমানো রূপোলী খুচরো পয়সা। আসলে ওরও যে একটা নরম মন আছে তা অস্বীকার করার জো নেই। ও অন্যের আবেগানুভূতি সহজেই বুঝতে পারে, দু'দশটা দেহাতি গেঁয়ো মানুষের মতোই।

ফেব্রুয়ারীর শেষ চলেছে। কী এক ধর্মীয় উপলক্ষে বুড়ো রল্ত জামাই-মেয়ের জন্যে একটা চমৎকার টার্কিসহ আসেন তোস্তে। কাটিয়েও গেলেন তিনদিন। চার্লস রোগীপত্তর নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাই এমাই ওর বাবাকে সঙ্গ দেয়। বুড়ো ঘরটায় বসে ধুমপানে সময় কাটায়। উনুনে থুথু ফেলে। চাষবাস, গরু-বাছুর, হাঁস-মুরগী, পৌরসভা এইসব নিয়ে বক বক করে যায়। এভাবে কাটিয়ে তিনি যখন এবাড়ির দরজার বাইরে পা রাখলেন এমা ওঁর পিঠের ওপর দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু ব্যাপারটার বিসদৃশতার কথা ভেবে এমা নিজের ওপর নিজে অবাক হয় এই আচরণের জন্যে। আসলে এখন কারও বা কোনও কিছুর প্রতি ওর ঘৃণা-তাচ্ছিল্য আর চাপা থাকে না। কোনওরকম রাখঢাক না করে বড়ো ন্যাংটাভাবে ও লোকের দোষ ধরে। আর ওর স্বামী বেচারা ঐ অবস্থায় শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

এ দুরবস্থা, দুর্গতির কি শেষ নেই? এমা কি এথেকে বেরিয়ে আসতে পারবে না? আর দু'দশজন খানদানি ভদ্রমহিলার চেয়ে কম সে কোন্ অংশে? ভদ্রমহিলাদের জীবন কাটছে কতো সুন্দর। আর ওর? ভবায়েসার্দ জমিদারবাড়িতে তো সে অনেক কেউকেটা ডাচেসকেই দেখেছে খুব কাছে থেকে। ধুমসি, লটর-পটর মার্কা, অতি সাধারণ। তাহ'লে, হায় ঈশ্বর, এ তোমার কেমন বিচার? এমার মনে হয়। সে দেয়ালে ঝুঁকে কাঁদে, চঞ্চল প্রাণবন্ত জীবনের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে। মুখোশ পরে বলনাচ, তীব্র আবেগ, বুনো আনন্দ, যার সাথে আজো পরিচয় হয় নি এমন কারও কামনায় উদ্বেল হয় সে।

দিনদিন তনুক্ষীণ হতে থাকে এমার। বুকটা বড়ো ধড়ফড় করে আজকাল। চার্লস ওকে ওষুধ আর কর্পূরস্নানের ব্যবস্থাপত্র দেয়। তবে যা-ই করা হয়, এমা তেতে ওঠে, ক্ষিপ্ত হয় আরও বেশি।

কোনও কোনও দিন অনবরত বকবক করেই চলে। আর এই অতিউত্তেজনায় ওর প্রায় সংজ্ঞালোপের, ভাবে পাওয়ার দশা হয়। ও তখন কোনও কথা বলে না, নড়ে না, চড়ে না।

একেবারে চুপচাপ। পরে একবোতল ওডিকোলন গায়ে–কপালে ঢালতে তবে সংজ্ঞা ফিরে আসে।

এমা তোস্তেতে থাকতে চায় না। তোস্তের ব্যাপারে ওর অভিযোগের ফর্দ বিস্তর লম্বা। ওর যেন শেষ নেই। শেষ–মেশ চার্লস সিদ্ধান্তে পৌঁছায় এখানকার কিছু স্থানীয় ঘটনার ফলেই ও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আর তাই জায়গাটা ছেড়ে অন্য কোথাও যাওয়া দরকার। সেজন্য অবশ্য নিজের ডাক্তারী প্র্যাকটিসটাও নতুন করে নতুন জায়গায় শুরু করতে হবে।

পরেরদিন আবারও বিপত্তি। এবারও বোতলের সের্কা সব ঢকঢক করে গিলে ফেলেছে! শরীর স্লিম করার জন্যেই নাকি ও কাজটা করেছে। আর ওতে করে এমাকে ধরে যায় প্রচণ্ড কাশিতে। ক্ষিদে উবে যায় পুরোপুরি।

তোস্তে ছেড়ে যাওয়াটা চার্লসের জন্য সত্যিই বড়োরকমের তাগ স্বীকার। কারণ চার্লস এখানে আছে একটানা চারবছর। আর এখন যখন সবে তার পসার হতে শুরু করেছে ঠিক সেই সময়ে তোস্তে ছাড়াটা বেশ কঠিন সিদ্ধান্তই বটে। তবু উপায় নেই। সে এমাকে নিয়ে বুঁয়েত তার এ এক স্কুলশিক্ষকের কাছে যায়। এমার রোগটা মূলতঃ স্নায়বিক। ওর জন্য হাওয়াবদল দরকার। খোঁজখবর করতে জানা গেল, নিউফশাতেল জেলায় একটা ছোট্ট গ্রামমার্কা শহর আছে। নাম য়োঁভিল ল' আবায়ে। এই শহরে একজন পোল শরণার্থী ডাক্তার প্র্যাকটিস করতেন এতদিন। গত হপ্তায় তিনি এখান থেকে কেটে পড়েছেন। আর এর ভিত্তিতে চার্লস ঐ শহরের কেমিষ্টকে চিঠি লিখে তাকে শহরটার লোক কতো, ওখান থেকে কতোদূরে আরেকজন প্র্যাকটিস করেন, পোল ডাক্তারের বার্ষিক আয় কেমন ছিল ইত্যাদি জানতে চাইল। চিঠির জবাবে জানা গেল, ওখানকার অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক। এমার স্বাস্থ্যটা ঠিক থাকলে আগামী বসন্তে ওখানে যাওয়া ঠিক করে চার্লস।

চলে যেতে হবে বলে এমা একদিন ড্রয়ারটা পরিস্কার করছিল। ওটা করতে গিয়ে ওর আঙুলে কি যেন ফুটে যায়। ওটা তার বিয়ের সেই ফুলের তোড়াটা। কমলাফুলের তোড়া। ওরই একটা ওর আঙুলে ফুটে গেছে। তোড়াটার ফুলের রং হলুদ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। ওতে ধুলো পড়েছে প্রচুর। রূপালী বর্ডার দেওয়া সাটিনের ফিতেটার ফুলের রং হলুদ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে। ওতে ধুলো পড়েছে প্রচুর। রূপালী বর্ডার দেওয়া সাটিনের ফিতেটাও কিনারে ঝুলঝুল করছে। ও তোড়াটা আগুনে ফেলে দেয়। শুকনো খড়ের চেয়েও দ্রুত দপ করে জ্বলে ওঠে ওটা। দেখতে দেখতে ছাই হয়ে গেল তোড়াটা। খোলস গলে গেল। তারগুলি বেঁকেচুরে গেল। কাগজের বেরিফলগুলি ফেটে গেল। অবশেষে পোড়া ফুলের পাপড়ি ও কাগজগুলি কালো প্রজাপতির পাখনার মতো উনুনের পাশে পত পত করতে থাকলো, কিছু চিমনির ওপরে উঠে গেলো গরম বাতাসে।

বোভারী দম্পতি মার্চ মাসে যখন তোস্তে ছাড়ে তখন মাদাম বোভারী সন্তানসম্ভবা।

২য় পর্ব

॥ ১ ॥

য়োঁভিল ল'আবায়ে (এখানে একটি কাপুচি খৃষ্টীয় সন্ন্যাসীমঠ ছিল)। এই প্রাচীন মঠটির বর্তমানে ধ্বংসাবশেষের চিহ্নও নেই। রুয়েঁ থেকে ২০ মাইল দূরে আসলে এটা একটি বড় গ্রাম। এখানে একটি বাজার আছে। আবেভিল ও বভাই মহাসড়কের মাঝে রিউল নামে একটি পাহাড়ি নদীবিধৌত ছোট্ট এক উপত্যকায় এ জনপদের অবস্থিতি। নদীটা আঁদেলে সাগরে গিয়ে মিশেছে। তার কিছু আগে এই নদীর পাড়ে আছে তিনটি পানিচালিত কল। ওখানে নদীটায় কিছু কিছু ট্রাউটমাছ দেখা যায়। ছেলেরা রোববারগুলোয় নদীতে ছিপ ফেলে মাছ ধরে সময় কাটায়।

লা বয়সিয়েরের কাছে বড় সড়ক থেকে নেমে লিউ পাহাড়ের দিকে কেউ এগুলে উপত্যকাটা তার চোখে পড়বে। নদীটা ঠিক এই উপত্যাকার মাঝ বরাবর দিয়ে চলে গেছে। আর এর ফলে নদীর দুই পারে দুটি ভিন্ন প্রকৃতির প্রাকৃতিক অঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। নদীর বামতীরের এলাকা চারণভূমি। ডানতীরের গোটা অঞ্চল আবাদী। মেঠো জমি ছোট ছোট পাহাড়ের গা ঘেঁষে নদীর অন্য তীরের ব্রে অঞ্চলেরও চারণভূমিতে গিয়ে মিশেছে। আর পুবদিকে ক্রমে ঢালের মতো উঁচু হয়ে যাওয়া সমভূমি চওড়া হয়ে গিয়ে দূরে সোনালী গমের ক্ষেতে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। চারণভূমির ঘেসো জমির মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে পানির নালা। আর ওর ফলে মেঠোজমি আর উঁচু সড়কের মাঝ বরাবর একটি সাদা রেখায় দুটি অঞ্চলে ভাগ হয়ে গেছে। এভাবে গোটা অঞ্চলের ছবি হয়ে উঠেছে অনেকটা একটা খোলা আলখেল্লার মতো। গোটা জমিনটা যার সবুজ, শ্যামল আর কিনার রূপালী রেখায় নকশীদার।

সামনে দিগন্তরেখা বরাবর আরগুইল বনের ওকগাছের জঙ্গল। পাশে সেন্ট জ্যাঁ পাহাড়ের খাড়া অংশ। খাড়া এই পাহাড়গুলির ওপর থেকে যেন লাল রেখার অসমান আঁকি-বুঁকি। ওগুলি আসলে বৃষ্টিধারা নেমে আসার দাগ বা খাত। পাহাড়ের ধুসর-গায়ে এই গেরুয়া রেখাগুলি সরু হলেও খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে একারণে যে, ঐ পাহাড় এলাকায় রয়েছে বেশ কতকগুলি লোহার উপাদানময় পানির ঝর্ণা। ঐ পানির গুণেই দাগগুলি অত স্পষ্ট। এ পানিধারা নেমে গেছে কাছের এলাকায়, সমতলে।

এলাকাটা নর্মাণ্ডি, পিকার্ডি ও ইলে দ্য ফ্রাঁসের মিলনভূমি। এটিকে পিতৃপরিচয়হীন অঞ্চলও বলা হয়। এ অঞ্চলের ভাষার উচ্চারণের যেমন মা-বাপ নেই, তেমনি এলাকার নিসর্গের কোনও বৈশিষ্ট্যও নেই। এখানেই তৈরি হয় গোটা নিউফশাতেল জেলার সবচেয়ে বিদঘুটে পনির। এখানে চাষাবাদও খুব ব্যয়সাপেক্ষ। কেননা, এখানকার বালি-কাঁকুরে

মাটিতে ফসল ফলাতে প্রচুর সার লাগে।

১৮৩৫ সাল পর্যন্ত য়োঁভিলে যাওয়ার জন্য উপযোগী রাস্তাই ছিল না। তবে এই সময় নাগাদই একটা সংযোগ সড়ক নির্মাণ করা হয় আবেভিলের রাস্তা থেকে অ্যামিয়েসের সড়ক পর্যন্ত। ফ্ল্যানডার্স অঞ্চলে রুয়েঁ থেকে যেসব ঘোড়ায়টানা মালবাহী গাড়ি যায় ওরা মাঝে মাঝে এ রাস্তাটা ব্যবহার করে। এর ওপর দিয়ে নতুন নতুন রাস্তা বিভিন্ন জায়গায় চলে যাওয়ায় য়োঁভিল-ল-আবায়ের কোনও হেরাবদল ঘটে নি। এখাকার লোকেরা তাদের জমির উর্বরতা বাড়ানোর চেয়ে চারণভূমি বজায় রাখতে বেশি আগ্রহী। অমন জমির দাম যতোই কম হোক সেটা নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় না। সমতল থেকে দুরে এক-আধটু যা ফলের বাগান গড়ে উঠেছে সেগুলি স্বাভাবিককারণেই নদী ও পাহাড়ি এলাকার ধার ঘেঁষে। নদীর ধারে গরুর পালের পানি খাওয়ার দৃশ্যের মতো দুর থেকেও ঐ বর্ধিষ্ণু ফলের বাগানগুলির শ্যামালিমা চোখে পড়ে।

সেতুটার ওপারে পাহাড়ের কিনার থেকে একটি রাস্তার শুরু। রাস্তার দু'ধার দিয়ে অ্যাস্পেনবীথির সারি। ও রাস্তাটাই সোজা চলে গেছে এ এলাকার প্রথম বাড়িটায়। এটা একটা গ্রাম। গ্রামের বাড়িগুলি কাঁটামেহেদি বা অন্য কোনও গাছের বেড়ায় ঘেরা। বাড়িগুলির চৌহদ্দির মাঝখানে কাচারির আঙিনায় নানাধরনের নড়বড়ে ঘর। সিডার মদের মাড়াই কল, গাড়িঘর, ঘন গাছগুলির তলায় চোলাইকল। গাছগুলির ডালে মই, খুঁটি, কাস্তে নানারকমের জিনিসপত্র টাঙানো কিংবা ঠেকানো। অল্প দূরেই রয়েছে কামারশালা। ওরপর ঘোড়ার গাড়ির চাকা তৈরীর ছুতারশালা। ওখানে প্রায় পুরো তৈরী দু'তিনটে গাড়ি তৈরি অবস্থায় খাড়া করা। যার ফলে রাস্তা আটকে আছে। এরপর খোলা চত্বর পেরুতেই চোখে পড়বে একটা সাদা বাড়ি। বাড়িটার সামনে সবুজ তৃণদামঢাকা একটা আঙিনায় দাঁড়ানো একটা কিউপিড মূর্তি। কিউপিডের আঙুল ঠোঁটে ঠেকানো। বাড়িতে গিয়ে ওঠা সিঁড়ির দু'প্রান্তে দু'টি পিতলের ভাস। দরজায় পিতলের নেমপ্লেট ঝকঝক করছে। ওটা একজন নোটারী উকিলের বাড়ি। এই এলাকার সেরা বাড়িতো ওটাই।

রাস্তার ওপারে আরও বিশ পা এগুলে দাঁড়িয়ে আছে গীর্জাঘর। এর চারপাশ দিয়ে আছে ছোট গোরস্তান। ওটা বুকসমান উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। গোরস্তানটিতে এত বেশি কবর যে কবরের স্মৃতিপাথরগুলি মাটিতে বসে গিয়ে মাটির প্রায় সমান হয়ে গেছে। যেন একটা পাথরের একটানা পথই তৈরি হয়ে গেছে। ওগুলির অস্তিত্ব এখন বোঝা যায় নিয়মিত ব্যবধানে সবুজ ঘাস গজিয়ে তৈরী হওয়া ছোট ছোট বর্গ লক্ষ্য করে। ১০ম চার্লসের রাজত্বকালের শেষের দিকে গীর্জাটির পুনঃনির্মাণ করা হয়। গীর্জার কাঠের ছাদ ওপর থেকে পচে যেতে শুরু করেছে। ওটার নীলরঙের মাঝেমাঝে কালো গর্ত দেখা যয়। দরজার ওপরে যেখানে গীর্জার অর্গান রাখার জায়গা সেখানে পুরুষদের জন্য একটা চিলেকোঠা দেখা যায়। ওটায় একটা ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে। কাঠের খড়মের আওয়াজে ওটা রীতিমতো কাঁপতে থাকে।

সাদাকাঁচের জানালা দিয়ে গীর্জার হলঘরে দিনের আলো ঢোকে। দেয়াল বরাবর সারি করা গীর্জার বসার আসনে ঐ আলো পড়ে তীর্যক হয়ে। আসনগুলির এখানে-সেখানে কোনও কোনওটাতে পাতির মাদুরে ঢাকা। আর আসনটা কার তাতে মঁসিয়ে/মাদাম অমুক, অমুক ইত্যাদি নাম লেখা। আরও একটু এগিয়ে যেখানে গীর্জাঘরের দালানটি কিছু সঙ্কীর্ণ

হয়েছে—ওটা আসলে নিজ পাপ-স্বীকারের কাঠগড়া। ওটা কুমারী মেরীমূর্তির পাশেই ঝুমকার আকৃতি একটা জায়গা। কুমারী মেরীর মূর্তিটায় সাটিন-কাপড় পরানো। মাথা ও শরীরের পেছন দিকটায় রেশমী জরিদার কাপড় আর একইসাথে সেটা রূপালী তারকাখচিত। কুমারীর মেরীর গণ্ডদেশ স্যাণ্ডউইচ দ্বীপের বিখ্যাত পুতুলের মতোই লাল। পরিশেষে রয়েছে ফ্রান্সের মাননীয়-স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপহার দেওয়া 'হলি ফ্যামিলি' গ্রন্থের একটি কপি। ওটা রক্ষিত একটি উঁচু বেদীর ওপর। ওর দু'পাশে দু'জোড়া মোমবাতি।

য়োঁভিল দ্য'আবায়ের বাজারটি বলতে ২০টি থামের ওপর দাঁড় করানো, টালিবসানো ছাদকে বোঝানো যেতে পারে। ওটা য়োঁভিলের পৌরচত্বরের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে আছে। প্যারীর একজন স্থপতি এই নগর মিলনায়তনের নকশা করে দিয়েছেন। ওটাকে কার্যতঃ একটা গ্রীক মন্দিরও বলা যায়। কেমিষ্ট তথা ওষুধ ব্যবসায়ীর দোকানের কোণটা দখল করে আছে ওটা। ওর নীচতলায় তিনটি আয়োনীয় মডেলের স্তম্ভ। প্রথমতলা একটা অর্ধবৃত্তাকার গ্যালারি। আর যে গম্বুজটা ওপরে বসে আছে এ ইমারতের ওখানে আবার বসানো রয়েছে একটা গল মোরগ। ওর একটা পা পৌরঘোষণামূলক ফলকের ওপর আর আরেক পায়ে ধরা রয়েছে ন্যায়বিচারের প্রতীক দাঁড়িপাল্লা।

কিন্তু এসব ছাড়িয়ে আগে সবার চোখে পড়ে মঁসিয়ে হোমার ওষুধের দোকানটা। এটা লিওঁ দিওর ইন 'গোল্ডেন লায়ন' হোটেলের ঠিক উল্টো দিকে। সাঁঝবেলাতেই বিশেষ করে একটি বড় আকারের গ্যাসের উজ্জ্বল বাতি জ্বালানো হয়। ওষুধের দোকানে রাখা নীল-লাল [illegible] কাঁচের জারে ঐ আলো প্রতিফলিত হয়ে রাস্তায় পড়ে। আর সেই আলোর উজ্জ্বলতায় দেখতে পাওয়া যাবে কেমিষ্ট মঁসিয়ে হোমা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন। তাঁর ঐ দোকানঘরটার ওপর থেকে নীচে অবধি জুড়ে আছে নানাধরণের বিজ্ঞাপনের প্ল্যাকার্ডে। কোনওটা বড় হাতে লেখা। কোনওটা গোল, ছাপা নানা রকম ওষুধের বিজ্ঞাপন ওসব। দোকানের নিজস্ব সাইনবোর্ডটা জুড়ে আছে গোটা দোকানের প্রস্থ জুড়ে। সোনালী হরফে লেখা, "হোমা, কেমিষ্ট"। দোকানের পেছনের দিকটায় যেখানে বড় একটা ওজন দেওয়া দাঁড়িপাল্লা টাঙানো রয়েছে সেখানকার কাউন্টারে একটা কাঁচের দরজার ওপরের দিকে 'লেবরেটরী' কথাটি কালোপটভূমিতে সোনালী হরফে লেখা রয়েছে। নীচে হোমা এ নামটাও আবার দেওয়া রয়েছে।

এই দোকানটার পর অবশ্য য়োঁভিলের আর তেমন দেখার কিছু নেই। একটামাত্র রাস্তা এখানে। ১০০ গজের মতো লম্বা। রাস্তাটার বাঁক নিলেই পৌঁছানো যাবে গোরস্তানে। সেন্ট জঁ্যা পাহাড়ের পাশ দিয়ে ওখানে যাওয়াটা সবচে' সুবিধেজনক। ওটা একটা শর্টকাট। এ জনপদে কলেরা মহামারীর সময় গোরস্তানটার একদিকের একটা দেওয়াল ভেঙে ওটা আরও বাড়ানো হয়েছে আরও তিনএকর জায়গা কিনে। কিন্তু নতুন এ কেনা জায়গার প্রায় পুরোটাতেই এখনও কোনও সমাধি বসে নি। গোরস্তানের যিনি তত্ত্বাবধায়ক তিনি কবরখননকারী ও গীর্জার কর্মচারীও। তিনি গোরস্তানের এই অব্যবহৃত জায়গাটা নিজের জন্য আলুচাষের কাজে লাগিয়েছেন। আর এভাবে লাশের সুবাদে ডবল লাভ ঘরে তোলার ব্যবস্থা হয়েছে। তবে যত বছরই যায় এ জমির আয়তন কবর পড়ার কারণে ছোট হতে থাকে। আর কোনও মড়ক দেখা দিলে তো বেচারা দোটানায় পড়ে, লাশ দেখে ও আনন্দ করবে না গোর দিতে শোক করবে !

একদিন তো গীর্জার যাজক ওর মুখের ওপর বলেই ফেললেন, "ওহে, লাশ পড়লেই তো তোমার খাইখোরাকের ভালো ব্যবস্থা হয় তাই না?" এরকম একটা কঠোর মন্তব্য হজম করতে করতে গোরস্তান তত্ত্বাবধায়ক কথাটা চিন্তা করে দেখে। কিছুদিনের জন্য কিছুটা সংযত হয়। কিন্তু তার ঐ আলুচাষ ছোটখাটো আকারে চলতেই থাকে। লোকটা যুক্তি খাড়া করে, আমি তো আর করি না, আলুগুলি এমনিই তো হচ্ছে।"

মোটকথা বহুকাল ধরেই য়োঁভিল একইরকমের রয়ে গেছে। বদলায়নি তেমন। গীর্জার ওপরে বহুকাল যেমন আজও সেই তিনরঙা পতাকাই উড়ছে।

যেদিন সন্ধ্যেয় ডাক্তার চার্লস বোভারী ও মাদাম বোভারীর য়োঁভিলে আসার কথা ঐ দিন 'গোল্ডেন লায়ন' সরাইখানার মালিক বিধবা লাফ্রাঁসোয়া খুব ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে কাজ করছিলেন। সসপ্যান নাড়ার সময় প্রচুর ঘামছিলেন তিনি। আগামীকাল আবার হাটবার। আগেভাগে মাংস বেছে-কুটে রাখতে হবে। মুরগীগুলো জবাই করে বানিয়ে রাখতে হবে। স্যুপ, কফি বানাতে হবে, কতো কাজ! শুধু তাই নয়, হোটেলে যেসব গ্রাহক-বোর্ডার রয়েছে তাদের খাবারের তদারকি করা ছাড়াও ডাক্তার, ডাক্তারের বৌ ও ওদের পরিচারিকার আপ্যায়ন করতে হবে। তাই ভয়ানক ব্যস্ত মাদাম লাফ্রাঁসোয়া। ইত্যবসরে বিলিয়ার্ড রুম থেকে হাসির হুল্লোড় ভেসে আসে। পাশের একটা ছোট কক্ষ থেকে তিনজন মিলশ্রমিক ব্র্যাণ্ডি দেবার জন্য হাঁক-ডাক করছে। কাঠ দাউ দাউ করে পুড়ছে, তপ্ত কড়াই থেকে হিসহিস আওয়াজ উঠছে। আর রান্নাঘরের লম্বা টেবিলে কাঁচা খাসির মাংসের বড় খণ্ডগুলির মধ্যে প্লেটের পাহাড় জমে আছে। একটা কাঠের খণ্ডের ওপর সব্জি রেখে কোপ মেরে কাটা হচ্ছে। আর সেই আঘাতের সাথে সাথে টেবিলের প্লেটগুলিও খড় খড় করে নড়ছে। আওয়াজ তুলছে। ওদিকে, হাঁস-মুরগীর খামারের দিকটা থেকে মুরগীর প্রচণ্ড কক কক আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কেননা, চাকর-বাকরেরা ওগুলির গলা মটকানোর জন্যে ধরতে ছুটোছুটি করছে।

অল্প গুটিবসন্তে দাগ মুখে দেখা যায় এমন একটি লোক সবুজ চামড়ার চপ্পল পায়ে চিমনির গায়ে হেলান দিয়ে তাপ পোহাচ্ছে। লোকটার মাথায় ভেলভেটের টুপি। টুপিতে সোনালী রঙের একটা রেশমী থোপা। তার চেহারায় একটা শান্ত, সুখী ভাব। মনে হয় জীবনটাকে সে তার ঠিক মাথার ওপর ঝোলানো খাঁচায় চুপচাপ বসে থাকা ক্ষুদে গায়ক পাখিটার মতোই শান্তচিত্তে গ্রহণ করেছে। এ লোকটাই কেমিষ্ট। মঁসিয়ে হোমা।

"আর্তেমিস", জলদি পানির বোতল আর ব্র্যাণ্ডি নিয়ে আয়', হোটেলকর্ত্রী চিৎকার করে বলে। লোকজন যা আসার কথা ওদের আমরা ফল, মিষ্টি কী-ই বা দেব, হায় হায়, কী ঝামেলায় পড়লাম রে বাবা, বিলিয়ার্ড রুমের ব্যবসায়ী খদ্দেরগুলিতো চেঁচামেচি শুরু করেছে দেখছি!" ওরা বোধহয় এখুনি রওনা দেবে মনে হচ্ছে। ঘোড়াগাড়িগুলি তো দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের ঘোড়ারগাড়িগুলি এখানেও ঠায় দরজার কাছে সেইথেকে দাঁড়িয়ে। ওরা এখন মনে হচেছ খেলতে শুরু করছে। আর ওরা যখন ওদের খেলা শেষ করবে তখন হয়তো আরেকদল এসে টেবিলটার ওপর চড়াও হবে। "আরে পোলিটকে ওটা তুলে রাখতে বলো তো, কে আছো? দেখুন তো মঁসিয়ে, ব্যাপারটা একবার বুঝুন, সেই সকাল থেকে ওরা বিলিয়ার্ড খেলছে, ১৫ দফা খেলা শেষ হয়েছে এর মধ্যে। আট জগ সিডার শেষ করেছে। ওরা আমার বিলিয়ার্ড টেবিলটার কাপড়ের কভার ছিঁড়ে ফেলবে

যে !” মহিলা বলে আর ওদের দিকে দূর থেকে দেখে। ওর হাতে একটা ছাঁকনি।

“আরে ওতে আর এমন কি লোকসান হবে”—মঁসিয়ে হোমা জবাব দেয়, “আরেকটা কিনে নেবেন, ক্ষতি কী?”

“আরেকটা বিলিয়ার্ড টেবিল ! কিনবো?” যেন আকাশ থেকে পড়েন বৃদ্ধা।

“আসলে ওটাই হবে আপনার জন্যে সবচেয়ে ভালো, মাদাম লাফ্রাঁসোয়া, আপনার ও টেবিলটা নড়বড়ে। তাই বলি কি, আপনি কিন্তু আপনার খুব বড় ক্ষতিই করছেন আপনি। আজকাল বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়েরা টেবিলে ছোট পকেট আর ভারী ছড়ি চায়, জানেন? এখন সবকিছু বদলে গেছে। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতেই হবে। তেলিয়ারের ব্যাপারটাই দেখুন না !”

মাদাম লাফ্রাঁসোয়ার মুখটা রাগে গনগনে হয়ে ওঠে। আর কেমিষ্ট সাহেব তো বলেই চলে—

“আপনার যা পছন্দ আপনি তা-ই বলবেন, ওর টেবিলটা এই আমাদের টেবিলটার চেয়ে ছোট। একথা হয়তো বলতে চাইবেন, আরে ও তো প্যোল্যাণ্ডের জন্য দরদের ভান করে চাঁদা উঠিয়ে পেটে ভরেছে কিংবা লিওঁর বন্যার্তদের সমব্যথী সেজে দান মেরেছে—”

“আরে ওর মতো ভিখিরী আমাদের কি ভয় দেখাবে”, গোল্ডেন লায়নের কর্ত্রী তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলেন, “আরে শুনুন মঁসিয়ে হোমা, যতোদিন গোল্ডেন লায়ন খাড়া থাকবে ততদিন খদ্দেররা এখানেই ভিড়বে। কারণ আমরা জানি, কাজ কিভাবে গোছাতে হয়। দেখুন, কোনদিন না এক চমৎকার সকালে কাফে ফ্রাঁসে বসে যায় আর ওর শাটারের বাইরে একটা চমৎকার ছোট্ট নোটিশ ঝোলে। আর আপনি কি না বলছেন, আরেকটা বিলিয়ার্ড টেবিল কেনা দরকার ! হুঁহ!” তারপর মহিলা নিজমনেই গজরাতে থাকেন ঃ “এই টেবিলটা কতো চমৎকার ! এটা দিয়ে ইস্তিরীর কাজ চমৎকার চলে। আর হোটেলে যখন খদ্দেরে তিলধারণের জায়গা থাকে না মৌসুমে তখন এর ওপরেই ছয়জন পর্যন্ত খেলোয়াড় শুয়ে কাটাতে পারে, আর বলে কিনা ওটা অচল মাল? কিন্তু হিভারর্তটা কৈ? সেতো এখনও এলো না !”

“আপনি কি তাহলে আপনার ভদ্রলোকদের ডিনারের জন্য ওর অপেক্ষা আছেন?” কেমিষ্ট জানতে চায়।

“অপেক্ষায়? ওর জন্যে? কিন্তু মঁসিয়ে বিনে? কাঁটায় কাঁটায় ঠিক ছ'টা বাজুক, আপনি দেখবেন, উনি ঢুকছেন। কথা দেওয়া, সময় রক্ষায় বোধহয় এ দুনিয়ায় ওর জুড়ি নেই। আর দেখবেন ও ভদ্রলোক ঠিকই এখানকার ছোট ঘরটায় ঠিক নিজের জায়গা করে নিয়েছেন। ও মরে গেলেও অন্য কোন জায়গায় বসে খাবেই না ! ভদ্রলোক এতো কথা কম আর আস্তে বলে ! সিডারের ব্যাপারেও খুবই সংযত। মঁসিয়ে লিওঁর ব্যাপারটা আবার ঠিক উল্টো। উনি কোনও কোনও সময় সাত, এমনকি সাড়ে সাতটা বেজে যাবার পরেও আসেন। তিনি খাওয়ার সময় অতশত খুঁটিয়েও দেখেন না তিনি কি খাচ্ছেন। চমৎকার প্রাণবন্ত তরুণ। কোনও অবস্থাতেই তিনি কড়া কথা বলেন না।”

“আসলে একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ও একজন পুরনো মাথামোটা সৈনিক ও পরে কর-আদায়কারী সাধারণ কর্মচারীর মধ্যে বিরাটরকেমর তফাৎ তো থাকবেই”।

ছ'টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে মঁসিয়ে বিনে ‘গোল্ডেন লায়ন’ সরাইখানায় প্রবেশ করলেন।

পরনে নীলরঙের কোট। হালকা, পাতলা শরীরে ওটা টানটান সেঁটে আছে। ওর চামড়ার টুপিটার সামনে বেরিয়ে আসা অংশটি উল্টে থাকায় ওর চকচকে টাকের অংশবিশেষ দেখা যায়। সবসময় টুপি পরে থাকার ফল অবশ্য এটা। কালো কাপড়ের ওয়েস্টকোট, ধূসর ট্রাউজার ও বার্ণিশ করা বুটজুতো—এহলো মঁসিয়ে বিনের সারাটা বছরের পোশাক। হালকা, সরু গোঁফ জোড়া ওর আকর্ষণহীন মুখটা জুড়ে রয়েছে ফুলবাগানের মতো। চোখ দু'টো ছোট। নাক খাড়া। সবরকমের তাস খেলায় চৌকশ। শার্প শ্যুটার। লেখায় হাত অপূর্ব। ও একাধারে একজন শিল্পী ও বুর্জোয়া মানসিকতার লোক।

এহেন মঁসিয়ে বিনে গোল্ডেন লায়ন হোটেলের ছোট পার্লারটার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। ঐ ঘরে তখন মিলের সেই তিনজন শ্রমিক যারা যাগে সৈনিক ছিল নরক গুলজার করছিল। ওদের ওখান থেকে বেরিয়ে আসা ও হোটেল বয়দের তার জন্যে জায়গাটা গোছগাছ করা অবধি টুঁ শব্দটি না করে তিনি ওখানটায় ঠায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তিনি ঐ পার্লারের দরজা বন্ধ করে বরাবরের মতো টুপিটা খুলে নিলেন।

হোটেলকর্ত্রী ও কেমিষ্ট আবার দু'জনে একা হ'তেই মঁসিয়ে হোমা মহিলার উদ্দেশে বললেন, "অন্ততঃ ভদ্রভাবে হলেও কিছু বলতে তার জিভ আটকায় না নিশ্চয়"।

"আজকের মতোই সে বরাবরই বেশি কিছুই বলে না" মহিলা জবাব দেন। "গেল হপ্তায় দু'জন ব্যবসায়ী ব্যবসার কাজে ঘুরতে এখানে উঠেছিল। কি মজাদার আর দিলখোলা লোক দুটো! এমন মজার মজার কথাবার্তা জুড়ে দিল যে হাসতে হাসতে আমারই দম ফাটার জোগাড়। কিন্তু অমন একটা অবস্থাতেও মঁসিয়ে বিনে ভ্যাদা মাছের মতো ভোম্বলদাসটি হয়ে রইলেন। মুখ দিয়ে শব্দ বেরুল না।"

"ঠিক" বললো কেমিষ্ট, "লোকটার কোনও রসবোধ বা উপস্থিতবুদ্ধি কিছুই নেই যা একজনকে সামাজিক, মিশুক ও ভদ্রব্যক্তি করে তোলে।"

"কিন্তু আপনি যা-ই বলুন লোকেতো বলে, লোকটার মাথায় ঘিলু আছে,—ট্যাকে রেস্তও আছে", হোটেলকর্ত্রী মাঝখান থেকে ফোঁড়ন কাটে।

"ঘিলু, রেস্ত, হুঁহ। ঐ লোকটার মাথা আছে!" মঁসিয়ে হোমা আকাশ থেকে পড়ে। "তা ওর লাইনমাফিক ওটা সম্ভব হতে পারে," শান্ত গলায় বলে। তারপর কথার ফুলঝুরি ঝরিয়েই চলে কেমিষ্ট—

"বড় ব্যবসায়ী, ছড়ানো ব্যবসায়, অনেক যোগাযোগ, লেন-দেন, একজন ডাক্তার, কেমিষ্ট স্বভাবতঃই আপনভোলা, খেয়ালী, এমনকি, খুঁতখুতে হবে তাতে আর এমন অবাক হবার কি আছে। ইতিহাসে এধরণের নজিরতো ভুরি ভুরি। ওরা কিছু চিন্তা অন্ততঃ করে বলেই এমনটা হয়। এই আমার কথাই ধরুন না, একটা ওষুধের নামের লেবেল লিখবো। ডেস্কের ওপর সেটা মনে মনে খুঁজছি তো খুঁজছি। মানে আসলে ভাবছি। ভাবে ধরেছে আর কি। মানে ওটা ওর জায়গায় পাওয়াই গেল না, কেননা, ওটা তো খোদ নিজের কানেই গোঁজা রয়েছে সেই কখন থেকে!"

এইফাঁকে মাদাম লাফ্রাঁসোয়া দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন, তার সেই ল্যাজঝোলা জুড়িগাড়িটা আসছে কি না। হঠাৎ সেই সময়েই আরেকটা লোক দেখে মাদাম চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কালো পোশাক-পরা একটা লোক ঐ সময় হঠাৎ রান্নাঘরে এসে ঢুকলো। আঁধারে

যতটুকু চোখ চলে তাতে বোঝা যায়, লালমুখো লোকটার দেহের গঠন খেলোয়াড়দের মতো তৈরি করা।

"কি করতে পারি আপনার জন্যে মঁসিয়ে কুরে, তা কি মনে করে?" মাদাম লাফ্রাঁসোয়া ফায়ারপ্লেসের তাকের ওপর খিলানসারির মতো সাজিয়ে রাখা মোমবাতির সার থেকে তামার পাত্রে রাখা একটি মোমবাতি সরাতে সরাতে জিজ্ঞাস করেন। "কিছু খাবেন? দেব? অল্পকিছু দারচিনির রস কিংবা একপাত্র মদ?"

যাজক মহোদয় অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ঐ প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জানিয়ে বললেন, তিনি তাঁর ছাতাটার জন্যে এসেছেন। দু'একদিন আগে তিনি আর্ণেমো কনভেণ্টে ঐ ছাতাটা ফেলে এসেছিলেন আর পরে মাদাম লাফ্রাঁসোয়াকে অনুরোধ করেছিলেন ওটা তাঁর যাজকাবাসে পাঠিয়ে দিতে। কেননা, ঐ সময়ে গীর্জায় আঞ্জেলাসের ঘণ্টা বাজায় তাঁকে গীর্জার দিকে চলে যেতে হয়েছিল। যাঁহোক, যাজক ভদ্রলোক যেতেই কেমিষ্ট মন্তব্য করে, যাজক মহোদয়ের আচরণ আদৌ ভদ্রোচিত হয় নি। আর তিনি যে মাদামের মেহমানদারীর প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন সেটাও তার খুবই ন্যক্কারজনক ভণ্ডামি। তার মতে, সব ব্যাটা যাজক-পুরুতই ভয়ানক ধূর্ত। আসলে ওরা ওদের রাজত্ব আবার জাঁকিয়ে বসতে চায়।

ব্যাপারটায় হোটেলকর্ত্রী একটু হকচকিয়ে গেলেও এখন সে যাজকের পক্ষে কোমর বেঁধে সাফাই গাইতে শুরু করে।

"ও আপনার মতো একগণ্ডা লোককে ওর হাঁটুর ওপর তূর্কী নাচন নাচাতে পারে জানেন? ক্ষমতা আছে ওর। এইতো গেল বছর, ও আমাদের লোকদের খড়বিচালির বোঝা বয়ে আনতে সাহায্য করেছে। ও একাই ছয় ছয়টা বোঝা একসাথে বয়েছে। অ্যাতো শক্তি ধরে ও!"

"সাব্বাশ, বেড়ে, তবে আর কি," কেমিষ্ট বলে ওঠে, "আর দেরি না করে আপনার মেয়েগুলিকে গীর্জায় 'কনফেশন'-এর জন্য ওঁর কাছে পাঠিয়ে দিন না, আপনার এই মেজাজশরীফটা বজায় থাকতে থাকতে! আমার যদি ক্ষমতা থাকতো এই দেশের, তাহ'লে এই যাজকব্যাটাদের মাসে মাসে একবার করে রক্ত নিংড়ে বের করে নেবার ব্যবস্থা করতাম। জিহ্বাঁ মাদাম, ফি মাসই ও আয়োজনটা হ'তো পুলিশ আর নৈতিকতার স্বার্থে।"

'থামুন তো মঁসিয়ে হোমা। আপনি তো অবিশ্বাসীদের একজন। আপনার আবার ধর্ম আছে নাকি?' কেমিষ্ট জবাব দেয়ঃ "আছেই তো, আমার একটা ধর্ম ঠিকই আছে। ওটা আমার ধর্ম। অন্ততঃ চালিয়াত, এই ভেকধারী যাজকবাবাজিদের চেয়ে আমি অনেক বেশি ধার্মিক। আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি। আমি বিশ্বাস করি সেই পরমেশ্বরে যিনি সর্বোচ্চ, মহান। আমি স্রষ্টায় বিশ্বাস করি তা তিনি যে-ই হোন। নাগরিক হিসেবে ও পরিবারের কর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে কে আমাদের এই ধুলির ধরায় পাঠিয়েছেন সেটা আমার বড়ো ভাবনার বিষয় নয়। তবে তাই বলে সেজন্যে আমায় গীর্জায় গিয়ে হত্যে দিতে হবে, রূপোর থালায় চুমো দিতে হবে আর তার সুবাদে যাজক-পুরুতেরা ও আরও একপাল অকর্মা আমাদের পকেট কেটে গতরে চর্বি চড়াবে, আমাদের থেকেও অনেক বেশি আয়েশের হাওয়া গায়ে লাগাবে এরকম কাজে আর যাইহোক, অন্ততঃ আমার কোনও দরকার নেই। কারও ঈশ্বরকে ডাকা দরকার হলে সে বনজঙ্গলে, মাঠে-প্রান্তরে, এমনকি, গুহায় বসে ধ্যানে ডাকতে পারে। আমার ঈশ্বর সক্রেটিসের, ফ্রাঙ্কলিনের, ভলেতয়ারের,

বারাঞ্জারের। যে বুড়ো বাগানে বেড়ায় হাতে ছড়ি নিয়ে, তার বন্ধুদেরকে চালান করে দেয় তিমিঙ্গিলের মতো তিমির পেটে, চিল্লে মারা যায় আর তিনদিন পার হলেই আবার উঠে বসে তাকে আমি তো আর ঈশ্বর স্বীকার করতে পারি না। ঐ লোকগুলির কাজকারবারই উদ্ভট যা সকল চাক্ষুস নিয়মসূত্রের উল্টো। আর এইসবে আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে, যাজকরা বরাবর অজ্ঞানতার রোগে ভোগে, আর সবলোককে টেনে নিয়ে ঐ রোগে মজায়।

ও বক্তৃতা থামায়। থামিয়ে খোঁজে ওর কেউ শ্রোতা আছে কি না। কেননা, ও কথার খৈ ফোটানোর তোড়ে একসময় ওর যেন মনে হচ্ছিলো ও কোনও নগরপরিষদে ভাষণ দিচ্ছে। কিন্তু হোটেলকর্ত্রীর কানে এসবের একবর্ণও যায় নি। কথায় কান দিলে তো ' মহিলা তখন রাস্তার দূর থেকে আসা চাকা গড়ানো কোনও কিছুর আওয়াজ কান লাগিয়ে শুনছিলেন। ঠিকই শুনেছিলেন তিনি। কেননা, কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ল্যাঝঝোলা ঘোড়ারগাড়িটি একেবারে তাঁর গোল্ডে লায়ন–এর দরজায় এসে দাঁড়ালো।

গাড়িটার বড়ো চাকাদুটোর সাথে বাঁধা ও ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে একটা হলদে রঙের বাক্স। ওটা গাড়ির হুড অবধি উঁচু। এরফলে গাড়ির সওয়ারী যেমন রাস্তা ঠিকমতো দেখতে পারছিলেন না তেমনি ওটা ওদের ঘাড়ে লেগে ঘাড়ে ময়লাও লাগছিলো। এ ছাড়া কোচগাড়িটার এখানে–সেখানে চাকায় চাকচাক কাদাও লেগে আছে, আর প্রচণ্ড ঝড়–বৃষ্টি ওটার ওপরে বয়ে গেলেও কাদার ছোপগুলি এখনও পুরোপুরি পরিস্কার হয় নি। তিনঘোড়ায় টানা গাড়ি এটি। সবার আগে একটি ঘোড়া, পরে একজোড়া। কাজেই এগাড়িটা পাহাড়ি পথে উৎরাইয়ের সময় গাড়ির পেটের দিকটা মাটির সাথে ঘষা খেয়েছে নিশ্চয়।

গাড়িটা আসতেই যোঁভিলের কিছু লোক আঙিনাটায় হাজির হলো। আর ওরা সবাই একসঙ্গে হুঁড়হুড় করে জিজ্ঞেস করা শুরু করে দিলো কোনও খবর আছে কি না, গাড়িটা যে শহর থেকে এলো সেটার কি সমাচার। এ অবস্থায় কোচওয়ান হিভার্ত বুঝতেই পারলো না কাকে কি বলবে সে। কাকে কিভাবে সামলাবে। কার জবাব আগে দেবে। আসলে সে তো এই গোটা এলাকার লোকজনের ফাইফরমাশ মতো সকল কাজ করে এসেছে। সে দোকান থেকে জুতো বানানেওয়ালার জন্য নিয়ে এসেছে কয়েকবেল পাকাচামড়া, ঘোড়ার নাল তৈরির খামারের জন্য পুরনো লোহা, মণিব মাদাম লা'ফ্রাঁসোয়ার জন্যে এক ব্যারেল হেরিং মাছ, মেয়েদের কিছু মস্তকাবরণী, চুলের গুছি। আর এসব সে গোটা রাস্তা বরাবর গাড়ি চালিয়ে আসার সময় গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে যার যার বাড়ির আঙিনায় গাড়ি থেকে ফেলে এসেছে।

এর মাঝে একটা ছোটোখাটো দূর্ঘটনাও ঘটে যাওয়ায় ওর আসতে কিছুটা দেরী হয়ে যায়। মাদাম বোভারীর ইতালীয় গ্রেহাউণ্ড কুকুরটা পথের মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে একটা ক্ষেতে হাওয়া হয়ে যায়। ওরা সকলে মিলে প্রায় ১৫ মিনিট ধরে কুকুরটাকে শিস দিয়ে ডাকাডাকি করলেও কোনও পাত্তা মেলে নি। এমনকি, কোচচালক হিভার্ত মাইলদেড়েক পর্যন্ত পিছু গিয়ে ওটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনও কাজ হয় নি। শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে আবার রওনা হতে বাধ্য হয়। এমা এ ঘটনায় কান্নাকাটি, রাগারাগি করতে থাকে। এ দূর্ঘটনার জন্য সে চার্লসকে দোষারোপ করতে থাকে। মঁসিয়ে ল্যুরো নামে এক পরিচ্ছদ প্রস্তুতকারক ঐ কোচে চার্লসদের সঙ্গে

আসছিলেন। তিনিও এমাকে নানা প্রবোধ দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেন। আর কুকুর হারানোর নানা দৃষ্টান্ত দিলেন। বহু কুকুরই এভাবে তাঁর মতে হারিয়ে গেলেও—এমনকি, বহুবছর পরেও হারিয়ে যাওয়া কুকুর আবার তার পুরনো মণিবকে ঠিক চিনেছে। একবার এক লোক নাকি কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে প্যারি ফিরে আসছিল। তার কুকুরটাও সে এভাবেই ফিরে পায়। আরেকবার এক ঘটনায় একটা কুকুর তার মণিবের বাড়ি থেকে সোজা দেড়শো মাইল দূরের চারটি নদী সাঁতরে তার মণিবের কাছে ফিরে আসে। এছাড়া, খোদ তার নিজের বাবার একটা পোষা আদরের কুকুর ছিল। সেটা একটানা ১২ বছর হারিয়ে যাবার পর একদিন সন্ধ্যায় দেখা গেল আচম্বিতে রাস্তায় তার বাবার কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বাবা তখন খেতে যাচ্ছিলেন একটা রেস্তরাঁয়।

॥২॥

গাড়ি হোটেলের দরজায় এসে দাঁড়ানোর পর প্রথমে নেমে আসে এমা। তার পিছু পিছু ফিলিসিতি, তার পরিচারিকা। মঁসিয়ে ল্যুরো। শেষে ওয়েটনার্স (দুধ–মা)। রাত হয়ে আসায় চার্লস তখন গাড়ির কোনায় রীতিমতো ঘুমিয়ে গেছে। ওকে ঠেলে তুলতে হলো। মঁসিয়ে হোমা এগিয়ে এসে মাদাম বোভারীকে যথারীতি সৌজন্য ও স্বাগত জানালো। তার স্বামীকেও। মঁসিয়ে নিজের পরিচয় দিয়ে আরও বলেন যে, তিনি যদি তাদের কোনও সেবায় লাগেন তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করবেন। তাছাড়া, তিনি ওদেরকে আন্তরিকতার স্বরে এও বললেন, তিনি একাই ওদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। আর একথাও বলতে ভুললেন না যে, তার স্ত্রী এখন বাড়িতে নেই।

এমা বোভারী রান্নাঘরটায় ঢুকেই ফায়ারপ্লেসে সটান চলে গেল। আর নিজের জামা-কাপড় প্রায় হাঁটু পর্যন্ত তুলে ধরে পা-টা সোজা করে মেলে ধরলো আগুনের দিকে। পায়ে তার একজোড়া চমৎকার কালো জুতো। আগুনের ওপর খাসির মাংসের একটা রাণ ঝোলানো। আগুনের শিখা সেটা পর্যন্ত উঠছে। আর ওখানেই পা মেলে বসে আছে মাদাম বোভারী। আগুনের শিখার আলোয় ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলছে। আলো পড়েছে ওর সাদা চামড়ায়, চোখের পাতায়। ও ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলছে। আর যখনই দমকা বাতাস আধ-খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে হামলে পড়ছে আগুনের লাল শিখা ওর শরীরে এসে পড়ছে। এই ফায়ারপ্লেসের উল্টো দিকে ঐ সময়ে বেশ ঘনচুলওয়ালা এক যুবক ওর দিকে নীরবে তাকিয়ে ছিল।

যুবকের নাম লিওঁ দুপুই। ব্যারিস্টার মঁসিয়ে গুইলামির কেরাণী। যোঁভিলের এই একঘেয়ে শহরটায় এই নোটারী আইনজীবীর চাকরি উপলক্ষে অনেকদিন আছে (আর গোল্ডেন লায়ন হোটেলের ও হচ্ছে দু'নম্বর নিয়মিত গ্রাহক)। নিঃসঙ্গ এই যুবক প্রায়ই বেড়াতে আসা কোনও গ্রাহকের সাথে জানা-পরিচয় হয়ে যাবে এই আশায় ডিনার দেরী করে খায়। উদ্দেশ্য একটাই। সাঁঝবেলার দিকটা গল্প-গুজবে কাটিয়ে দেওয়া। ব্যারিস্টারের অফিসে তার কাজ সকাল সকাল শেষ হয়ে যায় এমন দিনগুলিতে সে নিয়মিতভাবে সময়মতোই ডিনারে হাজির হয়। ডিনার খেতে বসেও যায়। স্যুপ থেকে শুরু করে পনির পর্যন্ত আস্তে আস্তে খেয়েও যখন সময় কাটতে চায় না তখন অনেকটা বাধ্য হয়েই মঁসিয়ে বিনের সাথে আলাপ-সালাপ চালিয়ে যায়। আর এইরকম একটা অবস্থায় যখন হোটেলে

নতুন অভ্যাগত মেহমানদের ডিনারে শরীক হবার আমন্ত্রণ ও মাদাম লা'ফ্রাঁসোয়ার তরফ থেকে পেল সেটা সে খুব পুলকিত চিত্তে ও আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করলো। ওদের ডিনারের টেবিল পাতা হয়েছে বড় পার্লারটায়। ওখানে চারজনের ডিনারের আয়োজন করা হয়েছে। সবাই ওরা ঐ পার্লারটায় গিয়ে বসে।

মঁসিয়ে হোমা বিনয়ের সাথে ওঁর মাথার টুপি যাতে না খুলতে হয় তার অনুমতি চাইলেন। কেন না ওর মাথায় ঠাণ্ডা লাগার ভয় আছে। আর তারপর তিনি মাদাম বোভারীর দিকে ঘুরে কথা বলতে শুরু করলেন—

"অনুমান করি নিশ্চয়ই আপনি কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন? আমাদের ঐ ল্যাজঝোলামার্কা ঘোড়ার গাড়িটা যা বিদঘুটে ঝাঁকুনি দ্যায়"।

"আর বলবেন না, একটু তো হবেই," জবাব দেয় এমা, "তবে কোনও নতুন জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারটা আমার কাছে সব সময়েই মজার বলতে পারেন, ছোটখাটো অসুবিধে বরং আমি উপভোগ করি"।

"এক জায়গায় অনেকদিন একনাগাড়ে গেঁথে থাকাও বড়ো ক্লান্তিকর", মন্তব্য আসে ব্যারিষ্টারের কেরাণীর কাছ থেকে।

"কিন্তু আমাকে তো অষ্টপ্রহর ঘোড়ার পিঠেই থাকতে হয়, অবস্থা যদি এমন হয়, তাহলে", চালর্স উল্লেখ করে।

"কিন্তু", মাদাম বোভারীর উদ্দেশে বলে লিঁও, "আমার কাছে তো ঘোড়ায় চড়ার চেয়ে কিছু আনন্দের আছে বলে তো মনে হয় না, অবশ্য যদি সেটা করার মত অবস্থা কারও থাকে।"

"কথাটা তাহ'লে বলেই ফেলি,' কেমিষ্ট কথাটা পাড়ে এভাবে, "আমাদের এই এলাকায় একজন ডাক্তারের কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া অবশ্য তেমন কঠিন কিছু হবে না। কেননা, এখানকার রাস্তাঘাট ভালো, সহজে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া যায়। চাষীদের অবস্থাও সচ্ছল। ওরা ডাক্তারকে ভালো ফিও দেয়। আর আমাদের এই অঞ্চলে লোকজন তেমন একটা কঠিন–জটিল রোগব্যাধিতেও ধরে না। ফসল কাটার সময় জ্বরজাড়ি হয়। আর সচরাচর ধরণের পেটের রোগ, শ্বাসনালীর রোগ, পিত্তজ্বর ইত্যাদি হয়। মোটামুটি এখানে গুরুতর জটিলধরনের রোগব্যাধির কেস খুবই কম। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কিছু কঠিন রোগে আমাদের এখানকার লোকজন মাঝেমাঝেই ভুগে থাকে বটে তবে সেটা ঘটে চাষীদের বসতবাড়ির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের কারণে। মঁসিয়ে বোভারী, কিছু মনে করবেন না, আমাদের এখানে অবশ্য আপনাকে অনেক কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের পাল্লায় পড়তে হবে। আর সে কারণেই অনেক সময় আপনার অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রম বিফলে যাবে। এখানকার লোকজন নানা অন্ধবিশ্বাস আর সংস্কারে ভোগে। ওরা একজন ডাক্তারের কাছে-যাওয়ার বদলে যাজক–পুরুতের কাছে গিয়ে তাবিজ, পানিপড়াই বেশি নেয়। ওতে ওদের অচলা ভক্তি। এখানকার আবহাওয়া অবশ্য মন্দ নয়। আবাদের এলাকায় কিছু শতায়ু বৃদ্ধও আছেন, বেশ ভালো হালতেই। থার্মোমিটার শীতে কখনও ৫৪ ডিগ্রী ফারেনহাইটের নীচে নামে না। আবার একদিকে আরগুইলের বনভূমি থাকায় কনকনে উত্তুরে বাতাস যেমন ঢোকে না তেমনি পূর্বদিকে সেন্ট জ্যাঁ পাহাড়ের খাড়াই থাকায় পূবাল বাতাসও আমাদের এলাকায় ঢুকে পড়তে পারে না।"

"আচ্ছা সে তো হ'ল, আপনাদের এলাকায় আশেপাশে কোনও বেড়াবার মতো জায়গা আছে, বলতে পারেন? মাদাম বোভারী জানতে চায়।

"তেমন জায়গা খুবই কম", হোমার জবাব। " 'লা পাতুর' বলে একটা জায়গা অবশ্য পাহাড়ের ওপরটায় আছে। ওটা আবার আরগুইল বনের কিনার ঘেঁষে। আমি কোনও কোনও রোববার ওখানে বই নিয়ে সময় কাটাতে যাই। সূর্যাস্তও দেখি।"

"সূর্যাস্ত! আমার মনে হয় সূর্যাস্তের মতো এত চমৎকার দৃশ্য আর হয় না," বলে চলে এমা, "বিশেষ করে সাগরবেলায় সূর্যাস্তের দৃশ্য"।

"আরে সমুদ্রের কথা বলছেন, নীলসাগর আমার ভারী ভাল্লাগে!" মঁসিয়ে লিওঁ যোগ করে।

"ভাল্লাগে যখন তখন নিশ্চয়ই আপনি বোঝেন যে সাগরের ঐ উদার, উধাও বুকের ওপর দিয়ে আমাদের মনও মুক্ত পাখির মতো ধেয়ে চলে। কি মনে হয় আপনার! সাগরের অবারিত বুকে মনের ধ্যানমগ্নতায় আত্মা কি অনেক উন্নত হয়ে ওঠে না, ও থেকে কি অসীম, ভাবকল্পনার সুযোগ মেলে না?"

"যা বলেছেন! আসলে আপনার এই কথাগুলি কিন্তু পার্বত্য এলাকার দৃশ্যের বেলায়ও নিখুঁত, নিটোলভাবেই খাটে। আমার এক আত্মীয় গেলবছরই সুইজারল্যাণ্ড থেকে ঘুরে এসেছে। ওর কাছ থেকে শুনেছি, ওখানকার হ্রদগুলির কাব্যিক সৌন্দর্যসুষমা যে কি তা নিজে চোখে না দেখলে কল্পনা করা যাবে না,—কল্পনা করা যাবে না, জলপ্রপাতের মনোহারিত্ব, হিমবাহের ভয়াল বিশালতা, পাহাড়ি নদীর কিনার ঘেঁষে চলে যাওয়া—ঘন পাইনের বনে মন হারানো দৃষ্টির ওপারে অসীম অরণ্য, বেরিয়ে আসা বিপজ্জনক শিলার ওপর ঠিক যেন ভেসে থাকা অপূর্ব সুন্দর কটেজ, আর ওর হয়তো বা হাজার ফুট নীচে গোটা উপত্যকার অপূর্ব দৃশ্য। অবশ্য যদি ঐ সময়টায় কুয়াশা না থেকে থাকে। এসব দৃশ্যে আমাদের মনপ্রাণ ভরে আসে, আমাদের অনুপ্রাণিত মন নত হয় প্রার্থনায়, পূর্ণ হয়ে ওঠে অনির্বচনীয় ভাবোচ্ছ্বাসে। আর তাই যখন শুনি, কোনও বিখ্যাত সঙ্গীতস্রষ্টা গেছেন তাঁর পিয়ানো নিয়ে ওরকম কোনও উদার, বিশাল দৃশ্যপটে, তাঁর সঙ্গীত মূর্চ্ছনার ভাব-কল্পনায় আরো একটু আবীর মাখাতে আমি মোটেও অবাক হই না!"

"আপনি বুঝি পিয়ানো, বেহালা বাজান? এমা শুধায়।" গলায় ওর উষ্ণতা স্পষ্ট।

"বাজাই না ঠিক, তবে শুনতে অবশ্যই ভালোবাসি"।

"ওর কথায় বিশ্বাস করবেন না, মাদাম বোভারী" মঁসিয়ে হোমা মাঝখান থেকে বাধা দেয়। বলে, "আরে ওটা ওর নেহাৎ বিনয়। ওহে বাবাজি লিওঁ, এই যে সেদিন 'গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল' এত চমৎকার করে গাইলে তার কি! আমি আমার লেবরেটরী থেকেই কান পেতে শুনেছি, তুমি একেবারে জাতশিল্পীর মতোই তো গাইছিলে হে, কি তাই না?"

ঘটনাক্রমে এই লিওঁ কেমিষ্ট হোমার বাসায় থাকে। ভাড়াটে হিসেবে। তিনতলার একটা কক্ষে থাকে। বাড়িওয়ালাকে তার এরকম প্রশংসা করতে দেখে লিওঁর মুখ কিছুটা আরক্ত হয়। সে অবশ্য এই ফাঁকে ডাক্তার চার্লসের দিকে ফিরে য়োঁভিলের গন্যমান্য লোকদের ফিরিস্তি এক এক করে দিয়ে চলেছে। টুকরো ঘটনার মধ্যে তথ্য পরিবেশন করে চলেছে।

এমা আরও জানতে চায়, "কি ধরনের গান-বাজনা আপনার পছন্দ?"

'অবশ্যই জার্মান সঙ্গীত, ওটা দারুণ স্বপ্নময়"।

"ইতালীয় অপেরার কিছু জানা আছে কি আপনার?"

"না, এখনও শিখে উঠতে পারি নি, তবে আমি আসছেবছর থেকে ওটা নিয়মিত শিখতে যাবো বলে ঠিক করেছি। ঐ সময়টা আমি প্যারিতে থেকে আইনপড়াটাও সেরে নেব।"

কেমিষ্ট এর মাঝে বলে, 'আমি এইমাত্র আপনার স্বামীকে বেচারা য়ানোদা সম্পর্কেই বলছিলাম। ওকে লুকিয়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে ওরই কর্মফলে। চমৎকার বাড়িটা এখন খালি। এটা এ অঞ্চলের সবচেয়ে আরামদায়ক বাড়ি বলতে পারেন। একজন ডাক্তারের জন্য এ বাড়িটায় একটা বড়োরকমের সুবিধে রয়েছে। পাশের গলিতে বেরিয়ে যাবার একটা বিকল্প দরজা আছে এ বাড়িটায়। ফলে গৃহকর্তা-কর্ত্রীর আসা-যাওয়া কারও নজরে সহজে পড়বে না। আবার একটি পরিবারের জন্য দরকারী সবকিছুই রয়েছে—গোসলখানা, রান্নাঘর, অফিসঘর, বড়ো ড্রয়িংরুম, বড় ষ্টোররুম-কি নেই এ বাড়িটায়। য়ানোদা দিলদরিয়া লোক! টাকা নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় নি। ফুলবাগানের নীচেয় নদীর কিনার ঘেঁষে একটা কুঞ্জবন গড়েছিল সে গরমের দিনগুলিতে বীয়ারের পাত্র নিয়ে বসে ওখানে সময় কাটানোর জন্যে। আর আপনার যদি বাগান করা সখ থাকে তাহলে... "।

"আরে আমার স্ত্রী এসব নিয়ে ভাবে না। ওকে শরীরটার নড়াচড়ার জন্য ব্যায়ামের পরামর্শ দেওয়া হলেও কি হবে, ও সবসময় ওর ঘরে বসে পড়ে সময় কাটাতেই ভালোবাসে"।

"ঠিক আমার মতো", লিওঁ বলে। জানালার শার্সিতে বাতাস এসে আছড়াচ্ছে, ঘরে উজ্জ্বল বাতি জ্বলছে এমন শীতের সন্ধ্যায় আগুনের পাশে বসে একটা বই পড়ার চেয়ে চমৎকার আর কিছুই হতে পারে না"।

"আমারও ঠিক তাই মনে হয়", ও বলে আর ওর গভীর কালো আয়ত চোখের দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ করে লিওঁর দিকে।

লিওঁ বলেই চলে, "অমন পরিবেশে বই পড়তে পড়তে পাঠক সবকিছু ভুলে অজানার তেপান্তরে হারিয়ে যায়, ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলে যায় স্রোতের মতো। সে তার কল্পনার দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায়, কল্পনার পাখায় উড়ে চলে, প্রতিটি খুঁটিনাটি বর্ণনা থেকে আনন্দ আহরণ করে, রোমাঞ্চকর অভিযানে নিজেও শরীক হয়, বিভিন্ন চরিত্রের সাথে মিলে-মিশে এক হয়ে যায়। পাঠকের কল্পনায় মনে হতে থাকে, প্রতিটি পোশাকের নীচে যেন খোদ তারই প্রাণ স্পন্দিত হচ্ছে।"

'খুবই সত্যি কথা, ভারী সত্যি।' এমা সায় দেয়।

"এমনটা কি কখনও মনে হয়েছে আপনার?" লিওঁ থামে না, "কখনও কি কোন আবছা অনুভূতি হয় নি, এমনকোনও অস্পষ্ট ধারণা আপনার মনে বাসা বাঁধে নি, দূর থেকে আসা ভাসা ভাসা সেই সব ভাবকল্পনা? যদিও আপনার কাছে মনে হয়েছিল সেগুলিই আসলে আপনার গোপন গভীর হৃদয়ের অনুভূতিকে পরিপূর্ণ নিটোল করে তুলে ধরে?"

"ঠিক ধরেছেন, প্রায়ই আমার এমন মনে হয়েছে" ও জবাব দেয়। "আর এজন্য কবিতা আমার খুব ভালোলাগে। কবিতা অনুভূতিময়, কোমল। খুব সহজেই ওটা আমাদের কাঁদিয়ে ছাড়ে।"

"তবু এতকিছুর পরেও কবিতা কিন্তু একসময় ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে, লিওঁ জবাব দেয়।" এর ঠিক উল্টো বরং আমি প্রেমের গল্প পড়তে ভালোবাসি। এ গল্পের কাহিনী এগিয়ে

চলে বহতা অনন্ত নদীর মতো, বাধাহীন, শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে ওঠে, আঁতকে ওঠার দশা হয়। আমি সস্তা স্থূল নায়ক, বাসি, মেটে অনুভূতি পছন্দ করি না, অধরা, অপার্থিবই আমাকে তৃপ্তি দেয়।" 'আসলে', বলে চলে ব্যারিষ্টারের সহকারী, 'সস্তা, স্থূল কাহিনী ও চরিত্রগুলি, আমার মনে হয়, সত্যিকারের শিল্পসুষমার আওতায় পড়ে না। নির্মম বাস্তবতার আমাদের এই জীবনের শত তিক্ততার মাঝেই নিজেকে মহৎ চরিত্রের কল্পনার জগতে, নিকষিত আবেগানুভূতির অন্তঃস্থলে, সুখের ছবির মাঝে নিতে পারাটা কতো যে আনন্দের সেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমার কথাই ধরুন, দুনিয়া থেকে অনেক দুরে এই এখানে ধাপধাড়াগোবিন্দপুরে যে পড়ে আছি, এটা আমার একমাত্র বিকর্ষণ, আকর্ষণের তেমন কিছুই এই য়োঁভিলে নেই।'

কথা বলার সময় লিওঁ কখন যেন অবচেতনভাবে ওর পা-টা মাদাম বোভারীর চেয়ারের নীচের কাঠে রেখে দিয়েছে। মাদামের পরনে রয়েছে একটা ছোট নীল রেশমী নেকটাই। ওটা ওর কেম্ব্রিক কাপড়ের কলারটাকে ঠিকমতো ফুলিয়ে রেখেছে। মাথা নাড়াচড়ার সাথে তার মুখের নীচের অংশটুকু ধীরে ধীরে ঐ কাপড়টায় এসে ঠেকছে, উঠেও যাচ্ছে। ওরা বসে আছে দু'জনার কাছাকাছি। ওদিকে চার্লস আর কেমিষ্ট কথা বলছে। আর এক ফাঁকে মাদাম বোভারী ও লিওঁ করে চলেছে বিশ্রাম্ভালাপ। বিষয়ের কুলকিনারা নেই। বাক-বিনিময় অর্থহীন। তবে ওতে একটা আকস্মিকতার সুযোগ যখন রয়ে গেছে কথাগুলি হয়তোবা দুজনার অনুভূতির অভিন্ন স্পর্শকাতর বন্দরে গিয়ে নোঙর করবে। ওদের আলোচনা চলে, প্যারির থিয়েটার, উপন্যাসের নাম, বিষয়, নতুন নৃত্য-সঙ্গীত ও এমন জগতের আলোচনায় যা তাদের কারও কাছে সুপরিচিত নয়। আলোচনায় এসে পড়ে তোস্তে যেখানে মাদাম বাস করেছে, য়োঁভিল-এ মুহূর্তে যেখানে ওরা আছে স-অ-ব। ডিনার শেষ না হওয়া পর্যন্ত ও আলোচনা অশেষ হয়ে থাকে।

কফি দেওয়া হল টেবিলে। ইতিমধ্যে ফিলিসিতি নতুন বাড়ির ঘরটা তৈরি করার জন্যে চলে গেল। অতিথিরা উঠে পড়লেন। মাদাম লা'ফ্রাঁসোয়া ফায়ারপ্লেসের পাশে ঘুমিয়ে। আস্তাবলের ছেলেটা হাতে লণ্ঠন নিয়ে মঁসিয়ে ও মাদাম বোভারীকে তাঁদের নতুন বাড়িতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার অপেক্ষায় ছিল। ওর লাল চুলে খড়ের কুটো লেগে আছে। বাম পায়ে একটু খোঁড়াচ্ছেও যেন। সে অন্য হাতে যাজকের সেই ছাতাটা নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা সকলে রওনা দিল।

ছোট শহরটার সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চারদিকে চুপচাপ, সুনসান। মার্কেট হাউসের থাম থেকে লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে। গরমের রাতে রাস্তা ধূসর ছাইরঙা মনে হচ্ছে। হোটেল গোল্ডেন লায়ন থেকে ডাক্তারের বাড়িটা ৫০ পা'র মতো হাঁটলেই পৌছানো যায়। কাজেই ওখানে পৌছাতেই শুভরাত্রি জানিয়ে যে যার পথে চলে গেলো।

এমা নতুন বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই ওকে প্রচণ্ড শীতে পেয়ে বসলো। মনে হলো, ওর কাঁধে কে যেন কাঁচা কাদার তাল বসিয়ে দিয়েছে। বাড়ির দেয়ালগুলি নতুন। কাঠের সিঁড়িতে উঠতে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করছে। দোতলার ঘরটায় একটু ম্লান আলো পর্দাহীন জানালা দিয়ে দেখা যায়। ওখান থেকে বাইরে গাছের আগা ও কুয়াশার মধ্যে মাঠও দেখা যায়। জোছনার আলোয় কুয়াশাকে ধোঁয়ার মতো মনে হচ্ছে। আর ওই ধোঁয়ার চাদর যেন চলে গেছে নদীটা বরাবর। ঘরের ভেতর সবকিছু অগোছালো, এখানে-সেখানে

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। টেবিলের দেরাজ, বোতল, পর্দা টাঙানোর লাঠি, চেয়ারের ম্যাট্রেস, মেঝেয় পানির জগ—সব খালি। যে দু'জন লোক আসবাবগুলি এখানে এনেছে ওরা ওগুলি এখানে যেমন-তেমন ফেলে কেটে পড়েছে। এ নিয়ে চারবার এমাকে অদ্ভুত জায়গায় রাত কাটাতে হলো। সে যখন প্রথম কনভেন্টে যায় তখন, তারপর তোস্তেতে, তৃতীয়বার ভবায়েসার্দ জমিদারবাড়িতে ও আর এই শেষ অর্থাৎ চতুর্থবার এখানে। আর প্রতিটিক্ষেত্রেই সূচনা হয়েছে এমার জীবনে নতুন অধ্যায়ের। সে ভাবতে পারে নি জায়গা আলাদা হলেও আর সবজিনিস সবই একঘেয়েরকমের এক হতে পারে। অবশ্য যেহেতু তার জীবনের ঐ-অসুখী অধ্যায়ের ইতিমধ্যে অবসান ঘটেছে, বাকি অংশ নিঃসন্দেহেই ওটার ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে বলেই ওর বিশ্বাস।

॥৩॥

পরের দিন সকাল। এমা ঘুম থেকে উঠতেই দেখতে পায় ব্যারিষ্টারের সেই সহকারীটি আঙিনায় দাঁড়িয়ে। এমার পরনে সকালের গাউন। লিওঁ ওপরের দিকে তাকায় ও মাথাটা নুইয়েই এমাকে অভিবাদন জানায়। এমা জবাবে তাড়াতাড়ি মাথা নামিয়েই জানালাটা বন্ধ করে দেয়। লিওঁ হোটেল গোল্ডেন লায়নে সারাটাদিন বিকেলে ছ'টা পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকে কিন্তু শেষাবধি ওটার মধ্যে গিয়ে সে দেখতে পায় কেবল মঁসিয়ে বিনে বসে আছে টেবিলে। আর কেউ নেই।

আগের সাঁঝের ডিনার ওর জীবনের একটা বড়ো ঘটনা। এর আগে আর কখনও সে ঝাড়া দু'ঘন্টা ধরে কোনও ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলে নি। কী করে সে ঐ ভদ্রমহিলার সাথে কথা বললো, রসনায় কথাই বা যোগালো কেমন করে, তাও এত সুন্দর ভাষায়, অনেকগুলো বিষয়ে যা নিয়ে আগে আর কখনও এত চমৎকার করে বলতে পারে নি? আসলে তার প্রকৃতিই হলো লাজুক। একটা ভাবগাম্ভীর্য সে সব সময়েই বজায় রেখেছে যার মাঝে বিনয় ও কাপট্যের অদ্ভূত সংমিশ্রণ রয়েছে। য়োঁভিলের সবাই তাকে তার সুস্বভাবের জন্য ভালোবাসে। সে বুড়োমানুষগুলির যুক্তিতর্ক ধৈর্য্য ও সহনশীলতা নিয়ে শোনে, কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শের নেশা নেই যা একজন তরুণ যুবকের বড় বৈশিষ্ট্য। অথচ তার বেশ কিছু গুণ ও যোগ্যতাও আছে। জলরঙে ও কিছু ছবি আঁকার হাতেখড়ি নিয়েছে। সঙ্গীতচর্চা করেছে। আর তাসখেলায় ব্যস্ত না হলে সে ডিনারের পর সাহিত্যের ওপর চমৎকার অনর্গল আলোচনার পারদর্শিতা দেখিয়েছে। তার শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য মঁসিয়ে হোমা তাঁকে বিশেষ উঁচু দৃষ্টিতে দেখেন। মাদাম হোমা লিওঁর হাসিখুশি আন্তরিক স্বভাবের জন্য ওকে বেশ ভালোবাসেন। সে প্রায়ই তাদের ছোট বাচ্চাগুলিকে নিয়ে বাগানে ঘুরতে যায় যদিও বাচ্চাগুলিকে অনেকটা নোংরা, ময়লা অবস্থাতেই মানুষ করছেন হোমা দম্পতি। বাচ্চাগুলির জন্য একজন নার্স আছে। আরও আছে জাসটিন নামে একটি ছেলে। ও কেমিষ্ট হোমার সাগরেদও বটে, বাড়ির কাজের ছেলেও বটে। ছেলেটি আসলে মঁসিয়ে হোমার এক দূরসম্পর্কের গরীব ভাই। ওকে এতিমখানা থেকে তিনি নিজের বাড়িতে এনে রেখেছেন।

শেষপর্যন্ত দেখা গেল কেমিষ্ট বোভারীদের সবচে' ভালো পড়শী। তবে ওটা একান্তই একতরফা নিকষিত হেম বললে ভুল হবে। তলে তলে মঁসিয়ে হোমার একটা

পরিকল্পনাও ছিল। ব্যাপার হল এই যে, মঁসিয়ে হোমা কোনও আনুষ্ঠানিক ডিপ্লোমা না নিয়েই ডাক্তারী প্র্যাকটিস করে সুনির্দিষ্টভাবে আইনভাঙার কাজ করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে নাম না জানা কিছু লোক বা মহল কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে। গোপনে। আর তার ফলে তাঁকে রুয়েঁর জেলা অ্যাটর্নীর দরবারে জবাবদিহি করার জন্য হাজির হতে হয়। এজন্যে সমন আসে তাঁর নামে। ম্যাজিস্ট্রেটের খাসকামরায় তাঁর ডাক পড়ে। পরের দিন তাঁকে আদালতে হাজির করা হয়। আদালতের বাইরে ভারী বুটপরা পুলিশের টহল ইত্যাদি লক্ষ্য করে তো কেমিষ্ট সাহেবের ভিরমি খাওয়ার দশা। মনে হতে থাকে, এই বুঝি তাকে মৃগী রোগের সংজ্ঞালোপে পেয়ে বসে। চোখে তার ফুটে ওঠে হাজারো সর্ষেফুল, জেলখানার আঁধার কক্ষ দেখতে পায় সে। দ্যাখে, ওর পরিবারের সকলে হাঁউমাউ কান্না জুড়েছে, দোকানটা বন্ধ, ওষুধের বোতলপত্র সব এখানে–ওখানে ছড়ানো। দোকানটা বিক্রি হয়ে গেছে। যাহোক, ম্যাজিস্ট্রেট শেষপর্যন্ত ওকে কড়া হুঁশিয়ারী দিয়ে ছেড়ে দিলে হোমা ঝটিতি এক কাফেতে ঢুকে রাম পান করে সাহস কোনওমতে ফিরে পায়। ম্যাজিস্ট্রেটের তিরস্কারের কথাও একসময় ভুলে যায়। ও তার দোকানের পেছনটায় বসে তার ওষুধের (হাফ–ডাক্তারীর) ব্যবসাও চালিয়ে যেতে থাকে। আগেও সে তা–ই করতো। মেয়র অবশ্য হোমার কারবারের কথাটা ভুলে যান নি। তার অনেক প্রতিযোগীও ওর প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিল। কাজেই মঁসিয়ে হোমার ভয়ের সব কারণই বর্তমান ছিল। তাই চার্লস ব্যাপারটা নিয়ে ভবিষ্যতে যাতে কথা না তোলে সেটা থেকে তাকে আটকাতে তার কাজই হলো প্রথমে বোভারীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হওয়া। ওদের সুবিধে–অসুবিধের দিকে খেয়াল রাখা। আর তাই রোজ ভোরে দেখা যায়, হোমা মঁসিয়ে বোভারীর 'কাগজ'টা বাসায় নিয়ে আসছেন আর প্রায়ই বিকেলে দোকানে গিয়ে বসার আগে ডাক্তারের সাথে কিছুক্ষণ আলাপের জন্য বোভারীদের বাসায় পদধুলি দিচ্ছেন।

এদিকে, চার্লস খুব ভালো নেই বলেই মনে হলো। ওর মনটা দমে আছে। রোগীপত্তরের দেখা নেই। তাই কখনও কখনও দেখা গেলো ডাক্তার ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেম্বারে একা ঠায় বসে আছে। কিংবা তার পড়ার ঘরটায় গিয়ে নাক ডাকাচ্ছে। আর নেহাৎ তাও না হলে বৌয়ের হাতের সেলাইয়ের কাজ দেখছে। এ অবস্থায় নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে সে বাড়ির খুঁটিনাটি কাজ করার চেষ্টা করে। রঙমিস্ত্রির রেখে যাওয়া কিছু রঙ পড়েছিল। সেগুলি দিয়ে সে, এমনকি, ঘরের দেয়াল রঙ করে। কিন্তু আয়পত্রের অবস্থা ভেবেই সে উদ্বিগ্ন হয় বেশি। তোস্তের বাড়িতে এমার টয়লেট তৈরি, মেরামত ও ওখান থেকে এখানে সংসারের সবকিছু সরিয়ে আনার জন্যে খুব বেশীরকম খরচ হয়ে যায়। বিয়ের যৌতুক হিসেবে পেয়েছিল তিনহাজার ক্রাউনের মতো। তারচেয়েও খরচ বেশি হয়ে যায় মাত্র দু'বছরের মধ্যে। তোস্তে থেকে য়োঁভিলে আসার পথে সংসারের কতো যে জিনিস ভেঙেচুরে নষ্ট হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কোচের প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে তোস্তের বাড়ির বাগানে যে প্লাস্টারের যাজক মূর্তিটা ছিল ওটা রাস্তায় পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়।

তবে এসব মাথাব্যথার মধ্যে একটা 'মিষ্টি' ব্যাপার ঘটে। ওটা সত্যিই সন্দেশ। এমার পেটে এসেছে চার্লসের সন্তান। একই কারণে একসময় এমার ঘরে শুয়ে–বসে কাটানোর সময়ও এসে যায়। এতে চার্লস খুশি হয় সবচেয়ে বেশি। আরো একটা বাঁধন বাড়লো ওর। এমার সাথে। বন্ধনটা রক্তমাংসের। বাঁধন আরও জটিল মনে হয় যখন চার্লস দূর থেকে

দেখে ও আসছে আস্তে আস্তে পা ফেলে, অস্বস্তি নিয়ে। ওর কোমরটা নিতম্বের ওপরে স্ফীত হয়ে উঠেছে। চার্লস ওর মুখোমুখি বসে ধীরে-সুস্থে। আনন্দের আর সীমা থাকে না। সে ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে। ওর সারাটা মুখে হাত বুলিয়ে 'হবু ক্ষুদে মা' হিসেবে অভিনন্দিত করে। আধো-হাসি, আধো-কান্নায় ওর মাথায় আসা কতো কীযে আবোল-তাবোল আদুরে ভাষায় ওকে ভরিয়ে দেয় ও নিজেও বোধকরি জানে না। ও এখন নিজের ভবিষ্যত স্থলবর্তীর সৃষ্টি করতে পেরেছে---এই ভাবনাই ওকে আনন্দ-শিহরিত করে। এখন আরও ওর কিছুই চাই না। সব পেয়েছে সে। মানুষের জীবনের মূল বুনিয়াদ কি তা সে জানে। একটা নির্মল প্রশান্তিতে ওর চিত্ত ভরে যায়।

এ ঘটনায় এমা প্রথমে বড়োরকমের বিস্ময়ের ধাক্কা খায়। অবশ্য আর কিছুই না। পরেই সে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে এ ভারমুক্ত কখন সে হবে, ততক্ষণে সে বুঝবে মা হওয়া বলতে কী বোঝায়। ওর সময় কাটতে চায় না, অন্ততঃ ও যেভাবে চায় সেভাবে কাটে না। একসময় সূঁই-সূতো হাতে তুলে নেয়। যে আসছে তার গোলাপীরঙের রেশমী পর্দাটানা দোলনা আর নকশী টুপি সেলাই করার জন্যে। কিন্তু হঠাৎ কোথায় কী হয়ে যায়, কী মেজাজে তাকে পেয়ে বসে কে জানে, ক্ষিপ্ত হয়ে গোটা কাজ হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে। তারপর গ্রামের সেলাই করা মেয়েদের হাতে সব কাজ তুলে দেয়, কোনও পছন্দ-অপছন্দ কিংবা কারও সাথে কোনও আলোচনা না করেই। এমনিকরে আগে থেকে হবু মায়েদের মনে যে কোমল অপত্যস্নেহের উন্মেষ ঘটে তার কোনও প্রস্তুতি নিয়ে আর কোনও মাথাই ঘামায় না সে। আর সে কারণেই বোধকরি, একেবারে গোড়া থেকে এমার আজন্মই সন্তানের প্রতি আকর্ষণ, মায়া-মমতা সবকিছুই কেমন যেন খাটো হয়েই থাকলো। কিন্তু চার্লস নিত্য খাবার টেবিলে বসেই তার হবু ছেলে নিয়ে খৈ ফোটাতে থাকায় সেও শেষে চিন্তাভাবনা শুরু করে দেয়।

ওর ইচ্ছে, ওর একটা ছেলে হয়। ছেলেটা হবে শক্ত, সবল, গাঢ়রঙের। ও ওকে জর্জ বলে ডাকবে। এমার এই ছেলে কামনার পেছনে একটা গূঢ় প্রচ্ছন্ন ধারণা কাজ করে। ও নিজের জীবনে মেয়ে হিসেবে কতকগুলি অক্ষমতার তিক্ত স্বাদ নিয়েছে। ওর ছেলেসন্তান কামনাকে তাই বলা যায় তার ঐসব অক্ষমতার ওপর একটা প্রত্যাশিত প্রতিশোধ। ওর ধারণায় পুরুষ অন্ততঃ স্বাধীন। সে তার আবেগানুভূতি কাটিয়ে উঠতে পারে। দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে পারে। বাধা পেরোতে পারে। অনেক—অনেক দূর জগতের স্বাদ সে নিতে পারে। কিন্তু একজন নারীর সব অবস্থাতেই বাধা। ঠুঁটো জগন্নাথ অবস্থার কাছে নতিই তার নিয়তি। তার রক্তমাংসের দুর্বলতা আছে। আইনের কারণে সে পরনির্ভর। তার ইচ্ছে—অনিচ্ছে পদ্মাপাতায় শিশিরের মতো টলোমলো। একটু হাওয়াতেই এইপড়ে কি সেইপড়ে! অনুক্ষণ কামনা তাকে টানে অথচ সনাতন প্রথার নিগড় তাঁকে পেছনের দিকে টেনে রাখে।

এক রবিবারের কাক-ডাকা ভোরে এমার সন্তান ভুমিষ্ঠ হলো। নির্ভার হলো এমা।

'এ যে একটা মেয়ে দেখছি', চার্লস বলে ওঠে। আর সেটা শুনতে পেয়ে মাথা ঘুরিয়েই জ্ঞান হারায় এমা।

খবরটা পেয়ে মাদাম হোমা আর হোটেল গোল্ডেন লায়নের মাদাম লাফ্রাসোঁয়া ছুটে আসেন। এমাকে অভিনন্দন জানাতে। কেমিষ্ট মঁসিয়ে হোমা হাজার হোক একজন বিবেকবান ভদ্রলোক তো! তিনি আধ-খোলা দরজা দিয়ে নবজাতক ও প্রসূতিকে কিছু

বলে আগাম অভিনন্দন জানালেন। সেরে ওঠার সময়টা এমা তার মেয়ের ক'টা পছন্দসই নাম খুঁজে বের করতে ব্যস্ত থাকে। ইতালীয় বিশেষ অন্ত—প্রত্যয়যুক্ত ইতালীয় নামগুলি যেমন, ক্লারা, লুইজা, আমানদা, আতালা ইত্যাদি সবার আগে হাতড়ায় সে। গালুসুঁদে নামটাও তার অপছন্দ নয়। সেউল্‌ত, ও লিওকাদিয়ে তো আরও ভালো নাম। চার্লস ওর মায়ের নামেই মেয়ের নাম রাখতে চায়। এমা তা হতে দেবে না। এ ব্যাপারে অনেক ভাবনা–চিন্তা ও কথাবার্তার পর ঠিক হলো বাইরের লোকজনের পরামর্শ নিতে হবে।

কেমিষ্ট একদিন কথায় কথায় জানায়, "সেদিন মঁসিয়ে লিওঁ বলেছে, আপনারা মেয়েটার নাম মেডেলিন রাখছেন না কেন? নামটাতো আজকাল রীতিমতো একটা ফ্যাশান।"

কিন্তু সিনিয়র মাদাম বোভারী এ নামের ব্যাপারে প্রচণ্ড হৈ চৈ করে আপত্তি তুললেন। তিনি বললেন, নামটা একজন পাপিষ্ঠার। মঁসিয়ে হোমা তাঁর সব ছেলেমেয়ের নাম রেখেছেন ও দীক্ষায় দীক্ষিতও করিয়েছেন পৃথিবীর মহৎ ব্যক্তি, কীর্তি ও ধারণার অনুসরণে। তার চার ছেলেমেয়ের নাম রাখা হয়েছে এভাবেই। নেপোলিয়ন তাঁর কাছে মহিমা, ফ্রাঙ্কলিন মুক্তি, ইরমা রোম্যান্টিক ভাববিলাস ও আতালি তার কাছে ফরাসী রঙ্গমঞ্চের কালজয়ী ও কীর্তিময়ীদেবী বিশেষ। তাঁর এই দার্শনিক ধ্যান—ধারণা, তাঁর নান্দনিক রুচির সঙ্গে সঙ্গতিহীন ছিল না। তাঁর মাঝে মানুষের অনুভূতি শ্বাসরুদ্ধ হয় নি। আর তাই তিনি কল্পনা ও গোয়ার্তুমির বিষয় আলাদা করে ধরতে পারতেন। আর তাঁর ধ্যান–ধারণার ট্রাজেডির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, তিনি ধারণার খুঁত ধরতেন, শৈলীর প্রশংসা করতেন। মূলভাব তাঁর একান্ত অপছন্দ হলেও বহিরঙ্গের খুঁটিনাটির ঢালাও প্রশস্তি তিনি গাইতেন। চরিত্রগুলিকে ঘৃণা করলেও তাদের সংলাপে দারুণ উৎসাহিত হয়ে উঠতেন। কোনও চমৎকার রচনা থেকে পাঠ শুনলে তিনি যেন ভিন্ন লোকে উত্তরিত হতেন, মাটির ধরায় আর থাকতেন না। কিন্তু যখন বুঝতেন যাত্রাপালার নায়ক ওটা থেকে কিছু ফায়দা ওঠাবে তিনি হতাশ হতেন আর অনুভুতির বিভ্রান্তির এই জটাজুটের মধ্যে পড়ে তিনি রেসিনেকে দু' হাতে মুকুট পরাতেন, আলোচনায় বিলক্ষণ সময় ব্যয়ও করতেন।

শেষপর্যন্ত এমার মনে পড়ে যায়, ভবায়েসার্দ জমিদারবাড়িতে মার্কুইস পত্নীকে তিনি বার্থা এই নাম ধরে একটি তরুণীকে ডাকতে। আর সে মুহূর্তেই ঠিক হয়ে গেলে নিজের মেয়ের নাম রাখার ব্যাপারটা। বৃদ্ধ রলত নাতনীর অনুষ্ঠানে আসতে পারলেন না। মঁসিয়ে হোমাকে অনুরোধ করা হল অনুষ্ঠানে বাচ্চার ধর্মবাবার কাজ করতে। বাচ্চার জন্য যা যৎসামান্য উপহার এলো তা এলো কেমিষ্টের দোকান থেকেই। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে বেশ বড়োসড়ো ভোজের আয়োজন করা হলো। যাজক এলেন। বেশ জমজমাট অনুষ্ঠান। মঁসিয়ে লিওঁ ও সিনিয়র মাদাম বোভারী গান গাইলেন। সিনিয়র বোভারী গোঁ ধরায় বাচ্চাকে ওপর থেকে অনুষ্ঠানে নীচে নিয়ে আসা হলো। গ্লাসের শ্যামেপন শিশুর কপালে ঢেলে সম্পন্ন করা হলো ওর দীক্ষার ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এই অনাচারমূলক কাণ্ডকারখানায় রেগে গেলেন অ্যাবে বুর্ণিজিয়েঁ। সিনিয়র মঁসিয়ে বোভারী কেতাব থেকে বরাত দিয়ে পাল্টা যুক্তি খাড়া করলেন। যাজক চলে যেতে উদ্যত হলে মহিলাদের অনুরোধ, অনুনয় ও মাদাম হোমার হস্তক্ষেপে তিনি শেষপর্যন্ত থেকে গেলেন। আধা খালি কাপের কফি বসে বসে পান করলেন যাজক মহোদয়।

বৃদ্ধ মঁসিয়ে বোভারী য়োঁভিলে থাকলেন একমাস। পুলিশের রূপালী ট্যাসেল লাগানো

এক চটকদার টুপি মাথায় গলিয়ে, বাজারের দোকানগুলর সামনের চত্বরে অভিজাত স্টাইলে দাঁড়িয়ে সিগার-পাইপ টেনে গোটা যোঁভিলের লোকজনকে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিলেন। এহেন মঁসিয়ের আবার ব্র্যাণ্ডি খাবার অভ্যেস প্রচুর। প্রায়ই তিনি হোটেল গোল্ডেন লায়নে কাজের লোক পাঠিয়ে ব্র্যাণ্ডি আনান। খরচটা ছেলের হিসেবে চালান করে দিয়ে। আর তাঁর হাতের রুমালেরও সুগন্ধি চাই। ছেলের বৌয়ের অডিকোলনের কিছু বোতল ছিল। তিনি সেগুলি এইকাজে অচিরেই সাবাড় করে দিলেন।

এমা অবশ্য শ্বশুরের সাহচর্য মোটেও অপছন্দ করতো না। লোকটা জীবনে অনেক কিছু দেখেছে। অনেক কথা শোনা যায় তাঁর কাছ থেকে বার্লিন, ভিয়েনা, ষ্ট্রসবুর্গ সম্পর্কে গল্প শোনা যায়, যখন তিনি সেনাবাহিনীতে অফিসার ছিলেন, তাঁর গাদা গাদা মিষ্ট্রেস ছিল। গ্রাণ্ড ডিনার দিতেন মাঝে মাঝেই অতিথিদের জন্য। এধরনের গল্প ফাঁদতেন আর পুত্রবধুর সাথে এতই বন্ধুত্ব জমিয়ে ফেলতেন, দেখা যেতো, তিনি লম্বা বিশাল হাত দিয়ে পুত্রবধুর কোমরটা কোনও সময় পেঁচিয়ে ধরেছেন আর হাঁক ছাড়ছেন, "ব্যাটা চার্লস, দেখেছো তো, একটু সাবধানে থেকো, হ্যাঁ !"

এসব ব্যাপার—স্যাপার লক্ষ্য করে সিনিয়র মাদাম বোভারী মনে মনে প্রমাদ গোণে। তিনি তাঁর ছেলের সংসারে অশান্তির আশঙ্কা করেন। তাঁর ভয় হয়, ঐ বৌটার ওপর হয়তো তার স্বামীর একটা খারাপ প্রভাব পড়বে। ওকে নষ্ট করে দেবে। কারণ তাঁর স্বভাব-চরিত্র তো তাঁর অজানা নেই। আসলে ওটাই তার অস্বস্তির কারণ। যৌবনভরা সোমত্ত বৌটার ওপর নজর পড়তে কতোক্ষণ। বুড়ো বোভারীর তো মাত্রাজ্ঞান, কাণ্ডজ্ঞান কিছুই নেই।

একদিন এমার হঠাৎ তার ছোট্টমেয়েটাকে দেখার বড্ডো ইচ্ছে করে। মেয়েটাকে দুধ খাইয়ে বড় করার ভার দেওয়া হয়েছিল এক ছুতোরের বউকে ওর দুধ-মা নার্স হিসেবে। নার্সের নাম রোলেত। এমা দিনক্ষণ গুনে মেয়েটার বয়স কতোদিন হলো এসব দেখে নার্সের বাড়ির দিকে রওনা দিলো। রোলেতের বাড়ি লোকালয়ের একেবারে ওধারে। উঁচু সড়ক ও ফসলের মাঠের মাঝখানে একজায়গায়। সময়টা দুপুর। পাড়ার ঘরের দরজা বন্ধ বাড়িগুলির টালির ছাদ নীল আকাশের উজ্জ্বল রোদের নীচে ঝকঝক করছে। মনে হচ্ছে, ঘরবাড়িগুলির চুড়ো থেকে আলোর স্ফুলিঙ্গ প্রতিফলিত হচ্ছে ঐ আকাশের দিকেই আবার। বেশ জোরে বাতাস বইছে। হাঁটতে দুর্বল বোধ করে এমা নিজেকে। রাস্তার ফুটপাথের বড় পাথরের খণ্ডগুলিতে ও বারংবার ঠোক্কর, হোঁচট খায়। এ অবস্থায় এগোবে না ফিরে যাবে, না কোথাও গিয়ে বিশ্রাম নেবে ঠিক স্থির করে উঠতে পারে না ও। ঠিক এমন সময় মঁসিয়ে লিওঁ পাশের একটা বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে। ওর বগলদাবায় একগাদা কাগজ। ও এমাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে ল্যুরোর দোকানের সামনে টাঙানো ছাইরঙা চাঁদোয়াটার নীচে এসে দাঁড়ায়। মাদাম বেভারী ওকে বলে, ও তার বাচ্চাকে দেখতে চলেছে। কিন্তু হাঁটতে বড্ডো দুর্বল লাগছে এ মুহূর্তে।

"যদি কিছু" লিওঁর মুখ থেকে শুধু সাড়া বেরোয়। আর ও কিছুই বলতে পারে না।

"আপনি কি ব্যস্ত নাকি? এখন কোনও কাজ আছে?" এমা খোঁজ নেয়।

ব্যারিষ্টারের কেরাণী 'না' বললে, এমা ওকে সঙ্গে যাবার জন্যে বলে। আর এই ব্যাপারটা ঐদিন সন্ধ্যেবেলাতেই য়োঁভিলে জানাজানি হয়ে যায়। য়োঁভিলের মেয়রপত্নী তো

তাঁর চাকরের সামনেই বলে ফেললেন "মাদাম বোভারী নিজের মান-ইজ্জত রাখছেন না"।

নার্সের বাড়ি যেতে রাস্তাটা ছাড়ার পর ওদেরকে বাঁদিকে মোড় নিতে হলো। চললো গোরস্তানের পথটা ধরে ছোট ছোট ঘরবাড়ি ও আঙিনা পেরিয়ে। তারপর একটা ছোট পথ, দু'পাশে কাঁটামেহেদি জাতীয় গাছের বেড়া। ঐ বেড়ায় নানাজাতীয় ফুল ফুটে আছে। বেড়ার মধ্যে ফাঁক দিয়ে ছোট ছোট কুঁড়েঘর দেখা যায়। কিছু শুয়োরছানা গোবরগাদায় হুটোপুটি করছে, গলায় দড়িবাঁধা গরু পাশের গাছের গুঁড়িগুলিতে শিং ঘষছে। ওরা দুজন পাশাপাশি আস্তে হেঁটে চলেছে। এমা ঝুঁকে আছে লিওঁর ঘাড়ের দিকে। লিওঁ তার চলা সংযত করছে, এমার ঝুঁকে থাকার কারণেই তাকে এটা করতে হচ্ছে। ওদের সামনে উষ্ণ বাতাসে কিছু ডাঁশমাছির ঝাঁক বন বন করছে।

একটা বড়ো ওয়ালনাট গাছের তলায় নার্সের বাড়িটা চিনতে কষ্ট হলো না। ওটা একটা নীচু লাল টালির চাল দেওয়া বাড়ি। চিলেকোঠার জানালার নীচে শুকনো পেঁয়াজগাছসহ আঁটি বেঁধে ঝোলানো। বাগানে লেটুসশাকের চাষ কিছুটা জায়গায়। ওর ধার ঘেঁষে বেড়ার পাশে খাড়া করে রাখা হয়েছে জ্বালানিকাঠের কিছু আঁটি। সামান্য জায়গায় সুগন্ধি ল্যাভেণ্ডারের চাষ। বাঁশের মাচায় দেখা যায় মটরশুঁটির ফল। ঘাসের ওপর এখান-ওখান দিয়ে ময়লা পানি বয়ে যাচ্ছে। আর চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে নানা ধরণ ও আকারের ন্যাকড়ার টুকরো। একটা মোটা কাঁথাজাতীয় কাপড় বেড়ার ওপর শুকোতে দেওয়া হয়েছে। গেটে নড়াচড়ার শব্দ পেয়ে নার্স ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ওর হাতে একটা বাচ্চা। ওকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে। আর ও তার খোলা হাতটা দিয়ে আরেকটা ক্ষুদে বাচ্চাকে ঠেলে বা টেনে আনছে। ওটা রুয়েঁর এক হোসিয়ারের ছেলে। ছেলেটাকে তারা ব্যবসায় উপলক্ষে অন্য কোথাও যাওয়ার সময় ঐ নার্সের তত্ত্বাবধান রেখে গেছে।

নার্স এমাকে দেখে বলে, 'যান, আপনার বাচ্চা ঐ ওখানে ঘুমোচ্ছে।'

নীচতলায় একটাইমাত্র কক্ষ। আর এই ঘরের শেষের দিকে দেয়ালের সাথে একটা বড় পর্দাবিহীন শোবার খাট। আর জানালার ধার ঘেষে একটা কাঠের বেঞ্চ। জানালার একটি কাঁচের শার্সি আবার ভাঙ্গা। তাই নীলকাগজ বসিয়ে সেটাকে সারার চেষ্টা করা হয়েছে। এমার মেয়েটা একটা বেতের দোলনায় শুয়ে আছে। এমা মেয়েটাকে হাতে জড়িয়ে কাপড়সহ তুলে নেয়। তারপর চাপা গায় নরম সূরে গান গাইতে গাইতে তাকে দোলাতে থাকে।

লিওঁ একা ঘরটার ভেতরে এদিক থেকে ওদিক পায়চারী করতে থাকে। এই পর্ণকুটিরের সর্বগ্রাসী দারিদ্র্যের নানান চিহ্নের মাঝে এই যৌবনবতী সুন্দরীনারীকে কোরাকাপড়ে ওভাবে দেখে বিস্ময় মানে, আর চোখাচোখি হতেই মাদাম রাঙা হয়ে ওঠে। লিওঁর কাছে মনে হয়, ওর চোখে হয়তো দূষণীয় কিছু ছিল। আর তাই সে তার দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়। ওরপর এমা বাচ্চাটাকে আবার আগের জায়গায় শুইয়ে দেয়। ক্ষুদে মেয়েটা হিসি করে দিয়ে ওর কাঁধের ওখানটা কিছুটা ভিজিয়ে দিয়েছে।

নার্স ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে আসে। ও বলে, "এরকম ও প্রায়ই করে। ওটা আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। তবে আমার জন্য একটা কাজ করুন মাদাম, মুদিকে বলে দিন আমাকে সাবান দিতে। আর কোনও অসুবিধে হবে না, দেখবেন।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে'খন", এমা বলে ওকে। "তাহলে মাদাম রোলেত, সুপ্রভাত, এখন আসি," ও ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। দরজায় জুতোটা ও ঘষে পরিস্কার করে নেয়।

নার্সটা খুবই ভালো। ও বাগানের ধার পর্যন্ত এমাকে এগিয়ে দিতে আসে। আর রাতের বেলায় প্রায়ই জেগেওঠার অসুবিধের কথাটা বারবার ওকে জানায়।

"আমি খুবই দূর্বল হয়ে পড়েছি জানেন, মাদাম, মাঝেমাঝে আমি ঘুমে চেয়ার থেকে পড়ে যাই। আপনি আমাকে যদি পাউণ্ডখানেক কফি দিতে পারেন, আমি জানি, আপনি দেবেন, তাহলে আমার এই দূর্বলতা কাটানোর জন্যে বড্ডো ভালো হয়। ওটা দিয়ে আমার পাক্কা একমাস চলবে। ভোরে আমি একটু দুধ দিয়ে কফি খাবো।"

এমা ওকে আশ্বাস দেয়। ধন্যবাদ জানায়। ও যখন পথটা ধরে কিছুটা এগিয়েছে তখন আবার খড়মের আওয়াজ শুনে পেছন ফিরে তাকায়। নার্সটা আবার ফিরে এসেছে।

'ব্যাপার কি আবার?'

মেয়েটা মাদাম বোভারীকে একটা এল্‌মগাছের নিচেয় নিয়ে যায়। তারপর নিজের স্বামীর কথা পাড়ে। ওর ছুতোরের কাজের দুঃখ বলতে চায়।

"আরে আসল কথাটাই বলে ফ্যালো", বাধা দিয়ে এমা ওকে বলে।

"এই যে বলি," নার্স একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "দেখুন কিছু মনে করবেন না, আমাকে যদি ও একা কফি খেতে দ্যাখে, তাহ'লে ও আমার মুখই দেখবে না আর, জানেনই তো পুরুষ মানুষ কেমন..... ।"

"কিন্তু তুমি তো ওটা পাচ্ছোই, আরও না হয় কিছু দেবো তোমাকে, বিরক্ত করো না তো!"

"ম্যাডাম, কিছু মনে করবেন না, এই গরীবের কথায়, বড়ো জ্বালা, তা-ই আপনাকে বলি, স্বামীটা কাজ করার সময় একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিল বুকে, জখম হয়ে আছে। সেইথেকে ওর বুকে খুব ব্যাথা হয়। সিডার খেয়েও ব্যথাটা কমে না বলে ও আমায় বলে।"

"আরে বাপু রোলেত, তোমার যা বলার ঝটপট বলো তো, দেরি হয়ে যাচ্ছে!"

"মাপ করবেন, বলছি, যদি এটা আমার জন্য খুব বেশি চাওয়া না হয়ে গিয়ে থাকে তাহ'লে আপনি যদি দয়া করে আমাদের একপাত্র ব্র্যাণ্ডি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন তাহ'লে বড়ই উপকার হয় এই বেচারীর। আর ওটা পেলে আপনার বাচ্চার পায়েও ডলে দেব, খুবই উপকারী কিনা!"

নার্সকে কোনওমতে কাটিয়ে এমা আবার লিওঁর হাতটা জড়িয়ে পথ চলা শুরু করে। কিছুক্ষণ সে এভাবে দ্রুত পথ চলে, আবার কিছুক্ষণ আস্তে আস্তে। আরও আস্তে। ধীরে। এমার চোখ যুবক লিওঁর কাঁধ বরাবর। একটা ফ্রককোট পরেছে মঁসিয়ে লিওঁ দুপুই। কালো ভেলভেটের কলার। তার বাদামী চেষ্টনাটরঙের ব্রাশ করা চুল সোজা এসে পড়েছে কলারের ওপর। বোঝা যায়, এজন্যে অনেক যত্ন নেওয়া হয়েছে। এমার নজরে পড়ে লিওঁর নখগুলি অনেক লম্বা। লিওঁর একটা বড়ো সখ হলো নখ পরিস্কার ও তীক্ষ্ণ, ছুঁচোলো রাখা আর এজন্যে ওকে বেশ কসরতও করতে হয়। তার লেখার টেবিলে বিশেষ ধরণের ছুরিই রাখা আছে একাজের জন্যে।

ওরা নদীর ধারের পথ ধরে য়োঁভিল ফেরে। এই খরার সময়টায় নদীর পাড় অন্যান্য সময় থেকে অনেক চওড়া। নদীর পানি বেশ নেমে গেছে। নদীর কিনার ঘেঁষে যেসব বাগান রয়েছে সেগুলির দেয়ালের নীচের দিকটাও এখন দেখা যায়। পানি থেকে বেরিয়ে এসেছে।

ওখান থেকে কয়েক ধাপ নীচে দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। নিঃশব্দে, দ্রুতগতিতে। দেখলে নদীর পানি খুব ঠাণ্ডা মনে হয়। নদীর স্রোতে শাপলা বা অন্যান্য ভাসমান লতাগাছ আয়নার মতো স্বচ্ছ পানিতে একবার সামনের দিকে যাচ্ছে ঢেউয়ের সাথে আবার ফিরে আসছে পেছনে, যথাস্থানে। অনেকটা মনে হচ্ছে, কারো সবুজ দীঘল চুল যেনো পানিতে, ঢেউয়ে দোদুল দোলায় ভাসছে। শাখাহীন বুড়ো উইলোগাছগুলির দীঘল ছায়া পড়েছে নদীর জলে। দূরে, নদীর দু'পাশের মাঠঘাট শূন্য, কেউ কোথাও নেই, কিছু নেই। খালি। এখন খামারবাড়িতে ডিনারের সময়। আর তাই এই তরুণী মেয়ে ও তার পুরুষসঙ্গীটি চলার সময় পথে নিজেদের পায়ের চলার, কথা বলার ও পথের দু'পাশের গাছপালার স্পর্শে এমার পোশাকের খসখস শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেল না।

ওরা পথ চলে। ওরা কথা বলে রুঁয়ে থিয়েটারের স্প্যানিশ নৃত্যশিল্পীদল আসছে সেটা নিয়ে।

"আপনি দেখতে যাচ্ছেন নাকি ওদের নাচ?" এমা শুধায়।

"দেখা যাক, যদি পারি", জবাব আসে সঙ্গীর।

আচ্ছা ওদের একে অন্যের সঙ্গে কথা বলার আর কি কিছুই নেই? নেই হয়তো বা। তবে ওদের মনে আরও অশেষ কথার ভীড় জমেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে সংলাপ, আরও, আরও প্রগাঢ়, আরও গভীর, আরও বাঙময়। ওরা জোর করে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথার খেই ধরে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওরা নিজের মধ্যে একই ধরনের অব্যক্ত ভার চেপে বসছে বুঝতে পারে। ওটা কিসের? এটা হৃদয়ের, অন্তরাত্মার চাপা কলধ্বনি, নিরন্তর, ছাপিয়ে গেছে স্বরকে। এই অদ্ভুত মিষ্টি আমেজের অনুভূতির অবগাহনে ওরা আবিষ্ট হয়, ভুলে যায় কারণ খুঁজতে। উষ্ণ সাগরবেলায় আগত উত্তাল সফেন উর্মিমালাকে আসতে দেখে যে আনন্দ জাগে, ওদের ওপর বিশাল ব্যপ্তি নিয়ে নেমে আসে সহজাত কুসুম পেলবতা, সুরভিত স্নিগ্ধ বাতাসের মতো মদির মাদকতায় ওদের সাগরের সুবিশাল দিকচক্রবালও একসময় লোপ পায়।

ওদের চলার পথের এক জায়গায় যেখানে গরুর পাল ওঠানামা ক'রে এখানে–ওখানে কাদা করে রেখেছে সেই জায়গাটায় মাঝে মাঝে সবুজ রঙের পাথর ফেলে সুবিধে করা হয়েছে ওটা পেরিয়ে যেতে। এমা ওগুলির ওপর পা ফেলে পার হবার সময় মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে থাকে পরের পা ঠিক কোথায় ফেলবে সেটা ঠিক করার জন্যে। ওটা করার সময় ওর পা কাঁপে। হাত দু'টো বাড়িয়ে ধরে ঝুঁকে থাকে সামনে। কী করবে না করবে সেটা বুঝতে না পেরে অনেক সময় খিলখিলিয়ে হাসে। কখনও বা খানাডোবায় পড়ে যাওয়ার ভয়ে আঁতকে ওঠে।

এমা ওর নিজের বাড়ির বাগানে পৌঁছুতেই সে ছোট গেটটা খুলে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে উঠে ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। লিওঁ ওর অফিসে ফেরে। 'বস' নেই। তিনি বাইরে। ও কেসের নথিপত্রগুলিতে একবার চোখ বোলায়। কলমটা ঠিক করে। তারপর হ্যাটটা নিয়ে বেরিয়ে যায়। ও চলে যায় আরগুইল বনে লা পাতুরে পাহাড়ের মাথায়। ওখান থেকে শুরু হয়েছে বনভূমি। ওখানে পোঁছে সে পাইন ঝোপের নিচে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। চোখে আঙুল রেখে সেগুলির ফাঁক দিয়ে নীল আকাশটা একমনে দেখতে থাকে।

"কী দারুণ একঘেয়ে লোক আমি" সে আপন মনে বলে, 'কি বিস্বাদ, একঘেয়ে এই

জায়গাটা'! ওর নিজেকে বড়োই করুণার পাত্র বলে মনে হয়। মনে হয়, কেননা, ওকে এধরণের একটা রসকষহীন গাঁয়ে বাস করতে হচ্ছে, বন্ধু হিসেবে জুটেছে হোমা পরিবার আর মণিব হিসেবে পেয়েছে মঁসিয়ে গুইলামিকে। এই মণিব সাহেবটি তার নিজের ভুবনেই ডুবে থাকে, আর কিছুই বোঝে না। সোনার ফ্রেমের চশমাআঁটা, লাল গোঁফ, সাদা নেকটাইয়ের পটে ব্যারিষ্টার বোঝে কেবল তথাকথিত বুদ্ধিবৃত্তির সূক্ষ্মতাকে। যদিও ওর মুখআঁটা ইংরেজসুলভ আচার-ব্যবহারে গোড়ার দিকে লিওঁ মুগ্ধ হয়েছিল।

কেমিষ্টের বৌ গোটা নর্ম্যাণ্ডির সেরা বৌ। বড্ডো দয়াবতী, ভদ্র। মাদাম হোমা তার ছেলেমেয়ে, বাবা-মা, আত্মীয় সবাইকে ভালোবাসে, পরের দুঃখে ওর প্রাণ কাঁদে, সংসার ছাড়াগরুর মতো যেভাবে চলে চলতে দেয়, গেরাহ্যি নেই, কাঁচুলি চোখের বিষ, চলে থপ থপ, কারুর কথা শোনে না মন দিয়ে, দেখতে নির্জলা, সাদামাটা, ভাতমার্কা, কথা বলে রেখে-ঢেকে। বয়স ওর মোটে ৩০ আর লিওঁর নিজের মাত্র বিশ। হোমারা ওর বাড়িওয়ালা পড়শী। ও ঘুমোয় ওদের পাশের ঘরে। মাদাম হোমার সাথে ওর কথা হয় রোজ। কিন্তু তবু কখনও লিওঁর মনে হয় না যে, কারুর কাছে মাদাম হোমা একটা মেয়ে বলে মনে হবে। কিংবা ওর এমনও আজব চিন্তা মাথায় ঢোকে, মাদাম হোমার গড়ন ছাড়া ওকে মেয়ে বলে চেনার আরও কোনও উপায় আছে কি না। এমন আজব সন্দেহও ওর মনে উঁকি দেয়।

আর কি আছে এখানে? আছে বিনে, কিছু দোকানদার, দু'তিনটে হোটেলমালিক, গীর্জার কিছু যাজক-পুরুত আর সবশেষে মেয়র মঁসিয়ে তুভাশ, তার দুই ছেলে, বদমেজাজী, টাকাওয়ালা ও মাথামোটা লোক। তবে এসব মানুষের মুখগুলির মধ্যে এমার মুখখানি তার কাছে সবচে' উজ্জ্বল, বিচ্ছিন্ন অথচ যেন সবচেয়ে দূরের মনে হয়। কারণ ও আর এমার মাঝে ওর নিজের চোখে এক দুস্তর পারাবার দেখতে পায়। এমা ওর কাছে ভোরের আকাশের দূর-সুদূর শুকতারা।

গোড়ারদিকে সে কেমিষ্টের সাথে কয়েকবার বোভারীদের বাড়ি দেখা করতে গিয়েছিল। ওর সাথে আবার দেখা হোক—এমন কোনও আগ্রহ লিওঁ ডাক্তার চার্লসের চোখে লক্ষ্য করে নি। আর তাই ঘন ঘন এমার সাথে দেখা করতে গেলে সেটা ভালো দেখাবে কি না কিংবা ও ওর নিবিড় সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যে ওর যে কামনার পূরন অসম্ভবের কাছাকাছি—এ দুয়ের মাঝে ভেবে পায় না কি করবে সে!

॥ ৪ ॥

শীতেরদিন এসে গেল দেখতে দেখতে। এমা ওর শোবারঘর ছেড়ে সময় কাটানোর জন্য বসার ঘরটা বেছে নেয়। বসার ঘরটা একটা লম্বা ঘর। নীচু সিলিং। ঘরে ফায়ারপ্লেসের ওপরে একটা কারুকাজ করা তাক। তাকে আয়নার মুখোমুখি করে রাখা একগুচ্ছ প্রবাল। এখানে জানালার মুখোমুখি একটা আর্মচেয়ারে বসে লোকজনকে রাস্তার ফুটপাত ধরে যাওয়া আসা করতে দেখতে পায়। লিওঁ ওর অফিস থেকে দু'বেলা 'গোল্ডেন লায়ন'-এ যায়। এমা দূর থেকে ওর আসার শব্দ পায়। ও ঝুঁকে শব্দটা শোনার চেষ্টা করে। ও চলে যায় পর্দাটার পাশ দিয়ে। সাজপোশাক বরাবরের মতো একইরকমের। ও যায় কোনওরকম মাথা না ঘুরিয়ে। এদিকে ও চায় না। কিন্তু নেমে আসা গোধূলির আধো আলো, আধো আঁধারির মধ্যে এমা যখন বামহাত গালে রেখে, হাতে এম্ব্রয়ডারীর কাজটা ফেলে বসে

থাকে তখন প্রায়ই দেখা যায় লিওঁর চলন্ত ছায়াটা হঠাৎ দেখা যেতেই সে সচকিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। ফিলিসিতিকে টেবিল ঠিকঠাক করার জন্য বলে।

মঁসিয়ে হোমা আসেন ডিনারের সময়টায়। উনি আসেন মাথার টুপিটা হাতে। চুপি চুপি। নিঃশব্দে, যাতে কারও কোনও অস্বস্তির কারণ না ঘটে, মুখে সেই একই বুলি, 'শুভসন্ধ্যা, সকলকে'। বোভারী দম্পতির মাঝে টেবিলে বসে পড়ে তিনি ডাক্তারকে তাঁর রোগীপত্তর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। আর ডাক্তার হোমার কাছে জানতে চায়, রোগীরা ওর ফি শোধ করবে তো? এরপরে 'কাগজে কি লিখেছে'— এনিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা। হোমার এসময় নাগাদ হেফজ হয়ে গেছে কোথায় কী ঘটেছে, কাগজে কী বলেছে। কাজেই মঁসিয়ে হোমা গড় গড় করে একধারসে কাগজের মতামত ও দুর্ঘটনা–বিপর্যয়ের খবর, গোটা ফ্রান্স জুড়ে কী ঘটেছে বলে যান। একসময় তার এইসব তড়বড়ানির রসদ ফুরিয়ে এলেও কেমিষ্ট সাহেবের রসনা থামে না, সামনে কিছু খাবার জিনিস সাজানো থাকলে সেটার দিকেও কিছু মন্তব্য ছুঁড়ে দেন। কোনও কোনও সময় উঠে দাঁড়াবার মাঝখানেও আধো ওঠা–আধো বসা ভঙ্গিতে মাদামকে কী খেতে সবচে' সুস্বাদু হবে সেটা বলেন কিংবা ষ্টু, চাটনি, আচার তৈরির নানা পরামর্শ দেন। নানা সুগন্ধি, রস, জিলেটিন সম্পর্কে অদ্ভুত কায়দায় কথা বলেন। আসলে মঁসিয়ে হোমার দোকানে যত না কাঁচপাত্র আছে তারচেয়ে অনেক বেশি রকমের আচার, সের্কা, মিষ্টি আচার প্রস্তুতপ্রণালীর ব্যাপারে তিনি একজন দারুণ কারিগর ব্যক্তি। ওর মাথাটা এসবেই বলা যায় টইটম্বুর।

রাত আটটা বাজলে জাষ্টিন হোমাকে ডাকতে আসে দোকান বন্ধ করার জন্যে। তখন মঁসিয়ে হোমা একটা ধূর্ত হাসি চালান করে দেয় জাষ্টিনের দিকে, বিশেষ করে ফিলিসিতি যদি তখন সেখানে থাকে। কেননা, কেমিষ্ট সাহেবের চোখ ফাঁকি দেয়া সম্ভব হয় নি। তাঁর নবিশ সাগরেদ ডাক্তারের বাড়িটা পছন্দ করে ফেলেছে। মঁসিয়ে হোমা বলে, "আমার ছেলেটার মাথায় কিছু একটা গজাচ্ছে, আমি ঠিক বলে দিতে পারি। আপনাদের পরিচারিকার সাথে ও লটকে গেছে।" তবে এসব হিসেবে না ধরলেও দেখা গেছে, মঁসিয়ে হোমা ঘন ঘন জাষ্টিনের খুঁত ধরছেন। সবচে গুরুতর যে দোষের জন্য তিনি জাষ্টিনকে ইতিমধ্যে তিরস্কারও করেছেন তা হচ্ছে, বোভারীদের সঙ্গে তাঁর আলাপ–আলোচনা আগাগোড়া শোনার বদভ্যাস। যেমন, রোববারের দিনগুলিতে ওকে ড্রয়িংরুমের বাইরে নেয় কার সাধ্য। কিন্তু ওদিকে মাদাম হোমা যে ওকে ডাকছেন সেই থেকে বাচ্চাগুলোকে আনার জন্যে সেদিকে কোনও খেয়ালই নেই। ওরা ততক্ষণে ইজিচেয়ারে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে। অবশ্য হোমার বাড়িতে এই রোববারের সন্ধ্যেগুলিতে আজকাল আর তেমন লোকজন আসে না। মঁসিয়ের লোকের পেছনে গীবত গাওয়ার বদখত স্বভাব। রাজনৈতিক লেকচারও ঝাড়েন। ফলে মঁসিয়ের হয়েছে একঘরে হবার দশা। ভদ্রলোকেরা আসবে কি এ বাড়িতে! তবে সে যা–ই হোক, মঁসিয়ে লিওঁ কেমিষ্টের বাড়িতে যাওয়ায় কামাই দেয় না। আর ঘন্টি বাজা শোনামাত্রই সে মাদাম বোভারীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যায়। সে তার শালটা হাত বাড়িয়ে নেয়। ওটাকে একপাশে রেখে দেয়। এমা শীতের সময় বরফের হাত থেকে বাঁচার জন্যে তার বুটজুতোর ওপর ভারী ফেল্টের একটা চপ্পল পরে। সেটাও সরিয়ে রাখে।

এভাবে দেখা হওয়ার প্রথম দিকে ওরা কার্ড, ক্যারম ইত্যাদি নানারকমের খেলা

খেলে। এরপর মঁসিয়ে হোমা এমার সাথে তাস খেলতে বসেন। তখন লিওঁ এমার ঘাড়ের পেছনে কিছুটা পাশে চলে যায় ও খেলার নানা চালে তার কার্ডের বাছাই ও চাল কি হবে সে বিষয়ে ওকে পরামর্শ দেয়। লিওঁ এমার চেয়ারের পেছনে খাড়া হয়ে দাঁড়ায়। ফলে চুলের চিরুণীর দাঁতগুলি ওর নজরে পড়ে। চিরুণীটা ওর চুলের গোছার মধ্যে গোঁজা। যতোবারই এমা বোর্ডে একটা করে কার্ড রাখে, ততোবারই তার কাপড়ে টান পড়ে। তার ওল্টানো চুল থেকে তার পিঠের ওপর একটা গাঢ় আভা পড়ে আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে দেহের ছায়ায় একফাঁকে। এরপর ওর কাপড়-চোপড় চেয়ারের দু'পাশে পড়ে যায়। মেঝেতে গিয়ে ঠেকে। লিওঁ মাঝে মাঝে বুঝতে পারে, অজান্তে ওর জুতোটা কেমন করে জানি ঐ কাপড়ের ওপর গিয়ে পড়ছে। আর যখনই ওটা বুঝতে পারে তখনও ও ব্যস্ত হয়ে সরে যায়। মনে হয়, সে যেনো কারও শরীর মাড়িয়ে দিয়েছে।

তাসের খেলা শেষ হলে ডাক্তার ও কেমিষ্ট ডোমিনো খেলতে শুরু করে। এমা ওর জায়গা বদল করে টেবিলের ওপর কনুই ঠেকিয়ে 'লা ইলাসত্রেসান' ম্যাগাজিনের পাতার ওপর থুবড়ে পড়ে। এমা লেডিজ জার্নাল সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। লিওঁ ওর কাছাকাছি বসে। তারপর দু'জনে ম্যাগাজিনের ছাপা চিত্রকর্মগুলির ওপর একসাথে নজর বোলায়। ঐ পাতাটা একজনের কখনও দেখা বা পড়া শেষ হয় তার জন্যে আরেকজন অপেক্ষায় থাকে। এমা ঘন ঘন কবিতা পড়ার জন্য লিওঁকে অনুরোধ করে। কবিতা পড়ে ওকে শোনানোর জন্যে। লিওঁ ক্লান্ত, ধীরে স্বরে কবিতা পাঠ করে। তবে হৃদয়ঘটিত কবিতার স্তবক বা চরণগুলি তীব্র আবেগজড়িত গাঢ়স্বরেই উচ্চারণ করে। কিন্তু ডোমিনো খেলোয়াড়দের হৈচৈ-এ আমেজ নষ্ট হওয়ায় ও বিরক্ত হয়। এ খেলায় জাঁদরেল শক্তিশালী পক্ষ হচ্ছেন মঁসিয়ে হোমা। চার্লসকে হারিয়ে ডাবল করার সামর্থ্যও ওর নখদর্পণে। যাক, খেলা একসময় শেষ হয়। আগুনের ধারে লম্বা হয়ে নিজেদের অজান্তেই ওরা কখন ঘুমিয়ে পড়ে। উনুনের আঁচ স্তিমিত। চায়ের কেতলি খালি। লিওঁ তখনও পড়ে যায়, এমা ওর একমাত্র শ্রোতা। একাগ্রও। এমা ল্যাম্পশেডের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে কবিতা পড়া শোনে। বাতির ধাতব পাতের গায়ে শিল্পীর হাতে আঁকা ভাঁড়ের ছবি। ঘোড়ার গাড়ির ওপর বসে আছে ভাঁড়মশাই। পাশে তারের ওপর ভারসাম্য রক্ষার কসরৎ দেখাচ্ছে এক ভেল্কিবাজ। ওর হাতে তাল রাখার ছড়ি। লিওঁ এবার ঘুমে অঘোর লোক দু'টির দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়। তারপর অতি আস্তে ফিসফিসিয়ে কথা বলে দু'জনে। ধীরে, অতি ধীরে বয়ে যাওয়া নদীর মতো যার চাপা অস্ফুট শব্দ বুঝি ওদের কানে বেজে চলে মিষ্টি মধুর। ওদের কথা আর কেউ শোনে না। আশেপাশে নেই কেউ। এমনি করে, বই-উপন্যাসের ক্রমাগত লেন-দেনের মধ্যে ওরা হয়ে ওঠে একে অন্যের জুড়ি। তবে এসব নিয়ে মঁসিয়ে বোভারীর মাথা ঘামাবার সময় নেই।

ডাক্তার চার্লস বোভারীর জন্মদিনে উপহার পাওয়া একটা অদ্ভুত সুন্দর নকশী কাজ করা ভাস্কর্যবৎ গলা অবধি মানুষের মাথা মূর্তি ব্যারিষ্টার-কেরাণী সাহেবের যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করে। আর চার্লস এ সুযোগে শুধু ওটাই নয়, ওরকম আরও অনেক কিছু দেখায়। অবশ্য এর সঙ্গত কারণও ছিল। কারণ, লিওঁ গত কিছুদিন ধরেই রুঁয়ে থেকে ডাক্তারের কেনাকাটা ও অন্যান্য কাজের যা কিছু ফরমায়েশ থাকতো সবই করে আসতো। এক উপন্যাসিক এক বিশেষ জাতের ক্যাকটাসকে নিয়ে লেখায় ও সেটা খুব

জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় লিওঁ ঐ জাতের কিছু ক্যাকটাস মাদাম বোভারীর জন্যে কেনে। আর সেটা রুয়েঁ থেকে সেই 'ল্যাজঝোলা' ঘোড়ার গাড়িটা করে সারা রাস্তায় হাঁটুর ওপর রেখে ও হাতে ওটার কাঁটার খোঁচা খেয়ে নিয়ে আসে য়োঁভিল পর্যন্ত। মাদাম বোভারী জানালার সঙ্গে ব্যালকনিতে টব সাজিয়ে ছোট্ট একটা ফুলের 'বাগান' করেছেন। ওর উল্টোদিকেই বলা যায় লিওঁ–ও তার ঝুল বারান্দায় অনুরূপ একটা শূন্যোদান করেছে। ওরা ওদের নিজ নিজ বাগানে পরিচর্যার কাজ করতে করতে একে অন্যের সাথে চোখাচোখিও করতে থাকে। চলে নীরব ভাব–বিনিময়।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় লিওঁ ঘরে ফিরে দেখতে পায় ভেলভেটে মোড়া একটি চমৎকার নকশী কম্বল। উল দিয়ে তৈরী। একটা ফিকে রঙের কাপড়ের ওপর পাতার চমৎকার হাতের কাজ। ওটা গোল করে গুটিয়ে ওর ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। হৈচৈ করে ও মাদাম হোমা, জাস্টিন, হোমার ছেলেমেয়েগুলি ও বাবুর্চি সবাইকে ডেকে জড়ো করে জিনিসটা দেখায়। তার বস ব্যারিষ্টারকেও কথাটা জানায়। শুনে সবাই ও জিনিসটা দেখার জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠে। ডাক্তারের বৌ কেরাণীকে অমন একটা উপহার কেন দেবে? এ প্রশ্ন তাদের সকলের। ওরা তাই দেখেশুনে সিদ্ধান্তে পৌছায়, ও তাহলে ডাক্তারের বৌয়ের প্রেমিক। নাহ'লে ব্যাপারটা অদ্ভুত তো বটেই!

মঁসিয়ে লিওঁ নানা কারণে ও আচরণের মধ্য দিয়ে এরকম ভাবার যথেষ্ট সুযোগও তৈরি করেছে। ও সকলের কাছে সবসময় কেবল মাদাম বোভারীর প্রশংসা করতে থাকে। ওর মোহময় টান আর কথার মাধুর্যের বর্ণনায় বিরক্ত করে তোলে লোকজনকে। এমনকি, এমন এক পরিস্থিতিতে মঁসিয়ে বিনেও শেষপর্যন্ত ধৈর্য না রাখতে পেরে কর্কশ ভাষায় ও কে জবাব দেয়—

'তো হয়েছে কি, তাতে আমার কি! মাথায় তুলে নাচবো নাকি! ওকে আমি চিনি না!'

এখন লিওঁ দোটানায় পড়ে। ও বুঝতে পারে না। এমাকে ওর ভালোবাসার কথাটা বলবে কি করে! ওকে অসন্তুষ্ট করা ও কাপুরুষ হওয়ার লজ্জার ভয়–ভীতির আশঙ্কার শাঁখের করাতে পড়ে হতাশায়, কামনায় চোখ ভিজিয়ে ফেলে। এরপর সে একটা কড়া সিদ্ধান্ত নেয়। তারপর ওকে উদ্দেশ করে কয়েকটি চিঠি লেখে। যথারীতি ছিঁড়েও ফেলে। ওর সাথে এ নিয়ে কথা বলার একাধিক সময়সূচী ঠিক করার পর সেগুলি কয়েকদফা বাতিলও করে দেয়। প্রায়ই সে কথাটা বলতে শুরু করার চেষ্টা করে, সবকিছুর ঝুঁকি নিয়ে দৃঢ় সংকল্পে। কিন্তু এমার সামনে তার সব সংকল্পের বাঁধ ভেসে যায়। আর যখন চার্লস এসে পড়ে আর ওর ঘোড়ার গাড়িতে ওর সাথে যাবার আমন্ত্রণ জানায় সে তৎক্ষণাৎ সেটা গ্রহণ করে। মাদাম বোভারীকে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে ওর সাথে চলে যায়। হাজার হোক, ওর স্বামী তো ওরই একাংশ। তাই নয়?

এমা নিজের মনকে জিজ্ঞেস করে না, সে ওকে ভালোবাসে কি না। ওর ধারণা–কল্পনায় ভালোবাসা এমন এক জিনিস যা হঠাৎ করে, অপ্রত্যাশিতভাবে উদয় হয়, আসে সগর্জনে, চিকুর, বিদ্যুল্লতা্য় চারদিক উদ্ভাসিত করে। ভালোবাসা হচ্ছে, সাইমুম, প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়, হারিকেন, মানুষের জীবনে স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক অনুভূতি, যা তার পথ পরিক্রমায় ঘূর্ণির মতো, এমনকি, ঝরা পাতার মতো মনের ইচ্ছেটাকেও উড়িয়ে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় হৃদয়কে এক সুগভীর আবর্তের তলহীন অতলে।

॥ ৫ ॥

ফেব্রুয়ারীর এক বিকেল। তুষার ঝরে চারদিকে। মঁসিয়ে ও মাদাম বোভারী, হোমা দম্পতি, তাদের ছেলেমেয়ে ও লিওঁ একটা কাপড়ের কলে বেড়াতে যায়। কাপড়ের কলটা য়োঁভিল থেকে দেড়মাইল দূরে পাহাড়ী উপত্যকায়। ওটা সদ্য স্থাপন করা হয়েছিল। মঁসিয়ে হোমা, তাঁর দুই ছেলেমেয়ে, নেপোলিয়ান ও আথালিকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। ওদের কিছু হাতপা নড়াচড়া করে সুযোগ হবে মনে করে। সঙ্গে ছিল জাষ্টিন। ও তাঁর কাঁধে ছাতাগুলি নিয়েছিল। ঐ সুতোকলটার গা ঘেঁষে রয়েছে একটা বড় পতিত জমি। ওখানে বালি আর পাথরের স্তূপ, কিছু সুতার আঁচড়াযন্ত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে, আর মিলের গোটা এলাকা জুড়ে আছে চারকোনা বিরাট মিলঘর। ঐ ঘরের চারদিকে অনেকগুলি ছোট ছোট জানালা। কাপড়ের সুতাকলটি এখনও পুরোপুরি গড়ে ওঠে নি। অনেক কাজই বাকি। মিলঘরের ছাদের নানা জায়গাতে ফাঁক। ঐসব ফাঁক দিয়ে ওপরে, আকাশ দেখা যায়। আর যেন অনেকটা হাসির ব্যাপার হিসেবে একটা ঝাঁটার সাথে তেরঙা একটা পতাকা বেঁধে মিলঘরের তেচালা ছাদের ওপর টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। মাদাম ও মঁসিয়ে হোমা ও তাদের দলবলই কথার ফুলঝুরি ছোটাবার দায়িত্বটা একচেটিয়া পালন করলো। মঁসিয়ে এই সুতোকল সম্পর্কে রীতিমতো একটা লেকচার দিলেন। বললেন, আগামীদিনগুলির জন্যে এর কতোখানি ভূমিকা সেসব কথা। মিলঘরের দেয়ালগুলি কত পুরু, কাঠের পাটাতনগুলি কত শক্ত এসবের খুঁটিনাটিও আলোচনা করলেন। আর বিনের মতো হিসেব-মাপ দক্ষ লোককে সঙ্গে নিয়ে আসেন নি বলে আফসোসও করলেন।

এমার হাত ধরে হাঁটছিলেন মঁসিয়ে হোমা। এমা ওর কাঁধে শরীর ঠেকিয়ে কিছুটা বিশ্রাম নেয়। ও তাকিয়ে ছিল থালার মতো সূর্যটার দিকে। সূর্যটা কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আলোর কিরণ ছড়াবার চেষ্টা করছে। অনেক দূর থেকে আসা আলোর কিরণ বিবর্ণ, পাণ্ডুর। ও মাথাটা ঘোরাতেই চার্লসকে দেখতে পায়। ওর মাথার টুপিটা চোখের ভ্রু অবধি নামানো। ওর মোটা ঠোঁট দুটো কাঁপছে। আর সে কারণেই ওর চেহারাটা হয়ে উঠেছে একটা গবেটের মতো। ওর পিঠটাও চোখে পড়ছে। এমনিতে ওটা নিরীহ। কিন্তু এমার চোখে ঐ পিঠটাও পর্যন্ত কুৎসিৎ দর্শন, চোখে দেখা যায় না কেননা, ওখানে ওর ঐ কোটের ওপরে তার গোটা অস্তিত্বের অনস্তিত্ব মুখর হয়ে আছে। এমা যখন তার এই একান্ত বিরক্তির অনুভূতি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়েছিল তখন একধরণের বিকৃত আনন্দও পাচ্ছিল। এমা যখন তার এই একান্ত বিরক্তিতে চার্লসের দিকে চেয়ে একধরনের বিকৃত আনন্দের মানসলোকে ঠিক তখন লিওঁ কিছুটা এগিয়ে এলো। ব্যারিষ্টারের কেরাণী লিওঁর চেহারা ঠাণ্ডায় কিছুটা ফ্যাকাশে। তবে ওতে ওর গোটা চেহারায় একটা শান্ত, সমাহিত ভাবও এসেছে। ও ওর আয়ত নীলচোখ তুলে আছে সূর্যের পানে। সে চোখকে এমার কাছে দূর পাহাড়ের নীল সরোবরে বিস্মিত সূর্যের চেয়েও অনেক সুন্দর মনে হয়।

"তবে রে ক্ষুদে বদমাশ!" কেমিষ্ট সাহেব হঠাৎ গর্জন করে ওঠে। তারপর ও তার ছেলেটার দিকে দৌড় দেয়। ছেলেটা চুণ-সুরকির একটা স্তূপে গিয়ে পা দিয়েছে। ওর মতলব ছিল জুতোজোড়াকে সাদা করা। ওর বাবা ওকে বকতেই সে জোরে চেল্লাচিল্লি শুরু করে দেয়। আর ওর মধ্যে জাষ্টিন একটা গমের শক্ত ডাঁটা দিয়ে নেপোলিয়নের জুতো থেকে চুণ-সুরকি ঝাড়তে শুরু করে। কিন্তু কাজটা অতো সোজা নয়। ওটার জন্যে একটা

ছুরি দরকার। চার্লস ওদের দিকে নিজের ছুরিটা বের করে এগিয়ে দেয়। "ওহ্, অসহ্য" এমা নিজের মনেও বলে ওঠে, "অ্যাতো বড়ো একটা ছুরি পকেটে করে এনেছে, আস্ত চাষার মতো!"

ওরা এরপর আর খুব বেশি দেরি না করে য়োঁভিলে ফিরে আসে। তুষারপাত বেড়ে যায়। ঐ সন্ধ্যেয় মাদাম বোভারী আর পড়শীদের কারও বাড়িতে গেল না। তবে চার্লস বাইরে গেলো। ও যেতেই এমা একেবারেই একা হয়ে পড়ে। বিছানায় গা এলিয়ে দেয়। ফায়ারপ্লেসের জ্বলন্ত আগুনের দিকে চেয়ে থাকে। ওর মনের আকাশে নানা ভাবনার ভীড়। ওতে ও এখনো দেখতে পায় ঘোড়াচড়ার ছড়ি দুলিয়ে ঐতো দাঁড়িয়ে লিওঁ। আবার আরেক দিকে আরেক ভাবমূর্তি। ও মূর্তিটা আতালির হাত ধরে চুপচাপ একটুকরো বরফ চুষে চলেছে নির্ভাবনায়। এসব ছবি ও আকাশটায় আর মুছতেই চায় না যেন। ওর মনে আগের দিনগুলিতে লিওঁর আচার-আচরণ, ভাবভঙ্গি, কথা, স্বর, চাহনি কেমন ছিল তার জীবন্ত মিছিল চলতে থাকে। স্ফূরিত হয়ে ওঠে এমার অধর যেন চুম্বন পিপাসায়, ছদ্ম আশ্লেষে, বিড় বিড় করে বলে চলে : "কতো সুন্দর ও! প্রেমে পড়েছে নিশ্চয়! কার সাথে? আমার?"

পলকে ওর সুমুখে ওর ভালোবাসার সব নিশানা, সব প্রমাণ প্রাণ পায়, মূর্তি নয়, মূর্ত হয়ে ওঠে। আনন্দ-পুলকে-আরক্তিম লাজে ওর হৃদয়-ময়ূর পেখম মেলে। আগুনের শিখাটাও যেন সময় বোঝে। এ মুহূর্তে ও আরও উজ্জ্বল হয়ে প্রতিফলিত হয় সিলিঙে। ও পিঠ ওপরে করে টান টান হয়ে শোয়। হাত মেলে দেয় সুমুখে। তখুনি আবার শুরু হয় তার সেই বিলাপ চিরন্তনী : "ঈশ্বর যদি এমনটি করতেন! সেই ভাগ্য কি তার হবে? হবেই না কেন? কে ঠেকায়?" প্রায় মাঝরাতে বাসায় ফেরে চার্লস। ওর কাপড়-চোপড় খুলতে একটু আওয়াজই হ'লো বলা যায়। এমা জেগেই ছিল। কিন্তু সে ঘুমভাঙার ভান করলো। বললো, বড্ডো মাথা ধরেছে। আর তারপর কতকটা উদাসীন গলায় সন্ধ্যায় কি হলো জানতে চাইলো 'মঁসিয়ে লিওঁতো সকাল সকালই ওর ঘরে ফিরেছে আজ', চার্লস জবাব দেয়। এমা ফিক করে হেসে ফেলে। হৃদয়ে একরাশ শিহর পুলকানুভূতি নিয়ে সে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যায়।

পরদিন গোধুলিবেলায় এমার সাথে দেখা করতে আসে মঁসিয়ে ল্যুরো। খুব চালাক লোক। জন্মসূত্রে গাসকোন। তবে নরম্যাণ্ডির স্থায়ীনিবাসী। সে তার প্রখর চশয় 'বেনেবুদ্ধির সাথে দখিনা বাকপটুতা' মিশিয়ে নিয়েছে অদ্ভুত কায়দায়। মুখটা ওর গোলগাল, চর্বিভর্তি, চকচকে করে কামানো। মাথায় কাশফুল সাদাচুল। ছোট কালো চোখজোড়া তাই বুঝি একটু বেশী দীপ্তিমান মনে হয়। আগে কি ছিল, কি করতো মঁসিয়ে ল্যুরো কেউ জানে না। কেউ বলে, মঁসিয়ে লুরো ফেরি করে ব্যবসা করতেন আবার কেউ বলে, ও তুতোয় টাকার কারবারী সূদের মহাজন ছিল। মঁসিয়ে ল্যুরোর একটি সুনিশ্চিত গুণ ছিল, জটিল হিসেব করে বের করার দারুণ দক্ষতা যা মঁসিয়ে বিনের মতো লোককে ভড়কে দেবার জন্যে যথেষ্ট। বিনয়ের সাক্ষাত অবতার এই মঁসিয়ে ল্যুরো সবসময় একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকেন অনেকটা অভ্যার্থনা জানাবার কায়দায়।

মঁসিয়ে ল্যুরো চারদিকে ক্রেপের ব্যাণ্ড লাগানো হ্যাটটা দরজার কাছে ঝুলিয়ে, সবুজ একটা কাগজের বাকস টেবিলে রেখে ভব্যতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে মাদামের কাছে

অনুযোগের মতো করেই তার পাঁচালী শুরু করে : তার বড় দুঃখ—তাঁর মতো অভাজন এই অ্যাদ্দিনেও মাদামের আস্থাভাজন হতে পারেন নি। তাঁর গরীব দোকানটায় তাঁর মতো ফ্যাশানদুরস্ত ভদ্রমহিলার পা হয়তো পড়বে না। ল্যুরো 'ফ্যাশানদুরস্ত ভদ্রমহিলা' কথা দুটির ওপর একটু জোর দিয়েই বলে। বলে, তবু তিনি যদি ক্ষেমাঘেন্না করে একটিবার মুখ খুলে বলেন কি চাই তাঁর, তিনি তাঁর ইচ্ছেমতো যে কোনও জিনিস যোগাড় করে দেওয়ার দায়িত্ব নেবেন। পোশাক-আশাক, দামী কাপড়, হ্যাট, নেকাব বা অন্য যে কোনও সুন্দর উপহার সামগ্রী। কেননা, তাঁর সাথে সকল বড় বড় নামকরা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ আছে। আর ওদের সকলের পকেটের ওজনও ওর জানা আছে। এ ব্যাপারে প্যারীর বিখ্যাত দোকানগুলির নামের একটা ফিরিস্তিও দেয় ঃ ত্রয় ফ্রিয়ার, বারবি ডি'ওর, গ্রাঁদ সভাজে ইত্যাদি। এখন আজকে মঁসিয়ে লুরো মাদামের সাথে শুধু দেখা করতে এসেছেন ঐ ধরনের সামগ্রীর সামান্য কিছু নমুনা দেখানোর জন্যে। জিনিসগুলি খুবই চমৎকার। অথচ একটা বিরল সুযোগে খুবই কম দামে এগুলি সংগ্রহ করেছেন তিনি। এই বলে, মঁসিয়ে ল্যুরো কাগজের বাকসটা থেকে মেয়েদের জামায় লাগানোর কিছু হাতের এম্ব্রয়ডারি কাজ করা ফলস কলার বের করলেন।

মাদাম বোভারী সেগুলি বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। তবে বললেন, 'আমার এখন কোনও জিনিসের দরকার নেই'। এরপর মঁসিয়ে ল্যুরো তিনটি আলজিরীয় স্কার্ফ, ইংল্যাণ্ডের তৈরী কয়েকটি সুঁচের প্যাকেট, একজোড়া খড়ের চপ্পল ও শেষে, জেলখানার কয়েদীদের হাতে তৈরী নারকেলের মালার ছোট বাটিজাতীয় পাত্র যা খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে বের করলেন। মঁসিয়ে ল্যুরো হাত দু'টো টেবিলের ওপর রেখে, অনেকটা হাঁ করেই এমার দিকে নজর রাখছিলো। আর এমা কিছু স্থির না করতে পেরে ঐ জিনিসগুলি দেখছিল। আর এরই ফাঁকে জাতব্যবসায়ী ল্যুরো যেন অনেকটা তার এ ছড়িয়ে রাখা স্কার্ফগুলি থেকে ধূলো-ময়লা ঝাড়ার কায়দায় নখ দিয়ে টোকা দিতে থাকলেন। আর তাতে করে ঐ রেশমী কাপড়টায় কিছু খসখস আওয়াজ হতে থাকলো, আর সুতোয় সোনালী জরির কাজ থেকে সবুজ দ্যুতি মাঝে মাঝেই বিন্দু বিন্দু তারার মতো ঝিকিয়ে উঠে একটা চোখ-ধাঁধানো পরিবেশ সৃষ্টি করলো।

"এগুলির দাম কি রকম?"

"আরে খুবই সস্তা, দাম নামমাত্র", সে জবাব দেয়? "তবে দাম যা-ই হোক সে নিয়ে ভাবনার কিচ্ছু নেই, ম্যাডাম, দাম শোধ করারও কোন তাড়া নেই। ওটা আপনার সুবিধেমতো দিলেই চলবে। আমি তো ছিনে জোঁকের মতো কোনও ইহুদী নই, ওটা নিয়ে মোটেও ভাববেন না।"

কয়েকমিনিট ভেবে এমা ওকে আবার ধন্যবাদ জানায়। মঁসিয়ে ল্যুরো বেশ গাম্ভীর্য টেনে বলে—

"খুব ভালো, খুবই ভালো, আজকের দেখা করাটা আমার জন্যে একটা সুযোগ মাদাম, আশা করি, একটু একটু করে আমাদের এই জানা-পরিচয় এগিয়ে যাবে। ভদ্রমহিলাদের সাথে আমি সবসময়ই ভাব জমিয়ে নিতে পারি। পেরেছিও বরাবর। অবশ্য আমার নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়া। এমা ওর শেষ কথাগুলি শুনে হাসে। আর ব্যবসাদার ঝানু লোকটি দিলদরাজ মনে রঙ্গরসের সুরেই বলে চলে—

"দেখুন মাদাম, টাকাটা আমার কাছে খুব বড় জিনিস নয়, যদিও সেটা আমি ঘোষণা দিয়ে বলতে চাই না। আর তাই দরকার হলে, আমি আপনাকে ওটা ছাড়াও তো কিছু দিতে পারি"। এমা ভারী অবাক হওয়ার ভাবভঙ্গি করে। আর ল্যুরো তার কথার তুবড়ি ছেড়েই চলে—

"আর সে জন্যে আমার দূরে যাওয়ার দরকারও হবে না, সে বিষয়েও আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন"। এরপর ল্যুরো কাফে ফ্রাঁসের মালিক বৃদ্ধ তেলিয়ার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। জানতে চায়। কেমন আছে। কেননা, ওর অসুখের চিকিৎসা তখন করছিলেন ডাঃ চার্লস বোভারী।

"তেলিয়ার বুড়োর হলোটা কি? ও জানতে চায়। তারপর যোগ করে ঃ "সে অ্যাতো জোরে খক্কর খক্কর কাশে যে ওর গোটা বাড়িটা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। ওর আর ফ্লানেলের জামাকাপড়ে চলবে কি! আসলে ওর এখন ভারী ঝাম্বিল ওভারকোট দরকার। ঠাণ্ডা ঠেকাতে। লোকটার যখন সময় ছিল, যৌবন ছিল সবকিছুর ব্যাপারে ড্যাম-কেয়ার দেখিয়েছে। পিপে পিপে ব্র্যাণ্ডি পেটে চালিয়ে দিয়ে পাকস্থলী পুড়িয়ে, পচিয়ে ফেলেছে। মরণদশা ডেকে এনেছে। আসলে নিজেদের এরকম একটা জানাশোনা লোক এভাবে মরণের পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছে দেখে ভারী খারাব লাগে।" এরপর জিনিসপত্রের বাক্সটা গোছাতে গোছাতে ল্যুরো ডাক্তার চার্লসের অন্য রোগীদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। পরে আলোচনা অন্যখাতে বইয়ে দেয় ব্যবসায়ী ল্যুরো। জানালার বাইরে চোখ ফেলে সবজান্তার মতো বলে ওঠে, 'এই আবহাওয়ার কথাই ধরুন না, এরও একটা প্রভাব আছে নিশ্চয়, আবহাওয়ার কারণেও অ্যাত্তোসব অসুখ বিসুখ হচ্ছে মানুষের। আমার নিজেরই আজকাল শরীরটা তেমন ভালো মনে হচ্ছে না। আমার পিঠের ব্যথাটার জন্যে দু'একদিনের মধ্যে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। তা এখন চলি, মাদাম বোভারী, শুভদিন কামনা করি আপনার। আর মনে রাখবেন এ বান্দাকে। আপনার খেদমতে আমি যখনই বলবেন আছি।' আর তারপর ল্যুরো দরজাটার বাইরে গিয়ে সেটা বন্ধ করে দেয়।

এমা আজকে ডিনার খায় তার শোবার ঘরে। ফায়ারপ্লেসের কাছে একটি ট্রেতে করে খাবারগুলো নিয়ে আসা হয়। ধীরে সুস্থে রসিয়ে খায়। আজ সবকিছুই চলেছে চমৎকার।

"আজকে কেমন বুদ্ধিমতীর পরিচয় দিয়েছি আমি, স্কার্ফগুলির কথা মনে করে ভাবে ও। আর সেইসময় সিঁড়িতে কার যেন পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। লিওঁ আসছে। এমা উঠে পড়ে, দেরাজ থেকে ওর সেলাইয়ের কাজটা বের করে। আর লিওঁ ঘরে ঢুকে দেখতে পায়, এমা সেলাই নিয়ে ব্যস্ত। দু'জনের আলাপ শুরু বটে কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই কথার খেই হারাতে থাকে লিওঁ। ওর মুখ দিয়ে কথা সরে না। অপ্রস্তুত বোধ করে। মাদাম বোভারী প্রতি মিনিট পর পরই কথা বন্ধ করে। ফায়ারপ্লেসের পাশে একটা নীচু চেয়ারে বসেছে লিওঁ। বসে বসে সে হাত কচলাবার মতো করে অঙ্গুস্তানাটাই বারংবার আঙুলে পরাতে-খুলতে থাকে। আর ওদিকে এমাও তার সুঁই ফুটিয়ে রেখে বারংবার সেলাইয়ের কাপড়টাকে বুড়ো আঙুল দিয়ে অকারণে সমান করতে থাকে। এমার মুখ ফোটে না, লিওঁ ওর অনুকরণ করে ভাবশিষ্যের মতো। লিওঁর কাছে এমার কথায় যেমন মুক্তো ঝরে তেমনি ওর মৌনী সন্ন্যাসিনীর ধ্যানমূর্তিও ওকে সম্মোহিত করে রাখে।

মাদাম বোভারী ওকে করুণা করে 'আহা বেচারী' ! বলে। ওদিকে লিওঁ বিব্রত বিবেকে ভাবতে থাকে, "ওর কি অপরাধে মাদাম অসন্তুষ্ট হলেন?" অবশেষে সে এ অবস্থাটা কাটাবার একটা উপায় যেন বের করে। ওকে তো রুয়েঁতে তো নানা কাজে যেতেই হবে। মাদামেরও কাজ আছে। তাই জিজ্ঞেস করে—"আপনার সঙ্গীত শিক্ষার চাঁদার মেয়াদটা শেষ হয়ে গেছে দেখছি, ওটা কি আবার হাল নাগাদ করে আসবো?"

"না" ও জবাব দেয়।

"কেন?"

"কারণ তো আছেই"

ঠোঁটটা চেপে এমা ছাইরঙা সুতো দিয়ে কাপড়ে একটা লম্বা ফোঁড় দেয়। ফোঁড় দিয়ে সূঁইটা আস্তে আস্তে টেনে আনে।

সেলাইয়ের এমনিধারা কাজে লিওঁ বিরক্ত হয়। তাঁর ধারণা. এতে এমার আঙুলের ডগাগুলি কর্কশ, শক্ত হয়ে ওঠে। তার বেশ বীরত্বব্যঞ্জক সাহসী কিছু কথা মাথায় আসে, গলায় ওঠে কিন্তু ওঠা স্বরযন্ত্রে উচ্চারণের ঝুঁকি নেয় না ব্যারিষ্টারের নবীন কেরাণী।

"গান-বাজনার চর্চাটা ছেড়ে দিচ্ছেন তাহ'লে? ও বলে যায়।

"কি বললেন," দ্রুত জিজ্ঞেস করে এমা,—গান? ছেড়ে দেব, অবশ্যই। আমার ঘর-সংসার আছে। স্বামীর দেখাশোনা আছে, হাজারো কাজ আছে। গান-বাজনার সময় কোথায়? চার্লস এখনও আসছে না। দেরী করছে। সে স্বামীর জন্যে উদ্বিগ্ন এমন ভান করে। "আর ও অ্যাতো ভালো!" কথাগুলি সে তিন-চার বার বলে।

'ও হ্যাঁ, তাতো নিশ্চয়' কেরাণীর জ্বি-হুজুর সায় আসে।

এরপর লিওঁ মাদাম হোমার কথা বলতে শুরু করে। তার মতে, মাদাম অ্যাতো নোংরা। চেহারাও উটকো। দেখলে হাসি পায়।

"কিন্তু তাতে কি হয়েছে?" বাধা দিয়ে বলে এমা। "একজন ভালো গৃহবধু তার চেহারা নিয়ে মাথা ঘামায় না"।

এরপর এমা আবার চুপচাপ।

পরেরদিনও সেই একই ব্যাপার। সেই একই নির্বাক প্রহর কেটে যায়। তার চলন-বলন, আচরণে সবই কেমন যেন বদলে যায়। সে তার ঘরকন্নায় রীতিমতো নিষ্ঠাবতী হয়ে ওঠে। চার্চে যাওয়া-আসা করতে থাকে। আর পরিচারিকার ওপর কড়া নজরদারীও শুরু করে।

ও নার্সের কাছ থেকে বার্থাকে কোলে নেয়। বাড়িতে কোনও মেহমান এলে ফিলিসিতি ঐ মেহমানকে ভেতরে নিয়ে আসে। মাদাম বোভারীর মেহমান ওকে আলু-থালু, স্খলিত বেশবাসে লক্ষ্য করে। মাদাম বলে, বাচ্চাকে ও খুব ভালোবাসে তো তাই। আর তাতেই ওর সান্ত্বনা, তার আনন্দ, আবেগ, অনুভূতি। সে তার বাচ্চাকে গান গেয়ে ঘুরে ঘুরে ঘুম পাড়ায় আর ওকে দেখে গোটা য়োঁভিলের লোকজনের কেবলি নতরদেম গীর্জার মেরির মাতৃমূর্তির কথা মনে পড়ে যায়।

চার্লস বাড়ি ফিরে দ্যাখে অবাক কাণ্ড। ওর চপ্পলগুলো না চাইতেই আগুনের ধারে খাড়া করা রয়েছে উষ্ণ করে আরামদায়ক করার জন্য। তার ওয়েস্টকোটের সেলাইখোলা অংশটি আবার আগের মতো ফিটফাট, শার্টের বোতামগুলি যথাস্থানে। আর কাবার্ডে ওর রাতের

পরা মাথার টুপিগুলি একলাইনে সার করে সাজানো রয়েছে। দেখতেও কতো চমৎকার। আগে এ সময়টা এমা বাগানে গম্ভীরভাবে ঘুরে বেড়াতো, থাকতো দূরে দূরে। ওর মনে মনে যা ইচ্ছে হ'তো এখন সেটা না বলতেই হয়ে থাকে। একটা ভোজবাজিই বটে। চার্লসের ইচ্ছে-অভিরুচি কি জানা না থাকলেও, না বুঝলেও এমা রা'টি না কেড়ে ওর সেই ইচ্ছেয় নিজেকে সমর্পণ করে। আর লিওঁ যখন চার্লসকে দেখলো, ডিনারের পর সে ফায়ারপ্লেসের পাশে সেই আগেকার বিটকেল ভঙ্গিতে দুটো হাত ভুঁড়ির ওপর রেখে, পা দুটো আগুন রাখার ঝাঁঝরির ওপর ফেলে শোয়া। গলা পর্যন্ত হাঁসের মতো খেয়ে ওর গাল দুটো হোঁৎকা শুয়োরছানার মতো লাল, চোখের সুখের ঘোর, বাচ্চা মেয়েটা কার্পেটের ওপর হামাগুড়ি দিচ্ছে। আর এ ক্ষীণকটি পদ্মিনী রমণীটি ডাক্তারের ইজিচেয়ারের পেছন থেকে চুমো এঁকে দিতে উদ্যত। চমৎকার!

" কী উদ্ভট ব্যাপার রে বাবা!", লিওঁ মনে মনে বলে," এখন এমার ঘনিষ্ঠ হবার উপায় কি তাহলে?"

আর এমনি ভাবসাবে এমাকে এত স্বামী সোহাগিনী-নিষ্ঠা-চরিত্রবতী মনে হলো যে ওর কাছে ধারে-কাছে ঘেঁষার কল্পনাও অসম্ভব বলে মনে হলো ব্যারিষ্টার সহকারীর। কিন্তু এ ধরনের আত্ম-অস্বীকারের ফলে এমা নিজেকে একটা অসাধারণ সঙ্কটের চরম শিখরে নিয়ে ফেলে। লিওঁর কাছে এমা এখন রক্তমাংসের সকল দাবীর উর্ধে আরেক ভাবমার্গে যা থেকে লিওঁর কিছুই পাওয়ার নেই। তাই এমা এখন থেকে ওর হৃদয় থেকে দূরে আকাশের পাখি হয়ে উঠতে থাকে, অপার্থিব দেবীর মহিমায় সে আরও দূর, দূর গগনে অপসৃয়মান হয়। এ এমন একটা অনির্বচনীয় অনুভূতি যার সাথে জীবনের যোগ নেই, এ অনুভূতির চর্চা কেবল অধরা, বিরল বলেই এ অনুভূতি হারালে আবেগ রোমাঞ্চিত হয় যতোখানি তার চেয়েও আর্তি বেড়ে যায় ঢের—ঢের বেশি।

এমার শরীর ক্ষীণ হতে থাকে, গণ্ডদেশ রক্তিমাভা হারায়। মুখটা লম্বাটে হয়ে ওঠে। ওর মেঘবরণ চুল, নীল আয়ত চোখ, বাঁশির মতো নাক, পাখির মতো হাঁটা এখন আর নেই। কুঁচবরণকন্যা এখন সরোবরের মতো শান্ত। ওকে দেখে মনে হয় না যে ওধরনের উঁচুমার্গের আর্তি ওকে সংক্রমিত করে নি। ওর ঘন-কালো-কাঁপা আঁখি পল্লব ও ভ্রূতে কোনও দৈব নিয়তির সুরমা মাখে নি। ও এত বিষাদিত, এত শান্ত, যুগপৎ এত ভদ্র, এত চাপা যে ওর কাছে কেউ থাকলে তাকেও ওর শীতল মনোহারিত্বে পেয়ে বসে, যেমন, গীর্জার সৌম্য, শান্ত পরিবেশে ফুলের সুরভি শ্বেত মর্মরের ঠাণ্ডায় অনেকেরই মনে হয়। এমনকি, অন্যেরাও এ মোহের শিকার হয়। কেমিষ্ট এমা সম্পর্কে বলে—

"এমা অনেক গুণে গুণান্বিত, তার মাঝে অনেক স্বর্গীয় মহিমা রয়েছে।'

গৃহিণীরা এমার সাশ্রয় গুণের প্রশংসা করেন। রোগীরা তাঁর নম্রতার, গরীব-দুঃস্থরা ওর হৃদয়বত্তায় মুগ্ধ।

তবে এসবকিছুর পরেও, সবার ওপরে 'মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই' কবির এ বাণী যেন তার বেলায় মর্মান্তিকভাবেই সত্যি। কামনা ওকে কুরে কুরে খায়। কুরে খায় ওকে, ক্রোধ আর ঘৃণায়। ছোট ছোট ভাঁজের পোশাকে, পোশাকের ভাঁজের ঐ ফাঁকে ফাঁকে এক বিদিশা হৃদয় লুকিয়ে আছে, যে হৃদয়ের যাতনা ওর আনারকলি ঠোঁটে ফোটে না কিছুই। ও লিওঁর প্রেমে পড়েছে। ও তাই একাকীত্ব খোঁজে। নির্জনে দয়িতের মূর্তির ধ্যানে নিখাদ

আনন্দ পেতে চায় ; তার চেহারা সন্দর্শনে তার ঐ ধ্যানমগ্নতা লাস্যময়তা হারায়। ওর পায়ের আওয়াজে শিহরে হরষিত হয় এমার হৃদয়। কিন্তু ও সামনে এলে তার সে আবেগে ভাটা পড়ে। ওর জন্য অবশেষ হিসেবে রয়ে যায় এক অপার বিপন্ন বিস্ময়। সমাপ্তি ঘটে দুঃখে, অনুশোচনায়।

লিওঁ সে রাতে যখন এমাদের বাড়ি ছেড়ে যায় সে আদৌ বুঝতে পারে নি সে এমাকে হতাশায় ফেলে রেখে যাচ্ছে। লিওঁ ঘরের দরজা পার হতেই এমা উঠে দাঁড়ায়। রাস্তায় ওকে দেখার জন্যে জানলায় যায়। সে কী করে ওটা নিয়ে সে উৎকণ্ঠিত। ও তার মুখ ভালো করে দেখে। আর ওর কক্ষে যাওয়ার অজুহাত বের করার জন্য তোলপাড় ভাবনায় ডুবে যায়। এমার হঠাৎ মনে হয়, মাদাম হোমা খুব সুখী মহিলা। সুখী এ কারণে যে, তার অন্ততঃ লিওঁর সাথে এক ছাদের নীচে হলেও শোবার সৌভাগ্য হয়। তার চিন্তা-ভাবনা অনুক্ষণ হোমাদের বাড়িটাকে ঘিরে আবর্তিত হতে থাকে যেমনি করে 'গোল্ডেন লায়ন' হোটেলের পায়রাগুলি বারংবার ও ভবনটার ওপর দিয়ে চরকি পাক খেয়ে খেয়ে শেষ পর্যন্ত হোটেলের সামনের ঝর্ণায় নেমে ওদের পাখা ভেজায়, নীল পাগুলি ডুবিয়ে দেয়। এমা যতই ভাবে, লিওঁর প্রতি ওর ভালবাসা ততই প্রবল হয়ে ওঠে। আর ততই সে ভালোবাসার কুঁড়িগুলি গুঁড়িয়ে দেয়। ও আশা করে, ওর ওই গোপন ভালোবাসা কেউ টের পাবে না, কমেও আসবে। লিওঁ তার এ মনের অবস্থাটা বুঝুক সে তা চায়। আর কোনও দৈব সুযোগের অপেক্ষায় থাকে যা তার এই ভালোবাসার পথ পরিস্কার করে দেবে। ওকে তার এ ভালোবাসার প্রকাশ থেকে সংযত রাখে একধরনের আলস্য, ভীতি। একধরনের লজ্জানুভূতিও বটে। ওর মনে হয়, ও যতোবার লিওঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাতে এখন আর সময় নেই। তামাদি হয়ে গেছে। সব কিছুই হারিয়ে গেছে। কিন্তু ওর পর "আমি চরিত্রবতী, সতী সাবিত্রী" মনে মনে একথা বলতে পারায় আনন্দে গৌরববোধও করে। আয়নার নিজের শান্ত-সমাহিত চেহারাটা পরখ করে, সে যে ছোট আত্মত্যাগ করছে বলে মনে করে সে জন্য নিজেকে সে নিজেই সান্ত্বনা দেয়।

কিন্তু এও বাহ্য। রক্তের কামনা, কাঞ্চণ বাসনা, আবেগের বিষাদ তো আর যায় না! বরং এসব মিলে হয়ে ওঠে ওর জন্য এক নিরন্তর যন্ত্রণা। ফলে ও ভাবনা থেকে ওর মন সরবে কি, আরো আঁকড়ে রইলো ঐ সেই একই ভাবনায়, একই কামনায়। যন্ত্রণাকেই সে চায়। তার জন্যে সুযোগ তৈরি করতে উন্মুখ হয়ে থাকে। খিচড়ে থাকে তার মনটা। খাবার টেবিলে উনিশ-বিশ হলে, কিংবা কোনওক্রমে আধো খোলা দরজা নজরে পড়লে রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। যে বিলাস-জৌলুস সে পায় নি, যে সুখ-ভোগ থেকে বঞ্চিত, যে সোনার স্বপ্ন তার অসার স্বপ্নই হয়ে রইল সেগুলির জন্যে, তার এই ছোট সংকীর্ণ বাড়ির জন্যে দারুণ অনুতাপে ভুগতে থাকে সে। ও আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এই ভেবে যে, চার্লস ওর ক্ষোভ, ওর যন্ত্রণা দেখে না। চার্লসের সরল বিশ্বাস, ও এমাকে সুখেই রেখেছে। রাখার চেষ্টা করছে। আর ঠিক এটাই এমার কাছে একটা রীতিমতো অপমান মনে হয়। আর চার্লসের নিশ্চিন্ততাও অভব্য অকৃজ্ঞতা বলে মনে হয়। তাহলে সে কার জন্য সতীত্ব, নিষ্ঠা বজায় রেখেছে? সেটা কি খোদ ওর জন্যই নয় যে ধরতে গেলে তার সকল সুখের বাধা, সকল দুঃখের কারণ? ওর তাই মনে হয়, চার্লসের কারণেই এক শক্ত বাঁধন তার হাত-পা সবকিছু বেঁধে রেখেছে।

আর তাই সকল দোষের নন্দঘোষ মনে হয় চার্লসকে। তার একঘেয়েমিজাত সকল ঘৃণা গিয়ে পড়ে ওর ওপর। সে চেষ্টা করে ঘৃণা কমাতে, বেড়ে যায়। আর এই নিস্ফল চেষ্টায় অন্যান্য হতাশা আরও বাড়ে, ওদের দু'জনের মধ্যেকার ব্যবধান দুস্তর হয়ে ওঠে। নিজের প্রতি এমার নমনীয়তা তাকে চার্লসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে। ঘরের একঘেয়েমি, সস্তা গতানুগতিকতা তাকে লাম্পট্য কল্পনার দিকে ঠেলে দেয়, বিয়ের পেলব রোম্যান্স থেকে তার মন চলে যায় ব্যভিচারী অ্যাডভেঞ্চারের দিকে। চার্লস যদি ওকে পিটোতো তাহলে সেটা ওর জন্যে সুবিধের হতো একারণে যে, তাহলে চার্লসকে ঘৃণা করার একটা আরও যুক্তিসঙ্গত অধিকার তৈরি হতো, ওর ওপর নিজেকে দিয়ে শোধ তুলতে পারতো। ওর যে এইসব ধর্ষকামী নিষ্ঠুর ভাবকল্পনা এসে মাথায় ঢুকছে এতেও সে আবার কখনও কখনও অবাক না হয়েও পারে না। সে আরও ভেবে বিস্ময় মানে, এত কিছুর পরেও ওকে ঠোঁটে হাসি টেনে চলতে হয়। নিজের মনেও ও নিজেকে বলতে শোনে, সে সুখী। সে সুখী হবার ভান করে, আর সবাইকে ওটা বিশ্বাস করাবারও চেষ্টা করে।

কিন্তু এতকিছুর পরেও সে এই দ্বিরাচারকেও ঘৃণা করে। ওকে লিওঁকে নিয়ে পালানোর চিন্তায় পেয়ে বসে। ও ওকে নিয়ে অন্য কোথাও গিয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে চায়। কিন্তু ওটা ঐ পর্যন্তই। ওর মনের চোখ শুধু চারদিকে আঁধার দেখতে পায়। নিশ্ছিদ্র আঁধার। আশা–ভরসা কোথাও নেই। 'তাছাড়া, ওতো আর আমায় ভালোওবাসে না', ওর মনে হয়। 'তাহলে আমার কি হবে? কি ভরসা, কি সান্ত্বনা, কি সাহায্যের আশা তাহ'লে করা যায়?' শ্বাসরোধ হয়ে আসে। ভেঙ্গে পড়ে। নীচু গলায় কাঁদতে থাকে। বুক ভেসে যায়।

এ অবস্থায় এমাকে দেখতে পেয়ে ফিলিসিতি ওকে বলে, 'মাদাম আপনি সাহেবকে আপনার কী হয়েছে বলছেন না কেন?'

'ও কিছু নয়, এটা একটা মাথার রোগ' বুঝলি, "আর এ ব্যাপারটা ওকে বলবি না কখনও, ও আবার চিন্তা করবে।"

'ও! তাই!' ফেলিসিতি বলে চলে, 'ঠিক বলেছেন, আপনি লা গুয়েরির মতোন। আপনাদের এখানে আসার আগে আমি দিয়েপিতে একজন জেলে বৃদ্ধকে চিনতাম। গুয়েরি তারই মেয়ে। ও মেয়েটাকে ওকে খুবই দুঃখী মনে হতো, জানেন! ওকে প্রায়ই দেখা যেতো ওদের বাড়ির রাস্তায় বেরোবার ঠিক দরজার মুখে। খুব বিষণ্নমুখে ওকে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। ওর ঐ রোগটাকে মনে হতো একধরনের কুয়াশার মতো কিছু যা ওর মাথায় ঢুকে গেছে। কোনও ডাক্তারই ওকে সারিয়ে তুলতে পারে নি, কোনও যাজক–পুরুতও নয়। খুব খারাপ লাগলে মেয়েটা সমুদ্রের ধারে চলে যেত। প্রায়ই উপকূলরক্ষীরা ওকে কোনও পাথরের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদা অবস্থায় দেখতে পেত। অবশ্য লোকে বলে, বিয়ের পর ও ওসব রোগ–বালাই একেবারেই উবে যায়।'

'কিন্তু দ্যাখ। আমার বেলায় ওর উল্টো, ওর হয়েছে বিয়ের আগে আর আমার, পরে।'

॥ ৬ ॥

একদিন সন্ধ্যেবেলায় এমা জানালার ধারে বসেছিল। খোলা জানালা দিয়ে দেখতে পেল গোরস্তানরক্ষক লেসতিবুদোয় বেড়ার কাঁটাঝোপ কাঁটছে। হঠাৎ ঐ সময় বেজে ওঠে গীর্জায় 'অ্যাঞ্জেলাস'–এর ঘন্টা। সময়টা এপ্রিলের গোড়ার দিক। বাগানে কালো গোলাপ ফুটতে

শুরু করেছে। মনে হচ্ছে, মৌসুম নারীর মতোই তার পোশাক বদলাচ্ছে। গরমকালের হালকা সজ্জা। দূরে নদী দেখা যায়। বাগানের দেওয়াল–বেড়ার ওপারে। মাঠের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে ঘাসের উঁচু–নীচু বাঁকের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। ন্যাড়া পপলার গাছগুলোর মাঝখান দিয়ে নদীর পানি থেকে বাষ্প উঠছে, ছুঁয়ে যাচ্ছে ঐ গাছগুলির আকৃতিরেখা বরাবর, ওতে ওখানটায় একটা বেগনি আভা লেগেছে, অনেকটাই ফ্যাকাশে, স্বচ্ছ। পপলার গাছের ডালগুলি একেবারে ঝাপসা হতে পারে নি। দূরে চারণভূমিতে গরু–ভেড়ার পাল্ চরে বেড়াচ্ছে। ওদের খুর কিংবা হাম্বা, ম্যা আওয়াজ এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। গীর্জার মিষ্টি ঘন্টাধ্বনি শান্ত বিষণ্ন সুরে যেন টেনে টেনে বেজেই চলেছে।

নিরন্তর এই ঘন্টাধ্বনির মাঝে তরুণী এমার স্মৃতির মন্দিরাও অনুরণিত হয়। ফিরিয়ে আনে ছোটবেলার, স্কুলজীবনের স্মৃতি সজীব করে। ওর মনে পড়ে যায়, বিশাল ভাসের ওপর রাখা বড়আকারের মোমবাতি, বেদীতে সাজানো ফুলদানির বহর, ছোট ছোট থামের ওপর বসানো তাঁবু—এসব দৃশ্যের কথা মনে পড়ে। সন্ন্যাসিনীদের শ্বেত মস্তকাবরণীর ভীড়ে ওর আবার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। ঐ সাদা সার সার মস্তকাবরণীর মাঝে আছেন কিছু কালো খাড়া মস্তকাবরণী পরা ভালো সিস্টার। ওরা ঐ সময়টায় প্রার্থনায় নত হন। রোববারের প্রার্থনা সমাবেশে ওপরের দিকে চাইতে ওর নজরে পড়ে নানা ধুপ, সুগন্ধি, আগরবাতির ওপরের দিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকা সুরভিত নীল ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে কুমারী মেরীমাতার অপূর্ব শুভ্র, নম্র, শান্ত মুখখানি। ওর মনটা মথিত হয়। নিজেকে ওর দূর্বল, একান্ত একাকী মনে হয়। মনে হয়, ঘুর্ণিঝড়ের ঘুর্ণিতে পড়েছে যেন কোনও এক পাখি। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঘুর্ণির প্রচণ্ড ঝাপটায় নিক্ষিপ্ত হয়ে চলেছে সে তীরবেগে কোনও অজানা গন্তব্যে। তেমনিকরেই এমা ওর অবচেতনায় এখন গীর্জার দিকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে। এক ধরনের ভক্তি ও নিষ্ঠায়। তবে এই ভক্তি বা নিষ্ঠা যা–ই হোক ওর আত্মা যেন খোরাক পায়, ওতে মগ্ন হয়, ওর সকল অস্তিত্বের বিলয় ঘটে ভক্তি–নিষ্ঠার মাঝে।

যোঁভিলের পৌরচত্বরটায় লেসতিবুদোয়ের সঙ্গে এমার দেখা হয়। লেসতিবুদোয় তখন গীর্জা থেকে ফিরে আসছিল। তার দিনের কাজ সংক্ষেপ করে একেবারে না সেরে মাঝখানে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবার শুরু করার জন্যেই সে ফিরছিল। ঠিক একই উদ্দেশ্যে সে এমনি সময়ে 'অ্যাঞ্জেলাস'–এর ঘন্টা বাজিয়েছে নিজের সুবিধেমতো। একটু আগে আগে ঘন্টা বাজানোর বাড়তি কিছু সুবিধেও আছে। যেমন, এতে করে ছোট ছেলেমেয়েরা যারা গীর্জায় ধর্মীয় প্রশ্নোত্তরিকা শিখতে এসেছে ওরাও আগাম নোটিশ পেয়ে তৈরি হতে পারে। ছেলেমেয়েদের অনেকে ইতিমধ্যে এসেও গেছে। ওরা গীর্জার পাশে গোরস্তানের কবরগুলির পাথরের ওপর মার্বেল খেলছে।

মাদাম বোভারী এধরনের খেলায় ব্যস্ত একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে যাবে যে, যাজক কোথায় ঠিক ঐ মুহূর্তে যাজকের বাড়ির দরজা খোলার শব্দ হলো। বেরিয়ে এলেন অ্যাবে বুর্নিজিয়েঁ। তাঁকে দেখামাত্র ছেলেরা যে যে দিকে পারে হুড়োহুড়ি করে গীর্জাঘরের মধ্যে উধাও হলো। তিনি বললেন, 'এই দুষ্টু ছেলেগুলি বরাবরই একইরকম। ওরা আর বদলাবে না।' পরে ছেঁড়া একখানি প্রশ্নোত্তরিকা হাতে নিয়ে বলেন, "ওরা কোনওকিছুর ইজ্জত রাখে না।" বলাইবাহুল্য খোদ এই যাজক মহোদয়ই এই প্রশ্নোত্তরিকার বই যখন

সেলাই করেছেন তিনি সেকাজে তার পা কাজে লাগিয়েছেন নির্বিচারে। এজন্য তাঁর কোনও চিত্তবিকার ঘটে নি। তবে সে যা-ই হোক মাদাম বোভারীকে নজরে পড়তেই তিনি শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'মাপ করবেন মাদাম, আমি আপনাকে ঠিকমতো চিনে উঠতে পারি নি।' ইতিমধ্যে তিনি তাঁর প্রশ্নোত্তরিকাটি তার পকেটে চালান করে দিয়ে একটু থেমে গীর্জার পোশাকঘরের ভারী চাবিটা দুই আঙুলের ফাঁকে শক্ত করে ধরেন। এদিকে ততক্ষণে পাটে যাওয়া সূর্যের শেষ আলো যাজকের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত করে তার কালো গাউনের ছেঁড়াতালি, ঘষা চকচকে অংশগুলি ফুটিয়ে তুলেছে। তাঁর চওড়া বুকের কাছে ছোট বোতামের সারি বরাবর জায়গাটায় লেগে আগে চর্বি ও তামাকের দাগ। এইমাত্র ডিনার সেরেছেন যাজক মহোদয়। আর তাই ঘন ঘন ভারী শ্বাস পড়ছে তাঁর।

"কেমন আছেন আপনি, মাদাম?" যাজক জানতে চান।

"ভালো আর কৈ?" এমা জবাব দেয়, 'ভুগছি।'

'আমিও তাই" যাজক যোগ করেন। এ ঋতুর গোড়াতে গরমটা বড়ো ক্লান্ত করে দেয়। তবে কথা হচ্ছে কি, সাধু পৌলও বলেন, আমরা সবাই জন্মেছি-ই তো কষ্ট পাবার জন্যে। তবে সে যাক, মঁসিয়ে বোভারীর খবর কি? তিনি আপনার অসুখ নিয়ে কী কিছু ভাবছেন না?

"ও ভাবে?", একটু অশোভনরকমের গলায় বলে সে।

"কেন?", যাজক অবাক হয়ে জবাব দেন, 'উনি কি—আপনার জন্যে কোনও ব্যবস্থাপত্র দেন নি?"

"কি যে বলেন আপনি", বলে এমা "ও ওষুধ দেবে কি, আমার তো আর কোনও শরীরের অসুখ হয় নি।"

এই কথার মাঝে যাজক গীর্জাঘরের দিকে ইতি-উতি নজর রাখছিলেন। ওখানে ছেলেরা সব হাঁটু গেড়ে বসে। ওরা একে অন্যের গায়ে ঠেলা দিয়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

"আসলে আমি যেটা জানতে চাই—" এমা বলে চলে।

"অ্যাই রিবুদে, তবে রে, দাঁড়া, আমি আসছি" যাজক মহোদয় হাঁক ছাড়েন। 'তোর কানটা আমি গরম করে ছাড়বো।' তারপর এমার দিকে ফিরে তিনি বলেন, "তা মঁসিয়ে বোভারী আছেন কেমন, মাদাম?"

মনে হলো এমা যাজকের কথাটা শুনতেই পায় নি। ওদিকে যাজক কথা বলেই যায়—"উনি খুব ব্যস্ত মানুষ, একথা বলারই অপেক্ষা রাখে না, আসলেই তো আমি আর উনি এই এলাকার দু'জন সবচেয়ে কর্মব্যস্ত লোক। মঁসিয়ে দেহের চিকিৎসক আর আমি?—মনের, আত্মার," একটা মোটা হাসি ঠোঁটে টেনে বলেন যাজক মহোদয়।

এমার চোখে ব্যাকুলতা। ও সেই ব্যাকুলতা নিয়েই তাকিয়ে আছে অ্যাবে বুর্ণিজিয়ের দিকে। সে বলে, "ঠিকই তো, আপনি সকল দুঃখে সান্ত্বনা দেওয়ার অধিকারী।"

"আরে, আরে ও কথা বলবেন না, মাদাম বোভারী। এইতো আজ সকালেই বাদিয়েভিলে যেতে হয়েছিল একটা অসুস্থ্য গরুকে দেখতে। গরুর মালিকদের ধারণা, ওকে কিছু হাওয়া-বাতাসে পেয়েছে। ওদের সব গরুকেই কিভাবে ভুতে পেল আমার মাথায়ই আসে না। তবে সে যা হোক, মাদাম আমায় ক্ষমা করবেন। আমায় যেতে হচ্ছে।" "আরে অ্যাই-অ্যাই লগঁম্যারে: বুদে, হতচ্ছাড়া, পাজী, যা বলছি এখান থেকে!" এরপরেই তিনি

ছুট লাগালেন গীর্জাঘরের মধ্যে।

ইতিমধ্যে ছেলেরা সব বড় গোলটেবিলটার চারধারে জড়ো হয়ে নিজেরা ঠেলাঠেলি করছে। কেউ কেউ এরই মধ্যে প্রধান সঙ্গীতবাদকের উঁচু কাঠের টুলটার ওপর চড়ে উঠেছে। কেউ ধর্মীয় সঙ্গীতের সঙ্কলন বইটা খুলেছে। আর কেউ কেউ আবার এই ফাঁকে যাজকের পাপস্বীকারের বয়ান শোনার ঘেরাটোপে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু ওরা যতো দুষ্টুই হোক ওরা কি আর যাজক মহোদয়ের সাথে এঁটে উঠতে পারে। দেখা গেলো, তিনি ঝটতি ছুটে এসে কানের ডানে—বাঁয়ে লাগিয়ে দিলেন চটাপট চড়-চাপড়। কয়েকজনের কলার ধরে শূন্যে তুলে নামিয়ে দিলেন বাদকমণ্ডলীর জন্য গীর্জার নির্দিষ্ট স্থানে।

"দেখুন দিকি কাণ্ড," তিনি এমার দিকে ফিরে আসতে আসতে তাঁর বড় আকারের রুমালটা বের করে ছাড়াতে ছাড়াতে মন্তব্য করলেন "চাষাগুলি সত্যিই হতভাগা, হতচ্ছাড়া।"

"ঠিক, তবে শুধু ওরাই নয়," সে জবাব দেয়।

" আরে তা আর বলতে, যেমন ধরুন না, শহরের শ্রমিক-মজুররাও তো।"

"ওরা বলেও নয়—"

"মাপ করবেন, অনেক গরীব পরিবারের গরীব মায়েদেরকেও আমি লক্ষ্য করেছি ওরা দারুণ পুণ্যবতী নারী, একেবারে খাঁটি—অথচ ওদের খাদ্যের কী যে অভাব আর যাদের এমনকি ..."

"চুলো জ্বাল্‌বার মতো আগুনের ব্যবস্থাও নেই শীতে" যোগ করলেন যাজক।

"তবে তাতে কি? কী বলতে চাইছেন আপনি?"

"তাতে কি, কথাটা আপনি কী করে বলতে পারলেন? আমি তো দেখছি, আপনার ঠাণ্ডা লাগার সুযোগ নেই গরম কাপড়-চোপড় পরে আছেন, খেয়ে পেট তাজা আছে, আর তা ছাড়া!"

"ওহ্, ঈশ্বর, ঈশ্বর!" এমা চিৎকার করে ওঠে।

"খারাব বোধ করছেন কি, মাদাম?" যাজক তাঁর কাছে সরে এসে জিজ্ঞেস করে। "হজম ভালো হয় নি, নিশ্চয়। এ অবস্থায়, আপনার আর দেরী না করে বাড়ি চলে যাওয়া একান্ত দরকারী, মাদাম বোভারী। বাড়ি গিয়ে সামান্য চা খান কিংবা একগ্লাস ঠাণ্ডা পানিতে সামান্য খাওয়ার সোডা মিশিয়ে খেয়ে ফেলুন।"

"কেন? কেন?", যেন এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল, সদ্য চোখ মেলেছে, এমন একটা ভাব করে এমা।

"দেখলাম, আপনার কপালে আপনি হাত দিলেন, আমি মনে করলাম আপনি বোধ করি খুব ক্লান্তি বোধ করছেন।" তারপর যাজক আরও বললেন :

"আপনি তো আমার কাছে কিছু চেয়েছিলেন কিন্তু আমি মনে করতে পারছি না কী সেটা।"

"ন্-না, কিছুই না—কিচ্ছু না।" এমা বলে আর তখন ওর চোখের সাথে কালো যাজকীয় পোশাক পরা বুর্ণিজিয়ের জিজ্ঞাসু চোখের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়।

"তাহলে তো আর কথা নেই, মাদাম, কর্তব্য সবার আগে। ঐ দুষ্টু ছোঁড়াগুলোকে আমাকে দেখতে হয়। ওদের কম্যুনিয়ন রয়েছে সামনে। সেজন্যে ঠিক তৈরি হতে পারি নি

এখনও। আর তাই প্রতি বুধবার খৃষ্টের স্বর্গারোহন উৎসবের পরের দিন থেকে এক ঘন্টা বেশি গীর্জায় আটকে রেখে ওদের তৈরি করতে হয়। হতভাগা ছোঁড়াগুলো! ওরা প্রভুর পথ এতো তাড়াতাড়ি চিনবে, অবশ্য সে কথা তিনি তার পুত্রের মুখ দিয়েই বলিয়েছেন, তা মাদাম, আশা করি আপনি শিগগীর সুস্থ্য হয়ে উঠবেন। আপনি আপনার স্বামীকে আমার অভিবাদন জানাবেন, কেমন?" এরপর তিনি গীর্জা মধ্যে ঢুকে গেলেন ও দরজার ভেতরে যেতেই হাঁটু দ্বারা মাটি স্পর্শ করে ঈশ্বরকে প্রণতি জানালেন।

এমা গাড়ির চাকার মতো ঘোরে যেন এমন জিনিসের ওপর দাঁড় করানো একটা মূর্তির মতো বাড়ির দিকে মুখ ঘোরায়। তারপর পায়ে পায়ে সে দিকে যন্ত্রবৎ এগিয়ে যায়। পেছনে যাজকের উঁচু গলা ও ছেলেগুলির কণ্ঠস্বর তখনও ভেসে আসে ওর কানে। আওয়াজগুলি যেন ওর পেছন পেছন এগিয়ে আসে।

"তুমি একজন খৃষ্টান?"

"জ্বি, আমি একজন খৃষ্টান।"

"একজন খৃষ্টান বলতে কী বোঝায়?"

"যে দীক্ষিত হয়েছে—দীক্ষা—দীক্ষা

এমা বাড়ি পৌঁছে সিঁড়ির ছোট ছোট পিল্পেগুলি ধরে ধরে ওপরতলায় সটান নিজের শোবার ঘরে চলে যায় ও একটা ইজিচেয়ারে কোনওমতে ধপ করে বসে পড়ে।

ঘরের আসবাবপত্র সবকিছুই যা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। বরং মনে হচ্ছে, সেগুলি যেন আরও অনড় হয়ে যার যার জায়গায় কায়েমী হয়ে গেড়ে বসেছে। সরানো আর যাবে না। আর সেগুলি যেন আঁধারের সাগরে ডুবে গেছে। ফায়ারপ্লেসে আগুন নিবে গেছে। ঘড়ি টিকটিক শব্দে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণায় ব্যস্ত। চারদিকের এমন একটা নিস্তব্ধতায় এমার মনে কেমন যেন একটা ভয় ধরে যায়। ছোট্ট বার্থাটা অবশ্য রয়েছে। জানালা ও টেবিলটার মাঝামাঝি ফাঁকটায় সূতীর বোনা জুতো পায়ে টলোমলো পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও এখন চেষ্টা করছে মায়ের কাছে আসার যাতে করে সে ওর মায়ের কাপড়ের আঁচলটা ধরে ফেলতে পারে।

"আমার বিরক্ত করো না!" সে অস্ফুটে বলে ওঠে। ওকে ওর হাত দিয়ে বাচ্চাটাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। কিন্তু নাছোড়বান্দা বার্থা আবার হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে আসে। মায়ের হাঁটুর ওপর হাত রেখে ওর নীলচোখ বড় বড় করে মায়ের দিকে চেয়ে থাকে।

"যাও বলছি আমার কাছ থেকে, যাবে তুমি।" প্রায় চিল্লে ওঠে যুবতী স্ত্রীলোকটি, ভয়ানক বিরক্তি ওর চোখে। মায়ের ঐ ভয়ানক চাহনি দেখে বাচ্চা ভয় পেয়ে চিৎকার শুরু করে। "তুই কি আমাকে একা থাকতে দিবি না?" বলে এমা মেয়েটাকে ওর কনুই দিয়ে ঠেলে দেয়। আর ঐ ধাক্কায় বেচারি বার্থা গিয়ে পড়ে 'চেষ্ট অব ড্রয়ারের' একটা তেকোনার ওপর। ওর গালটা কেটে যায়। রক্ত ঝরতে থাকে। মাদাম বোভারী ব্যস্তসমস্ত হয়ে ওকে তুলতে গিয়ে ঘরের ঘন্টা টানা ছিঁড়ে ফেলে। জোরগলায় ফিলিসিতিকে ডাকে। আর নিজেকে অভিশম্পাত দেবার ইচ্ছে হয়। আর ঠিক ঐ সময় চার্লস ঘরে এসে ঢোকে। তখন ডিনারের সময় হয়ে গেছে।

"লক্ষ্মিটি এই যে দ্যাখো" এমা শান্ত গলায় বলে, "বেচারী খেলছিল এখানে, হঠাৎ পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। কেটে গেছে।"

'আরে ভাবনার কিচ্ছু নেই, সামান্য ব্যাপার,' চার্লস ওকে আশ্বস্ত করে। সে বার্থার কাটা জায়গাটা লিকোপ্লাস্ট জাতীয় জিনিস দিয়ে আটকে দেয়। মাদাম বোভারী আর ও রাতে ডাইনিংরুমে খেতে নীচে গেল না। বাচ্চাটাকে সে দেখাশোনার জন্যে একা থেকে গেল। মেয়েটাকে অঘোরে ঘুমুতে দেখে ওর সামান্য যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল, কমে এল। আর এত তুচ্ছ ঘটনায় সে এতো শঙ্কিত হয়েছে ভেবে নিজেকে নির্বোধ মনে হলো। বার্থা তখন আর ফুঁপিয়ে কাঁদছে না। ওর শ্বাস-প্রশ্বাসে শুধু ওর সূতীর কাপড়টা সামান্য ওঠানামা করে চলেছে ধীর লয়ে। তবে ওর আধো-বোঁজা চোখের পাতা পানিতে এখনও ভিজে আছে। চোখের পাতার পাপড়ির ফাঁক দিয়ে দু'টি বিষণ্ন অক্ষিগোলক নজরে পড়ে। ওর গালে প্লাস্টার বসানো। তাতে ওখানটায় নরম চামড়া কিছুটা টান হয়ে আছে।

এমা এ অবস্থায় দেখে নিজ মনে বলে ওঠে, "কী অদ্ভুত, কী কদাকার এই বাচ্চাটা ইশ!" রাত এগারোটা। চার্লস কেমিস্টের দোকান থেকে বাড়ি ফিরে দেখতে পায় ওর স্ত্রী ক্ষুদে মেয়েটার দোলনার পাশে দাঁড়িয়ে।

'অ্যাতো ব্যস্ত হয়োনা তো, লক্ষ্মিটি তুমি,' ওর কপালে চুমো দিয়ে চার্লস বলে, 'আরে কিচ্ছু হয় নি, আমি বলছি। এত ভাবলে, তুমি অসুস্থ্য হয়ে পড়বে যে!' চার্লস কেমিস্টের দোকানে আসলে অনেকটা সময় কাটিয়েছে। ও এ ঘটনায় তেমন বিচলিত হয়েছে বলে ঠিক বোঝা না গেলেও মঁসিয়ে হোমা ডাক্তারকে আশ্বস্ত করার চেষ্টার ত্রুটি করে না। ওকে রীতিমতো সাহস দেওয়ার কোশেশ করে। এরপর ওরা বাচ্চাবয়সে ও ছেলেবেলায় চাকর বাকরদের অবহেলায়, বেখেয়ালে কি সব বিপদাপদ হতে পারে সেইসব গল্প করে। চার্লস ওখান থেকে চলে আসার পথে সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় লিওঁকে কানে কানে ফিসফিসিয়ে বলে : "তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে?" এটা শুনে অবশ্য লিওঁ মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়, চার্লস কি তবে কিছু অনুমান করতে পেরেছে? ওর বুকের ধুকপুক বেড়ে যায়। নানারকমের অকল্যাণ, ভয় মনে উঁকি-ঝুঁকি দিতে শুরু করে। কিন্তু চার্লস দরজাটা যখন ভিজিয়ে দিয়ে রুয়েঁর ফটোগ্রাফির জন্য কত লেগেছে এই সাদা মামুলি কথাটা জানতে চাইল, ওর বুক থেকে ভারী একটা পাথর নেমে গেল যেন। চার্লস ওর নিজের সান্ধ্য পোশাকের একটা ছবি স্ত্রীকে উপহার দিয়ে ওকে তাক লাগিয়ে দিতে চায়। কিন্তু তারপরেও সে সবার আগে জানতে উদগ্রীব, খরচা কতো পড়বে। আরো জানতে চায়, তারজন্যে লিওঁ এ কষ্টটা স্বীকার করবে তো? কারণ সেতো ফি হপ্তাতেই শহরে যায়। ওখানে ওর যাওয়ার এত কারণ কী হতে পারে? হোমা দম্পতির ধারণা, কোনও মেয়ের সাথে সেখানে হয়তো একটা অভিসার চলছে ওর। আর এ ঘটনা তো তরুণ বয়সীদের জন্যে চিরকালের পুরনো ইতিহাস। অবশ্য মঁসিয়ে হোমার এ ধারণা ঠিক ছিল না। লিওঁ সেখানে কোনও মেয়ের সঙ্গে ঘোরা-ফেরার জন্যে যেতো না। তাকে তো এখনও বরাবরের মতোই লাগে। বরং আজকাল আরও মনমরা মনে হয়। বিশেষ করে 'হোটেল গোল্ডেন লায়ন'-এর মাদাম লা ফ্রাঁসোয়া জানিয়েছেন, ডিনারে বসে মঁসিয়ে লিওঁ আজকাল পুরো খাবার খায় না, প্রায়ই ভালো করে খায় না, ফেলে রাখে। শুধু তাই নয়, মহিলা, এমনকি, ওর সহচর মঁসিয়ে বিনের কাছেও ওর খোঁজ খবর নেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বিনে তো এসব খবরদারিতে মহাবিরক্ত। সে সাফ জানিয়ে দেয়, অত কিছু সে বলতে পারবে না। সে কি পুলিশের টিকটিকি নাকি!

কিন্তু তবু খোদ বিনের কাছেও লিওঁর ব্যাপারটা অদ্ভুত ঠেকে। মঁসিয়ে লিওঁ প্রায়ই চেয়ারে গা এলিয়ে, হাত দুটো সামনে ছড়িয়ে জীবন সম্পর্কে প্রচ্ছন্ন একটা অভিযোগের সূরে কথা বলতো। মঁসিয়ে বিনে বলতো, তুমি তো রীতিমতো বৈরাগী হয়ে উঠেছো হে, একটা আমোদ-প্রমোদও করবে না তো কি হবে!

'কি বলছো, তুমি'

'আমি বলতে চাইছি, এই লেদ-টেদ-এর মতো তোমার সময় কাটাবার কিছু নেই।'

'কিন্তু ওটা তো আমি চালাতে জানি না", লিওঁ জবাব দেয়।

"কথাটা অবশ্য একেবারে মন্দ বলো নি তুমি," বলে বিনে।

ও তার চিবুকে হাত বোলায়, কিছুটা বিদ্রুপ, কিছুটা তুষ্টির মনোভাব নিয়ে। অথচ আসল ব্যাপার হচ্ছে, প্রেমের নিকষিত হেমে ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ও কিছু পেতে চেয়েছিল। লিওঁ দেখতে পায়, ওর দিন রস কষহীন, একঘেয়ে বিরক্তিকর হয়ে পড়ছে। আর ঠিক এ কারণে কোনও কোনও লোক, কোনও কোনও বাড়ি ওর কাছে অসহ্য, বিরক্তিকর হয়ে ওঠে। ওর কাছে অন্ততঃ কেমিস্ট লোকটা খোশমেজাজী, দিলখোলা। কিন্তু সে-ও ওর কাছে অসহ্য। কিন্তু এসবের পরেও নতুন জীবনের সম্ভাবনা যেমন ওকে শঙ্কিত করে, তেমনি তাতে নতুন স্বাদ পাওয়ার সমান আকর্ষণও বোধ করে।

তবু ওর কাছে প্যারির আকর্ষণ অনেক। ওখানে সে তার আইনের পড়াশোনাতো শেষ করতে পারবেই। ব্যাপারটা মোটেও মন্দ নয়। ওকে এ থেকে ঠেকাবারও কেউ নেই। সে প্যারি রওনা হবার জন্যে তৈরি হতে থাকে। ওর মায়ের অনুমতি আদায় করাটাই একটু অসুবিধে এই যা। তার এ পরিকল্পনা তাঁর কাছে নিখুঁত আর যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হয়। তার ব্যারিষ্টার 'বস' পর্যন্ত তাকে কিছু সময়ের জন্যে হলেও অফিস বদল করার পরামর্শ দিয়েছেন। কিছু তাজা অভিজ্ঞতা হবে এতে। এর একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা হিসেবে সে রুয়েঁ শহরে গিয়ে এরকম কাজই মোটামুটি খোঁজে। তবে কাজ না হওয়ায় মাকে একটা লম্বা চিঠি লেখে। চিঠিতে সে তার প্যারিতে যাওয়ার কারণগুলি খুঁটিয়ে লেখে। ও মায়ের অনুমতি পেয়ে যায়।

তবে সাততাড়াতাড়ি নয়। ধীরে-সুস্থেই এগোয় সে। সে এমনভাবে য়োঁভিল ছাড়ার জন্যে তৈরি হয়, এত লটবহর গোছায় যেন মনে হয়, বিশ্বদর্শনে বেরুচ্ছে বুঝি। ওর মায়ের কাছ থেকে আবার চিঠি আসে। সেটায় রয়েছে তাড়া, প্যারিতে যাবার। কেননা, আইনের পরীক্ষাটা শুরু হবে লম্বা ছুটি হবার আগেই।

শেষপর্যন্ত যখন সত্যি সত্যি বিদায়বেলা ঘনিয়ে এলো, মাদাম হোমা তো ভ্যাঁ করে কেঁদেই ফেললেন, জাস্টিন ফোঁপালো। মঁসিয়ে হোমা মন শক্ত দেখানোর একটা মহড়া দিয়ে আবেগ সামলে লিওঁর ওভারকোটটি হাতে নিয়ে ওকে তার নোটারী ব্যারিষ্টারের বাড়ি অবধি পৌঁছে দিলেন। ব্যারিষ্টার সাহেব ওকে গাড়ি করে রুয়েঁ অবধি পৌঁছে দেবেন। লিওঁর তাই মঁসিয়ে বোভারীর কাছ থেকে তড়িঘড়ি বিদায় নিতে হলো। সে কোনওমতে বোভারীদের বাড়ির ওপরতলায় পৌঁছালো। আর পৌঁছে ওর বাকরুদ্ধ হয়ে এলো। যাহোক শেষ-মেষ ভেতরে ঢুকতেই মাদাম বোভারী উঠে দাঁড়ালো।

"এই আবার দেখা করতে এলাম", লিওঁ বলে।

"আমি জানতাম", এমা ওর ঠোঁটটা কামড়ে ধরে। ওর চুলের গোড়া থেকে কণ্ঠার ঘের

অবধি রক্তিম হয়ে উঠেছে। দাঁড়িয়ে আছে। আসবারের গায়ে—কাঁধটা ঠেস দিয়ে।

"মঁসিয়ে বোভারী বাড়ি নেই?"

"ও বাইরে গেছে', এমা কথাটা আবার বলে, "ও বাড়ির বাইরে"। এরপর কারও কোনও কথা নেই। কিছুক্ষণ নীরবতা। ওরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, ওদের মনে একই দুঃখের যন্ত্রণা তোলপাড় করে, দু'টি স্পন্দিত বুক যেন একাত্ম।

"যাবার আগে বার্থাকে আমি একটা চুমো দিয়ে যেতে চাই", বলে লিঁও।

এমা সিঁড়ি দিয়ে কয়েকধাপ নেমে গিয়ে ফিলিসিতিকে ডাক দিতে ও বাচ্চাটাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে আসে। বার্থা কাগজের তৈরি উইন্ডমিল খেলনার নীচের দিকটা ওপরে করে হাতে ধরে ছিল। লিঁও ওর কাঁধের কাছটায় বারকয়েক চুমো খায়।

'চলি তাহলে সোনামণি, চলি, লক্ষ্মী সোনা আমার, বিদায়।' সে ওর পিঠটা ওর মায়ের দিকে ফিরিয়ে রাখে। বাচ্চাটাকে কাজের মেয়েটি এবার নিয়ে যায়। ওরা দু'জন কিছুক্ষণ একা থাকে। এমা এখন লিঁওর দিকে পিঠ ফিরিয়ে জানালার দিকে চেয়ে আছে। মুখটা ওর জানালায় ঠেকানো। লিঁও ওর হ্যাটটা হাতে ধরে সেটা ওর উরুতে মৃদুমৃদু টোকা দিচ্ছে থেকে থেকে।

"বৃষ্টি আসবে', এমা মন্তব্য করে।

'আমার একটা বড়ো আকারের বর্ষাতি আছে।' জবাব দেয়, ব্যারিষ্টারের বিদায়ী কেরাণী। একথা শুনে মাদাম বোভারী ঘুরে দাঁড়ায়। ওর চিবুকটা নীচে নামানো, কপালটা সামনে ঝুঁকে। আর ঐ কপালটায় আলো এসে পড়ায় কপালটাকে সাদা মর্মরপাথরের মতো দেখাচ্ছে। ওর খিলানের মতো চোখের ভ্রূ পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু লিঁও বুঝতে পারছে না জানালায় ওভাবে ঝুঁকে পড়ে দিগন্তে ও কী দেখছে। 'দেখবে আর কি,' মনে মনে বলে লিঁও ও তার হৃদয়ের গভীর নিভৃতে কি ভাবছে সেটা তো ওর আসলে জানা।

"তাহলে চলি, বিদায়', গভীর শ্বাস ছেড়ে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে কথাগুলি লিঁওর। ও ওর মাথাটা ঝট করে তোলে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, বিদায়, যাও—যাও।" ও একথা বলে হাসার চেষ্টা করে। ওরা পরস্পরের দিকে এগোবার চেষ্টা করে। লিঁও হাত বাড়িয়ে দেয়। এমা ইতস্ততঃ করে।

"ঠিক আছে, বিদায়টা তাহলে ইংরেজী কায়দাতেই হোক," এমা ওর হাত লিঁওর হাতের দিকে বাড়িয়ে দেয়। আবারও ও হাসার চেষ্টা করে। হাতের মুঠোয় এমার হাতের উষ্ণতা পেতেই ওর মনে হলো ওর গোটা অস্তিত্বই যেন এমার ঐ পেলব হাতে বন্দী হয়ে গেছে। ও তার মুঠোর বাঁধন হালকা করে দেয়। চারচোখের আরো একবার মিলন ঘটে। লিঁও চলে যায়। য়োঁভিলের দোকানপাট–বাজারের মতো জায়গাটায় পৌঁছে লিঁও একটু থামে। একটা থামের আড়ালে চলে যায় ও। ওখান থেকে সে শেষবারের মতো চারটে সবুজ খড়খড়ি লাগানো সাদাবাড়ির ওপর শেষবারের মতো নজর ফেলে। ওর মনে হলো, বাড়িটার জানালার পর্দার পাশ থেকে ছায়ার মতো কে যেন চকিতে সরে গেল, ওকে দেখে। পর্দাটা তোলাও ছিল মনে হয়। কিন্তু এখন ওটা সরাসরি খাড়া ঝুলে আছে। ইটের দেয়ালের মতোই ওটা অনড়, স্থির। আর তাই দেখে লিঁও তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে যায়।

অনেকদূর থেকে লিঁওর নজরে পড়ে রাস্তায় তার নিয়োগকর্তার জিগ ঘোড়ার গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। মোটা কাপড়ের একটা অ্যাপ্রনপরা লোক ঘোড়াটার রাশ ধরে রেখেছে।

হোমা ও মঁসিয়ে গুইলামি কথা বলছেন। ওরা তার জন্যে অপেক্ষায় আছে।

কেমিস্টের চোখে পানি। হৃদয়ের এ এক অদ্ভুত আলকেমি। "এই যে কোটটা, বন্ধু। বড়ো ঠাণ্ডা, একটু সাবধানে থেকো, নিজের যত্ন নিও কেমন?", বলে মঁসিয়ে হোমা।

"আরে লিওঁ দেরি করো না, গাড়িতে চটপট উঠে পড়ো তো," নোটারী বলে।

হোমা দম্পতি গাড়ির ওপর প্রায় ঝুঁকে ভাঙ্গা গলায় কেবল একথাগুলি উচ্চারণ করে—

'আশা করি, তোমার এ যাত্রা সুন্দর, শুভ হোক।'

শুভরাত্রি জানিয়ে মঁসিয়ে গুইলামি গাড়ি ছেড়ে দেয়। হোমারা পথ ধরে বাড়ির দিকে। ধীর পায়ে।

মাদাম জানালা খুলে বাগানের দিকে চেয়ে থাকে। আকাশে তখন মেঘের আনাগোনা। বিপুল, বিশাল মেঘের পাহাড় জমে উঠেছে রুয়েঁ শহরের দিক বরাবর। ওখানে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে প্রায়। সেই সুযোগে মেঘের দল যেন ছেঁকে ধরেছে। আর সেগুলির বাধা না মেনে ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে আসছে সোনালী কিরণের বিচ্ছুরণ। মনে হচ্ছে, যেন কোনও ঝুলন্ত রূপোর ট্রফি থেকে হাজার হাজার সোনালী তীর ছুটে আসছে। আর ওদিকে বাকী গোটা আকাশটা চীনেমাটির থালার মতো সাদা, ফাঁকা। হঠাৎ এলো এক দমকা বাতাস। পপলার গাছগুলি মাথা নোয়ালো, বৃষ্টি পড়া শুরু হলো। সবুজ পাতায় তার একটানা ছন্দোবদ্ধ শব্দ। পরে সূর্য আবার হেসে ওঠে। মুরগী কক্ ককাস করে ডেকে ওঠে, ভেজা ঝোপের ওপর চড়ুইগুলি তাদের বৃষ্টি ভেজা ডানাগুলি ঝাড়ে। আর বাগানের নুড়ির মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির পানির ধারার ওপর ভেসে চলে গাছ থেকে পড়া ফুলের পাপড়ি।

'উহ, ও এখন কতদূরে?' ভাবে এমা বোভারী।

মঁসিয়ে হোমা তার আগের রুটিন বজায় রেখেই সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় ডিনারের সময় আসেন, বোভারীদের বাড়িতে।

বসতে বসতে সে বলে, "তাহলে আমরা আমাদের তরুণ লিওঁকে একেবারে প্যাক করেই চালান করে দিলাম, কি বলেন?"

"আহা বেচারা লিওঁ, প্যারিতে ও একা একা কী করবে?" চার্লস জিজ্ঞেস করে।' খুব তাড়াতাড়ি কি ও প্যারির সবকিছু রপ্ত করে নিতে পারবে?" মাদাম বোভারী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে।

"আরে," কেমিস্ট ওর ঠোঁটটা উল্টে বলে, "রেস্তরাঁর ছোট্ট একান্ত কক্ষে ডিনার, মুখোশ পরে বলনাচ ও শ্যাম্পেনে ও নিজেকে শিগগীরই খাপ খাইয়ে নেবে আমি আপনাদের এ ব্যাপারে নিশ্চয় করে বলতে পারি।"

"ও এরকমের ফাস্ট লাইফ চালাবে বলে তো আমার মনে হয় না", বলে বোভারী।

"আমিও তা মনে করি না", মঁসিয়ে হোমা গড়গড় করে বলে চলে, "তবে যেমনি দেশ তেমনি বেশ বলে একটা কথা আছে। আরে সবাই যা ওখানে করে ওকেও তা-ই করতে হবে। সাধু বাবাজির পরিচয় তো আর ও চাইবে না। তারপরে লাতিন কোয়ার্টার মহল্লায়, নায়িকা-অভিনেত্রীদের প্যারিতে তরুণ যুবকেরা কী জীবন যাপন করে সেটা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে। তবে প্যারিতে ছাত্ররা খুবই জনপ্রিয়, সমাদরও পায়। আর এই ছাত্র ভদ্রগোছের হলে তো আর কথাই নেই, কেউকেটা—, খানদানি লোকজন ওদের সাথে ওঠাবসা করে। এমনকি, এও দেখা গেছে যে, ফবুর্গ সেন্ট জার্মেইন-এর অভিজাত

মহিলারাও ওদের সাথে ফেঁসে গেছে। দেখা গেছে, ছাত্রদেরর বেশ ভালো ভালো ঘরে সব বিয়েও হয়েছে।"

"তবে আমি শুধু ওর কারণেই উদ্বিগ্ন, ও ওখানে গেছে ...

"আপনি ঠিকই বলেছেন", কেমিষ্ট বাধা দিয়ে বলে, "ওটা হলো গিয়ে আসলে একটা পদকের উল্টো দিকের মতো ব্যাপার। অর্থাৎ কিনা, একজনকে নিজের পকেটের সামাল নিজেকেই দিতে হবে এবং সবসময় ব্যাপারটা খেয়ালে রাখতেই হবে। ধরুন, আপনি কোনও একটি পার্কে রয়েছেন। সেখানে অজ্ঞাতপরিচয় এক ভদ্রলোক, সুসজ্জিত, পদক আঁটা অবস্থায় আপনার কাছে এলো। আপনি তাকে কোনও একজন কূটনীতিক ভাববেন এটাই স্বাভাবিক। ঐ ভদ্রলোক আপনার ঘনিষ্ঠ হবার জন্য ধীরে ধীরে আপনার মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করে আপনাকে কোনও কাফে-রেস্তরাঁয় নিয়ে গেল, কোনও বাগান বাড়িতে আমন্ত্রণ দিয়ে নিয়ে গেল, পানীয় দিয়ে মেহমানদারী করলো, নানা লোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কাজে আপনার অধিকাংশ সময় নিল—এটা কি জন্যে? না আপনার দামী ঘড়িটা কিংবা কোনও না কোনও ভাবে ফতুর করার মতলবে।"

'কথাটা ঠিক', বললো চার্লস, "কিন্তু আমি আসলে অসুখ-বিসুখের কথাটাই ভাবছি। টাইফয়েডের কথাই ধরুন। বিভিন্ন দেশের ছাত্রকে প্রায়ই এ রোগটা পাকড়াও করে ফেলে কি না।' আর এটা কানে যেতে এমার কাঁপুনি ধরে যায়।

"এটা অবশ্য হয়", কেমিষ্ট বলে চলে, জীবনধারা বদলানোর কারণে, গোটা শরীর তাতে বিপর্যস্ত হবার ফলে। আর প্যারির প্যানির ব্যাপারটা জানেন? ওটা না বলাই ভালো। হোটেলে যা পাওয়া যায় তা অতিরিক্ত মশলাদার। মশলা বেশি আছে এমন খাবার খেলে রক্ত গরম হয়ে যায়। যা কোনক্রমেই ভালো কিছু নয়। লোকে এ ব্যাপারে যা-ই বলুক, ওগুলো কোনও সুস্থ লোকের খাদ্যই নয়। আমি মোটামুটি সাদাসিধে খাওয়া-দাওয়া পছন্দ করি। ওটাই স্বাস্থ্যকর। মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকজনের জন্যে যারা রাঁধে আমি তাদের মতো লোকজনকে রান্নার জন্য রাখা পছন্দ করি। ওদের রান্না স্বাস্থ্যসম্মত। এই ধরুন, আমি যখন রুয়েঁতে ওষুধবিজ্ঞান পড়ি তখন আমি একটা বোর্ডিংহাউসে থাকতাম। প্রথম দিকে খাবার জন্যে এক রেস্তরাঁ থেকে আরেকটা পাল্টানোর পর শেষে আমি অধ্যাপকদের সঙ্গে খাওয়ার কাজটা সারতাম।" আর তারপর এইভাবে কেমিষ্ট সাহেব এ সম্পর্কিত ভাব-সম্প্রসারণ সবিস্তারে ও নানাভাবে করে চললেন। তাঁর পছন্দ-অপছন্দগুলিও বলছিলেন এমন সময় জাষ্টিন এসে হাজির হলো তাঁকে ডাকতে, একটা ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী কিছু ওষুধ গ্রাহককে তৈরি করে দেবার জন্যে।

॥৭॥

পরের দিনটা এমার জন্যে ভারী কষ্টদায়ক হয়ে উঠলো। ওর কাছে সবকিছুই মনে হলো নিকষ কালো আঁধারে ঢাকা। ওর হৃদয়ে তখন দুঃখের দাবানল। আত্মা ডুকরে উঠছে। অনেকটা ভাঙা প্রাসাদে শীতের হাওয়ার শোঁ শোঁ আওয়াজের মতো। যা ফিরবে না, তার জন্যে আমরা সাধারণতঃ যে আশা-নিরাশার, পাওয়ার না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব-দোলায় দুলতে থাকি, আশার কুহকে পড়ি অবস্থাটা অনেকটাই তেমনি। আমরা যখন কঠিন কোনওকিছু সম্পন্ন করি, যা কিছু মানুষের করার আছে করি তারপর যে হতাশার ক্লান্তি নেমে আসে

সেটা আমাদের কুরে কুরে খায়। কোনও অভ্যস্থ অনুভূতি কিংবা বহুক্ষণ ধরে একধরনের কাঁপুনি চলার পর সেটা আচমকা বন্ধ হয়ে গেলে আমাদের যা হয় তা একধরনের যন্ত্রণা। এমা যখন বভায়েসার্দ জমিদার প্রাসাদ থেকে ওয়ালজ্-এর অনুরণ মাথায় নিয়ে তোস্তে নিজের বাড়িতে ফেরে তখন ওকে এ ধরনের বিষণ্ন অবসাদ কিংবা একটা বোবা হতাশায় গ্রাস করেছিল। আর তারপর লিওঁ ওর মনোগগনে উদিত হয়, কন্দর্পকান্তি, অপূর্বসুন্দর, সুঠাম, ভদ্র-নম্র যুবক হিসেবে। এখন সেই লিওঁ থেকেও এমা দূরে। কিন্তু তবু সে ওকে একেবারে ছেড়ে যায় নি। সে এখনও ওর মনের আকাশ জুড়ে রয়েছে। দেয়ালে দেয়ালে এখনও ওর ছায়ার মিছিল। ও যে কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে, যে চেয়ারে ও বসেছে তা থেকে এমা চোখ সরাতে পারে না। ঐ নদীটার ধারে কতোবার না ওরা দু'জনে বেড়িয়েছে একসাথে। নদীটা এখনও বয়ে চলেছে, মর্মরধ্বনি তুলে। কুলে কুলে। ও শুধু নেই। রোদটা ছিল কাঁচাসোনার মতো উজ্জ্বল। কতো মিঠে। বাগানের কিনারে ছায়ায় কতোনা দিন ওরা একান্তে কাটিয়েছে, চলেছে চোখের ভাষায় ভাববিনিময়। নীরবে কতো সুখের সেই দিনগুলি। ও খোলা মাথায়, উদাত্ত স্বরে কবিতা পড়ে শুনিয়েছে। তখন ওর বইয়ের খোলা পাতার ওপর দিয়ে খোলা প্রান্তর থেকে বয়ে গেছে ঠাণ্ডা বাতাস। আর এখন। এখন সে কোথায়? কোথায় তার জীবনের একমাত্র সর্বনাশ, একমাত্র আনন্দ! একমাত্র সুখের সম্ভাবনা সে হাতের মুঠোয় পেয়েছিল সে সুখপাখিটা উড়ে গেছে। অনেক-অনেক দূরে। পাখিটা যখন ওর হাতে ধরা দিয়েছিল কেন সে ধরে রাখে নি? বাহুপাশে, আসঙ্গ আলিঙ্গনে কেন তাকে জড়িয়ে রাখে নি, কেন যেতে দিয়েছিল? সে নিজের ওপর অভিসম্পাৎ দেয় লিওঁকে ভালবাসে নি বলে। ওর অধরের জন্য তৃষিত, চাতক হয়ে ওঠে ওর নিজের বিম্বাধর। ওর সাথে মিলনের জন্যে ওর ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় ও ছুটে গিয়ে ওর বাহুডোরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে : 'এইতো আমি এসেছি প্রিয়, আমি যে তোমার!' এরকম বলবতী ইচ্ছা এমার যে এর আগেও হয় নি তা নয়, কিন্তু তাতে নানা সমস্যার কথা ভেবে মনে মনে পিছু হঠেছিল সে। কিন্তু তবু তার অনুতাপের আগুনে সেই ইচ্ছেগুলো, সুতীব্র কামনার আগুন দপ করে জ্বলে উঠতে চায় বারবার। দুঃখও বেড়ে যায়। বহুগুণ।

এরপরও লিওঁর স্মৃতি থেকে যায়। ওর একঘেয়েমির মধ্যমণি হয়ে। ওটা সেখানে জ্বলতে থাকে উজ্জ্বল। এ উজ্জ্বলতা রাশিয়ার সুবিস্তীর্ণ স্তেপভূমিতে নিশীথে সাদা বরফের ওপর মুসাফিরের জ্বালানো আগুনের মতো দ্যুতিময়। কল্পনায় এমা ছুটে যায় লিওঁর কাছে, ওর দেহে নিজেকে সঁপে দেয়, সে প্রেমের স্মৃতির নিভন্ত অঙ্গারকে উস্কে দেয়, মরিয়া চেষ্টা করে ওটাকে আরও লেলিহান করে তুলতে। ও যুগপৎ দূরগগনের হারানো প্রায় মিটিমিটি তারার মতো সুদূর স্মৃতির পাশাপাশি টাটকা ঘটনাগুলি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করে। সে কিভাবে, কি অনুভব করেছে, আর সেইসাথে কীই বা কল্পনা করেছে, তার তপ্ত, তৃষিত হয়ে ওঠা সুতীব্র সম্ভোগ বাসনা, তার সুখের পরিকল্পনা সবকিছু চোখের সুমুখে টেনে নিয়ে আসে। তার সে মম্ময় বাসনা-কামনাগুলি বনের গাছের শুকনো ডালপালার মধ্যে দিয়ে বয়ে যাওয়া বাতাসের মতোই চিড়চিড় শব্দ তোলে। কল্পনার রঙিন চশমায় ও ওর নিষ্ফলা সতীত্ব, তার ভেঙ্গে যাওয়া আশার বাসা, আর দাম্পত্য শয্যা সবকিছুই খুঁটিয়ে বিচার করে। এগুলি ক্রমাগত পুঞ্জীভূত করে তুলে ও শুধু ওর নিজ

অশান্তিই বাড়িয়ে দেয়।

তার এসব কামনার বহ্নিশিখার তেজ একসময় কমে আসে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে। তাছাড়া, ও আগুনে আহুতি দেবার আয়োজনও কমে এসেছিল। কিম্বা উপকরণ বড্ডো বেশিরকমের অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে অদেখার কারণে কিংবা অভ্যাসের চাকায় অনুতাপ গুঁড়িয়ে ওটা উবে গেল। ওর বিষণ্ন বিরহবিধুর মেদুর আকাশ যে রক্তিমাভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, সেটা ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে, বিবর্ণ হয়ে একেবারে মুছে গেল। তার নিজের বিবেকের ভ্রষ্টতায় সে, এমনকি, তার স্বামীর প্রতি তার ঘৃণাকে তার প্রেমিকের জন্য তীব্রাকাঙ্খা, তার হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত ঘৃণাকে সে তার পেলব অনুভূতির উষ্ণতা হিসেবে কল্পনা করতে থাকে। তবে ওর মনে ঝড় যেহেতু তখনও চলছিল, আর কামনা-বাসনার শেষ অঙ্গারটুকু গ্রাস করতে চাইছিল সেহেতু কোনও স্বস্তির, কোনও আলোর মুখ সে দেখলো না, চারিদিকে শুধু আঁধার, নিশ্ছিদ্র আঁধার। ভয়ঙ্কর এক শীতল অনুভূতি ওকে বিঁধে ফেললো। তোস্তের সেই খারাব একঘেয়ে দিনগুলি ফিরে এলো আবার। ওর মনে হলো আসলে দিনগুলি ওর আরও খারাব। ওর নিশ্চিত ধারণা, ওর এ দুঃখের দিনের শেষ আর হবে না কোনওদিন।

যে নারী অ্যাতো কাণ্ড করতে পারে, তারপক্ষে কিছু খেয়ালী হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এমা ওর জন্যে একটা 'গথিক' অঙ্গাবরণ কেনে। তার নখগুলি পালিশ করার জন্যে একমাসে নগদ ৪০ ফ্রাঁ ব্যয় করে। আর রুয়েঁর ব্যবসায়ীকে ওর জন্য একটি নীল *ক্যাশমেয়ার* পশমী কাপড়ের অর্ডার দেয়। এছাড়া, মঁসিয়ে ল্যুরোর কাছ থেকে সবচে ' সুন্দর একটা স্কার্ফও কেনে। এটাকে সে তার ড্রেসিংগাউনের কোমরের ওপর গিঁট বেঁধে পরে। তারপর ঐ পোশাকে সে সোফায় বসে বসে উপন্যাস পড়া শুরু করে নিয়মিত। ও প্রায়ই তার চুল বাঁধার ফ্যাশন, ষ্টাইল ও পদ্ধতি বদলাতে থাকে। চায়নিজ ফ্যাশনে চুল বাঁধার চেষ্টা হয়, রিং, খোঁপার চিরুণি ইত্যাদি লাগিয়ে। এমনকি, একপাশে চুলের সিঁথি কেটে পুরুষদের মতো কেশবিন্যাসের চেষ্টা করে। একসময় ওকে আবার ইতালীয় ভাষা শেখার বাতিকে পেয়ে বসে। এজন্যে কিছু অভিধান যোগাড় করে। ইতালীয় ভাষার ব্যাকরণের বই ও কিছু সাদাকাগজ নিয়ে তার রীতিমতো ভাষাশেখার ব্যায়াম শুরু হয়ে যায়। এরপর ইতিহাস ও দর্শন নিয়ে সিরিয়াস পড়াশোনা। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। কোনও কোনও সময় রাতে চার্লস ঘুমের ঘোরে ধড়মড় করে উঠে পড়েই বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ এইতো এখুনি আমি সোজা চলে আসছি!' মনে হয় কোনও রোগী ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠিয়েছে আর তাই তার এই ব্যস্ততা। আসলে ঘটনা অন্যরকম। এমা হয়তো দেশলাই দিয়ে রাতে ফস্ করে বাতি জ্বালানোর চেষ্টা করছিল আর ওটার শব্দেই চার্লসের ঐ দশা। বই আর এমব্রয়ডারীর কাজ নিয়েও শুরু হয় এমার সব ভুতুড়ে কারবার। এম্ব্রয়ডারীর কাজ সবে সে ধরেছে ও তার দেরাজ ঐসব জিনিসপত্রে ঠেসে ফেলেছে। হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, সে ওকাজটা ফেলে আরেক কাজ শুরু করেছে। ওর মুডের ভাবসাব বোঝাও ভার। কখন কি মেজাজ শরীফে সে থাকে বলা সত্যিই কঠিন। আর এই অবস্থায় অনেক কিছু অঘটন ঘটানো সম্ভবও। একদিন সে তার ডাক্তার স্বামীর সঙ্গে জেদ ধরে, ও বড়ো আধা গ্লাস ব্র্যাণ্ডি অনায়াসে খেয়ে ফেলতে পারবে। বোকা চার্লসও বাধা দেয় না। এবং একটা বিপদ বাধিয়েই ছাড়ে তার শ্রীমতি। তার এই খামখেয়ালী, উড়নচণ্ডিপনা (য়োঁভিলের

মহিলারা এ বিশেষ্যটাই ব্যবহার করেন মাদাম বোভারীর জন্যে) সত্ত্বেও তাকে কখনও সুখী মনে হয় নি। বুড়িদের ঝুলে পড়া ঠোঁটের মতো ওর মুখটাও যেন ঝুলে থাকে। গায়ে পরনের কাপড়ের মতো ওকেও বিবর্ণ, ফ্যাকাশে দেখায়। নাকের চামড়াও যেন জড়ো হয়েছে নাসারন্ধ্রের কাছে। ওর দৃষ্টি ভাবলেশহীন। ও তার মাথায় তিনটে সাদা চুল পেয়েছে। আর তাই বলতে শুরু করেছে ও বুড়িয়ে যাচ্ছে।

ওকে ফিট হওয়ার ব্যামোতেও ধরেছে। প্রায়ই ও জ্ঞান হারায়। একদিন ওর মুখ দিয়ে রক্তও বেরোল থুথুর সাথে। চার্লস এতে উদ্বিগ্ন হয়ে কিছু ওকে বলার চেষ্টা করতেই এমা ওকে তিরস্কারের ভাষায় বলে, "কি হাবার মতো করছো, হয়েছেটা কি?" আর এটা শুনেই চার্লস সুড়সুড় করে পড়ারঘরে ঢুকে পড়ে। রীতমতো কেঁদেই ফেলে ও। আর এরপর সে মাকে একটা চিঠি লিখে তাকে য়োঁভিলে আসার জন্য জরুরী অনুরোধ করে। সিনিয়র মাদাম বোভারী চিঠি পেয়ে এসে পৌঁছুলে মা ও ছেলেতে এমাকে নিয়ে লম্বা আলাপ–আলোচনা হয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। এমা কিছুতেই চিকিৎসা করাবে না।

"তোমার বৌ কি চায় তুমি তা জানো?" সিনিয়র মাদাম বোভারী ছেলেকে শুধান। তারপর তিনি তাঁর মতামত দেন। ওকে শারীরিক কাজ করতে বাধ্য করতে হবে। তাঁর মতে, আরও দু'দশটা মেয়ের মতো ওকেও যদি নিজের সামর্থে বা নিজের মতো করে বাঁচতে হয় তাহলে ওকে ওর খামখেয়ালিপনা ছাড়তে হবে। ওর যা কিছু হচ্ছে তা ওর মাথায় ভুতুড়ে সব ধ্যান ধারণা ঢোকার ফল। আর অকর্মা, অলস থাকার জন্যেও বটে।

"কিন্তু ওতো সবসময়ই একটা না একটা কিছু করছেই।"

"একটা কিছু করছে? কি করে সে? ও তো পড়ে নভেল আর খারাব সব বই যা ধর্মবিরোধী কথাবার্তায় ভরা। আর যাজক–পুরুতদের রীতিমতো বিদ্রূপ করা হয় ওসব বইতে। ভলতেয়ার তো এ ধরনের লেখাই লিখেছে। আমি তোমাকে বলছি বাছা, সব অধর্মা লোকের পরিণতি খুব খারাব হয়।"

আর তাই ঠিক হলো, এমার উপন্যাস পড়া বন্ধ করতে হবে। তবে বলা যতো সহজ কাজটা ততো সহজ হলো না। যাহোক, এ দায়িত্বটা নিজের হাতে নিলেন চার্লসের মা। তিনি রুয়েঁতে বইয়ের লাইব্রেরীগুলিতে গেলেন ও তাঁদের বললেন, এমা আর পড়ার জন্যে ওদের কাছে থেকে চাঁদা দিয়ে বই নেবে না। তিনি তাদের আরও ভয় দেখালেন এই বলে যে, ওরা মানুষকে বই যোগান দিয়ে ওদের মন বিষিয়ে তোলার ব্যবস্থা করেছে। কাজেই এরপর কাজ না হলে তিনি পুলিশে খবর দেবেন। পুত্রবধুর কাছ থেকে শাশুড়ির বিদায়ের এবারের পালাটা বড়ই শীতল হলো। সপ্তাহ তিনেক তিনি এখানে ছিলেন। কিন্তু এতগুলি দিনে এমার সাথে বৃদ্ধার কথা হয়েছে সাকুল্যে মাত্র আধ–ডজন। অবশ্য, গতানুগতিক, 'শুভ সকাল', 'শুভ সন্ধ্যা' বা খাবার সময়ের একান্ত জরুরী কিছু কথা বাদে।

মাদাম বোভারী সিনিয়র মঙ্গলবারে য়োঁভিলের হাটের দিন বিদায় হলেন। হাটের দিন বলেই এমাদের বাড়ির কাছাকাছি চত্বরটায় সেই সকাল থেকেই গাড়ির হৈ–হট্টগোল শুরু হয়েছে। ওখানে একসার গাড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার ফলে রাস্তা কিছুটা আটকে গেছে। ঘোড়ারগাড়িগুলির সামনের দিকটা উঁচু হয়ে আছে। আর এ গাড়ির সারি শুরু হয়েছে গীর্জা থেকে শুরু করে হোটেল গোল্ডেন লায়ন পর্যন্ত বাড়িগুলির লাইন বরাবর। এর ওদিকে ত্রিপলের ছাউনি দেওয়া উঠো দোকানগুলিতে নানা পসরার বাহার। সূতীর চেক কাপড়,

কম্বল, পশমী মোজা, ঘোড়ার ফাঁস, নীল ফিতের প্যাকেট ইত্যাদি বেচাকেনা হচ্ছে। ফিতের প্রান্তগুলি আবার বাতাসে পত্পত করে উড়ছে। আর ডিমের পাহাড় ও পনিরের টালের মাঝের জায়গাতে বিক্রি হচ্ছে, স্থুল, সাদামাটা ধরনের দরকারী জিনিসপত্র। ভুট্টা মাড়াইকলের কাছে কিছু মোরগ-মুরগী খাঁচার ভেতর মুখ গলিয়ে দিয়ে কক্কক্ করে ডাকাডাকি করছে। লোকজন এক জায়গায় ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। ওখান থেকে যেন ওদের নড়ার ইচ্ছে নেই। কোনও কোনও সময় এই ভীড় করে গ্যাঁট হয়ে দাঁড়ানো লোকজনের চাপে কেমিষ্টের দোকানের সামনের দিকটা প্রায় চুরমার হবার যোগাড়। বুধবারেও ওর দোকানটা ছিল বলতে গেলে জনশূন্য। তবে দোকানটা সাধারণত খালি থাকে না। অনবরত লোকজন ঢোকে। যতো না ওষুধ কিনতে তারচেয়েও বেশি বরং কী ওষুধ রোগীকে খাওয়ানো যাবে তা নিয়ে মঁসিয়ে হোমার সঙ্গে সলাপরামর্শ করতে। কারণ কেমিষ্টসাহেবের নাম যেভাবে আশেপাশের গ্রামগুলিতে ছড়িয়েছে তাতে দেহাতি লোকজন তাকে অন্যসব কাছের ডাক্তারের চেয়েও বড় ডাক্তার বলে মনে করে।

এমা জানালাটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ও প্রায়ই জানালায় ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। আর পাড়াগাঁয়ে জানালা কতকটা থিয়েটারের জায়গা নেয়। কেননা, ওখানে থেকে লোকজন কী করছে দেখা যায়। এমাও হাট উপলক্ষ্যে আসা গেঁয়ো লোকজনের ভীড় দেখে সময় কাটাচ্ছিল। এমন সময় ওর নজরে পড়ে সবুজ ভেলভেটের কোট পরা এক ভদ্রলোক তাদের বাড়ির দিকেই আসছে। সঙ্গে একজন চাষী। লোকটা মাথা নীচু করে হেঁটে আসছে। সে কোনও দরকারী কাজেই আসছে বলে মনে হয়।

"মঁসিয়ে বোভারী কি আছেন? আমি ওঁর সাথে দেখা করতে চাই", ভদ্রলোকটি জাষ্টিনকে জিজ্ঞেস করে। ও তখন এমাদের ঘরের দরজার কাছে ফিলিসিতির সঙ্গে গল্প করছিল। ওকে স্বভাবতই গৃহভৃত্য ধরে নিয়ে আগন্তুক বললেন, "ওঁকে বলুন, লা হুশের মঁসিয়ে রোদোলফি বুল্যাঞ্জার এসেছেন।"

কোনও অহমিকাবোধে নয় তবে যাতে নামটা শুনে মক্কেলের (রোগীর) গুরুত্ব বোঝা যায় সেজন্য 'লা হুশে'-নামটা যোগ করে সে। লা হুশে য়োঁভিলের কাছে একটা বড় তালুক বা এষ্টেটের নাম। ওখানে মঁসিয়ে রোদোলফি মাত্র কিছুদিন হলো একটা শাতো আর দুটো খামার কিনেছে। সে নিজেই খামার দুটো আবাদ করে। তবে খামারগুলির খুঁটিনাটি নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না সে। রোদোলফি এখনও বিয়ে করে নি। বছরে তার আয় কমপক্ষে ১৫ হাজার ফ্রাঁ।

চার্লস তার রোগীর চেম্বারে এলে মঁসিয়ে বুল্যাঞ্জার তার খামারের চাষী ছেলেটিকে পরিচয় করে দিয়ে বললো, 'দেখুন, ছেলেটা বলছে ওর সারা শরীরে যেন পিঁপড়ে চলে-ফিরে বেড়ানোর মতো লাগছে। ও চায় ওর শরীর থেকে বদরক্ত বের করে দেয়া হোক। ওটার জন্যেই নাকি ওর এরকম মনে হচ্ছে!'

চাষী ছেলেটা একথা শুনে আরও জোরেশোরে বলে ওঠে, 'ঠিক বলেছেন, আমি ওটা করলেই ভালো হয়ে যাবো, দেখবেন!' ও যেন তার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সবরকমের যুক্তি খণ্ডন করতে চায়।

কাজেই মঁসিয়ে বোভারী কিছু ব্যাণ্ডেজ আর একটা গামলাজাতীয় পাত্র আনতে বলে ও জাষ্টিনকে গামলাটা ঠিকমতো ধরে রাখতে বলে। এরপরে ভয়ে আতঙ্কে সাদা হয়ে ওঠা

লোকটার দিকে ফিরে বলে—

"আরে কিচ্ছু ভয় নেই"

"ন্-না," ও সাড়া দেয়,' আপনি আপনার কাজ করুন।" তারপর ও বীরত্ব দেখানোর ভাব করে ওর বাহুটা বাড়িয়ে দেয়। ডাক্তার তার অস্ত্রোপচারের ছুরিটা ওর দেহে লাগাতেই পিচকারী দিয়ে রক্ত ছুটে বেরোয় ও আয়না রক্তে ভরে যায়।

"ঐ দেখুন রক্তটা কেমন একইরকম বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে গল্‌গল।' কী লাল আমার রক্ত! ওটা নিশ্চয়ই একটা সুলক্ষণ, কি বলুন?"

"কখনও কখনও সুলক্ষণই বটে," ডাক্তার জবাব দেয়। "প্রথমে তোমার তেমন কিছুই মনে হবে না, কিন্তু পরে অবসন্ন বোধ হবে। বিশেষ করে, এমন তাগড়া যদি কেউ হয়।" কথাগুলি কানে যেতে তরুণ চাষীটার হাত থেকে ডাক্তারের ছুরির বাক্সটা মেঝেয় পড়ে গেল। বাক্সটা ও তার আঙুলের ফাঁকে নাড়াচাড়া করছিল। আর এতে ভড়কে গিয়ে ওর ঘাড়টা কেঁপে উঠতে ওর পিঠের চেয়ারের পেছনটা কড়াৎ করে উঠল। চিড় ধরলো চেয়ারে। ও পড়ে গেল মেঝেতে। 'এমন যে হবে আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম' বলে বোভারী। ও আঙুল দিয়ে চাষী ছেলেটার শিরার ওপর চেপে ধরে। ওদিকে ততোক্ষণে জাস্টিনের হাতের গামলাটাও কাঁপতে শুরু করে। ওর হাঁটুর ঠকঠকানি শুরু হয়। চেহারাটা রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। দু'জনেই জ্ঞান হারায়।

"এমা, এমা," চার্লস চিল্লে ওঠে। আর ডাক কানে যেতেই এমা দ্রুত পাক খেয়ে নীচতলায় নেমে আসে। "তাড়াতাড়ি একটু সের্কা নিয়ে এসোতো, জলদি" সে ডাক ছেড়ে বলে। অঘটন ঘটাবিতো ঘটা একজনে নয়, একসঙ্গে এক জোড়ায়! ডাক্তার চার্লস এতই বিচলিত যে ব্যাণ্ডেজ পর্যন্ত বাঁধতে পারছিল না।

"আরে কি আর হয়েছে, ঘাবড়াবার তো কিছু নেই" মঁসিয়ে বুল্যাঞ্জার বলেন একেবারে ধীরে–সুস্থে। তিনি জাস্টিনকে নিজে বাহুতে তুলে নিয়ে টেবিলে বসিয়ে দেন। ওর পিঠ ঠেকিয়ে দেওয়া হয়েছে দেয়ালে। আর এই ফাঁকে মাদাম বোভারী জাস্টিনের গলাবন্ধটা খুলে নেয়। তবে গলাবন্ধটায় একটা গিট দেওয়া ছিল। ওটা খুলতে গিয়ে এমাকে তরুণ ছেলেটার গলায় কয়েক বার চাঁপাকলির মতো আঙুলগুলি লাগাতে হলো। তারপর এমা ওর সূতির রুমালটার ওপর কিছু ভিনিগার ঢেলে নিয়ে কপালের পাশে রগে ধীরে ধীরে ডলে দেয়। আর তারপর জায়গাটার ওপর রুমাল নেড়ে নেড়ে বাতাস দেয়। খুব শিগগিরই চাষী ছেলেটার জ্ঞান ফিরে এলো কিন্তু জাস্টিনের জ্ঞান তখনও ফিরলো না। ওর চোখের অক্ষিগোলক দুটি ঘোলাটে নীল, মরার মতো। যেন দুধের মধ্যে নীলফুল ডুবে আছে।

"এখানে এই যে রক্তারক্তি কাণ্ড–কারখানা হয়ে গেল তার কোনও কিছুই ওকে দেখানো চলবে না, এগুলি আড়ালে সরাতে হবে।" চার্লস বললো।

মাদাম বোভারী রক্তপানিভর্তি গামলাটা টেবিলের তলায় সরিয়ে দেয়। আর এটা করতে গিয়ে ওকে নীচের দিকে ঝুঁকতে হলো। ওর পরনে তখন ছিল হালকা গরমের খোলামেলা পোশাক। চার ঝালরের হলুদ রঙের কামিজ, ঘের বেশি, ঝুলও বেশি। মেঝের পাথরের ওপর কামিজের কাপড় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আর একটু নীচু হয়ে কিছুটা টেবিলের তলায় কষ্ট করে যাবার সময় ওর পীনোন্নত বুকের যৌবনদৃপ্ত রেখাগুলি বলিষ্ঠ হয়ে ফুটে ওঠে। ওরপর সে একবোতল পানি নিয়ে চিনির শরবৎ তৈরি করতে ব্যস্ত এমন সময়

সেখানে কেমিষ্ট হোমা এসে হাজির। জাষ্টিনকে ঐ অবস্থায় দেখে কিছুটা দমে যায়। তারপরই সে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে লেকচার ঝাড়তে শুরু করে : ' ব্যাটা গবেট কোথাকার, আস্ত হাঁদারাম একটা ! কাটাকুটি আর রক্ত ঝরানোর কাজটা একটা প্রকাণ্ড কাজ তাই না? এমন একটা বীরবাহাদুর তুমি, কোনও কিছুতে ভয় আছে নাকি তোমার? আসলে ব্যাটা কাঠবেড়াল, তুমি আবার তোমার স্বজাতিরা ঐ অ্যাতো উঁচুতে উঠে বাদাম পাড়ে দেখে ভিরমি খাবে ! হতেই পারে না। আর তাইত এতো বড়াই আর লাফঝাঁপ আমার কাছে। কী গাল-গল্প ' তা যা হোক, পরে ফার্মেসীর কাজ চালানোর জন্যে একটা বেড়ে যোগ্যতার মহড়াই এখানে চলেছে বটে। এর চেয়ে আরেকটু সিরিয়াস কিছু করে ফেললেই তো আর কথা ছিল না, ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাশে কাঠগড়ায় বয়ান দিয়ে তো হাকিমের মন উচাটন, আলোকিত করে ফেলতে হে ব্যাটাচ্ছেলে !

জাষ্টিন কোনও রা কাড়ে না। আর কেমিষ্টের বকবকানি চলতেই থাকে—

"কে তোমায় আসতে বলেছে এখানে? হরহামেশা তোমাকে দেখা যাচ্ছে? তুমি ডাক্তার আর তাঁর মাদামের আশেপাশে ফেউয়ের মতো লেগে আছো? বলি ব্যাপার কি হে! আর এদিকে বুধবারে আমি দোকানে একা পড়ে যাই, যখন আমার একটা লোকের একান্ত না হলেই নয়! এখনই দোকানে কমকরে হলেও বিশজন গ্রাহক রয়েছে। আমি সব কিছু ফেলে শুধু তোমার জন্যে এ পর্যন্ত ছুটে এসেছি। চলো, তাড়াতাড়ি। দোকানে এসে জারগুলির দিকে নজর রাখো। আমি কি বলি শোন।"

জাষ্টিন তখনও তার জামাকাপড় ঠিক করছিল। ও চলে যেতেই ওরা তিনজনে কিছুক্ষণ এই জ্ঞান হারানো বা ফিট হয়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করে। মাদাম বোভারী জানায়, তার নাকি জীবনে এমনটি হয় নি।

"একজন মহিলার জন্যে ব্যাপারটা খুবই অসাধারণই বলতে হবে" বলে মঁসিয়ে বুল্যাঞ্জার। কিন্তু অনেকেই এরকম পরিস্থিতিতে অত্যন্ত দুর্বলতার প্রবণতা দেখায়। আমি দেখেছি, পিস্তল-রিভলবারের ডুয়েলের সময়েও একপক্ষ অন্যপক্ষের কেবল গুলি ভরার আওয়াজেই জ্ঞান হারিয়েছে।"

কেমিষ্ট মতপ্রকাশ করে, "অন্য লোকের রক্ত দেখে আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হই না। তবে আমার নিজের রক্ত বেরিয়ে যাচ্ছে এরকম একটা কল্পনাও যদি আমার মাথায় ঢোকে, তাহলে আমি আর নেই, জ্ঞান হারাবার দশা হবে আমার।"

এর মাঝে মঁসিয়ে বুল্যাঞ্জার তার চাকর ঐ চাষী ছেলেটাকে ওখান থেকে পাঠিয়ে দিলেন এই পরামর্শ দিয়ে, তার সাধতো মিটেছে, এখন থেকে যেন সুবোধ বালক হয়ে চলে। সে আরও উল্লেখ করে যে, 'ও আপনার সাথে পরিচিত হওয়ার একটা সুযোগ করে দিয়েছে আমার।' রোদোলফি এমার চোখে তাকিয়ে কথাগুলি বলে। তারপর তিনটি ফ্রাঁ রেখে দেয় টেবিলটায় ও সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। শিগগিরিই সে লা হুশে তালুকের পথে নদীর ওপারে পৌঁছে যায়। এমা দেখতে পায় রোদোলফি মাঠের পপলার গাছগুলির মাঝ দিয়ে খুবই ধীর গতিতে হেঁটে চলেছে। কি যেন ভাবনায় হারিয়ে গেছে সে !

'মহিলা দেখতে দারুণ সুন্দরী' আপন মনে বলে রোদোলফি, "অপূর্ব রূপসী, এই ডাক্তারের বৌ। মুক্তোর মতো ঝকঝকে চমৎকার দাঁত, কালো চোখ, ছোট পা, একেবারে প্যারির সুন্দরী ! কোত্থেকে উদয় হলো এই ডানাকাটা পরী ! আর এই ভোঁটকা ডাক্তারই বা

কোথা থেকে ওকে বাগালো?" রোদোলফি বুল্যাঞ্জারের বয়স ৩৪। তাঁর মেজাজ খুবই হিংস্র আর তারসাথে মাথাটাও খুবই শাণানো, মেয়েদের খেলানোয় সে পাকা খেলোয়াড়। মেয়েদের আগাপাশতলা চেনে ও। সোজা কথায় নারীর মনের জহুরী সে। ওর চোখে ভাসে এমার অপূর্ব দেহবল্লরী। মাথা ধরিয়ে দিয়েছে ওর মতো ঝুনো লেডিকিলারকেও। আর তাই ও আর ওর স্বামীকে নিয়ে এ মুহূর্তে ভাবছে।

"বলতেই হয় ওর স্বামী মহোদয়টি একটি আস্ত গর্দভ। আর এতেও সন্দেহ নেই মহিলা এই গর্দভকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ডাক্তার ব্যাটার নখগুলি ময়লা। একটানা তিনদিন ধরে শেভ করে না। গর্দভটা সারাদিনরাত রোগীর পেছনে ঘুরে বেড়ায়, আর বৌটা মোজাবোনার হাপু টানে। আর ওতে সে ক্লান্ত, বিরক্ত না হয়ে পারে! ওরকম ডাকাবুকো চমৎকার মেয়ে! ও না থাকবে শহরে। আর প্রতি সন্ধ্যায় উজ্জ্বল আলোর নীচে পোলকা নাচবে। তবেই না ওর জীবন। কপাল মন্দ বেচারীর। ওকে তো রান্নাঘরের টেবিলেই দেখলাম প্রেমে পড়ার জন্যে রান্নাঘরের টেবিলে রাখা কাতলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছে। সাহস করে ওর কাছে শুধু তিনটি কথা বলতে পারলেই ব্যস। আর দেখতে হবে না, সে ঐ লোকের গলায় লটকে যাবে, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি। মেয়েটা একটা চুম্বক বটে হাঁ। কিন্তু পরে ওকে কি করে ছাড়ানো যাবে। যে কমলি ও! একেবারে কাঁঠালের আঠা তাতে আর কোনও সন্দেহই নেই।

এমার সাথে অভিসার চালিয়ে যাওয়ার বিপদ, অ্যাডভেঞ্চার, পুলক, শিহরণ, আনন্দ, পুরস্কার—এসব কিছুর সাথেই তার আগের ইতিহাসের বিশেষ করে রুয়েঁতে তার উপপত্নী নায়িকার সবকিছু তুলনা করে। ঐ রক্ষিতা রমণীটিকে তার এখনকার অবস্থায় অসহ্যই মনে হয়।

তার মনে হয়, "মাদাম বোভারী, উহ্ ভারী সুন্দর, অনেক বেশি রূপসী, আর কোনও সন্দেহ নেই, অনেক বেশী তাজা, টাটকা। সতেজ, উদ্ভিন্নযৌবনা।" আর এদিক থেকে ভার্জিনিকে এখন আরও বেশী অসুন্দর, কুৎসিৎ মনে হচ্ছে। তাছাড়া, পাত্তাও তেমন সহজে দেয় না। বারবণিতাদের মতো ওকে নোংরা গল্প শোনার ভয়ানক বাতিকেও পেয়ে বসেছে।"

মাঠটা একেবারে ফাঁকা। লম্বা ঘাসে লেগে ওর জুতোর ঘষঘষ আওয়াজ ছাড়া কোনও শব্দও নেই। অবশ্যই যইয়ের ফসলের মধ্যে কিছু ফড়িঙের নড়াচড়ার আওয়াজ পাওয়া যায়। ও কল্পনায় এমাকে খাবারঘরে দেখতে পায়। ও যে পোশাকে এমাকে দেখে এসেছে ঐ পোশাকেই তাকে দেখে। আর কল্পনাতেই রোদোলফি এমাকে তার পোষাক খুলে নগ্ন করে।

"যে করেই হোক ওকে আমাকে পেতেই হবে" সে অস্ফুটে বলে ওঠে। ওর সামনের এক মাটির ডেলায় হাতের ছড়িটা আঘাত করে বলে, "ওকে আমি পাবোই।" কিন্তু ঐ মুহূর্তেই ও নিজেকে জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু কী করে?"

"কোথায় ওর সাথে দেখা করা যায়? কেমন করে?" ওর বাচ্চা মেয়েটা সবসময়েই একটা বাধা। বাচ্চার সাথে একটা ন্নার্সও আছে। ওর স্বামী, পড়শী এরকমের সব বাধাই থাকবে।" আর এতে আমার সময়, লাভের চেয়ে ব্যয় হয়ে যাবে অনেক—অনেক বেশী।" তবে এটা নিয়ে সে আবার নতুন করে চিন্তা করতে শুরু করে। "আহ্, ওর চোখ দুটো যে

কি, যেন আমার হৃদয়টা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়েছে কিউপিডের তীরের মতো। ওর ফ্যাকাশে সাদা গায়ের রঙটা, কী যে বলবো, পূজো করতে ইচ্ছে করে এমন মেয়েকে।”

এরমধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আরগুয়েল পাহাড়ে পৌঁছেছে। সে মনস্থির করে ফেলে। “এখন শুধু আমাকে সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হবে। সুযোগ দরকার হলে তৈরিও করতে হবে। আমি ওদের বাড়িতে সুযোগ পেলেই গিয়ে দেখা করবো। হাঁস-মুরগী উপহার দেব। দরকার হলে চাষা ছেলেটার মতো ডাক্তারের কাছে রক্ত বের করার ছল করেও এমাদের সাথে ভাব জমাবার চেষ্টা করবো। ওদেরকে আমার এখানে এসে থাকার জন্যে আমন্ত্রণ জানাবো। আমাকে আর পায় কে! সে আপন মনে বলে চলে, অল্পকিছুদিনের মধ্যেই কৃষি প্রদর্শনীই তো শুরু হচ্ছে। এমা ঠিকই ওখানে যাবে। তখন ওখানেই ওর সাথে দেখা করার সুযোগ হবে। একটু সাহস করেই এগোতে হবে। আর শিকার ধরার ওটাই মোক্ষম উপায়।

॥৮॥

অবশেষে সেই বিখ্যাত কৃষি প্রদর্শনীর দিন ঘনিয়ে এলো। শুরুও হয়ে গেলো। সকালে এলাকার লোকজন তাদের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প্রদর্শনীর প্রস্তুতির নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা জুড়ে দিল। য়োঁভিলের টাউন হল, যেটাকে সবাই মেইজো হাউস বলে, আইভি লতা ও ফুলের মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। একটু দূরে মাঠে, ফাঁকা জায়গায় তাঁবু খাটানো হয়েছে। ওখানে মেহমানদের নৈশভোজের ব্যবস্থা। আর টাউন হলের যে আঙিনা, ওর মাঝখানে ও গীর্জার প্রায় সামনে তোপ দাগানোর একটা ব্যবস্থা রেডি রাখা হয়েছে। জেলা প্রশাসক আসবেন ও যে চাষীরা পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তাদের নাম ঘোষণার বিষয়টি জানানো হবে এই তোপধ্বনির মধ্য দিয়ে।

সবাই হাসিখুশি এ মেলার ব্যাপার নিয়ে শুধু হোটেল গোল্ডেন লায়নের কর্ত্রী মাদাম লা-ফ্রাঁসোয়ার মুখটা কিছুটা বেজার।

মেলায় দলে দলে যেসব লোক আসছে ওরা য়োঁভিলের দু'প্রান্ত থেকে প্রধান সড়কে ঢুকছে। গলি, কানাগলি, বাড়ি থেকে পিলপিল বেরিয়ে আসছে লোকজন, ছেলে-বুড়ো-বড় সবাই। মাঝে মাঝেই বাড়িঘরগুলির দরজা খুলে যাচ্ছে। দস্তানা পরা মেয়েরা দরজার ফাঁক দিয়ে মেলার কাণ্ডকারখানা উৎসুক চোখে দেখছে। সবচেয়ে দেখার মতো হয়েছে যে মঞ্চে অভ্যাগত মান্যগণ্য অতিথিরা বসবেন সেই মঞ্চের ওপর বসানো দুটি বাতির থাম। তাতে অনেক লণ্ঠন সার করে লাগানো। এগুলি সাঁঝবেলায় জ্বালিয়ে মঞ্চটিকে উজ্জ্বল করে তোলা হবে। এছাড়া, টাউনহলের চারটি থামের সাথে চাররকমের লম্বা দণ্ড বা বাঁশ লাগানো আছে। প্রতিটিতে একটি করে সবুজাভ পতাকা লাগানো। এই পতাকায় সোনালী হরফে লেখা আছে : বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ও চারুশিল্পকলা।

এ মেলার জমাটি আনন্দে সবাই হাসিখুশি হলেও 'হোটেল গোল্ডেন লায়ন'-এর কর্ত্রী মাদাম লা ফ্রাসোঁয়ার মুখটা বেজার। রান্নাঘরের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে বিড়বিড় করে বলে চলে ঃ “ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, ভাবা যায়। কী উদ্ভট কাণ্ড রে বাবা! জেলা প্রশাসক ঐ বেদেনী ঝুপড়ির মতো তাঁবুর মধ্যে নিজে বসে ভোজে অংশ নেবেন? আর

ওরা কি না ওকালতিও করে যে, এ ধরনের আজব আয়োজন এলাকার লোকের জন্য ভালো! আর তার ওপরে এরকম একটা যাচ্ছেতাই কারবারের জন্যে আবার নিউফশাতেল থেকে বাবুর্চি ভাড়া করে আনা হয়েছে! কাদের জন্যে? হাড়হাবাতে কিছু রাখাল আর ভিখিরীর জন্যে!"

ঠিক ঐ সময় কেমিষ্ট মঁসিয়ে হোমা পাশ কাটিয়ে ঐ পথ ধরেই যাচ্ছিল। ফ্রককোট, ন্যানকিন ট্রাউজার, বীভার ভোঁদড়ের চামড়ার জুতো, মাথায় অল্প উঁচু হ্যাট। দারুণ ফিটফাট এ মুহূর্তে কেমিষ্ট সাহেব।

"কেমন আছেন, মাদাম," ও বলে, "তবে মাপ করবেন, কথা বলার সময় নেই, তাড়া আছে, চলি, কেমন?" গোব্দা চেহারার বৃদ্ধা সে কোথায় চলেছে জিজ্ঞেস করে। মঁসিয়ের জবাব আসে—

"আপনার কাছে ব্যাপারটা খুবই মনে ধরবে কেননা আমার মতো মানুষ যে কি না ইঁদুর যেমন পনিরের সাথে লেগে থাকে তেমনি তার দোকানের সাথে আঠার মতো লেগে থাকে, তার—"

"কী ধরনের এই পনির, কী বলতে চান, মঁসিয়ে", হোটেলকর্ত্রী জানতে চায়।

"আরে কিচ্ছুনা, কিস্যু না। আমি শুধু আপনাকে একথাই বোঝাতে চেয়েছি যে, মাদাম লাফ্রাঁসোয়া, আমি সাধারণতঃ একা একাই কাটাই, লোকজনের সঙ্গে তেমন মেলামেশা, সামাজিক হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। কিন্তু আজ অবস্থার চাপে পড়ে বাধ্য হয়েই তো—"

"ও! তাহলে ওখানেই চলেছেন?" অনেকটা অবজ্ঞার সুরে বলে।

"হ্যাঁ, তাতো যাচ্ছিই", কেমিষ্ট বেশ একটু অবাক হয়েই জবাব দেয়। আমি ঐ কমিটির একজন সদস্যও তো বটে। তাই না?" হোটেলকর্ত্রী একটু দূরে কাফে ফ্রাঁসের দরজায় নিজের চোখ সেঁটে রেখেছে। ওটা ফেরায় না। তারই একফাঁকে লা ফ্রাঁসোয়া ঠোঁটে একটা দুষ্টু হাসি হেসে বলে, "আপনার জুতো জোড়া দেখছি একেবারেই আলাদা চেহারার হ্যাঁ! ভালো! ভালো! তা চাষবাসে সম্পর্কে কী জানেন আপনি? জানেন কিছু আসলে?"

"আমি একজন ড্রাগিষ্ট, কেমিষ্ট, আর আমি কৃষি সম্পর্কে জানবো না? আলবৎ জানি! রসায়ণ বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, আপনাকে কি বলবো মাদাম লা ফ্রঁসোয়া, হলো সকল প্রাকৃতিক জিনিসের পারস্পরিক ও আণবিক ক্রিয়াগুলি বুঝে ওঠা। আর এ থেকেই আমরা খুব সহজে ধরে নিতে পারি যে, কৃষিও রসায়নের এখতিয়ারের মধ্যেই পড়ে। আসলেও তাই নয় কি? এই গিয়ে ধরুন না, সারের রসায়নিক গঠন, বিভিন্ন তরল পদার্থের গাঁজানি, গ্যাসের নানা বিশ্লেষণ ইত্যাদি কি খাঁটি ও নিরেট রসায়ন নয়, আপনিই বলুন মাদাম। ঈশ্বরের কৃপায় যদি এমন হতো চাষীরা হয়ে যেতো রসায়নবিদ তাহলে ল্যাঠাই চুকে যেত। অন্ততঃ তাঁরা বিজ্ঞানের সুপরামর্শে আরো আন্তরিকভাবে কান দিতো। ইদানীংকালে আমি নিজে "সিডার তৈরী, এর ফলাফল"–এ বিষয়ে ৭২ পৃষ্ঠার একটা ছোটখাটো বই–ই লিখে ফেলেছি। ওতে ঐ বিষয়ে কিছু মৌলিক ধ্যানধারণাও দেওয়া হয়েছে। বইটা আমি রুয়েঁর কৃষি সমিতিকে পাঠিয়েছিলাম। আর এজন্যেই ..." বলে মঁসিয়ে একটু থামে, "তো ওরা আমায় তাদের সদস্য করে নিয়েছে ..." কিন্তু লা ফ্রাঁসোয়া কথায় আদৌ কান দিচ্ছেন না টের পেয়েই সে থেমে যায়।

"ঐ- ঐ যে, ঐখানে চেয়ে দেখুন।" মহিলা চিৎকার করে বলে ওঠে "ব্যাপারটা কি

বুঝতে পারেন আপনি? ওটা একটা ঝুপড়িমার্কা লঙ্গরখানা।" তারপর মহিলা তার ঘাড় ঝাড়া দিয়ে তার বিপক্ষের তাঁবুটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়। "অবশ্য চলবে আর ক'দিন", সে বলেই চলে, "বড়জোড় সাতদিন, তারপর খেল খতম, পয়সা হজম। সব শেষ।" মঁসিয়ে হোমা এসব শুনে তাজ্জব বনে যায়। আর এরমধ্যে বুড়ি নেমে আসে সিঁড়ির তিন তিনটে ধাপ। আর তারপর ওর কানে মুখ রেখে ফিসফিসিয়ে বলে, "শুনেছেন নাকি খবরটা? আসছে হপ্তায়। একটা ক্রোক হবে। আর ওটার ফায়দা লুটবে ল্যুরো?" "কী ভয়ানক, কী দুভার্গ্যজনক ব্যাপার!", কেমিষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করে। এরপরে হোটেলকর্ত্রী গোটা কাহিনী তাকে খুলে বলে। ব্যাপারটা ও শুনেছে ব্যারিষ্টার মঁসিয়ে গুইলামির চাকর থিওডোরের কাছ থেকে। বুড়ি এজন্যে শয়তান প্রতারক ল্যুরোকে দায়ী করে।

'আরে দেখুন', দেখুন, বলতে বলতেই লোকটার চেহারা দেখা যাচ্ছে। এইমাত্র ল্যুরো মাদাম বোভারীকে মাথা নীচু করে অভিবাদন জানালো! মাদাম বোভারীর মাথায় হ্যাটের সাথে সবুজরঙের নেকাব বা বনেট পরা। বুড়ির চোখে পড়ে, মাদাম বোভারী মঁসিয়ে বুল্যাঞ্জারের হাত আঁকড়ে ধরেছে।

"মাদাম বোভারী নাকি!" বলে মঁসিয়ে হোমা, "তাহলে তো আমাকে এক্ষুনি গিয়ে ওকে আমার শ্রদ্ধা জানাতে হয়। তাছাড়া, অনুষ্ঠানে মঞ্চের ভেতরে কোথাও বাসার ভালো আসনও হয়তো খুঁজছে।" আর তারপর মাদাম লা ফ্রাঁসোয়া কী বলছে সেদিকে কান না দিয়ে সামনের দিকে ছোটে। পেছন থেকে হোটেলকর্ত্রী অবশ্য কাহিনীর আরো বিস্তারিত শোনানোর জন্য ডাকে। তবে নিস্ফল। ও লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত এগিয়ে যায়। মুখে হাসি টেনে, ডান-বামে মাথা নুইয়ে পেছনে লম্বা কোট দুলিয়ে বিগলিত অভিবাদন জানায় কেমিষ্ট সাহেব। জোকারসুলভ ব্যাপারটা আগেভাগেই চোখে পড়েছিল রোদোলফির। আর তাই সে সামনে পা চালাতে শুরু করে দিয়েছিল দ্রুত। কিন্তু ওতে আবার এমা বোভারীর দম বন্ধ হবার দশা। কাজেই ওকে হাঁটা আস্তে করে দিতে হয়। ও একটা কর্কশ হাসি হেসে এমাকে বলে—

"আসলে ঐ হোঁৎকা, আপনাদের ঐ কেমিষ্টের নাগাল থেকে বাঁচার চেষ্টা করছিলাম', এমা রোদোলফির কনুই চেপে ধরে।

"কী বোঝাতে চায় ও! দেবান জানন্তি!" মনে মনে বলে রোদোলফি। আসলে ল্যুরো যে ওদের পিছু নিয়েছে সেটাই ওভাবে এমা রোদোলফিকে বোঝাতে চেয়েছে। ওটা একটা হুঁশিয়ারি। ইতিমধ্যে ল্যুরো ওদের সঙ্গ নিয়েছে। মাঝে মাঝে কথা বলছে। যেন সে ওদের দু'জনের কথাবার্তায় নিজেও ভাগ নিতে চায়।

"কী চমৎকার দিন আজকে! সবাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। পূবদিক থেকে ফুর ফুরে বাতাস বইছে।" কিন্তু এমা, রোদোলফি কারও তরফ থেকে কোনও সাড়া নেই। ওদিকে, ওদের সামান্যতম নড়াচড়াতেই ল্যুরো ওদের আরো কাছে এসে হ্যাট উঁচিয়ে অকারণে বলে, "কী বললেন?"

বড়রাস্তা ছেড়ে কামারবাড়ির কাছে এসে রোদোলফি আচমকা এমাকে টেনে নিয়ে একটা ছোট গলিতে দিক বদলে সাঁৎ করে ঢুকে পড়ে আর বলে—

"শুভ সন্ধ্যা, মঁসিয়ে ল্যুরো, আশা করি, খুব শিগগির আবার দেখা হবে।"

"অ্যাতো চমৎকার কৌশলে ওকে খসিয়ে দিলেন?" এমা হেসে ওঠে।

"একটা লোক গায়েপড়ে সেঁটে থাকতে চাইবে, অসুবিধে করবে, আর আমরা তাই হতে দেব? তাছাড়া, আজকে যখন তোমাকে সাথে পাবার সৌভাগ্য হয়েছে " এমা আরক্ত হয়। রোদোলফি বাক্যটা শেষ করে না। অন্যকথায় চলে যায়। চমৎকার আবহাওয়ার কথা বলে। ঘাসের ওপর বেড়ানোর আনন্দের কথা পাড়ে। কিছু ঘাসফুল তুলে নিয়ে সে বলে—

"এই দ্যাখোনা, কী সুন্দর এই ফুলগুলো। আর এগুলো এতো রয়েছে এখানে যা দিয়ে বোধহয় য়োঁভিলের সকল প্রণয়-কাতর কুমারীদের প্রণয়দেবতার ফুলের অর্ঘ্যের যোগান দেয়া যায়। তা তোমার জন্যে কিছু তুলে দেবো?"

"আপনি কি কারও ভালোবাসায় পড়েছেন?" ঈষৎ কাশি দিয়ে ও জানতে চায়।

"কি বলি? হতেও পারে?" জবাব দেয় রোদোলফি।

মেলার মাঠটা লোকে বোঝাই হয়ে ওঠে। মেয়েরা ওদের ছাতা, ঝুড়ি আর বাচ্চা নিয়ে সবাইকে ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে। লম্বা সারি দিয়ে আসা গেঁয়োলোকজনকে এড়াতে প্রায়ই পথ ছেড়ে দিতে হচ্ছে। সার বেঁধে আসছে পরিচারিকা মেয়েরা। ওদের পরনে নীল মোজা, ভোঁতা জুতো, রূপোর কানের দুল আর পাশ কাটিয়ে যেতেই যেন ওদের গা থেকে কাঁচা দুধের গন্ধ ভেসে আসে। ওরা পরস্পরের হাত ধরে গোটা মেলার মাঠ জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খোলা জায়গায় দাঁড়ানো গাছের সারি থেকে মাঠের মাঝখানের তাঁবু পর্যন্ত সব জায়গাতেই একই অবস্থা। ঐ সময়টা তখন চাষীদের চাষের ফসলের পরীক্ষা-নীরিক্ষা চলছে। আর ওরা একের পর এক যাওয়া আসা করছে।

কৃষিমেলায় সমবেত বিচারকমণ্ডলীর কাজ চলছে ধীরে। রোদোলফি মেলার মধ্যে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করার জন্য ও ওর নীলকার্ড মেলার পুলিশকে দেখায়। আর বিক্রি হতে আসা কিছু চমৎকার গরু কিংবা ঘোড়ার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে যা এমা বোভারীর আদৌ তেমন পছন্দ নয়। রোদোলফি এটা বুঝতে পারামাত্র সে য়োঁভিলের গেঁয়ো মহিলাদের কাপড়-চোপড়ের শ্রী নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে দিল। আর তারপর সে নিজে যে এমার পছন্দ-অপছন্দ বুঝতে পারে নি সেজন্য ক্ষমা চাইল। আর তারপর নিজের ওপর নিজের অবহেলার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলো। রোদোলফি বস্তুতঃ এমন এক লোক যার মাঝে রয়েছে সাধারণ স্থূলত্ব আর অসাধারণত্বের এক বৈপরীত্যময় বৈশিষ্ট্য। এ দুটি মিলেমিশে সহবাস করে ওর মধ্যে। আর এরকম চরিত্রবৈশিষ্টময় স্থূল চিন্তাধারার লোকেরা মনে করে, ওরা উৎকেন্দ্রিক একটা জীবনের সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। একইভাবে ওদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আবেগানুভূতির সংঘাত, কলাকৌশলের পীড়ন, আর বলতে গেলে সবসময়ের জন্য সমাজের সনাতন রীতিনীতির প্রতি একধরনের অবজ্ঞা যা তাদের হয় কুহকী আকর্ষণে টানে অথবা পীড়ন করে। অসহ্য মনে হয়।

"তাছাড়া," ও আরও বলে, "পাড়াগাঁয়ে বাস করতে হলে

"ওটা একটা রীতিমতো সময়ের অপচয়", এমা যোগ কেরে।

"ঠিক বলেছো তুমি', রোদোলফি জবাব দেয়।" 'গেঁয়ো লোকেরা যতো কেউকেটাই হোক ওদের কেউ কোট কাটা হয়েছে কি ভাবে, তার মাহাত্ম্যই বা কি তার কিছুই বিচার করার মতো যোগ্যতা রাখে না।"

এরপর ওরা দেশের দেহাতি স্থূল জীবনের নানা তুচ্ছতা নিয়ে আলোচনা করে। আর ওভাবে যে ওখানকার জীবনযাত্রার সার্থকতাও ভেস্তে যায়, কল্পনার সুরম্য প্রাসাদ তাতে

গুঁড়িয়ে পড়ে এসব নিয়ে কথার খৈ ফোটায়।

"আসলে আমিও এ ধরনের জীবনে একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বলে রোদোলফি।"

"কী আশ্চর্য, আপনি, আমি তো মনে করি আপনি সব সময়ই আনন্দে থাকেন।"

"হ্যাঁ, বাইরের খোলসে অবশ্য তাই-ই। এর কারণ আমি একটা জিনিস পারি। আমি এ সমাজে মুখোশ পরে থাকতে পারি। কিন্তু আমি যখন চাঁদের আলোয় গীর্জার পাশের গোরস্তানে দেখি সার সার কবরগুলোয় ওরা শুয়ে আছে তখন কতোই না আমার মনে হয়েছে আমি কেন ওদের একজন হয়ে শুয়ে থাকি না—এ জিজ্ঞাসা আমি নিজেকে করেছি কতোবার।"

"আপনার কোনও বন্ধুবান্ধব নেই?", ও জানতে চায়।

'বন্ধু? কীসের বন্ধু? আমার কি কেউ আছে? যে আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে?' ও তার কথাগুলি ঠোঁটে শিস দেওয়ার ভঙ্গি মিশিয়ে বলে।

মাদাম বোভারী ওর বাহু আঁকড়ে ধরে আর রোদোলফি যেন আপন মনে কথা বলে চলে।

"আমি জীবনে অনেক কিছুই পাই নি, আমি গোড়াগুড়ি একা। আমার জীবনের একটা লক্ষ্য পর্যন্ত নেই, কারও ভালোবাসা, স্নেহের পরশ পাই নি, ভালোবাসবে কে আমায়? যদি এমন কারও সাথে আমার দেখা হতো, এমন কেউ ভালোবাসার থাকতো তাহলে আমার এই মন-প্রাণ, দেহ-শক্তি দিয়ে আমি নিশ্চয়ই সব বাধা, সব দুর্ভাগ্য জয় করতে পারতাম।"

"কিন্তু এতকিছুর পরেও তো আমার মনে হয় না, আপনার সত্যিই দুঃখ করার মতো কিছু আছে", এমা বলে।

"তোমার বুঝি তাই মনে হয়?", জানতে চায় রোদোলফি।

"কারণ, যতোকিছুই হোক একথা তো সত্যি, আপনার কোনও বাঁধন নেই, আকাশের পাখির মতো।" আর তারপর কিছুটা ইতস্ততঃ করে বলে, "আর টাকাও তো আছে।"

"ঠাট্টা করছো?" ও বলে। জবাবে এমা জানায়, ওরকমটা করার কল্পনাও সে করে না। করবে কেন? আর ঠিক ঐ সময় একটা তোপের আওয়াজ চারদিক কাঁপিয়ে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে লোকজনে মধ্যে হৈহট্টগোল আর ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেল। ওরা সবাই একসঙ্গে এগিয়ে দেখতে যায় বড় রাস্তা ধরে জেলা প্রশাসকের জুড়িগাড়িটা তাহলে আসছে কি না। আসলে ওটা ছিল একটা নকল হুঁশিয়ারি মাত্র। জেলা প্রশাসকের আসার কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। মেলার বিচারকমণ্ডলীও কি করবেন ভেবে না পেয়ে চুপসে রইলেন।

অবশেষে বড় জুড়িগাড়িটার দেখা মিললো। ওটা টাউনহলের চত্বরের দিকে এগিয়ে আসছে। সাদা হ্যাটপরা কোচওয়ান জোড়াঘোড়ায় টানা গাড়িটায় চালকের আসনে দাঁড়িয়ে সপাং সপাং চাবুক চালাচ্ছে ঘোড়া দু'টোর ওপর। মঁসিয়ে বিনে কেবল 'প্রেজেন্ট আর্মস' এই কথাগুলি বলে ওঠার ফুরসৎই পেল। ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের গাড়িটা এসে দাঁড়ালো টাউনহলের সামনে। ন্যাশনাল গার্ডের লোকেরা বাজনা বাজাতে শুরু করল। সময় কাটানোর জন্যে।

কিন্তু না জেলা প্রশাসক স্বয়ং আসেন নি। বরং জেলা পরিষদের এক মাননীয় সদস্য

এসেছেন। ফর্সা। উঁচু নাকওয়ালা। তিনিই মেয়রের পোশাক দেখে তাকে চিনে একটু মুচকি হাসি দিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন আর জেলা প্রশাসক আসতে পারেন নি বলে তাঁর পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ কলেন। সম্ভাষণ বিনিময় হলো অভ্যাগত ও অভ্যর্থনাকারী পক্ষের মধ্যে।

ইতিমধ্যে রোদোলফি ও মাদাম বোভারী টাউনহলের দোতলায় উঠে গিয়েছিল। দোতলায় কাউন্সিল কক্ষে। ওটা তখন একেবারেই খালি। রোদোলফি এমাকে বলেছিল, ওরা ওখান থেকেই মেলার সবকিছু আরও আরামের সাথে দেখতে পারবে। ওর ওঘরে গোলটেবিলের নীচে থেকে টুল বের করে নিয়ে জানলার ধার পেতে পাশাপাশি দু'জনে বসে। ঠিক ঐ সময় মেলার মঞ্চে বেশ একটা নড়াচড়া লক্ষ্য করা গেলো। ফিসফাস করে নানারকমের আলোচনার আবছা অস্পষ্ট আওয়াজের মাঝে অবশেষে কাউন্সিলর উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর নামও এখন জানা গেল। লিউভেঁ। একে একে নামটা সবার কানে পৌঁছে গেল। তিনি এখন ভাষণ দেবেন। কাগজগুলি তিনি ঠিক করে নিয়ে ভাষণ পাঠ শুরু করলেন :

"ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, প্রথমে আমি আজকের এই সভার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে বলার আগে, আপনাদের অনুমতিক্রমে, এ অনমুতি যে আপনারা আমায় দেবেন আমি নিশ্চিত, আমি উর্ধতন প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে, সরকার, রাজা, আমাদের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, আমাদের প্রিয় রাজাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে চাই যাঁর কাছে কোনও সরকারী বা বেসরকারী সম্পদের ক্ষেত্রই এতটুকু কম গুরুত্ববহন করে না, যিনি যুগপৎ দৃঢ়হাতে ও বিচক্ষণতার সাথে রাষ্ট্ররথকে অশেষ ঝড়ঝঞ্ঝা ও বিপদাপদের মধ্য দিয়ে পরিচালনা করেন শান্তির মর্যাদা কিভাবে রক্ষিত হবে, কিভাবে যুদ্ধ, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও সুকুমার শিল্পকলা পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে জ্ঞান রেখে।"

"আমার আরও একটু পেছনে যাওয়া দরকার।" রোদোলফি বলে।

এমা এর কারণ জানতে চায়।

"ভদ্রমহোদয়গণ, এখন আর সেই যুগ নেই যখন আমাদের সকল লোকঅঙ্গনে বিরোধ–সংঘাত লেগে থাকতো, যখন জমিদার, ব্যবসায়ী ও খোদ কর্মজীবী মানুষ রাতে ঘুম যেতেও এই ভয়ে কম্পমান থাকতো, কখন না জানি কোন সময়ে বিপদসূচক ঘন্টা ধ্বনি বেজে ওঠে, বিশেষ করে সেই সময়ে, যখন সবচেয়ে অন্তর্ঘাতক নানা মতবাদ রাষ্ট্রের মূল বুনিয়াদকে চরম এক হঠকারিতায় ধ্বংস করে দিচ্ছে।"

"কারণ আর কি, ওখান থেকে কেউ আমাকে দেখে ফেলতে পারে" রোদোলফি আবার কথা বলতে শুরু করে," সেক্ষেত্রে আমাকে ১৫ দিনের জন্য নানা অজুহাত বের করতে হবে। আর তাছাড়া, আমার কিছু দুর্নামও রয়েছে—"

"আপনি দেখছি নিজেই নিজের গায়ে কাদা মাখছেন, কেন?" এমা শুধায়।

"তা নয়, তবে ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই খারাব লাগে।'

"কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ" কাউন্সিলর মহোদয় তাঁর ভাষণ দিয়েই চলেন, "আমি যদি আমার স্মৃতি থেকে এইসব সংঘাত–সঙ্কুল হতাশাব্যঞ্জক বিষাদময় ছবি মুছে ফেলতে চাই, আমি আমার দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে চাই আমাদের এই প্রিয় স্বদেশভূমির বর্তমান পরিস্থিতির দিকে, যে পরিস্থিতি সত্যিকারভাবেই আশাব্যঞ্জক বলেই আমার বিশ্বাস, কী

দেখতে পাচ্ছি সেখানে? সর্বত্র ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ও সমৃদ্ধি ঘটছে, সর্বত্র যোগাযোগের নতুন নতুন মাধ্যম গড়ে উঠছে, গড়ে উঠছে রাষ্ট্রীয় অবয়বের নতুন নতুন ধমনীপ্রণালীর মতো নতুন নতুন সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে। আমাদের বড় বড় শিল্প-কারখানার কেন্দ্রগুলিতে আবার কাজের নবগতি সঞ্চারিত হয়েছে, ধর্ম সুসংহতি লাভ করেছে, সকল মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে, আত্মবিশ্বাসের পুনর্জন্ম হয়েছে। ফ্রান্স আবার নতুন প্রাণ নিয়ে স্পন্দিত হচ্ছে।"

"তাছাড়া", রোদোলফি আরও বলে, "গোটা দুনিয়াদারীর দিক থেকে ওরাও বেঠিক বলছে তা-ও নয়।"

"সেটা কী করে?" এমা জানতে চায়।

"কেন, তুমি কি জানো না এমন অনেক মানুষ আছে যাদের হৃদয়ে, সবসময় রক্তক্ষরণ ঘটেই চলেছে? ওরা কখনও স্বপ্ন দেখে, কখনও কাজে ব্যস্ত হয়, নিখাদ আবেগ, কামনায় মগ্ন হয়, প্রচণ্ড উল্লাসে মেতে ওঠে আর এভাবে সবরকমের স্বপ্ন-কল্পনা ও বিভ্রমে জড়িয়ে পড়ে।" এরপর এমা ওর দিকে চেয়ে থাকে এমন এক চাহনিতে যাতে মনে হয় রোদোলফি এক বিশ্বমুসাফির যে কি না অদ্ভুত, আশ্চর্য সব দেশ ঘুরে এসেছে ও বলে

"আমাদের মতো বেচারী মেয়েদেরতো এধরনের চিত্তবিক্ষেপও হয় না!"

"চিত্তবিক্ষেপ ভালো নয়, এটি বিষাদ বয়ে আনে। কারণ, এ থেকে সুখ মেলে না।"

"কিন্তু আসলেও কি কোনওদিন ওটা পাওয়া যায়?" ও জিজ্ঞেস করে!

"একদিন ওটা আসে ঠিকই", রোদোলফি জবাব দেয়।

রোদোলফি ওর আরও কাছে সরে আসে। ফিসফিস করে দ্রুত বলে চলে: "তুমি কি তোমার চারপাশের এসব লোককে দেখে বিরক্ত হও না? ওরা মানুষের মহত্তম সহজাত প্রেরণা ও নিখাদ সহানুভূতিতে কলঙ্কারোপ করে। আর যদি একজোড়া অতৃপ্ত হৃদয় কাছে আসার সুযোগ পায় তাদের মিলনে বাধা দেওয়ার জন্যে ওরা উঠে-পড়ে লাগে যদিও ওরা একে অন্যের কাছে একান্ত আকাঙ্খিত, পরম কাম্য। তবে এসব যতকিছুই হোক, আজ হোক আর কাল হোক, ছয় মাস হোক, দশবছরই পরেই হোক ওদের মিলন হবেই, একে অন্যকে ভালোবাসবেই, কারণ ভাগ্যের লিখনই হচ্ছে সেটা। ওরা জন্মেছে একে অন্যের জন্য, হংসমিথুন হয়ে।"

"আপনারাও আজ এগুলি ভালোকরেই অনুভব করেন, জানেন" বলে চলেন কাউন্সিলর। "চাষী ভায়েরা আমার, আপনাদের নিঃশব্দ, শান্তিপূর্ণ কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে আপনারা যে পথিকৃতের ভূমিকায় অবতীর্ণ তার পুরোটাই সভ্যতার অঙ্গ। আপনারা প্রগতি ও নৈতিকতার কর্মীপুরুষ, আমি বলবো, আপনারা জানেন, প্রাকৃতিক ঝড়ের চেয়ে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝা আরও অনেক বেশী ঝুঁকিপূর্ণ।"

"ওরা একে অন্যকে চেনে, বোঝে। ওদের কোনও ব্যাখ্যার দরকার হয় না। ওরা ওদেরকে দেখেছে স্বপ্নে, অনুভবে, হৃদয়ে চিনেছে' (রোদোলফি এমার দিকে তাকায়)। আর সবার শেষে বলবো, "যে ঐশ্বর্য তুমি পেতে চাও, তা এই যে, এখানে, তোমার সামনে। বিশ্বাস হতে চাইবে না তোমার। এটির আলো ঠিকরে পড়লেও তাই হয়। সকলেই দ্বন্দ্ব-দোলায় দোলে। মনে ধেঁধে যায়, মনে হতে থাকে সে নিজেই যেন আঁধারের গুহা থেকে জ্যোতির্ময় আলোয় বেরিয়ে এসেছে।"

"ভদ্রমহোদয়গণ, এটা কার না জানা? এতে কারো কি অবাক হওয়ার আছে? যারা অন্ধ, যারা আরেক বিগত যুগের সংস্কারের আবর্তে পতিত (আমি এ কথা নির্ভয়ে বলতে চাই) আর পতিত বলেই ওরা কৃষিজীবী মানুষের বলবতী প্রেরণা ও ইচ্ছাকে ভুল বোঝে। আমি বলতে চাই, দেশে এতো বেশি স্বদেশপ্রেম, জনকল্যাণে এত বিপুল নিষ্ঠা, এত মেধা কোথায় পাওয়া যাবে এদেশের মাটি ছাড়া যে মাটি ফসল ফলায়, সবুজের সমারোহ আনে? ভদ্রমহোদয়েরা, আমি কৃত্রিম মনন-মেধার কথা বলি না, অলঙ্কারের কথা তুলি না, অলস মণীষার ফালতু তর্কালঙ্কারের কথা ওঠাই না বরং আমি বলি সেই সুগভীর, প্রগাঢ় ও সুষম মেধার কথা যা সর্বোপরি ফলপ্রসূ ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য ও যার ফলশ্রুতিতে সকলের কল্যাণ হবে, সর্বসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা প্রশমিত হবে, রাষ্ট্রের বুনিয়াদ শক্ত হবে যার উৎপত্তি হবে আইনের প্রতি শ্রদ্ধা ও কর্তব্যের অনুশীলন থেকে—"

"আবারও সেই একঘেয়ে কথা, কর্তব্য, কর্তব্য, সবসময় কর্তব্য। কথাটা শুনতে শুনতে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। কিছু বদ্ধমাথার সেকেলে বুড়োবুড়ি রয়েছে যাদের কাজই হলো পইপই করে কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া। নেই কাজ তো খৈ ভাজ! খৈ ভাজার এই কর্তব্য-ও তো কর্তব্য। আর কিছুই নেই। বড়ো, মহৎ কিছু ভাবা, যা কিছু সুন্দর তার জন্য চিন্তা-ভাবনা, কাজ করা এগুলি কর্তব্য নয়! শুধু সমাজ যেগুলি ভাগাড়ে ফেলার মতো জিনিস কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে, যা বস্তাপচা, সনাতন, খাড়া-বড়ি-থোড় বিনাবাক্য ব্যয়ে সেগুলি মাথা পেতে নেওয়া—এগুলিই কর্তব্য।"

"কিন্তু, কিন্তু তবুতো" এমা আপত্তি তোলে।

"না, না, তবু বলে কিছু নেই। আবেগানুভূতির বিরুদ্ধে এই যে মানুষ এত চেল্লাচিল্লি করে, কেন? যুক্তির কথা, কর্তব্যের ছলে বলে, কেন? আবেগ, অনুভূতি কি এই মাটির পৃথিবীর অনেক সুন্দরের ধারক-বাহক নয়? নয় কি আবেগ সকল বীরত্ব, কাব্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা—এককথায় এসব কিছুরই মূল?"

"কিন্তু কিছু একটা সীমা পর্যন্ত তো অবশ্যই আমাদেরকে দুনিয়ার মানুষের, সমাজের অভিমত মেনে নিতে হবে, নৈতিকতার বিধান হিসেবে?" বলে এমা।

"নৈতিকতা বোধ? সেটা তো দু'রকমের হতে পারে। এক, রক্তমাংসের নিতান্তই এই মাটির পৃথিবীর মানুষের নৈতিকতা। আরেক নৈতিকতার ধারণাও আছে যা চিরন্তন, রোদোলফি জবাব দেয়। গতানুগতিক পার্থিব ধারণা বদলায় ক্রমাগতভাবে। এক নৈতিকতা গতানুগতিক। এ নৈতিকতা এমন হৈ হট্টগোল বাধায় যা কেবল ছোটলোকের নোংরা কাজ। আর চিরন্তন অপার্থিব নৈতিকতা যাতে আমরা এখন রয়েছি? আমাদের উর্ধালোকে রয়েছে তা জ্যোতির্ময়, আলোকিত করে।"

এদিকে কাউন্সিলর মহোদয় এইমাত্র রুমালে মুখ মুছে নিয়ে তাঁর ভাষণ বজায় রাখলেন—"ভদ্রমহোদয়গণ, কৃষির উপকারের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। আমাদের চাহিদা মেটায় কারা? আমাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন পাই কোত্থেকে? ওরা কি চাষী নয়? ভদ্রমহোদয়গণ, এই চাষী ভাইয়েরাই কঠোর পরিশ্রমে চাষ করা জমিতে যে বীজ বোনে, তা থেকে ভুট্টা বা গমের মতো ফসল হয়, ওগুলি মিলে চূর্ণ হয়ে তৈরি হয় আটা বা ময়দা, ময়দা যায় শহর-নগরে। ওটা থেকে তৈরি হয় ধনী-গরীব সকলের খাবার। চাষীর কল্যাণে আমাদের কাপড়ের জন্য পাই তুলো, শীতবস্ত্রের জন্য পশম। আসে

আমাদের মাংস। আমার বিশ্বাস, মহোদয়গণ, আরও নজির দেবার আর কোনও দরকার নেই।"

হাঁটুতে হাত আড়াআড়ি রেখে মুখ তুলে এমার দিকে খুব কাছ থেকে রোদোলফি ওর মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। রোদোলফির চোখে এমা দেখতে পায় ওর চোখের কালো তারা থেকে ছোট ছোট সোনালী রেখা ঝিকিয়ে উঠছে বারবার। এমনকি, রোদোলফি ওর চুল চকচকে করার জন্যে যে সুগন্ধি পমেড মেখেছে এমা তার সুরভি নেয় নিজ শ্বাস ভরে। ওর সারাদেহে হঠাৎ ভর করে অবশ করা এক ক্লান্তি। ওর মনে পড়ে যায় সেই ভাইকাউন্টের কথা যার সাথে সে ওয়াল্‌জ-এর নাচ নেচেছিল ভবায়েসার্দ প্রাসাদে। তার দাড়ি থেকে সেদিনও সে এমনি ধরনের ভ্যানিলা ও লেবু জাতীয় সুগন্ধির ঘ্রাণ নিয়েছিল। তার মস্তিস্কে এমন কল্পনা হতেই যান্ত্রিকভাবে সে তার চোখের পাতা অর্ধ-নিমীলিত করে সুঘ্রাণটা আরও ভালো করে নেবার জন্যে। সে তার চেয়ারে পেছন দিকে হেলে এলিয়ে পড়ে, চোখজোড়া কিছুটা ওপরের দিকে। ফলে সে একটু দূরে দিগন্তরেখা দেখতে পায়। দেখে আরগুয়েল পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসছে সেই তাদের পুরনো 'ল্যাজঝোলা' ঘোড়ার গাড়িটা। যাতে করে লিওঁ আসতো রুয়েঁ থেকে নিয়মিতভাবে ওদের জন্যে টুকিটাকি এটাসেটা নিয়ে। ঘোড়ারগাড়িটার পেছনে একটা ধুলির রেখা। কিন্তু লিওঁ চলে গেছে চিরকালের জন্যে। ওর এখন যেন মনে হলো সে লিওঁকে জানালার পাশে চকিতে দেখতে পেয়েছে। আর তারপরেই সবকিছু ঝাপসা, অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আকাশে মেঘ জমে। এখন আবার এমার মনে হয়, সে ওয়াল্‌জের তালে তালে ভাইকাউন্টের বাহুতে ঝুলে আছে, আলো ঝলোমল নাটশালায়। লিওঁ খুব দূরে নেই, সে আসছে মনের কল্পনায়। এমার এমনি একটা ভাব। তবু ওর পাশে রোদোলফির মাথার সুগন্ধি সম্পর্কেও সবসময় সচেতন। অনুমিতির এই মিষ্টি আমেজ তার আদি-অনাদি কামনায় বারুদের আগুন ধরিয়ে দেয়। আর এটা দমকা বাতাসে ধুলিকণার মতো সুগন্ধির চাপা শ্বাসের এদিক-ওদিক সঞ্চারিত হয়, তার হৃদয় আবিষ্ট করে তোলে। এমা টাউনহলের বিজ্ঞাপনের লেখাগুলি জড়িয়ে সাজানো মাধবীলতার ঘ্রাণ নেওয়ার জন্যে কয়েকবার ওর নাসারন্ধ্র স্ফুরিত করে। সে তার হাতের দস্তানা খুলে নেয়, হাতটা ঘষে, হাতের রুমাল দিয়ে মুখে পাখার মতো বাতাস করে। ওদিকে কৃষিমেলার প্যাণ্ডেলে জনতার গুঞ্জন, কোলাহল মর্মর ধ্বনির মতো, কাউন্সিলরের ভাষণ মন্দ্র মন্ত্রোচ্চারণের মতো ধীর লয়ে ওর কানের কুহরে ভাব ছাপিয়ে প্রবেশ করে—

"তাহলে, মহোদয়গণ আসুন, এখন থেকে গতানুগতিকতার রুটিন ছাড়ুন, হঠকারী প্রয়োগবাদী পরামর্শ থেকে দূরে থাকুন বরং নিজেদেরকে একান্তভাবে নিয়োজিত রাখুন, মাটির শুশ্রুষায়। গবাদির শ্রীবৃদ্ধিতে। আজকের এই মেলা, এই প্রদর্শনী হোক যাঁরা সফল হয়েছেন, তাঁরা বিজয়ীর মুকুট মাথায় ধারণ করবেন আর যাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন মাটির সাথে সখ্যতার প্রয়াসে তাদের মাঝে মিলনের একটা শান্তির কুঞ্জবন।"

কাউন্সিলর লিউভেঁর অভিভাষণ শেষ হলো। তিনি বসে পড়লেন। এবার ভাষণ দিতে উঠলেন মঁসিয়ে দেরোজেরায়। আরেকটি বক্তৃতা শুরু হলো। তাঁর কথাগুলি কাউন্সিলরের মতো এতো সুশোভিত, অলঙ্কৃত নয়। তবু তার সরাসরি বলার শৈলীটি লোকের মন জয় করলো। কারণ তিনি বিশেষজ্ঞের জ্ঞান নিয়েও আরও ললিত পরিবেশনায় তার বক্তব্য

হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরলেন। তার ভাষণে সরকারের প্রশস্তির কথা তেমন পাওয়া গেল না। ধর্ম ও কৃষির বিষয়ই তার প্রধান উপজীব্য হলো। তিনি এ দুটির মধ্যেকার সম্পর্ক নির্দেশ করে দেখালেন কি করে কৃষি ও ধর্ম সভ্যতার বিকাশে অবদান যুগিয়েছে।

এর ফাঁকে রোদোলফি-এমা সংলাপ স্বপনচারী হয়ে ওঠে। ওরা স্বপ্নের কথা বলে। চুম্বকের ধর্মে আকৃষ্ট হয়। একজন যেন চুম্বকের কাঁটা আরেকজন যেন উত্তরের চৌম্বকক্ষেত্রের প্রতিভু। কাঁটা স্থির হয়ে থাকে উত্তরমেরুর মুখোমুখি। ওরা নিবিড় হয় দু'জনায়।

ভাষণের এ মূহুর্তে মেলার সভাপতি যখন কর্ষণের ইতিহাস, বাঁধাকপি চাষের ইতিবৃত্ত, বীজবুনে চীনের সম্রাট কর্তৃক বছরের আবাদ উদ্বোধনের মহিমা প্রকাশের ধারাভাষ্য তুলে ধরেছিলেন, দর্শক-শ্রোতা যখন ভাষার চুম্বকে বিমোহিত তখন এক যুবাপুরুষ আরেক যুবতীকে এই অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ প্রসঙ্গেই ব্যাখ্যা করে বলছিল, মানুষের আদি অস্তিত্বও এই চির অনাদি আকর্ষণকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়েছে।

"আর এমনি করেই কি আমরা দু'জনে দু'জনার কাছে এসেছি তাই নয়? কেন? কোন দৈবগুণে এটি সম্ভব হয়েছে? কার ইচ্ছায়? এর কারণ, অনন্তভুমির ওপর দিয়ে দু'টি স্রোতধারা যেমন বয়ে চলে পাশাপাশি অথচ একসময়ে সঙ্গমে মিলিত হয়ে একাকার হয়ে যায় ঠিক তেমনি করেই আমাদের দু'টি হৃদয়ের অভিন্ন কামনাই আমাদেরকে একে অন্যের কাছে এনেছে"।

রোদোলফি ওর হাতটা টেনে নেয়। এমা বাধা দেয় না। সরিয়ে নেয় না।

"সাধারণভাবে ভালো/উত্তম কৃষিকর্মের জন্য," সভাপতি উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করেন।

'এই ধরো এখুনি আমি তোমার বাসায় গিয়েছিলাম, একই টানে।'

"পুরসকৃত করা হ'লো কুইনক্যাম্পোর মঁসিয়ে বিজেকে।"

"আপনি কি জানতেন, আমি আপনার সাথে আসবো?"

"ওকে দেওয়া হচ্ছে ৭৫ ফ্রাঁ।"

"শতবার মনে মনে সর্বান্তকরণে যেতে চেয়েছি, পারি নি, তোমার পিছু নিয়েছি"

"সারের গাদা"

"তুমি যখন আমার অপেক্ষায় থেকেছো, আমিও থাকবো তোমার জন্যে আজ, আগামীকাল, প্রতিদিন, চিরদিন, আমার সারা জীবন।"

"ভালো সার সংরক্ষণের জন্য সোনার পদক পাচ্ছেন আরগুয়েলের মঁসিয়ে ক্যাঁরো।"

"কারণ, আর কারও ঘনিষ্ঠতায় আমি কখনও এতো নিটোল, নিখুঁত পরিপূর্ণ আনন্দ পাই নি"

'মেরিনো মর্দা ভেড়ার জন্যে পুরস্কৃত হচ্ছেন, গিভরী সেন্ট মার্তিনের মঁসিয়ে বুঁই।'

"কিন্তু আপনি আমায় ভুলে যাবেন, একটা ছায়ার মতো সরে যাবো আমি আপনার জীবন থেকে"

"নত্‌র-দেম-এর মঁসিয়ে বেলো কে দেওয়া হচ্ছে—"

"তা কেন? তোমার ভাবনায়, তোমার জীবনে আমি নিশ্চয়ই স্মৃতির কনকপ্রদীপের মতো হয়ে থাকবো, তাই না?"

"শুকরপালনের জন্য সমমুল্যের পুরস্কার পাচ্ছেন মঁসিয়ে লিহারিসে ও

গুলেমবুর্গ-প্রত্যেকে ৬০ ফ্রাঁ করে।"

রোদালফি ওর হাতে চাপ বাড়ায়। বুঝতে পারে এমার হাতটা উষ্ণ হয়ে উঠছে। কাঁপছে উড়ে পালাতে ডানা ঝাপটানো নোটন পায়রার মতো। রোদোলফির চাপে এমা সাড়া দেয় কি না ঠিক বোঝা যায় না, তবে সে ওর আঙুল নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে। রোদোলফি বলে ওঠে—

"তোমাকে কি বলে আমার হৃদয়ের অনুভূতি জানাবো, আমার তা জানা নেই, তুমি হাতটা ছাড়িয়ে নাও নি বলে। কতো হৃদয়বতী তুমি। তুমি বুঝতে পেরেছো আমি তোমারই। আমাকে তোমায় দেখতে দাও, এসো তোমায় আমি ধ্যান করি।" একটা দমকা বাতাস আছড়ে পড়ে জানালায়, টেবিলের কাপড়টা আলুথালু হয়ে যায়, শয্যায় রতি বাসরে কামিনীর স্খলিত বস্ত্রের মতো। ওদিকে নীচেয় টাউনহলের চত্বরে ঐ একই আছড়ানো বাউল বাতাসে চঞ্চল প্রজাপতির মতো কৃষাণ-কৃষাণীর হ্যাটগুলি ওঠা-নামা করতে থাকে।

মেলার সভাপতি বলে চলেন, ফ্লেমিশ সার, শন চাষ, পানি নিস্কাশন ব্যাবস্থা, লম্বা মেয়াদের ইজারা-ও আরও নানা বিষয়ে। তাঁর বলার গতি দ্রুত।

রোদোলফির মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না। ওরা দু'জনে দু'জনার দিকে চেয়ে আছে। পলকহীন। ওদের শুকনো ঠোঁট শিহরিত হয়। কামনার তৃষ্ণা সুতীব্র হয়ে আছে সেখানে। হাতের বিবশ আঙুলগুলি এমুহূর্তে এখন আলিঙ্গনাবদ্ধ।

এ মিলনমেলার মুখে শেষ হয় পার্থিব কৃষিমেলা। মানুষের ভীড় ভেঙে যায়। ওরা ফিরে চলে নিজ নিজ গন্তব্যে।

ইতিমধ্যে মেলার প্রহরী ন্যশনালগার্ড পুলিশের লোকেরা টাউনহলের দোতলায় উঠে যায়। ওদের বেয়নেটের মাথায় বনরুটি গাঁথা। আর বাদকদলের লোকেরা ব্যাগভর্তি করে নিয়েছে পানীয়ের বোতল। মাদাম বোভারী রোদোলফির হাত ধরে ওখান থেকে বেরিয়ে আসে। বাড়ি পর্যন্ত এমাকে এগিয়ে দিয়ে আসে রোদোলফি। দরজা থেকে বিদায় নেয় ও। পরে একা মাঠের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে থাকে। অপেক্ষায় থাকে মেলার নৈশভোজের সময় হবার।

নৈশভোজের ব্যাপারটা অনেকক্ষণ ধরে চললো। পরিবেশনা খুবই খারাপ। কেবল হৈহট্টগোল। আর এত গাদাগাদি ভীড়! কনুইটা পর্যন্ত নাড়ে কার সাধ্য। সরু কাঠের তক্তা ছোট খুঁটির 'পর টেবিলের পাশে বসিয়ে মেহমানদের বসার জায়গা করা হয়েছে। এখন মেহমানদের দেহের ভারে প্রায় ভেঙে পড়ার দশা। খানাদানার আয়োজন প্রচুর। সবাই যে যতটা পারলো গোগ্রাসে সাবড়ে দিল। আর এরকম একটা অদ্ভুত প্রতিযোগিতার তাড়াহুড়োয় মেহমানদের মুখ দিয়ে ঘাম দরদর করে ঝরতে থাকে। ওগুলিকে ছোট ছোট সব স্রোতস্বিনী বললেও বড় একটা ভুল হবে না। শারদ সকালে নদীর ওপরে হালকা, সাদা বাষ্পবৎ কুয়াশার চাদর। রোদোলফি ভোজের জায়গায় টাঙানো তাঁবুর ত্রিপলের গায়ে পিঠ ঠেস দিয়ে গভীরভাবে চিন্তায় মগ্ন । খানাপিনার হট্টগোল ওর কানে যাচ্ছিল না। তার পেছনদিকে ময়দানের ঘাসের ওপর বয়-খানসামার দল এঁটো প্লেটগুলি নিয়ে জড়ো করছিল। ওর আশেপাশের লোকজন ওর সাথে কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু ওর মুখে কথা নেই। ওরা ওর গ্লাস ভর্তি করে দেয় পানীয়ে। কিন্তু ক্রমাগত বেড়ে চলা

কলকোলাহলেও ওর মনের ধ্যানমগ্নতা কাটে না। সে কল্পনায় ও কী বলেছিল তার রোমন্থন করে চলে, ওর ডালিমরাঙা ঠোঁটের সুষমালেহন করতে থাকে। চকচকে উজ্জ্বল শিরস্ত্রাণের পিতল পাতে ঐ উজ্জ্বল মুখমণ্ডল ইন্দ্রজালের আরশীর মতো প্রতিফলিত হয়। ওর গাউনের ভাঁজগুলি দেওয়ালের ওপর থেকে ঝুলে থাকে স্বপ্নমদির আঁখিপটে। আর আগামীর সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় ভালোবাসার আবীরমাখা দিনগুলি অনাদি রেখায় প্রলম্বিত হয়ে আছে মনে হয় ওর।

সন্ধ্যায় আতশবাজির সময় ওর সাথে দেখা হয় আবার। কিন্তু তখন ও তার স্বামী, মাদাম ও মঁসিয়ে হোমার সঙ্গে ছিল। আতশবাজি আর হাউই ফাটার শব্দ নিয়ে তো কেমিষ্ট সাহেব রীতিমতো আতঙ্কিত, ব্যতিব্যস্ত। তিনি তাদের ঐ দলটা ছেড়ে গিয়ে বারংবার কুচকাওয়াজ দলের প্রধান 'ক্যাপ্টেন বিনে' কে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন, এর একটা বিহিত করা দরকার।

যাহোক, দারুণরকমের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ঐ উৎসবের সবচেয়ে সেরা ও চমৎকার কিছু আতশবাজী রাখা হয়েছিল মঁসিয়ে তুভাশের ভাঁড়ারঘরে। তালা দিয়ে। কিন্তু বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর মতই গেরো লাগলো কপাল গুণে। ও বাজিগুলির বারুদ কেমন করে জানি ঐ ঘরে ভিজে যায়। ওতে আগুন ধরাতে গিয়ে দেখা গেল, ধরে না। সবচেয়ে চমৎকার ও দেখার মতো আতশবাজিটা আকাশে ছড়ালে ওটার একটা ড্রাগন মূর্তির চেহারা নেওয়ার কথা। ড্রাগনটা আবার ওর লেজ কামড়াবে। কী চমৎকার একটা দৃশ্য ! কিন্তু গোটা ব্যাপারটাই একেবারে অনুষ্ঠান মাত করবে কি, দারুণ রকমে ভেস্তে দিল। ওটা আর আকাশে উঠলো না। তবে মাঝে মাঝেই কিছু ছোট আকারের হাউইবাজি আকাশে উঠতে থাকল। আর ঐগুলি দেখেই কৌতুকপিপাসু দর্শক হুররে করে হাততালি দিতে থাকল। এই বাজি ছোঁড়ার মাঝে মাঝে অন্ধকার হয়ে থাকার সময়গুলিতে আবার মেয়েদেরও কিছু চিৎকার শোনা যেতে থাকে। ওদের হয়তো কেউ ধাক্কাধাক্কি করছে। কিংবা ভীড়ের চাপে ভয় পেয়েছে। এমা নীরবে চার্লসের কাঁধে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আর তারপর সে তার চিবুক তুলে একের পর এক, ঝাঁক ঝাঁক হাউইবাজি আকাশে গিয়ে কৃত্রিম তারার দীপালী হয়ে ঝরে পড়া দেখতে থাকে। রোদোলফি দাঁড়িয়ে ওর পানে চেয়ে থাকে। প্রচণ্ড আতশবাজি চলার এক পর্যায়ে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়া শুরু হয়ে যায়। এমা ওর লেসের স্কার্ফটা মাথায় বাঁধে।

এইসময় কাউন্সিলরের জুড়িগাড়িটাকে হোটেলের আঙিনা থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায়। কোচওয়ান ব্যাটা তখনও নেশায় চূর। যা হবার তাই ঘটলো। আচম্বিতে সে গাড়ির ওপরে ওর বসার জায়গাতেই ধপাস করে পড়ে ঘুমে অঘোর হয়ে পড়লো। গাড়িটা চলে যাচ্ছে, কোচওয়ান সাহেবের অচেতন দেহটা ওর বসার জায়গার ফাঁকটায় স্প্রিং-এর হেঁচকা টানে কখনো এদিক, কখনো সেদিক এভাবে গড়াগড়ি দিচ্ছে—এরকম এটা মজার দৃশ্যের অবতরণা করে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদৃশ্য দেখার পর কেমিষ্ট বিজ্ঞ অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "বাস্তবিকপক্ষে, নেশার বিরুদ্ধে আরও কড়া আইন পাশ করা দরকার। আর এজন্যে এলাকার কোন্ কোন্ লোকের নেশার বদদোষ আছে তাদের নামের তালিকা টাউনহলের পাশে বোর্ডে লিখে ঝুলিয়ে দেওয়াও দরকার। এটা করা গেলে নেশাবাজদের একটা তালিকা বা হিসেব পাওয়া

সম্ভব হবে—আর তখন" বলাটা আর শেষ হলো না। "মাফ করবেন" বলে কেমিষ্ট মহোদয় ছুটলেন ফায়ারব্রিগেডের ক্যাপ্টেন মহোদয়কে তার বাড়িতে ঢুকতে দেখে সেদিকেই। তিনি তখন তার রাউণ্ড সেরে ফিরছেন।

"একজন লোক আপনার যদি ওই আতশবাজির জায়গাটায় পাঠিয়ে দিতেন তা'লে বোধ হয় সবচে' ভালো হ'ত।" হোমা উল্লেখ করে।

"আরে রাখুন তো আপনার ঐ সব সাবধানী বোলচাল, বলে কর-আদায়কারী, "স-অ-অ-ব কিছু একেবারে ঠিক-ঠাক আছে।"

কেমিষ্ট সাহেব বিনের বোল শুনেই সুড়সড় করে আবার তার দলে গিয়ে ভিড়ে ওদেরকে বলে, "আর চিন্তার কোনও কারণ নেই। মঁসিয়ে বিনে আমায় আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি সবকিছুর দিকে নজর রেখেছেন। ঐসব স্ফুলিঙ্গ বা আগুনের ফুটকি টুকরো থেকে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা নেই। পানির পাম্প যন্ত্রগুলি রেডি করে রাখা আছে। তাহ'লে চলুন, এখন আমরা বাড়ি যাই।"

'আরে চমৎকার। আমি তো এটাই চাই, যা ঘুমে ধরেছে আমার।' মাদাম হোমা এই বলে একটা দেখার মতো হাই তোলেন। 'তা যা-ই বলুন আজকের দিনটা কিন্তু এই আবহাওয়ায় দারুণ জমেছে'।

নীচুগলায় রোদোলফি ও কথার প্রতিধ্বনি করে বলে, 'যা বলেছেন'। বলে এমার দিকে তাকায় আর যোগ করে, 'অনবদ্য সুন্দর দিন নিঃসন্দেহে'।

এরপর তারা পরস্পরকে শুভরাত্রি জানিয়ে যে যার পথে চলে যায়।

দু'দিন পরই বুঁয়ের 'ফামা দ্য রুয়েঁ' পত্রিকায় এই মেলা সম্পর্কে একটা ঢাউস আকারের নিবন্ধ ছাপা হয়। মঁসিয়ে হোমা তার মনের মাধুরী দিয়ে লিখে পরদিনই পাঠিয়ে দিয়েছিল। বেসুরো মন্তব্যও জায়গামতো জুড়ে দিয়েছিলো সে।

"অ্যাতো বাহারী সাজসজ্জার বিশাল আয়োজনের আদৌ কি কোনও দরকার ছিল? ঐ নিবন্ধে প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। "অ্যাতো ফুল, অ্যাতো মালা? এই যে অ্যাতো লোকের ঢল, য্যানো ফুঁসে ওঠা সাগর, ওপরে গ্রীষ্মমণ্ডলের গনগনে সূর্য। মাথার ওপরে তাপ ফেলে খৈ ফোটাচ্ছে—ক্যানো। ক্যানো এই আদিখ্যেতা?"

এরপর হোমা সারগর্ভ বক্তব্য দিয়েছেন ঐ নিবন্ধে চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করে বলা হয়েছে, সরকার অনেক কাজ করছেন ঠিকই। তবে ওরপরেও সেটা যথেষ্ট নয়। এরজন্য অসংখ্য সংস্কারের জরুরী দরকার রয়েছে। সেগুলিকে বলবৎ ও কার্যকর করতে হবে। এরপর মেলার সরকারী কর্মকর্তার শুভাগমন প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে : ওতে তিনি 'আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের' সৈনিকসুলভ কুচকাওয়াজের আয়োজন, আমাদের গ্রাম্য সুন্দরীবালাদের সমাবেশ, টেকো বৃদ্ধের দঙ্গল, শ্রদ্ধেয় বিচারকমণ্ডলীর উপস্থিতি ইত্যাদির কথাও বলতে ভোলেন নি যারা তাঁর ভাষায় মৃত্যুহীন অজেয় সৈন্যদলের স্মারকের মতো, যাদের প্রাণ ঢাকের রণবাদ্যে এখনও রক্তের নৃত্য দোলায় দোলে। মাঁসিয়ে হোমা মেলা কমিটির অন্যতম হিসেবে নিজের নামটি প্রথম সুযোগেই উল্লেখ করতে ভোলেন নি। আর একটি নোটে পাঠকদেরকে বিশেষভাবে মনে করিয়েও দিয়েছেন যে, মঁসিয়ে হোমা, কেমিষ্ট ঐ মেলায় 'আপেল থেকে তৈরি পানীয়, সিডার-এর ওপর এক নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ পেশ করেন যা কৃষিসমিতির মোহাফেযখানার সযত্নে সংরক্ষিত

রাখা হয়েছে। মেলায় পুরস্কার বিতরণ প্রসঙ্গের অবতারণায় নিবন্ধলেখক লিখেছেন, ভেসে যাক তরী, ডুবে যাক প্রাণ—ঠিক এমনি ধরণের ভাবনায় : লিখেছেন : "বাবা পিতাকে, ভাই ভাইকে, স্বামী তার স্ত্রীকে সফল প্রতিযোগিতার পরমানন্দে জড়িয়ে ধরেছে একে অন্যকে। অনেক গৌরবের সাথে পাওয়া পদকগুলি তুলে ধরেছেন তাদের আনন্দে গোটা জনমণ্ডলীকে শরিক করার জন্যে। বস্তুতঃ অনেককে বাড়ি ফিরে তার এ সাফল্যের অংশীদারকে অভিষিক্ত করে দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়েছে, চোখে ওদের আনন্দাশ্রু।

সন্ধ্যে ছ'টার দিকে মঁসিয়ে লাগিয়ার্দের মাঠে ভোজসভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ভোজের মধ্যমণি ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটে গোটা অনুষ্ঠান জুড়ে একটা নিটোল সমন্বয়, পরিপাট্য বজায় থাকে। রাজাসহ কয়েকজনের নামে টোস্ট অনুষ্ঠিত হয়।"

"রাতে অনুষ্ঠিত হয় এক উজ্জ্বল দীপাবলীর অনুষ্ঠান-আতশবাজি। হঠাৎ করে সেদিন রাতের কৃষ্ণপক্ষের গোটা আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সমুজ্জ্বল আলোকমালায়। মনে হতে থাকে কোনও বিরাট যাত্রামঞ্চের কোনও জৌলুসময় দৃশ্য যেন সামিয়ানার তলা থেকে মুক্ত আকাশের নীচে বের করে আনা হয়েছে। মনে হয়েছে অকস্মাৎ যেন গোটা জনপদ হয়ে উঠেছে 'সহস্র এক আরব্য রজনী'র অন্যতম ইন্দ্রজালভরা স্বপ্নের রাতে।"

"এখানে উল্লেখ করার বিষয় এই যে, অনুষ্ঠান পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা, আনন্দের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়, কোনও বিপত্তি এ পারিবারিক সমাবেশের সৌন্দর্য ক্ষুন্ন করতে পারে নি।"

সেইসঙ্গে সাংবাদিক হোমার আরও একটু পাদটীকা :

"শুধু একটু ব্যতিক্রম বলতে এ সমাবেশে যা লক্ষ্য করা যায় তা হ'লো, যাজকমণ্ডলীর অনুপস্থিতি। একথা হয়তো ঠিক, প্রগতির বিষয়টিকে ওরা হয়তো অন্যদৃষ্টিতে বিচার করেন। তা তাঁদের সে অধিকারও আছে!"

॥ ৯ ॥

এক এক করে ছ'সপ্তা কেটে যায়। রোদোলফি এর মধ্যে আর আসে না। অবশেষে এক সন্ধ্যায় তার উদয় ঘটে।

"তড়িঘড়ি করলে চলবে না, বন্ধু" নিজেকেই নিজে সে বলে : 'তা'লে ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

মেলা শেষ হওয়ার সপ্তাহটার শেষের দিকে সে শিকারে যায়। শিকার শেষ হওয়ার পর রোদোলফির মনে হতে থাকে, এমার সাথে কতোদিন দেখা হয় না! আবার তারপরেই অবশ্য নিজের সাথেই তর্ক জুড়ে দেয় :

"ও যদি আমায় প্রথমদিন থেকেই ভালোবেসে থাকে, আমাকে দেখতে ব্যাকুল হয় তাহলে তো ভালোই, ও আমাকে আরো তীব্র আবেগ-ঘন হয়ে ভালোবাসবে। কাজেই"—

ওর সাথে দেখা হতেই ওকে বেশ ফ্যাকাশে মনে হ'লো রোদোলফির। ওর হিসেবটা মিলে গেলো!

এমা তখন একা ছিল। সন্ধ্যের আঁধার তখন গাঢ় হয়ে আসছে। জানালার ছোট মসলিনের পর্দাগুলি প্রদোষের আঁধার আরো গাঢ় করে তুলেছে। ব্যারোমিটারের গিল্টি করা আধারটি পাটে বসা সূর্যের কিরণে দুটি প্রবালের মধ্যে বসানো আয়নায় প্রতিফলিত হচ্ছে সোনালী রক্তিম রঙে। রোদোলফি ঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে। এমার প্রথম বিনয়সূচক

কথায় প্রায় জবাবই সরে না ওর মুখে।

"ব্যস্ত ছিলাম এতোদিন। কিছু কাজ ছিল", রোদোলফি বলে আর জানায় "খুব ভালো যাচ্ছে না ওর"।

"আবার অসুখ-বিসুখ নয়তো কিছু?" ত্বরিত প্রশ্ন এমার।

"কথাটা তা'হলে বলবো? আসলে কি জানো, আমার ফিরে আসাটা ঠিক হবে না—এ ভাবনাটাই আমার ভালো না থাকার কারণ।"

"কেন?"

"তুমি কি বুঝতে পারো না?"

রোদোলফি ওর চোখে তাকায় আবার। ওর চোখে এমন সুতীব্র আবেগ জড়িয়ে আছে, ওরা বুঝতেই এমা আরক্ত হয়ে ওর চোখ নামিয়ে ফেলে।

"এমা!" ও আবার কথা শুরু করে।

"কী!" অস্ফুটে সে বলে। একটু পিছিয়েও যায়।

"বুঝতে কেন পারো না তুমি আমার এই না আসাটা ঠিক ছিল বলেই তুমি চমৎকার, নিটোল ভালো আছো?" বিষণ্ন স্বরে সে বলে, "তোমার নামটা আমি সমসময় মনে মনে ভাবি, কল্পনা করি ও নামটা যেন অজান্তে পিছলে যায়, যে নামটা আমায় তুমি উচ্চারণ না করার জন্যে বলো! মাদাম বোভারী। সবাই তো তোমায় ও নামেই ডাকে। যদিও ও তোমার নাম নয় আসলেই, বরং ও নামতো অন্যের।"

সে আবার বলে, 'ও নাম অন্যের।'

হাত তুলে রোদোলফি ওর মুখ ঢাকে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি তোমাকে নিয়ে চিন্তাভাবনায় ডুবতে চাই, ধ্যানমগ্ন হতে চাই, ঐ নামের নেশায় মজনুন হতে, পাগল হতে চাই। আর তাই প্রিয়া, তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমি—দূর হতে দূরে চলে যাবো, অনেক—অনেক যোজন দূরে, যাতে আর কখনও আমার কথা তুমি না শুনতে পাও। তবু আজও আমি জানি না কোন শক্তি, কোন মায়ার টানে, কিসে আমায় এমনটায় বাধ্য করছে। নিয়তির বিরুদ্ধে লড়াই, আমি জানি, অসম্ভব। জানি দেবদূতের হাসি ফিরিয়ে দেবার জোর আমার নেই। যা সুন্দর, যা মনোমুগ্ধকর, আদরের তা থেকে কারও নিস্কৃতি কি সম্ভব?"

এমা তার জীবনে আর কখনও এমন অপূর্ব কথা শোনে নি। কেউ তাকে শোনায় নি। আর তার সকল অহঙ্কার বাথরুমের গরম পানির বাষ্পের ওপর রাখা শীতল, ক্লান্ত অঙ্গের মতোই ঐসব চরম পুলকময় শব্দ নিচয়ে ঝলোমলো উজ্জ্বলতা পেতে থাকে। উষ্ণ, প্রসারিত, রোমাঞ্চিত হতে থাকে।

"কিন্তু", সে বলে চলে, আমি না আসতে পারলেও, তোমায় দেখতে না পেলেও, আমি ঠিকই তোমার আর সবকিছুই দেখতে এসেছি। এসেছি সঙ্গোপনে। রাতে, প্রতি রাতে আমি তোমার এ বাড়িটার কাছে এসেছি। বাড়ির ছাদে চোখ রেখেছি। দেখেছি চাঁদের রূপালী জোছনার বন্যায় ওটা ভেসে যায়। আমি দেখেছি, তোমার বাগানের গাছগুলি তোমার শোবার ঘরের জানালার সামনে বাতাসে নুয়ে পড়ে, হেলে, দোলে, চঞ্চল হয়। ছোট প্রদীপের আলোর কিরণ জানালার শার্সির ফাঁক গলে বাইরে যেন অভিসারে বেরিয়ে আসে বারতা নিয়ে। তারপর ছায়ায় এখানে-ওখানে উজ্জ্বলতা ছড়ায়। প্রেয়সী আমার, তুমি কি

ভাবতে পারো, এক গরীব প্রেমাস্পদ বাইরে ওখানে অ্যাতো কাছে দাঁড়িয়ে—অথচ অ্যাতো বেশি দূরে!"

ফুঁপিয়ে উঠে ও রোদোলফির দিকে ফেরে।

"আহ্, তুমি কতো হৃদয়বান", সে বলে।

"ও-সব কিচ্ছু না", রোদোলফি বলে, "আমি তোমায় ভালোবাসি—আর ওটাই সব, আর কিচ্ছু না। তুমি তা জানোই? শুধু একটি কথা তোমার কাছে আমি শুনতে চাই, তুমি জানো।" ঐ সময় রোদোলফি ইচ্ছে করেই বসার টুল থেকে পিছলে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু বোঝা গেল না ওটা কি করে ঘটলো। ঐ সময় নীচে সিঁড়ি দিয়ে কে যেন ওপরে ভারী পা ফেলে ওপরে উঠছে শব্দ পাওয়া গেল। তাছাড়া রোদোলফির নজরেও পড়লো যে ড্রয়িংরুমের দরজাটাও খোলা।

'তুমি যদি কিছু না মনে করো,' ও উঠতে উঠতে বলে, "আর আমার কিছু খেয়ালকে প্রশ্রয় দাও তাহ'লে আমি তোমাদের এই বাড়িটা ঘুরে ফিরে একটু দেখতে চাই, আপত্তি আছে?"

এতে আবার আপত্তির কি থাকতে পারে। তাই মাদাম বোভারী আর রোদোলফি ঘর থেকে বেরোবে এমন সময় চার্লস ঘরে ঢোকে।

"সুপ্রভাত, ডাক্তার, বলে রোদোলফি।

চার্লস এ অপ্রত্যাশিত ও কিছুটা তোষামোদমূলক সম্ভাষণে প্রলুব্ধ বোধ করে। আর রোদোলফি এই ফাঁকে তার কথার খেঁই ফুটিয়ে নিজেকে অনেকটা আত্মস্থ করে নেয়—

"মাদাম ওর স্বাস্থ্যের কথা বলছিলেন আমাকে," বলে রোদোলফি।

"আরে আর বলবেন না" ওকে বাধা দিয়ে বলে চার্লস, "ওর বুক ধড়ফড় করার অসুখটা আবার শুরু হয়েছে। ওকে নিয়ে উদ্বেগের কি অর শেষ আছে!" এ কথায় রেদোলফি প্রস্তাব করে, "ঘোড়ায় চড়ে কিছুক্ষণ বেড়ানো মাদামের জন্যে কেমন হবে?"

"দারুণ, চমৎকার হবে, ওটাই তো দরকার।, চমৎকার আইডিয়া। তা ডার্লিং দেরী না করে এটাই শুরু করে দাও না।"

এমা বললো, ওর তো ঘোড়া নেই। একথা শুনে মঁসিয়ে রোদোলফি তার একটা ঘোড়া মাদামের জন্যে দেওয়ার প্রস্তাব করলো। এমা ওতে অস্বীকৃতি জানালে ওটা নিয়ে রোদোলফি আর আগ বাড়ে না। আর তারপর ও কী জন্যে এখানে এসেছিল তার একটা গল্প শোনানোর জন্যে তার সেই চাষী ছেলেটার অস্ত্রোপচারের পরের অবস্থার একটা বিবরণ তুলে ধরে। বলে, ওর শরীরে এখনও একটু অবসন্নতা রয়ে গেছে।

"আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ওকে আবার পরীক্ষা করে দেখবো," বোভারী জানায়।

"না, না আপনার যাওয়ার দরকার নেই, আমিই ওকে পাঠিয়ে দেব। বরং আমি আর ও দু'জনেই একসঙ্গে আসবো। তাতে সময়, কষ্ট আপনার দুই-ই বাঁচবে।"

"খুব ভালো হয় তাহ'লে, অনেক ধন্যবাদ।"

'আচ্ছা, এমা, মঁসিয়ে বুল্যাঞ্জার যে প্রস্তাব দিলেন তা তুমি গ্রহণ করলেই তো পারতে? ভদ্রলোক এতো সহৃদয়তা দেখালেন যখন?' এমার সাথে একা হতে চার্লস এমাকে বলে।

এমা কিছুটা বিরক্তির ভান করে। নানান অজুহাত খাড়া করে সে। আর এই বলে ব্যাপারটার ইতি টানে যে, ওটা লোকজনের চোখে দেখতে ভালো ঠেকবে না।"

"এটা নিয়ে কার কি মাথাব্যথা থাকতে পারে বলোতো?" চার্লস পায়ের বুড়ো আঙুলের পরে ঘুরে বলে, স্বাস্থ্যটাতো আগে, "এ রকম বোকামির কোনও মানে আছে?"

"ঘোড়ায় চড়ার অভ্যাস আমার নেই। তাহ'লে তুমি কেমন করে আমাকে ওটা করতে বলো?"

"তোমাকে শিখে নিতে হবে।" জবাব দেয় চার্লস।

শুরু হলো শেখা। শেখাও হলো। তখন চার্লস মঁসিয়ে বুল্যাঞ্জারকে লিখলো, তার স্ত্রী এখন যেকোনও সময় ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাবার জন্যে তৈরী। এখন তিনি দয়া করে আসলে তিনি কৃতার্থ বোধ করবেন।

পরদিন একজোড়া ঘোড়া নিয়ে রোদোলফি চার্লসের বাড়ির দরজায় হাজির। ঘোড়া দু'টির একটির কানের কাছে পিঙ্গল রঙের ছোট ছোট গোলাপ ফুল দিয়ে সাজানো। এছাড়া পিঠে দামী জিন চড়ানো।

রোদোলফি একজোড়া বাকস্কিন রাইডিংবুট পরেছে। সে নিজ মনে বলে, এরকম জিনিস এমা নিশ্চয় আগে আর কখনও দ্যাখে নি। আর আসলেও এমা ওকে একেবারে নতুন চেহারায়, স্মার্ট পরিচ্ছদে দেখে মোহিত। শ্যুটিং-এর ভেলভেট কোট ও সাদা ব্রীচে অপূর্বসুন্দর আর চৌকশ দেখাচ্ছে ওকে। এমা আগে থেকেই তৈরি হয়ে ওর অপেক্ষায় ছিল।

মাদাম বোভারীকে একনজর চুরি করে দেখার জন্যে কেমিস্টের দোকান থেকে চুপিসারে বেরিয়ে আসে জাস্টিন। আর ও শুধু নয় ওর কর্তা মঁসিয়ে হোমাকেও ওর পিছু পিছু বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। কেমিষ্ট সাহেব একটু আগ বাড়িয়ে মঁসিয়ে বুল্যাঞ্জারকে কিছু উপদেশ-পরামর্শ দিতে যান : "একটা দুর্ঘটনা যে কোনও সময় ঘটতেই পারে, বলা যায়! সাবধানে থাকবেন। আপনার ঘোড়া দুটো তরতাজা আর সুন্দরই তো, তাই না?"

এমা মাথার ওপর দিকে দোতলার জানালার কাছে কিছুর আওয়াজ পায়। ফিলিসিতি জানালায় শব্দ করে ছোট্ট বার্থাকে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। বাচ্চা বার্থা মাকে চুম্বন জানায়। এমা ওর ঘোড়ার চাবুকটা নেড়ে তার জবাব দেয়।

"চল্লেন তাহ'লে, ভালো সময় কাটুক আপনাদের" মঁসিয়ে হোমা চেঁচিয়ে বলেন ওদের উদ্দেশ্যে। কিন্তু যা-ই করুন, একটু সাবধানে, মাথাটা স্থির রাখবেন।" তারপর ওদের যাবার পর পেছন থেকে খবরের কাগজ নেড়ে বিদায় জানান।

পথে রওনা হয়ে যেতেই, এমার ঘোড়াটা জোর কদমে ছুটতে থাকে। রোদোলফি ওর পাশে গতি বজায় রেখে চলতে থাকে। দু'টো-একটা কথা বিনিময়ও হতে থাকে। এমা মাথাটা কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ ওর শরীরটা কিছুটা বেঁকে আছে। ওর হাত দুটি তুলে ধরা। ডানবাহু সোজা করে ধরে ঘোড়ার কদমের ছন্দে জিনের ওপর বসে দুলতে দুলতে চলেছে সে।

সময় তখন অক্টোবরের গোড়ার দিক। একটা কুয়াশার চাদর ঝুলে আছে জমিনের ওপর। দূরে দিগন্তরেখার কাছে পাহাড়গুলির ফাঁকে, ভাঁজে জড়িয়ে আছে ছেঁড়া বাষ্পের কুণ্ডলি। সেগুলি আরও ভেঙে ওপরে, সামনে ভেসে যাচ্ছে, পরিশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে বাতাসে। কখনও মেঘের ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছে একঝাঁক সূর্যের আলো। আলো পড়ে য়োঁভিলের দুরের বাড়িগুলির ছাদ, পুকুরের পাশের বাগান, আঙিনা, দেয়াল সব উজ্জ্বল

আলোকিত করে তুলছে। এমা ওর চোখজোড়া নিজ বাড়ির দিকে স্থির করে। সেঁটে রাখে। আর এই যে অজ জনপদে তার বাস সেটাকে তার এর আগে আর কখনও এত ছোট্ট বলে মনে হয় নি। ওরা অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে। এখান থেকে গোটা উপত্যকাটাকে একটা বিশাল বিবর্ণ সরোবর মনে হয়। মনে হয়, ওরা কুয়াশাময় হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

রোদোলফি ও এমা বনের কিনার ধরে এগিয়ে যায়। এমা রোদোলফির চোখ এড়ানোর জন্যে বারংবার মাথা ঘুরিয়ে নেয়। আর তারপরই তার নজরে আসে পাইনগাছের থরে থরে সারি দেওয়া অসংখ্য গুঁড়ি। এগুলির আর শেষ হয় না দেখে একসময় ওর মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করে ওঠে। ঘোড়াগুলি চলতে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। জিনের চামড়ায় ক্যাঁচ–ক্যাঁচ আওয়াজ হচ্ছে।

ওরা বনে ঢুকতে যাবে এই সময়ে আকাশে সূর্যটা হেসে ওঠে আলোর ঝলকানিতে।

"দেবতারাও দেখছি আমাদের সঙ্গে আছেন', রোদোলফি বলে।

"তাই?" এমা জানতে চায়।

"এসো, একটু তাড়াতাড়ি", রোদোলফি জবাব দেয়।

ও জিভে একধরনের আওয়াজ করতেই ঘোড়া দুটি দুলকি চালে আস্তে আস্তে চলতে শুরু করে। লম্বা, উটপাখির গলার মতো উঁচু ফার্ণগাছের পাতা ওদের চলার পথের দু'ধারে। ঐ পাতা একসময় এমার রেকাবে আটকে যেতে রোদোলফি ওর জিন থেকে মাথা নীচু করে ছাড়িয়ে দেয়। গাছগাছালির লতাপাতা ও ডালপালা থেকে এড়ানোর জন্যে রোদোলফি ঘোড়া চালিয়ে এমার মাথার খুব কাছাকাছি চলে আসে। আর এমা বুঝতে পারে রোদোলফির হাঁটুতে ওর পা লাগছে। এখন মাথার ওপরে আকাশটা উধাও নীল। গাছপালার কোনও পাতাই নড়ে না। পিনপতন নীরবতা চারদিকে। এখানে–ওখানে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘাসফুল। পরিপূর্ণ হয়ে ফুটে আছে। টকটকে লাল। বেগুনি। দাঙ্গা লেগেছে রঙের ওখানে। মাঝে মাঝেই বুনো কোনও ক্ষুদ্র প্রাণী নড়েচড়ে উঠে পালাচ্ছে। ঝোপের নীচ থেকে বুনোমোরগের মতো কিছুর পাখার ঝাপটানিও শুনতে পাওয়া যায়। ওরা পালিয়ে যায় ওক গাছের গহীণে।

এবার ওরা ঘোড়া থেকে নামে। রোদোলফি ঘোড়া দু'টি একটি গাছে বেঁধে রাখে। এমা ঘোড়ারগাড়ি যাওয়ার পথগুলির মাঝে ঘাসপাতার জমির ওপর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যায়। তবে ওর স্কার্টের ঘের ও ঝুল এতে কিছুটা বাধার সৃষ্টি করে যদিও এজন্যে আগে থেকেই সে জামাটা গুলফ পর্যন্ত তুলে ধরেই হাঁটছিল। রোদোলফি পেছনে পেছনে আসে। ওর স্থির দৃষ্টি এমার ঘোড়ায় চড়ার পোশাক আর পায়ের কালো জুতোর মাঝে দুধ–সাদা মোজার দিকে। আর ওটা দেখে মনে হয় নগ্ন দেহবল্লরীর একটা ক্ষুদ্র সংস্করণই ওর চোখে ভাসছে।

এমা থেমে যায়। জানায়, ক্লান্তি বোধ করছে।

"আরে! আরও একটু, এখানে বসে পড়লে চলবে কি করে?" ও জবাব দেয়।

ও আরও একশো গজের মতো পা টেনে টেনে যায় কোনওমতে। তারপর আবার বসে পড়ে। ওর মাথার শক্ত হ্যাটটি থেকে মুখের নেকাব খুলে ওর কাঁধের ওপর দিয়ে নিতম্বে এসে পড়ে। আর সেই ফাঁকে রোদোলফির চোখে ধরা পড়ে ওর অপরূপ ফুট ওঠা। মুখটা নীল স্বেদবিন্দু মুক্তোর মতো জমে মনে হচ্ছে ওটা নীলসায়রে ভাসমান অপূর্ব এক নীলোৎপল।

"কিন্তু আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

ওর কোনও জবাব নেই। ওর ছেট ছোট নিঃশ্বাস পড়ছে। সেটার চাপা আওয়াজ শোনা যায়। ঘুমন্ত অগ্নিগিরির অগ্নুৎপাতের পুর্বাভাস? বোঝা যায় না।

ওরা অপেক্ষাকৃত একটা খোলা জায়গায় আসে। রোদোলফি জায়গাটার আশপাশ ভলো করে খুঁটিয়ে দেখছে। কেন? একটা পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ির ওপর ওরা বসে। রোদোলফি এবার তার ভালোবাসার কথাগুলি উচ্চারণ করতে শুরু করে। সে কোনও নিবেদনের আনুষ্ঠানিকতার দিকে যায় না। ওকে শান্ত, চিন্তিত, বিষাদিত মনে হয়।

এমা ওর এ প্রণয় নিবেদন শুনে চলে মাথা নীচু করে আর পায়ের জুতো দিয়ে কাটা কাঠের টুকরো দূরে ঠেলে ঠেলে দেয়।

কিন্তু ও যখন বললো, "আমাদের বিধিলিপি কি এক নয়?"

"তা কি করে হবে?" এমা জবাব দেয়। "ওটা তুমি তো ভালো করেই জানো। সম্ভব নয় কখনও?"

সে উঠে দাঁড়ায় যাবার জন্য। রোদোলফি ওর কোমর হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। ও থামে। তারপর কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে কামার্ত চাহনি মেলে দ্রুত ও বলে—

"আহ্ আর ওসব কথা বলো না। ঘোড়াগুলি কোথায়? ঘোড়া! চলো আমরা ফিরে যাই।"

ও রাগ-বিরক্তির একটা ভাব প্রকাশ করে। এমা আবার বলে, 'ঘোড়াগুলি কোথায়?'

ওরপর এক রহস্যময় হাসি ঠোঁটে টেনে আনে রোদোলফি, ওর চোখের তারা স্থির, দাঁতে দাঁত বসে আছে। যেন শিকারের পূর্ব প্রস্তুতি। ও হাত দুটো খুলে এগিয়ে যায় এমার দিকে। ও পিছিয়ে যায় কাঁপতে থাকে সর্বাঙ্গ ওর।

"উহ্, তুমি আমকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছো, আমায় আঘাত দিচ্ছো, এসো, চলো ফিরে যাই এখান থেকে!"

"ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো, তবে তাই হোক।" ওর অভিব্যক্তি বদলে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর আচরণ হয়ে ওঠে নম্র, ভদ্র, পেলব কোমল, ভীরুর মতো। ও তার হাত বাড়িয়ে দিলে সেটা ধরে রোদোলফি ফিরে যেতে এগিয়ে যায়।

"কি হয়েছে তোমার বলো তো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না? তুমি ওরকম করলে কেন? আমাকে ভূল বুঝেছো নিশ্চয়? কিন্তু তুমি কি জানো, তুমি আমার, সকল ভাবনায়, কল্পনায় আমার চিত্ত জুড়ে আছো বেদীর ওপর শুভ্র মর্মর ম্যাডোনার মতো, যা অকলঙ্কিত, স্থির, নিষ্কম্প! আমার বেঁচে থাকা তুমি নাহ'লে নিরর্থক। তুমি নাহ'লে আমার বাঁচার কোনও সার্থকতা নেই। তোমার আঁখিপল্লব, তোমার মধুঝরা কণ্ঠস্বর, তোমার কল্পনা সব আমার জীবনের প্রেরণার আধার। এসো তুমি আমার সখা হও, আমরা প্রিয়া হও, এসো!"

রোদোলফি তার হাত বাড়িয়ে ওর কোমর জড়িয়ে নিতে এমা নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার একটা ক্ষীণ চেষ্টা করে। পারে না। ও ওকে ওভাবে জড়িয়ে পথ চলে।

ওরা দু'জনেই ঘোড়া দুটোর ঘাস-পাতা খাওয়ার শব্দ পায়।

"এইযে, এক মিনিট, দাঁড়াও। রোদোলফি বলে, এস আমরা একটু থেকে যাই। থাকো! একটু থেকে যাও!" তারপর রোদোলফি ওকে টেনে নিয়ে যায় ছোট্ট একটি জলাশয়ের

ধারে। ওখানে জায়গাটা ঘন মসৃণ দূর্বাদামে ছাওয়া। পানিতে নলখাগড়ার মধ্যে নীল শাপলা ফুল নিস্পন্দ ফুটে আছে। ওদের পায়ের সাড়া পেয়ে কিছু ব্যাঙ পানিতে লাফ দিয়ে পড়ে।

"কাজটা আমার জন্যে ঠিক হচ্ছে না, হচ্ছে না, তোমার কথা শুনে আমি পাগলামি করেছি।"

'ক্যানো? ক্যানো বলতো এমা?"

"ওহ্, রোদোলফি", যুবতী এমা আস্তে আস্তে বলে ওর কাঁধে নিজেকে এলিয়ে দেয়।

ঘোড়ায় চড়ার পোশাকটা ওর ভেলভেট কোটের সাথে লেগে আছে। একটা গভীর শ্বাস টেনে ও তার সাদা গলাবন্ধটা খুলে ফেলে। চোখে ওর মুক্তোবিন্দু। ঘন ঘন শিহরণ, রোমাঞ্চ। আধা বিবশ, সংজ্ঞালোপের তুরীয় দশার মুখে হাত ঢেকে সঁপে দেয় নিজেকে রোদোলফির অপ্রতিরোধ্য পৌরুষের কাছে!

সন্ধ্যার আঁধার নামে ধীরে, অতি ধীরে। পড়ন্ত সূর্যের সোনাগলা রোদের কিরণ গাছপালার ফাঁক দিয়ে এসে এমার চোখ ঝলসে দেয়। এখানে-সেখানে, ওর দেহবল্লরীর চারপাশে, পাতায়, মাটিতে ও রোদ পড়ে ঝিকিয়ে ওঠে অপূর্ব প্রভায়। মনে হয় যেন স্বর্গের পাখি উড়ে গেছে একটু আগে এখান দিয়ে, ফেলে গোছে রূপালি পালক এলোমেলো, অপূর্ব, সুন্দর। চারদিকে সুনসান নীরবতা, সাড়াশব্দ নেই কোথাও। গাছগাছালির কাছ থেকে যেন মিষ্টি আমেজ বেরিয়ে এসে আমোদিত করছে। এমার মনে হয় ওর হৃদয় স্পন্দন আবার যেন নতুন করে শুরু হয়েছে। অনুভূতিতে ও বুঝতে পারে গোটা শরীরে ওর রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে দুধের নদীর মতো। আর তারপর দূরে—অনেক দূরে পাহাড়ের ওপর বন, উপত্যকা পেরিয়ে দূরে, একটা যেন কান্নার ধ্বনি শোনা যায়। কে কেঁদে চলেছে অস্পষ্ট, প্রলম্বিত শব্দে। ও কান্নার স্বর ভেসে বেড়াচ্ছে, আকাশে, বাতাসে, সঙ্গীতময় গানের সুরের রেশের মতো। ওর উথাল-পাথাল স্পন্দিত স্নায়ুর মজ্জায় মিশে। রোদোলফি ওখানে একটু দূরে দাঁড়িয়ে। দাঁতে চেপে ধরে রয়েছে সিগার।

যে পথ ধরে ওরা এসেছিল ওরা সেই একই পথে য়োঁভিল ফিরে যায়। ওরা ওদের ঘোড়ার আসার পথ চিহ্নগুলিও দেখতে পায়। ক্ষুরের চিহ্ন আঁকা হয়ে আছে গোটা পথ বরাবর, পাশাপাশি। পথের পাশে চেনা সেইসব ঝোপঝাড়, সেইসব একই পাথর, ঘাস, তৃণদাম। কোনও কিছুই বদলায় নি। কিন্তু এমার মাঝে কি যেন পরিবর্তন হয়েছে। একটা পাহাড়কে যদি তার ভিত থেকে সরানো হয় তাতে যে পরিবর্তন তার চেয়েও এমার এ পরিবর্তন অনেক বেশী, আমূল, অনেক বেশী গভীর, অনেকখানি বিরাট, বৈপ্লবিক। রোদোলফি আসার সারা পথটায় মাঝে মঝেই মাথা ঝুঁকিয়ে এমার হাতে চুম্বন এঁকে দেয়।

ঘোড়ার পিঠে এখন ওকে আরও অনেক বেশী অপূর্ব, অনেক বেশী অনবদ্য দেবীর মতো দেখাচ্ছে। ক্ষীণকটি দেবীমূর্তির মতো ভাস্কর্য হয়ে বসে আছে সে সেখানে। ওর হাঁটু ঘোড়ার কেশরের কাছে গিয়ে ঠেকেছে। তাজা বাতাসে রক্তিম সন্ধ্যার আভাসে ওর মুখটা আভাদীপ্ত হয়ে আছে।

য়োঁভিলের পথে ওর ঘোড়াটা উঠতেই কিছুটা শব্দ তুলে ঘোড়াটা ছোটে। আশেপাশের লোকজন জানালা দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

ডিনারের টেবিলে চার্লসের মনে হয় এমাকে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। কিন্তু ঘোড়ায় বেড়ানোর ব্যাপারে খোঁজখবর নিতেই এমা কিছু শুনেও কিছু না শোনার ভান করে। ও তার কনুই প্লেটের পাশে দুটি মোমের আলোর মাঝখানে রেখে বসেই থাকে আনমনে।

'এমা', চার্লস ডাকে।

'কি?'

'বিকেলটা আমি মঁসিয়ে আলেকজাণ্ডারের ওখানে কাটিয়ে দিয়েছি। ওর একটা মাদী ঘোড়া ছিল। বেশ কাজেরই ছিল বলা যায়। ওটার হাঁটুর কাছের হাড় কিছুটা ভেঙ্গে গেছে। আর তাই ওটাকে সে ২৫/৩০ পাউণ্ডে বিক্রি করে দেবে বলেই আমার অনুমান।"

এরপর সে যোগ করে,

"মনে করলাম তোমার পছন্দ হয়ে যেতে পারে, সেজন্য আমি ডাক দিয়ে ওটা কিনেছি। এখন কেমন হ'লো বলো তো?"

এমা তার সম্মতিসূচক মাথা নাড়ায়।

মিনিট পরে এমা ওকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি আজ রাতে বাইরে যাবে?"

"হ্যাঁ, কেন?"

"না, এমন কিছু নয়, এই এমনি আর কি!"

আর চার্লস বাইরে বেরিয়ে পড়ামাত্রই ওর সঙ্গ থেকে নিস্কৃতি পাওয়ামাত্রই এমা নিজের ওপর তলার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়।

প্রথমে ওর নিজেকে কেমন অবশ মনে হয়। ওর চোখে সেইগাছগুলি, রাস্তা, খানা-খন্দক আর রোদোলফির চেহারা ভেসে ওঠে। ওর এখনও মনে হয়, রোদোলফির দু'টি হাত এখনও ওকে জড়িয়ে আছে, গাছের পাতা খস খস করছে। আর বাতাস শিস কেটে চলেছে নলখাগড়ার বনের ভেতর দিয়ে।

কিন্তু যখন সে নিজের চেহারাটা দেখল, সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। তার চোখ কখনও এত বড়ো আয়ত, এত কালো, গভীর ছিল না! এত অতল, গহীণ হয়ে ওঠে নি। তার মাঝে একটা প্রচ্ছন্ন রূপান্তর এসেছে অলক্ষ্যে। সে হয়ে উঠেছে আরেক নারী।

সে বার বার নিজেকে শোনাতে থাকে, 'আমার একজন প্রেমিক আছে, প্রেমিক।' এ নিয়ে তার পুলক এমন একটা অবস্থায় আসে, মনে হয় সে যেন আবার কৈশোর-যৌবনের উন্মাত্তাল সন্ধিক্ষণে ফিরে গেছে। অবশেষে, এতদিনে সে আবার ভালোবাসার ঐসব আনন্দ-পুলক-রোমাঞ্চ, শিহরিত উল্লাস-উচ্ছ্বাসের স্বাদ নিতে চলছে, সেই আশিস লাভে ধন্য হতে চলেছে যা থেকে সে চিরবঞ্চিত বলেই এতদিন বিশ্বাস করে এসেছিল। সে এমন এক মধুক্ষরা, আবেগ-শিহরণের রাজ্যে পৌঁছে গেছে যেখানে রতির আরতি, আবেগ-পুলক চরমানন্দে ভরা। পান্নাসবুজ, অসীম উদার, মধুর ভালোবাসার আলো ঝলোমলো শিখরে তার অন্তর্দৃষ্টি তাকে পরিবেষ্টন করেছে। তার সাধারণ, গতানুগতিক জীবন চলে গেছে অনেক দূরে, মিলিয়ে গেছে ঐসব উজ্জ্বল শিখরের আলোর ছায়ায় অন্য কোথাও।

নভেল-নাটকের নায়িকাদের কথা তার মনে পড়ে যায়। ওদের কথা বইতেই একদিন পড়েছে সে। ঐসব প্রণয়কাতর ভ্রান্ত নারী তার হৃদয় কন্দরে কনভেন্টের সেই সিস্টারদের স্বরে গান গেয়ে যায় জীবনের অবিস্মরণীয় সঙ্গীত। ওকে আবিষ্ট করে রাখে। সে এই

তন্দ্রাঘোরে দেখতে পায় তার নারীত্বের স্বপ্ন–কল্পনা অবশেষে মোক্ষলাভের দ্বারে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে যে নিজেকে এতোদিন লাস্যময়ী নারী হিসেবে কল্পনা করে এসেছে, ব্রীড়াময়ী, কামনার দেহধারীরূপ হিসেব কল্পনা করেছে সেটা অবশেষে রক্তমাংসে রূপ নিয়েছে তার–ই মাঝে। তবে এসব কিছুর চেয়ে যে বড় পাওয়া, সে হচ্ছে তৃপ্তির অনুভূতি। প্রতিশোধের অমৃত স্বাদ সে আকণ্ঠ পান করতে পেরেছে। এতে তার কোনও চিত্তবিকার নেই, নেই কোনও অনুশোচনা, আদৌ নেই বিন্দুমাত্র অশুভবোধ, আছে কেবল আনন্দের পুলক শিহরের উজ্জ্বলাভা।

পরের দিনটিও কেটে যায় নতুন ও মিষ্টিমধুর আমেজের অনুভবে। ওরা একে অন্যের কাছে নতুন শপথ নেয়, অঙ্গীকার করে। এমা ওকে ওর সকল জ্বালা–যন্ত্রণার কথা বলে। রোদোলফি প্রত্যুত্তরে চুম্বন রেখায় জবাব দেয়। আধোনিমীলিত আঁখিপল্লবে ওর পানে চেয়ে এমা ওকে রোদোলফির প্রিয় নাম ডাকার অনুরোধ জানায় বারংবার। ওর কাছে বারংবার শুনতে চায় ও ওকে বলুক ও ওকে ভালোবাসে, ভালোবাসে! ভালবাসে! ওরা আগের দিনটা কাটিয়েছে বনে এক পর্ণকুটিরে। ওটা এত নীচু যে ওদেরকে নীচু হয়ে গা ঘেঁষাঘেষি করে পাতার ওপর বসে কাটাতে হয়েছে।

এরপর থেকে ওরা রোজ নিয়মিতভাবে প্রতিরাতে চিঠি লিখেছে একে অন্যকে। এমা তার চিঠি বাড়ির বাগানে নদীর কাছে বাগানের দেয়ালের একটা ফাটলের মধ্যে রেখে এসেছে। আর রোদোলফি প্রতিদিন রাতে এসে সে চিঠি নিয়ে গেছে আর একই জায়গায় এমাকে লেখা নিজের একটা চিঠি রেখে গেছে। এমা অবশ্য এনিয়ে বরাবরই রোদোলফিকে অনুযোগ করে বলেছে ওর চিঠির আকার বড্ডো ছোট হয়ে যায়।

একদিন ভোরবেলায় ভালো করে আলো ফুটে বেরোবার আগেই চার্লসকে রোগী দেখার জন্যে বাড়ি থেকে বাইরে যেতে হয়। আর ও বেরিয়ে যেতেই এমাকে এক প্রবল ইচ্ছায় পেয়ে বসে, তক্ষুণি একবার ছুটে গিয়ে রোদোলফিকে দেখে আসে। দেখে আসে ওর খামারবাড়ি লা হুশেয়। ঠিক করে ও একঘন্টার জন্যে হলেও লা হুশেতে গিয়ে বাড়ির সবাই জেগে ওঠার আগেই য়োঁভিলে ফিরে আসবে। কথাটা মনে হতেই ওকে প্রচণ্ড কামনার আগুনে কুরে কুরে খেতে থাকে। তাই কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যায়, সে মাঠের মধ্যে অর্ধেক পথ এগিয়ে গেছে। হন হন করে পেছনে কখনও ফিরে না তাকিয়েই দ্রুত এগিয়ে যায়।

তখন দিনের আলো সবে ফুটতে শুরু করেছে। বহুদূরে এমা দয়িতের বাড়িটা দেখতে পায়। বাড়িটার ছাদের ওপর দু'টি কালো রঙের বাৎশকুন বসানো আছে। সেগুলিকে ভোরের বিবর্ণ আকাশে পরিস্কার দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

খামার আঙিনার অন্যদিকটায় একটি বড় বাড়ি দেখা যায়। ওটা নিশ্চয়ই সেই শাতোটা। সে খামারবাড়িতে গিয়ে সোজা ঢুকে পড়ে। যেন ও খামারের দেয়াল, গেট ওকে প্রবেশ করতে দেবার জন্যেই আগে থেকে সোজা ফাঁক হয়ে খুলে গেছে। একটি বড় সিঁড়ি উঠে গেছে করিডোর অবধি। এমা দরজার হাতল ঘোরায় আর ঠিক ঐ ঘরেরই কিনারে একটা লোক শুয়ে আছে। এমা চিৎকার করে ওকে ডাকে।

"তুমি এখানে? এখানে তুমি? কেমন করে? কেমন করে তুমি আসতে পারলে? তোমার কাপড়–চোপড় সব যে ভিজে গেছে!"

"আমি যে তোমায় ভালবাসি, সম্ভব হবে না কেন?" রোদোলফির গলা জড়িয়ে ওর আঙ্গুলগুলি চালাতে চালাতে এমা বলে।

এ ছিল এমার গোপন অভিসারের প্রথম একক অ্যাডভেঞ্চার। কোনও বিঘ্ন ঘটলো না। আর এরপর থেকে চার্লস বাড়ি থেকে একটু সকালে বেরোলেই এমা চটপটে উঠে পড়ে, গায়ে কিছু কাপড়চোপড় চাপিয়ে চোরের মতো নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগান হয়ে নদীর ধারটায় পৌঁছে যায়। কিন্তু ওখানে পানির পাশ দিয়ে গরুবাছুরের চলাফেরার সুবিধের জন্য যেসব কাঠের পাটাতন লাগানো ছিল সেগুলি না থাকায় তাকে বেশ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে বাগানের দেওয়ালের গাঁ ঘেঁষে নদীর কিনার এলাকা অতি সাবধানে পেরোতে হয়। দেয়ালের ধারের জায়গাটা অত্যন্ত পিছল। কোনও কোনও সময়, এমনকি, হড়কানোর বিপদ এড়ানোর জন্য কিছু বুনো ফুলেরগাছ হাত দিয়ে ধরে অতিকষ্টে এগোতে হয়। আর তারপর সে চষাজমির মাঝ দিয়ে শর্টকাট পথ ধরে। কিন্তু যেতে যেতে ওর জুতোটা কাদায় মাখামাখি হয়ে যায়, বারংবার হোঁচট খায়। হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কিন্তু তাতেও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ওর মাথায় চুল গুছিয়ে বাঁধা স্কার্ফ বাতাসে পত পত করে উড়তে থাকে খোলা মাঠের হু হু বাতাসে। ক্ষেতের বলদগুলি দেখে ও ভয় পায়, উর্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করে। শ্বাসরুদ্ধ প্রায় অবস্থায় পৌঁছায় খামারবাড়িতে। গণ্ডদেশ এখন ওর আরক্ত, রক্তিমাভ। ওর গোটা দেহে খোলা তাজা বাতাস ও ঘামমেশা মদির সুরভি। এখন এই এত ভোরে রোদোলফির ঘুমিয়ে থাকার কথা। এমার এভাবে আগমন যেন ওর কক্ষে বাসন্তী সকালের উদয়।

রোদোলফির ঘরের জানালাগুলিতে লাগানো হলুদ রঙের পর্দাগুলির ফাঁক দিয়ে একটা নরম, সোনালী আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে। তবু ও সেই ঘরটার দিকে যেতে চোখ পিট পিট করতে করতে এগিয়ে যায়। ওর চুলে তখনও ফোঁটা ফোঁটা শিশির পোখরাজ পাথরের মতো জ্বলজ্বল করছে ওর গোটা মুখমণ্ডলকে ঘিরে, অপূর্ব আভায়। রোদোলফি ওকে দেখে হাসে। ওকে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরে।

আবেগ-আশ্লেষ শেষ হতে, স্মৃতি রোমন্থনের পালা শুরু হয়। এমা রোদোলফির ঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। টেবিলের ড্রয়ার খুলে চিরুণী বের করে ওর চুল ঠিক করে। ওর শেভ করার আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখে নেয়। কোনও কোনও সময় রোদোলফির বিছানার পাশের টেবিলটিতে একটা সিগারেটের পাইপও পড়ে থাকে চিনি ও কিছু লেবুর টুকরোর মাঝে। ও আনমনে রোদোলফির ঐ পাইপটা হাতে তুলে নিজের দুই ঠোঁটের মাঝে লাগিয়ে পাইপ টানার ভান করে।

এরপর বিদায়ের পালা। এজন্যে ১৫টি মিনিট। বিদায়বেলায় এমা বুকভাঙা কান্নায় ভেঙে পড়ে। ও চিরকালের জন্যে অনুক্ষণ রোদোলফির সঙ্গে ছায়া হয়ে ওর কায়ায় মিশে থাকতে চায়, ওকে ক্ষণিকের জন্যেও ছেড়ে যেতে চায় না। অদ্ভুত কি এক অজানা আকর্ষণ ওকে ওর দিকে টানে। কিন্তু একদিন এমাকে অসময়ে, অপ্রত্যাশিতভাবে ঘরে ঢুকতে দেখে রোদোলফির মুখ ভার হয়ে যায়।

"কি হয়েছে, লক্ষ্মিটি, কোনও অসুখ-বিসুখ নয় তো?" এমা শুধায়।

অবশেষে রোদোলফি গম্ভীরমুখে জানায়, এমার এভাবে যাওয়া-আসাটা খুব একটা ভালো দেখায় না। এটা নিয়ে কথা উঠতে পারে।

॥ ১০ ॥

ধীরে ধীরে রোদোলফির আশঙ্কা, ভয় এমাকেও পেয়ে বসে। ওর নতুন নেশা গোড়ায় ওকে একেবারেই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ঐ নেশার বাইরের ওর আর কোনও বাহ্যজ্ঞান ছিল না। প্রথম প্রণয়ের নেশায় ও ডুবে গিয়েছিল। ওর বাইরে আর তখন কিছুই ভাবে নি। কিন্তু এখন যেহেতু রোদোলফির ভালোবাসা ওর জীবনে অপরিহার্য, ও ভালাবাসার কোনওকিছু হারাতে রাজি নয়, কোনওভাবে ওতে বিঘ্ন দেখা দেয় ওটা হতে দিতে রাজি নয় সে। রোদোলফির বাড়ি থেকে ফেরার পথে ও তাই উদ্বিগ্ন ইতি-উতি চায় চারদিকে, দূর থেকে কাউকে আসতে দেখলে তার দিকে কঠোর সাবধানী চোখে লক্ষ্য রাখে। প্রতিটি জানালায় চোখ তুলে তন্নতন্ন তল্লাসী চালায়, ওর এই আসা-যাওয়া কেউ দেখছে কি না। কোনও পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেলে, এমনকি কেউ কাউকে ডাকলেও, লাঙলের আওয়াজেও সে দাঁড়িয়ে ওটা শোনার চেষ্টা করে। থেমে যায়। ওর মাথার ওপরে পপলার গাছের পাতা বাতাসে নড়াচড়ার মতোই কাঁপতে থাকে। ফ্যাকাশে, বিবর্ণ হয়ে ওঠে ওর মুখ।

আরও একদিন যখন সে এরকম একটা অভিসার থেকে বাড়িতে ফিরছিল, তখন চলার পথে মেঠো গাছপালাময় একটা জায়গায় হঠাৎ মনে হলো সে যেন একটা রাইফেলের উদ্যত নল দেখতে পেয়েছে। আর সে নলটা ওর দিকেই ধরা। একটা গর্তের পর কিছু ঘাসের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসেছে রাইফেলেরে নলটা। ভয়ে আতঙ্কে এমার যখন প্রায় মাটিতে পড়ার দশা তখন একটা লোককে ঘাসের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়াতে দেখা যায়। লোকটা আর কেউ নয়। মঁসিয়ে বিনে ! বুনোহাঁস শিকার করছে সে এখানে।

'আপনি চিৎকার দিলেন না কেন? কোনও রাইফেল এভাবে দেখলে আপনার উচিত নিজের কথা জানান দেওয়া। নইলে বিপদ ঘটতে কতোক্ষণ?'

এমনি করে বিনে এমার ভয়, আতঙ্ক কমানোর চেষ্টা করে। তবে ওরও যে ভয়ের কারণ ঘটে নি তা নয়। কারণ ওর কাজটাও ছিল বে-আইনী। ওখানে বুনোহাঁস না শিকার করার জন্য রীতিমতো একটা সরকারী নির্দেশও বহাল যাতে বলা হয়েছে, একমাত্র নৌকা থেকে ছাড়া অন্যকোনভাবে হাঁস শিকার করা যাবে না। অথচ বিনে ঐ মুহূর্ত ঐ নিষিদ্ধ কাজটিই করছিল। আর তাই ও ওখানে বরাবরই আশঙ্কা করছিল, এই বুঝি পুলিশ আসে. কিন্তু এমাকে আসতে দেখে দারুণ রকম স্বস্তি বোধ করে সে। ঢালাও আলাপ জুড়ে দেয়।

'বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে', তাই না।'

এমা কোনও জবাব দেয় না। বিনে বলে যায়–

'খুব ভোরে বেড়িয়ে পড়েছেন দেখছি, মাদাম?'

"হ্যাঁ" দ্বিধাজড়িত গলায় এমার বলার চেষ্টা। "এই আর কি, আমার বাচ্চাটি যে নার্সের কাছে রয়েছে ওদের বাড়ি থেকে এলাম।"

"ও তাই বুঝি, তা বেশ তো, আর আমি এই দেখুন ভোরের আলো না ফুটতেই এখানে হাজির। কিন্তু এই ঘোর আবহাওয়ায় পাখি শিকার করবো কি, উল্টো পাখিরই এ রাইফেলের নলে এসে গুতো দেবার জোগাড়, দেখলেনই তো আপনি—"

'আসি এখন,, মঁসিয়ে বিনে, শুভদিন', ওর কথায় বাধা দিয়ে এমা রওনা দেয়। 'জ্বি, আজ্ঞে' খটখটে গলায় বলে বিনে। আর তারপর নিজের শিকারের আস্তানাটায় ফিরে যায়।

মুখের ওপর থামিয়ে দিয়ে চলে আসাটা নিয়ে অবশ্য এমা কিছুটা বিব্রত বোধ করে। কর–আদায়কারী লোকটা এতে নানারকম অবাঞ্ছিত জিনিস কল্পনা করার ও ফেনিয়ে তোলার সুযোগ পাবে নিশ্চয়। নিজের বাচ্চার নার্সের বাড়ি যাওয়ার যে গল্পটা ওর কাছে ফেঁদেছে এমা এমন ডাহা মিথ্যে এর আগে কখনও বলেনি। কেননা, য়োঁভিলের সকলেই জানে ক্ষুদে বোভারীকে ওর বাবা–মা নিজেদের কাছে ফিরিয়ে এনেছে এক বছরেরও বেশি হয়ে গেল। আর তাছাড়া, মাঠের যেদিক থেকে ও পথ ধরে আসছিল সেদিকে কোনও বসতিই নেই। পথটা একটিমাত্র গন্তব্যেই গেছে আর তাহ'লো রোদোলফি'র লা হুশে খামারবাড়ি। কাজেই এমা কোথা থেকে আসছে তা কল্পনা করে নিতে বিনের কোনও কষ্ট হবার কথা নয়। বিনের পেটে কথাটা থাকবে না। এটা নিশ্চিতভাবেই ধরে নেওয়া যায়। তাই সারাটাদিন এমা এ দুশ্চিন্তায় কাটায়। বের করার চেষ্টা করে, ওটাকে সামাল দিতে আবার কোন কাহিনী ফাঁদবে সে। আর এই চিত্তবিক্ষেপের মাঝে মাঝেই সে যেন সবসময় শিকারী বিনের অর্ন্তভেদী চেহারাটাই দেখতে পায়।

ডিনারের পর চার্লস ওকে কিছুটা মনমরা লক্ষ্য করে। হোমার দোকান থেকে কিছু ওষুধ কিনে খেয়ে শরীরটা চাঙা করার পরামর্শ দেয় চার্লস। আর ওখানে দু'জনে যেতেই সবার আগে এমার চোখে যে গেঁথে যায় নাম তার বিনে। ওর গোমর ফাঁসের আতঙ্ক। যদিও শেষপর্যন্ত তেমন কিছুই ঘটলো না।

পরের দিন। ও আর রোদোলফি আলোচনা করে স্থির করে কিভাবে দু'জনের দেখা হবে। এমা ঠিক করে ওর পরিচারিকাকে উপহার ইত্যাদি ঘুষ দিয়ে ওর মুখ বন্ধ রাখবে। তবে শেষপর্যন্ত ঠিক হয়ে যে, কাছাকাছি কোথাও এমন একটা গোপন জায়গায় বাড়ি নিতে হবে-যেটা য়োঁভিলের মধ্যেই যেখানে ওরা ওদের অভিসারে মিলিত হবে। রোদোলফি জানায়, সে এমন একটা বাড়ির খোঁজ করবে।

গোটা শীতকালটায় একটা আপাতত ব্যবস্থা অনুযায়ী গভীর নিশুতি রাতে হপ্তায় তিন/চার দিন রোদোলফি এমাদের পেছনের বাগানে আসতে থাকে। এমা আগে থেকেই ঐ বাগানের গেটের চাবি চার্লসের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। চার্লস ওটা একসময় না পেয়ে ধরে নেয় চাবিটা হারিয়ে গেছে।

রোদোলফি যে বাগানে এসেছে ওটা এমাকে জানান দেবার জন্যে একটা কৌশলও বেছে নেয় দু'জনে। রোদোলফি বাগানে এসে এমার জানলার কবাটে এক মুঠো বালি ছুঁড়ে মারে। আর ওটার সর্ সর্ শব্দে এমা লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। কোনও কোনও দিন সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরোতে পারে না। চার্লসের একটা বদভ্যাস হলো, ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে বসে গল্প করা। আর এতে দেরী হলে মনে হতে থাকে যেন চার্লসের এই বকোয়াজ বুঝি আর শেষ হবে না কোনওদিন। রাগ আর চেপে রাখতে পারে না মাদাম বোভারী। ওর চোখ দেখে মনে হয়, ওকে যেন ধাক্কা দিয়ে জানালা দিয়ে ফেলেই দেয়্য পারলে। কিন্তু শেষাবধি থামার কোনও লক্ষণ না দেখে শোবার প্রস্তুতি হিসেবে ভারী বেশবাস খুলতে শুরু করে ও। তারপর একটা বই খুঁজে নিয়ে আপাতশান্তভাবে সেটা পড়ার ভান করে। দেখাতে চেষ্টা করে, বইয়ের মাঝে গভীরভাবে ডুবে আছে সে। চার্লস এরমধ্যে বিছানায় চাদর মুড়ি দিয়েছে। সে ওকে বিছানায় আসার আহ্বান জানায়।

"রাত হয়েছে, এমা, শোবে এসো তো", চার্লস বলে।

"ঠিক আছে, আসছি আমি", জবাব আসে।

অবশ্য মোমের আলো থেকে চোখ ফিরিয়ে পাশ ফিরে শুতেই কিছুক্ষণের ঘুমের রাজ্যে নিখোঁজ হয় চার্লস। হাসে এমা। নিঃশব্দে, রক্তিম মুখে, উদোম শরীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

রোদোলফি বড়সড়ো এক লম্বা ওভারকোট পরে আসতো। ওকে ও সেই ওভারকাটের মধ্যে জড়িয়ে নেয় ওর দুহাত দিয়ে। এমাও ওকে জড়িয়ে ধরে। তারপর রোদোলফি ওকে বাগানের ওদিকের প্রান্তটার দিকে নিয়ে যায়। ঠিক সেখানটায় যেখানে এমা লিওঁকে নিয়ে বসতো। যেখানে তরুণ প্রেমিক লিওঁ গরমকালের বিগত মাদক রাতগুলিতে ওর পানে ক্ষুধিত আঁখি মেলে কাটিয়ে দিত ক্ষণস্থায়ী সময়। তবে এখন আর ওকে মনেও পড়ছে না এমার। এখন আর অতীতচারিণী নয় সে। জীবন্ত বর্তমানের ভোগবিলাসিনী। নগদ বুঝে নিতে সে ব্যতিব্যস্ত, পুলকিত।

পাতাহীন জেসমিন ফুলের গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে টুকরো টুকরো আকারে তারার দেয়ালী। ওদের পেছনে মর্মর আওয়াজে দীর্ঘশ্বাসের মতো নদী বয়ে যায় ফল্গুধারায়। নদীতীরে এখন তখন হাওয়া লেগে আন্দোলিত শুকনো নলখাগড়ার খসখস আওয়াজ। বড়ো বড়ো ছায়া-আঁধারী এখানে-সেখানে। দূরে-কাছে। ও ছায়া কখনও দুলে ওঠে। প্রলম্বিত হয়। এগিয়ে আসে। পিছিয়ে যায়। যেন ওদেরকে গ্রাস করতে আসে। রাতের শীত ওদেরকে আরও গভীর নিবিড়, আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়ার তাগিদ বাড়ায়। দুজোড়া বাহুলতার বাঁধন আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। ওদের শ্বাস-প্রশ্বাস আরোও গভীর হয়। ওরা ওদের পরস্পরকে ঠিক ঠাহর করতে না পারলেও আরও আয়ত, আরও বিস্ফোরিত হয় এমার চোখ। নিশুতি নীরবতার মধ্যে ওদের ফিসফিসানিতে ওদের হৃদয়পত্রে যেন টুপটাপ ঝরে পড়ে নিশির শিশির। হয়ে ওঠে ওদের মনোভুবন অপরূপ বাঙময়। দূরাগত নূপুর নিক্কণের মতো।

বাদলা রাতে ওরা আশ্রয় নিতো ঘোড়ারগাড়ির ঘর ও আস্তাবলের মাঝামাঝি ডাক্তারের রোগীদেখার ঘরটায়। সে ডাক্তারী বইয়ের ভেতর লুকিয়ে রাখা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিতো। রোদোলফি সেখানে আরাম করে বসতো। যেন নিজের বাড়ি। গোটা পরিবেশ আনন্দঘন লক্ষ্য করে রোদোলফি ডাক্তারকে পর্যন্ত নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে ছাড়তো না। এতে অবশ্য এমার দশা হ'তো বিব্রতকর। এটায় নিজেকে কিছু অপমানিতও বোধ করে সে। তবে ওঃ ঐ অবস্থায় মনে হয়, রোদোলফির উচিত অভিসারের মতোই সিরিয়াস হওয়া। সতর্ক হওয়া। হঠাৎ সে ওর খাড়া কানে শুনতে পায় সিঁড়ি দিয়ে কে যেন আসছে!

"কেউ যেন আসছে", চাপা গলায় বলে এমা।

রোদোলফি মোমবাতিটা নিবিয়ে দেয়।

"পিস্তল আছে তো তোমার?"

"কেন

"তোমায় আত্মরক্ষা করতে হবে না", এমা জবাব দেয়।

"মানে, তুমি বলতে চাও, তোমরা স্বামী বাহাদুরের হাত থেকে? হায়, বেচারা।"

আর তারপর ভাবভঙ্গি করে রোদোলফি ওকে দেখিয়ে দেয় এক ঘুষিতেই ওকে সে কুপোকাৎ করে ফেলবে।

তার এই স্থির ঠাণ্ডামাথার সাহস লক্ষ্য করে এমা মুগ্ধ হয় যদিও ওর কাছেও মনে হয় কোথাও যেন এর মাঝে একটা মোটা নীচতার ছোঁয়া আছে যা তার নিজের কাছেও রুচিকর নয়।

রোদোলফি এমার কথায় পিস্তলের ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ মাথা ঘামায়। ওটা তার কাছে হাসির ব্যাপার, এমনকি ভয়ঙ্করও মনে হয়। আসলে চার্লস তো·বেশ ভদ্রলোক, ভালো মানুষ। ব্যক্তিগতভাবেও রোদোলফির তাকে হিংসে করার কোনও কারণ নেই। বিদ্বেষও ওকে সে করবে কেন? এ ব্যাপারে এমাও ওকে একটা শক্ত শপথ করিয়ে নিয়েছে যা ওর নিজের কাছে তেমন ভালোলাগে না।

এমা দিনদিনই অনুভূতি আর বড়ো আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছে। ওদের মধ্যে ছোটোখাটো জিনিসের বিনিময় চলছে। যেমন, এমার মাথার চুল, ইত্যাদি। আর এখন সর্বশেষ যে জিনিসটি পাওয়ার জন্য এক উদগ্র নেশায় পেয়ে বসেছে এমাকে সেটা হচ্ছে ওর একটা আঙটি চাই—যা হবে বিয়ের প্রতীকী আঙটি—ওটা হবে ওদের চিরস্থায়ী মিলনের চিহ্ন। স্মৃতি। প্রায়ই সে রোদোলফির কাছে স্বপ্নময় নানাকথার স্মৃতিচারণ করে। সন্ধ্যার ঘণ্টাধ্বনি, নৈসর্গিক আওয়াজ ইত্যাদির কথা বলে। কখনও কখনও রোদোলফির মায়ের কথা জানতে চায়। নিজে মায়ের কথা বলে। রোদোলফির মা ২০ বছর আগে মারা গেছে। এমা অনেকটা ছোট্ট শিশুর মতো, আরেক মা হারানো শিশুকে প্রবোধ দেওয়ার মতো করে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে। কখনও সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সে বলে, "দেখো, তোমার আর আমার মা স্বর্গ থেকে নিশ্চয়ই আমাদের এই প্রেমের অনুমোদন করবেন।"

এধরণের বায়নায় রোদোলফির কিছু ভাবান্তর হয়তো ঘটে। তবু একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, এমা অপূর্ব রূপবতী। এমন নারী রোদোলফির জীবনে বলতে গেলে আর আসেই নি যে এমার মতো এতখানি সরল, অকপট, প্রাণখোলা, উচ্ছল। এ ধরণের ঐকান্তিক,আন্তরিক, নিখাদ, অবেগময় ভালোবাসা তার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। তার যৌনতাবোধ, তার গৌরব, অহঙ্কার সবকিছুতে ও এক নতুন উদ্দীপনা, নতুন প্রাণ দিয়েছে। এমার ভালোবাসার সুতীব্র আবেগময় ষ্টাইল, ওর উচ্চমার্গের সব কল্পনা রোদোলফির বনেদী মধ্যবিত্ত ধারণায় নিছক অর্বাচীনের খেয়ালের মতো মনে হলেও হৃদয়ের আন্তঃস্থলে ওর কাছে মনোমুগ্ধকর মনে হয়। কারণ ওর সবকিছুর ইপ্সিতই ছিল ও স্বয়ং নিজে। আর তাই তাকে ওর এই সুগভীর ভালোবাসা সম্পর্কে নিশ্চিত বলেই সে ওকে খুশি রাখার, খুশি করার গুরুত্বটা হিসেবে নেয় না। ফলে এমার প্রতি ওর আচরণের বেলায় একটা প্রচ্ছন্ন পরিবর্তন আসে। এখন আর ছোটোখাটো মিষ্টি কথা যা হৃদয় ছুঁয়ে যায়, যা এমাকে কাঁদায়, ভাসায় এমন কিছুই আর বলে না, করে না যা আগে সে করতো। সে আর আগের মতো পাগলা ঝড়ো হাওয়ার মতো আদর-সোহাগ-চুম্বন-আশ্লেষে ভরিয়ে দেয় না যার মধুর আবেশে, এমনকি, এমা তার অনুভূতি পর্যন্ত হারাতো, চরম পুলকের সংজ্ঞালোপী সপ্তস্বর্গ শিখরে রোমাঞ্চিত হতো। এভাবে ওরা যে বিরাট, বিশাল, বিপুল উদার ভালোবাসায় পড়েছিল তার তীব্রতা কমে যেতে থাকলো। কিন্তু এমা একথা বিশ্বাস করতে চায় না। ওর তনু-মন-প্রাণ চায় ও তার আবেগ, অনুভূতির পেলবতা বাড়িয়েই চলে, ওটাকে ও চায় নিটোল করে ধরে রাখতে। কিন্তু রোদোলফি তার ঔদাসীন্য ঢেকে রাখার কোনও চেষ্টাও

করে না। এমা মনস্থির করে উঠতে পারে না রোদোলফিকে তার নারীত্বের সবকিছু উজাড় করে সমর্পণ করে ভুল করেছে কি না। সে দ্বন্দ্ব দোলায় দুলতেই থাকে। সে বুঝতে পারে না ও ওকে আরও বেশি করে ভালোবাসবে কি না। সে এ ব্যাপারে এতো দুর্বল নিজেও বোঝে। আর তার এই উপলব্ধি ক্রমশঃ অনুশোচনার আকার নেয়। ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তবু সম্ভোগের পুলকে ক্রোধও ঢাকা পড়ে যায়। এটাকে হৃদয়ের নিবিড় সম্পর্ক বললে ভুল হবে। এ আসলে একধরণের চিরকালীন প্রলোভন, প্রলুব্ধ করার ব্যবস্থা, একরকমের যৌন দাসীবৃত্তি! রোদোলফি ওকে মোহিত করে রেখেছে। ওকে এমা এখন কার্যতঃ ভয় পায় যদিও বাহ্যতঃ সবকিছুই চুপচাপ বরাবরের মতো চলতে থাকে। আরও মসৃণভাবেই চলতে থাকে। এমনিকরে, নিজের ইচ্ছে-অভিলাষ অনুযায়ী রোদোলফি তার এ ব্যাভিচারের অ্যাডভেঞ্চারে সফল হওয়ার ফলে ছ'মাসের মধ্যে যখন বসন্ত এলো ওরা হয়ে উঠলো স্বামী-স্ত্রীর মতো।

এই সময় নাগাদ এমার বাবা প্রতিবছরই তার পায়ের হাড়টা ঠিক মতো বসিয়ে সারিয়ে তোলার স্মৃতি হিসেবে তার ডাক্তার জামাইয়ের জন্যে একটা করে চমৎকার টার্কি পাঠাতেন। এবারেও সেটা পৌঁছে গেল প্রতিবারের মতো একটি চিঠির সাথে। চিঠিতে বৃদ্ধ রলত্ লিখেছেন :

প্রিয় বাছারা আমার,

আশা করি তোমরা সুখে-শান্তিতে সুস্বাস্থ্য নিয়ে আছো। এ টার্কিটা পাঠাচ্ছি। আশা করি, এটা তোমাদের কাছে আরও উপভোগ্য হবে। পরেরবার একটু বদলানোর চিন্তা করছি। ঠিক করেছি, তখন একটা মোরগ পাঠাবো। বাড়ির ঘোড়ারগাড়ির ঘরটার চাল এবার দুর্ভাগ্যক্রমে ঝড়ে উড়ে গেছে এক রাতে। চালটা গিয়ে পড়ে গাছের ওপর। এবারে ফসল যা হয়েছে তা খুব ভালো বলা যাবেনা। কবে আমি তোমাদের দেখতে যেতে পারবো আমি জানি না। বাড়ি ছাড়ার কতো ঝামেলা। আর আমি তো একা মানুষ, বুঝতেই তুই পারিস, মা এমা!

চিঠির এখানটায় কয়েকলাইন জায়গা খালি। মনে হচ্ছে, বৃদ্ধ যেন এখানে একটু স্বপ্নচারণ করার জন্যে কলমটাকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিয়েছেন। তারপর আবার– – –

আর আমার খবর যদি বলো, তাহ'লে বলব কেটে যাচ্ছে একরকম। তবে এই সেদিন ভেতোতের মেলায় একটা রাখালছেলে খোঁজার জন্যে গিয়েছিলাম। ওখানে কিছুটা ঠাণ্ডা লেগেছে। আগের রাখালছেলেটাকে বিদেয় করে দিয়েছি। দারুণ মিথ্যেবাদী আর চোর হয়ে উঠেছিল সে।

এই শীতে তোমাদের ওদিকে যাচ্ছিল এমন একজন ফেরিওয়ালার সাথে দেখা হয়েছিল আমার। ও তার একটা নড়া দাঁত তোলার জন্য নাকি ডাক্তার চার্লস বোভারীর কাছে গিয়েছিল। ও বললো, ডাক্তার সাহেব দারুণ কর্মব্যস্ত লোক। আমি অবশ্য অবাক হই নি। ও ওর দাঁত আমায় দেখাল। আমরা একসাথে বসে কফিও খেলাম। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ও তোমায় দেখেছে কি না। ও জানাল, না, দেখা হয় নি। তবে ও তোমাদের

আস্তাবলে দু'টো ঘোড়া দেখেছে! তাহ'লে নিশ্চয়ই চার্লসের পসার বেশ জমে উঠেছে। বেশ বাছা, এসব তো বেশ সুলক্ষণ! ঈশ্বর তোমাদের সকল সুখ-শান্তি দিন।

এদিকে, আমার ছোট্ট নাতনি বার্থা বোভারী কেমন আছে, কী করছে তার খবর পাই না। বড়ো খারাপ লাগে। আমাদের বাগানে ঠিক তোমার শোবার ঘরের নীচে একটা কুল গাছ লাগিয়েছি, ওটার ফল কাউকে ধরতে নিষেধ করে দিয়েছি। ওটায় যখন ফল ধরবে তখন ছোট্ট বার্থার জন্যে ফলগুলি দিয়ে জ্যাম বানিয়ে দেব আমি। ও যখন এখানে প্রথম আসবে তখন ওকে দেবার জন্যে ওটা কাবার্ডে রাখা থাকবে।

তোমাদের অশেষ কল্যাণ কামনায়,
তোমার বাবা,
থিয়োডোর রলত্

কয়েক মিনিট মোটা কাগজে লেখা বাবার চিঠিটা হাতে ধরে থাকে এমা। গোটা কাগজ ভরে আছে বানান ভুলে। লেখার পর কালি শুকনো হয়েছে কাঠকয়লা দিয়ে। এটা বোঝা যায়, কেননা, চিঠিটা ও যখন দু'আঙুলের ফাঁকে তুলে নেয় তখুনি চিঠির পাতা থেকে ঐ কাঠকয়লার কিছু কালো মিহি গুঁড়ো ওর জামায় এসে পড়ে। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই ওর মনে পড়ে যায়, ওর বাবা চুলো থেকে কয়লা তোলার জন্যে চিমটে হাতে চুলোর কাছে যেন বাঁকা হয়ে আছেন। আজ কতোকাল হয়ে গেল সে ওখান থেকে চলে এসেছে! কতোকাল ও ওর বাবার সঙ্গ ছেড়েছে। ও বসে থাকতো মিনি চিমনিটার কোনায় একটা টুলে। আর ওখানে বসেই সে সামুদ্রিক খাগড়ার লম্বা একটা শুকনো ডাঁটায় চুলো থেকে আগুন ধরাতো। আর তারপর ওটা লকলক করে জ্বলে উঠে ওর একটা বেশ গাঁট ফাটার আওয়াজ চিমনিটাকে সরগরম করে তুলতো। দারুণ মজা পেতো সে। গরমের দিনের বিকেল বেলাগুলির কথাও মনে পড়ে। ওসব বিকেল ছিল সোনা রোদে ঝিকিমিকি মিষ্টি বিকেল। ঘোড়ার বাচ্চাগুলির কাছে গেলেই চিহি চিহি জুড়ে লাফাতে শুরু করে দিতো। জোড়া পা তুলে সে কী লাফানি! ওর জানালার নীচে ছিল একটা মৌচাক। চাকের মৌমাছিগুলি ঘুরতে ঘুরতে উড়তো ও আলোয় বাইরে ওর জানালার কাছে এসে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যেতো সোনালী ছোট ছোট বলের মতো। কতো সুখের ছিল ঐ দিনগুলি! কতো স্বাধীন, কতো উদ্দাম, কতো আশায় ভরা, কতো কল্পনায় রঙে রাঙা ছিল ঐসব দিনগুলি। এখন সেগুলি কোথায়! কোথায়! ওর হৃদয়ের অভিযাত্রায় একের পর এক দৃশ্যপটে ছেলেবেলা, কিশোরী-কৈশোর, বালিকাবেলা, বিয়ে, প্রণয়—সময়ের বালুবেলায় গড়িয়ে গেছে, ও পেছনে ফেলে এসেছে জীবনপথের সেই মুসাফিরের মতো যে তার পথের পাশের সরাইখানায় জীবনের ধন কিছু না কিছু ফেলে যায়।

কিন্তু কে বা কী তাকে অসুখী করে তুলছে? কী সে সর্বগ্রাসী ঝড় যা তাকে আগাগোড়া ভিন্ন মানুষ করে তুলেছে? সে তার মাথাটা তুলে চারদিকে তাকায়। যেন মনে হয়, কী তাকে এ যাতনায় কষ্ট দেয় তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

এপ্রিলের উজ্জ্বল রোদের আলো পড়েছে শেলফের চীনেমাটির পাত্রের ওপর। ঝলমল করছে। আগুন জ্বলছে ফায়ারপ্লেসে উজ্জ্বল শিখায়। পায়ের চপ্পলের নীচে কার্পেটের

পেলবতা ও অনুভব করে।

আলোয় ভরা দিন। বাতাসে উষ্ণতার আমেজ। ও শুনতে পায় ওর বাচ্চাটি খিলখিল করে হাসছে। লনে ঘাস কাটা হচ্ছিল। মেয়েটা সেই ঘাসের ওপর আনন্দে লুটোপুটি খাচ্ছে। একটা ঘাসের আঁটির ওপর উপুড় হয়ে হুমড়ি খেয়ে আছে। আর নার্স ওর ফ্রক ধরে টেনে রেখেছে। 'ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো'—এমা বলতে বলতেই এগিয়ে গিয়ে ওকে বুকে তুলে নেয়। "আম্মু তোমায় আমি কতো ভালোবাসি, সোনামণি আমার, তোমায় আমি এতো ভালোবাসি।"

এরপর ওর কানটায় একটু ময়লা লক্ষ্য করে এমা ত্রস্তব্যস্ত হয়ে ছুটে যায় কিছু গরম পানির জোগাড়ে। তারপর ওর কানের কাছটা ভালো করে ধুয়ে পরিস্কার করে দেয়। পরিস্কার কাপড়-চোপড় পরায়। জুতো-মোজা বদলে দেয়, যেন এতদিন সে এখানে ছিল না, এইমাত্র কোত্থেকে বাড়িতে পৌঁছেছে। বাচ্চাটার স্বাস্থ্যের হাজারো ভালো-মন্দের খবর নেয়। আর শেষে চুমু খেয়ে, কিছুটা চোখের পানি ফেলে নার্সের কাছে বার্থাকে ফিরিয়ে দেয়। নার্স হতভম্ব! সে এমার স্নেহ-ভালোবাসার এই অপ্রত্যাশিত উচ্ছ্বাসের কোনও কারণ খুঁজে পায় না।

ঐ রাতে রোদোলফির কাছে এমাকে বেশ গম্ভীর মনে হয়।

"মেঘ জমেছে? আচ্ছা, ও একসময় কেটে যাবে" মনে মনে ভাবে রোদোলফি। "ওটা তো ওর একটা ছোটোখাটো অভিনয়।"

এরপর ও পরপর তিনবার কথা দিয়েও অভিসারে বাগানে আসার কথা রাখলো না। শেষে যে রাতে সে এলো, দেখা গেল, এমার মেজাজ অত্যন্ত শীতল, প্রায় নিস্ক্রিয়।

'যৌবন মৌ ঝরে যায়, পিয়ারী, ভোগ যদি না করি দুজনায়, লাভ হবে কার?' রোদোলফি ওর দুর্দশার দিকে ঘন ঘন চোখের পানি রুমালে মোছার দৃশ্য না দেখার ছল করে।

এমার অনুশোচনা হয়। তাইতো! সে কেন চার্লসকে ভালোবাসতে পারে না? সে যদি ওকে ভালোবাসতে পারতো তাতে কি আরও ভালো থাকতে পারতো না? কিন্তু ওর যে মনোভাবের পরিবর্তন হবে তার কোনও বড়রকমের সুযোগ তো চার্লস নিজেই তৈরি করে নি। তাছাড়া এমা ঠিক বুঝতেও পারছিল না, যে তাগিদে ও এরকমটা ভাবছে সেটাকে সে নিজে বাস্তবায়িত করবে কিনা। এমনি এক সময়ে কেমিস্ট মঁসিয়ে হোমা আসে একটা সম্ভাবনা নিয়ে।

॥ ১১ ॥

মঁসিয়ে হোমা কিছুদিন ধরে কুশ-পা চিকিৎসার একটা আধুনিক পদ্ধতির প্রশংসামূলক লেখা পড়ছে। 'প্রগতিবাদী পুরুষ' হিসেবে ওর মাথায় একথাটা ঢোকে যে, এধরনের রোগের একটা অস্ত্রোপচারের সুযোগ নিয়ে য়োঁভিলের লোকজন কতো আধুনিক সেটা দেখানোর একটা চমৎকার জিনিস হবে।

কথাটা সে পাড়ে মাদাম বোভারীর কাছে। 'ভাবুন তো এতে ঝুঁকি কোথায়'? বলে মঁসিয়ে নিজের আঙুল দিয়ে ছুরি চালানোর ভঙ্গি করে এ ধরণের অস্ত্রোপাচারের কতো যে সুবিধে সেটার একটা মহড়া দেবার চেষ্টা করে। এতে সাফল্য প্রায় সুনিশ্চিত। এতে রোগীর স্বাস্থ্য

ও চেহারার উন্নতি হবে। আর যিনি এই অস্ত্রোপ্রচার করবেন তারও সুখ্যাতি ছড়াবে দারুণ। আর ঠিক এইজন্যেই তো আপনার স্বামীর উচিত হোটেল 'গোল্ডেন লায়ন'-এর গরীব কোচোয়ান হিপ্লোলাইটের কুশ-পা অস্ত্রোপ্রচারের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেওয়া। এতে বেশ একটি সুবিধেও আছে। কেননা, হিপ্লোলাইট তো বিভিন্ন সওয়ারীকে আনা-নেওয়া করে। ওদের প্রত্যেকের কাছে সে তার এ চিকিৎসার কাহিনী বলবে। আর তারপরে নিজের চারদিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে গলাটা একটু খাদে নামিয়ে বলে, এ নিয়ে কাগজে যদি আমি ছোট্ট একটা লেখা পাঠাই, তাতেই বা ঠেকায় কে? এ ধরণের নিবন্ধ গোটা দুনিয়া জুড়েই লোকে পড়ে। পড়ে, এনিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। কথাটা ছড়াতেই থাকে। প্রচার হতেই থাকে। ওর আর শেষ হয় না।

আসলে চার্লস বোভারী এতে সফল হলেও হতে পারে। ওযে একজন দক্ষ চিকিৎসক নয়, এমন প্রমাণতো এমার জানা ছিল না। কাজেই সে যদি ওকে এব্যাপারে রাজি হওয়ায় জন্যে প্রভাব বিস্তার করে তাহ'লে ব্যাপারটা কি চমৎকার হতে পারে! ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও এমার জন্যে লোভনীয়। এতে পেশাদারী যশ-খ্যাতি যেমন আসবে তেমনি এর আর্থিক পুরস্কারের দিকও তো রয়েছে। বস্তুতঃ ওর বড়ো ইচ্ছে, কেবল জলো ভালোবাসার চেয়ে কিছু নিখাদ, নিরেট জিনিস ওর হাতের মুঠোয় আসুক।

চার্লস এমা ও বিশেষ করে, কেমিস্টের খোশামোদ-তোষামোদের পাল্লায় পড়ে অবশেষে ওতে সম্মতি দেয়। সে রুয়েঁতে ডাঃ দুভালের এবিষয়ে লেখা বই আনার জন্যে লোক পাঠায়। তারপর প্রতিদিন অশেষ ধৈর্য ধরে ওটা দু'বেলা যখনই সুযোগ পায় পড়তে থাকে। সন্ধ্যেবেলায় ডুবে থাকে পড়ায়। ওদিকে, মঁসিয়ে হোমা হোটেলের ঐ কোচোয়ানকে অস্ত্রোপ্রচারে রাজি করানোর জন্যে তার ভাঁড়ারে যত কলাকৌশল আছে সবগুলি এক এক করে প্রয়োগ করে। বোঝায়।

"আরে ব্যথা-যন্ত্রণা বলতে গেলে তুমি টেরই পাবে না। এটা অনেকটা চিমটি কাটা বা আঁচড় কাটার মতো ব্যাপার, ভুট্টার দানা ছাড়াতেও এরচেয়ে বেশি কষ্ট। সামান্য একটু কাটাকাটি। ব্যাস"।। হিপ্লোলাইট চিন্তা-ভাবনা করে। ওর ভাবলেশহীন চোখের মণি ঘুরতে থাকে।

"তবে", কেমিস্ট বয়ান করেই চলে, "এতে আমরা কোনও স্বার্থ নেই, আছে? বলো? আমি শুধু তোমার ভালোর দিকটা চেয়েই বলেছি, সামান্য সাদামাটা মানবতার খাতিরে, আমার কি! তবে আমি যা চাই তা হচ্ছে, তুমি এই কুশ-পা থেকে ভালো, সুস্থ্য হয়ে ওঠো। কারণ এতে তোমার কাজের অনেক বড় সুবিধে হবে"।

হোমা আরও ওকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, অস্ত্রোপ্রচারের পর সে আরও ভালো করে কাজ করতে, আরও কর্মক্ষম হয়ে উঠবে। হোমা এমন আভাসও দিতে ছাড়ে না, যে ওর পর মেয়েদের চোখেও ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। শুনে কোচোয়ান ছেলেটা বোকার মতো হাসে। হোমার ফাঁদে পড়ে শেষপর্যন্ত।

"আরে একটা পুরুষ মানুষ বটে তো তুমি? ধরো যদি তুমি সেনাবাহিনীর চাকরি করতে আর রণাঙ্গনে লড়তে হতো? কি হতো বলতে পারো হিপ্লোলাইট?" মঁসিয়ে হোমা চলে যায়। ভয়ানক অবাক হয়েছে কেমিস্ট হিপ্লোলাইটের বোকামিতে। কারণ, কোচয়ানের মতো এধরণের গোঁয়ার, অন্ধ আর দ্বিতীয়টি সে দেখে নি। কেউ কি বিজ্ঞানের এই অসামান্য

সেবা নিতে অস্বীকার করে? না করা উচিত?

অবশ্য শেষে কোচোয়ান বেচারা সবার ওকালতি আর জোর সুপারিশের কাছে নিজের ভাগ্য সঁপে দেয়। তার চারপাশের সবাই যেন তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত। এমনকি, যে বিনের মতো ব্যক্তি কখনও অন্য কারও ব্যাপারে নাক গলায় নি সেও ওকে অনুরোধ জানায়। উপরোধের ঢেঁকি তাকে গিলতে হয় হোটেলকর্ত্রী মাদাম লা ফ্রাঁসোয়া ও মেয়র তুভাশের। ওরা ওকে অনুনয়-বিনয় থেকে শুরু করে উপদেশ-পরামর্শ-নির্দেশ কোনও কিছুই দিতে ছাড়ে না। ওকে এও পর্যন্ত বলে, এমন সুযোগটাও সে নিল না, ওর লজ্জা হওয়া উচিত। কিন্তু অবশেষে যে জিনিসটি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করলো তা হচ্ছে টাকা। মানে, ওকে বলা হলো, ওর এই অস্ত্রোপ্রচারের জন্য কোনও টাকা খরচ করতে হবে না। এমনকি, ডাক্তার বোভারী প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি নিজেই অস্ত্রোপ্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করবেন। এধারণাটা অবশ্য এমাই দেয় চার্লসকে। চার্লস নিজের স্ত্রীকে একজন হৃদয়বতী দেবী হিসেবে মনে করতে থাকে তার এই অপূর্ব হৃদয়বত্তায়। চার্লস এমার প্রস্তাব সানন্দে মেনে নেয়।

আর তাই কেমিস্ট সাহেবের পরামর্শে বলীয়ান হয়ে, তিন-তিনবার চেষ্টাবার পর ছুতোর ও একজন তালামিস্ত্রির সাহায্যে চার্লস একধরণের বাকসজাতীয় জিনিস তৈরি করে। ওজন আট পাউণ্ডের মতো। আর এতে কাঠ, লোহা, চামড়া স্ক্রু সবকিছুরই সমাবেশ ঘটানো হয়।

তবে হিপ্পোলাইটের পায়ের কোন রগটা কাটতে হবে সেটা স্থির করার জন্যে নির্ণয় করা দরকার হয়ে পড়ে আসলে রোগী ঠিক কোনধরণের কুশ-পা রোগে ভুগছে। আর তাই বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল, ওর পায়ের *আকিলিস* রগটাই কাটতে হবে। তবে ওর পরে আরও একটা অস্ত্রোপাচার দরকার হবে। কিন্তু ডাক্তার দুটো অপারেশন যুগপৎ করার ঝুঁকি নিলেন না। কারণ, চার্লসের ভয় হলো, একে তো ব্যাপারটা কিছুটা হাতুড়ে ডাক্তারি বটেই। তারপরে, একসঙ্গে সব অপারেশন করতে গেলে রোগীর হয়তো অত্যন্ত নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের বড়োরকমের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সবচেয়ে বড়ো কথা, এ ধরণের শল্যচিকিৎসার সাথে তার হাতে-কলমে পরিচয় বা অভিজ্ঞতা ছিল না। আর তাই ডাক্তার চার্লস বোভারী রোগীর হবে কি, নিজেই চাপা উত্তেজনা-আতঙ্কে রইল। অস্ত্রোপ্রচারের ছুরি যখন তার হাতে উঠলো তার হাত কাঁপা শুরু হয়ে গেল। আর সে অস্ত্রোপ্রচারের আয়োজন কি! গোটা হাসপাতালের মতো এক এলাহি কাণ্ড-কারখানাই বলা যায়। সাইড-টেবিলে থরে থরে সাজানো রয়েছে গজ, ব্যাণ্ডেজ মোমলাগানো রেশমী সুতো—বলতে গেলে কেমিস্টের দোকানে যা কিছু পাওয়া যায় তার একটা রীতিমতো ছোট্ট পাহাড়। মঁসিয়ে হোমা সেই সকাল থেকে এসবের আয়োজনে মহা ব্যতিব্যস্ত। আর বলাবাহুল্য, এটা করাও হয়েছে যেসব লোক জড়ো হয়েছে ব্যাপারটা দেখার জন্যে তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে। আর মঁসিয়ে হোমার আত্মপ্রসাদ বাড়াতে। চার্লস ছুরি দিয়ে হিপ্পোলাইটের পায়ের সংশ্লিষ্ট জায়গাটা কাটে। রীতিমতো ফড়ফড় করে শব্দ হয় একটা। হ্যাঁ, রগটা কাটা হয়েছে! অস্ত্রোপ্রচার হয়ে গেছে। চিন্তা নেই। হিপ্পোলাইট ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতেই পারে না, ওর কি হয়ে গেল। কোচোয়ানটা বোভারীর হাতে মাথাটা নুইয়ে চুম্বন করে, পরম শ্রদ্ধায়।

"আরে, আরে এইতো, খুব হয়েছে, রাখো এখন ওসব, পরে ওনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনেক সুযোগ পাবে এখন থাক," বলে কেমিস্ট। আর তারপর মঁসিয়ে ত্রস্তব্যস্ত পা চালান বাইরের দিকে। ওখানে অস্ত্রোপ্রচার নিয়ে কৌতূহলী কয়েকজন লোক ঘোরা-ফেরা করছিল ওদের কৌতূহল মেটাতে। ঐ লোকগুলি তো মনে করছিল, এই বুঝি হিপ্পোলাইট এখুনি ওদের কাছে সোজা হেঁটে চলে আসে! ঐ সময় চার্লস রোগীর পা তার নিজের তৈরী সেই বাক্‌সের মতো যান্ত্রিক ক্রেডলে বকলেস দিয়ে বেঁধে রেখে নিজ বাড়িতে চলে যায়। এমা দরজায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছে চার্লসের। চার্লস আসতেই ও তার গলা দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যায়। তারপর একসাথে ডিনারে বসে। অনেকটাই খেয়ে ফেলে আজ চার্লস। পরে এককাপ কফিও চায় যা সাধারণতঃ রোববারের বিলাসিতা হিসেবে ঐ শুধু একটা দিনই পান করে থাকে। লোকজন থাকলে।

সন্ধ্যেটা ওদের মনোরমভাবেই কেটে যায়। ওরা ওদের আসন্ন যশ খ্যাতি আর বিত্তের আলোচনা করে। আসছে দিনগুলিতে কী করে ওদের ঘর-সংসার আরো সুন্দর করে সাজাবে সেই জল্পনা-কল্পনায় মুগ্ধ হয়। ডাঃ চার্লস বিরাট খ্যাতির অধিকারী হয়েছে, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্য আছে আর ওর স্ত্রীর ভালোবাসায় কোনও সময়েই ভাটা পড়ে নি—এসব কল্পনা করতে থাকে ডাঃ বোভারী। আর এই ধরনের নতুন আশাবাদী পরিবেশ, নতুন ও আরও ভালো অনুভূতিতে এমাও খুশি হয়। খুশি হয়ে এও সে নিজের মাঝে আবিস্কার করে যে, ঐ বেচারা যে তাকে এতো ভালোবাসে তারজন্যে সেদিন অবশেষে কিছুটা অন্তরের টান অনুভব করছে। ক্ষনেকের জন্যে রোদোলফির কথা ওর মনে উদয় হয়, তবে ক্ষণিকেই তা মিলিয়ে যায়। কিন্তু তারপর ও আবার চার্লসের দিকে তাকিয়ে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করে ওর দাঁতগুলি এখন যেন অনেকখানি সুন্দর, ঝকঝক করছে!

কিছু সময় ওরা শয্যাসঙ্গী হয়। আর তারপর ফিলিসিতির আকার-ইঙ্গিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও মঁসিয়ে হোমা যেন চারদিকে কাঁপিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। ওর হাতে একটা কাগজ। ওটা আসলে একটা লেখা, সে নিজে লিখেছে। এটা হচ্ছে খবরের কাগজের জন্য সেই রিপোর্ট যা ও বুয়েঁর পত্রিকায় পাঠাবার পরিকল্পনা করেছে। ও সেটা বাড়িয়ে দেয় ওদের দিকে পড়ার জন্যে।

'আপনিই পড়ুন' বোভারীর মুখ থেকে কথাটা ভালো করে না বেরুতেই হোমার পাঠ শুরু হয়ে যায়ঃ

'গোটা ইউরোপের মুখমণ্ডলে জটিল বেড়াজালের মত যেসব কুসংস্কার এখনও ছড়িয়ে আছে তার সকল অন্তরায় সত্ত্বেও ঐ কুসংস্কারের নিকষ আঁধার ভেঙ্গে অন্ততঃ আমাদের এই প্রত্যন্ত গাঁয়ে আলো পড়তে শুরু করেছে। এই ধরুন না গত মঙ্গলবারের কথা! এদিন য়োঁভিলের ঐতিহাসিক ছোট্ট জনপদে যে দৃশ্যের অবতারণা ঘটে গেল তা কেবল শল্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষামাত্র নয়, বরং ওটা ছিল এক মহিমময় দানের মহানুভবতাও বটে। আর এর নায়ক মঁসিয়ে বোভারী, আমাদের এ অঞ্চলের অন্যতম সেরা, প্রথিতযশা চিকিৎসক...'।

"না, না, দেখুন মঁসিয়ে হোমা, আসলেই একটু বেশি বাড়িয়ে বলা হ'লো না! চার্লস বলে। কিন্তু ও আসলে এত ভাবাক্রান্ত যে আর কথাই যোগালো না ওর মুখে।

"হা ঈশ্বর, আপনি বলছেন কি? আমি তো এক বিন্দুবিসর্গ বাড়িয়ে বলি নি" "তিনি

কুশ-পা সারানোর জন্যে এক অস্ত্রোপ্রচার করেন... 'দেখুন আমি এখানটায় বিজ্ঞানের বা ডাক্তারি ভাষা ব্যবহার করি নি, কেননা, আপনি তো জানেন, খবরের কাগজ পড়ে সাধারণ ও নানাধরণের মানুষ...বেশিরভাগ লোকই তাতে ব্যাপারটা বুঝতে পারতো না...

'ঠিক আছে। পড়ুন না', বোভারী উৎসাহ দেয়।

"তাহ'লে পড়ি, 'মঁসিয়ে বোভারী হচ্ছেন আমাদের সেরা চিকিৎসকদের একজন। য়োঁভিলের হোটেল 'গোল্ডেন লায়ন'-এর কোচোয়ান ছেলে ২৫ বছরের তরুণ হিপ্পোলাইট ততাঁয়ের কুশ-পায়ে অপারেশন করেছেন। অস্ত্রোপ্রচারমূলক শল্যচিকিৎসাবিজ্ঞানে এই নতুন অনন্যসাধারণ ব্যতিক্রম ও যে ব্যাপক শ্রদ্ধাবিজড়িত, বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে এই রোগীকে বর্তমানে দেখা হচ্ছে তারই সুবাদে লোকের ঢল নেমেছে ওখানে। বস্তুতঃ কর্তৃপক্ষ ভীড়ের সামাল দিতে হিমসিম খাচ্ছেন। অস্ত্রোপচার প্রায় অলৌকিকভাবেই সফল হয়। চামড়ার ওপর বড়জোর কয়েকফোঁটা ছাড়া কোনও রক্তপাতই ঘটে নি বলা চলে। যেন ওটা ঘটে একথারই ঘোষণায় জানান দিতে যে, গোলমেলে, বেয়াড়া রগটা শল্যবিশারদের নিপুণ দক্ষতার কাছে মাথা নত করেছে। এই কেসটির একটা বিশেষ লক্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, যে, কোনওরকম ব্যথা-যন্ত্রণা হচ্ছে, তার কোনও আভাসই রোগীর কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে, রোগী দ্রুত আরোগ্যলাভের দিকে চলেছে। আর যদি এমনও দেখা যায় যে, আমাদের শহরের পরের গ্রাম তিত্তি'র আনন্দমেলার নাচের আসরে কালকের কুশ-পা হিপ্পোলাইট গান-বাজনার তালে তালে পায়ের তুবড়ি ছুটিয়ে উদ্দাম নাচ নেচে চলেছে তাহ'লেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। ওর এই পরিপূর্ণ নিরাময়ের সম্মান ও মর্যাদা সেক্ষেত্রে বর্তাবে সেইসব অক্লান্ত চিকিৎসক-গবেষক-বিজ্ঞানীর যাঁরা রাত জেগে, তেল পুড়িয়ে তাদের সমাজের আর্তমানুষের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণা মোচনে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁরা সম্মানিত, ওঁরা মহিমান্বিত । তবে সেটা নিয়ে হৈহৈ —রৈরৈ করার সময় এটা নয়। এ কথা বলার সময় এটা নয় যে, 'দ্যাখো, মূঢ় মানুষ ! অন্ধের চোখে আলো ফুটবেই, বধির কানেও কথা যাবে, শুনবে, খঞ্জ ব্যক্তিও বেড়ানোর আনন্দ উপভোগে সক্ষম হবে একদিন। সেদিন সমাগত ! কুসংস্কারের অন্ধকার যুগে যাদুমন্ত্র যে অলৌকিক পারঙ্গমতার প্রতিশ্রুতি দিতো মাত্র, আজকের আধুনিক বিজ্ঞান গোটা মানুষের কাছে তার সাক্ষাৎফল হাতে তুলে দিতে পেরেছে। এই যে অভাবনীয় অস্ত্রোপ্রচার, অভাবনীয় সাফল্য ও নিরাময়ের ঘটনা আমরা এর অগ্রগতির বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে পাঠকদের যথাসময়ে আরও আলোকপাত করার আশা রাখি'।

কিন্তু এত সব কথার খৈ-ফোটা ব্যাপারও বিধবা লা ফ্রাঁসোয়ার চেল্লানো ছাপিয়ে রাখতে পারে না। ও মাত্র পাঁচদিন পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে আতঙ্কে ছুটে আসে।

"জলদি, তাড়াতাড়ি আসুন,....ছেলেটা মরতে বসেছে, হা ঈশ্বর, এখন কি হবে ! আমি যে পাগল হয়ে যাবো !"

চার্লস ঝড়ের গতিতে গিয়ে ঢোকে 'লিয়ঁ দি'ওর' হোটেলে। আর কেমিস্ট মহোদয় ডাক্তারকে খোলা মাথায় এলোমেলো চুলে ওদিকে ছুটতে দেখে বিদ্যুৎবেগে দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ে। অত্যন্ত ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে ওর। ওকে কেমন অসহায় দেখায়। অস্বস্তি বোধ করে। আর যারা হোটেলের ওপর তলায় যাচ্ছে তাদের কাছে জানতে চায় হয়েছেটা কি ?

"আমাদের এমন একটা কৌতূহলোদ্দীপক অস্ত্রোপাচারের কেসটায় বিঘ্ন কি ঘটলো আবার?" হবে কি আবার! যা হবার তাই– হয়েছে! কুশ–পাটা এখন–ওখানে জবাই করা মুরগীর মতো কাতরাচ্ছে, ছটফট করছে, যন্ত্রণায় ভয়ঙ্করভাবে ধনুকের মতো বেঁকে উঠছে। যে বাক্সের মতো আজব চীজটা দিয়ে ওর পা'টা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সেটা রীতিমতো দেয়ালে ঠুকছে। মনে হচ্ছে, দেয়ালটাই কখন না জানি ফুটো হয়ে যায়।

এই অবস্থায় পা'টার অবস্থান যেভাবে আছে সেভাবে রাখার জন্যে যথাসম্ভব সাবধানে পা থেকে ওটা খুলে নেওয়া হলো। আর সঙ্গে সঙ্গে পায়ের ওখানটার বীভৎস এক দৃশ্য দেখা গেল। পা ফুলে ঢোল। একটা যেন তালগোলপাকানো আকারবিহীন মণ্ড। ডাক্তার চার্লসের বিখ্যাত সেই বাক্সটার কল্যাণে তৈরি একটা সরের মতো আবরণে অনেকটা যেন জড়ানো। কিছু আগে হিপ্পোলাইট বলেছিল, ওর খুব যন্ত্রণা হচ্ছে ওখানটায়। কিন্তু লোকজন তখন ওর কথায় কান দেয় নি। এখন দেখা গেল, না সত্যিই ওর এরকম আর্তির একটা কিছু কারণ সত্যিই ঘটেছে। আর তাই ওর পায়ের ওখান থেকে বাক্সোটা কয়েক ঘণ্টা খুলে রাখে। কিন্তু হবে কি! ফুলে ওঠা বা শোথ ভাবটা তাতে একটু কমে যায়। কিন্তু পরে দুই ভদ্রলোকের পরামর্শে বাক্সোটা আবার পরিয়ে দেওয়া হয় একরকম জোরজবরদস্তিক্রমে। পরিশেষে, এভাবে তিনদিন কাটার পর হিপ্পোলাইট কষ্ট আর সহ্য করতে না পারায়, ওরা আবার যন্ত্রটা স্ক্রু খুলে বের করে দেয়। আর এরমধ্যে যা ঘটে গেছে তা দেখে সকলের চক্ষু চড়কগাছ! গোটা পা ফুলে উঠেছে। এখানে–সেখানে নানা জায়গা থেকে রস–পুঁজ ইত্যাদি গড়াচ্ছে। ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে ওঠে। হিপ্পোলাইটের অবস্থা নিস্তেজ হয়ে আসতে দেখে বিধবা লা ফ্রঁসোয়া ওকে রান্নাঘরের পাশের ছোট ঘরটায় সরিয়ে দেয়। কিন্তু তাতে মঁসিয়ে বিনের আবার ঘোর আপত্তি। ফলে ওকে শেষ পর্যন্ত বিলিয়ার্ড রুমে নিয়ে যেতে হয়। ওখানে ও চাদরের ওপর শুয়ে গোঙাতে থাকে। ফ্যাকাশে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ফ্যাল ফ্যাল চোখে শুয়ে থাকে সে। বারবার ওর কপালে ঘাম দেখা দেয়। ময়লা বালিশটায় সে পাশ ফেরে। বালিশটায় ছারপোকার আস্তানা। মাদাম বোভারী ওকে দেখতে আসে। ও ওর পুলটিশের জন্য নরম কাপড় নিয়ে এসেছে। মহিলা কোচোয়ানকে সাহস ও স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করে।

আসলে তখন কোচোয়ান বেচারার গ্যাংগ্রিনটা পায়ের ওপরের দিকে দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছে। আর এই বীভৎস ও বিপজ্জনক অবস্থা দেখে, এমনকি, ডাক্তার বোভারীও বিচলিত হয়ে পড়েন। সে ঘন্টায় ঘন্টায় হিপ্পোলাইটকে দেখতে আসতে থাকে। হিপ্পোলাইট ওর দিকে আতঙ্ক মেশানো চাহনিতে চেয়ে কাঁদে, প্রলাপ বকে।

"কবে আমি আবার ভালো হয়ে উঠবো?...ওরে বাবা কে আছে, আমাকে বাঁচাও! দারুণ খারাপ লাগছে আমার, ভয়ঙ্কর খারাপ লাগছে, ওরে!'

এরপর ডাক্তার একসময় চলে যায়। যাবার আগে ওকে যতোটা সম্ভব কম খাওয়ার পরামর্শ দেয়।

'আরে ওদের কথায় কান দিয়ো না তো, বাছা, বিধবা লা ফ্রঁসোয়া ছেলেটাকে বলে, 'এরমধ্যে শরীরটার ওপর ঢের অত্যাচার হয়েছে, আর না। এখন না খেলে গায়ে যেটুকু বলশক্তি আছে তা–ও হারাবে। এই যে, এটা খেয়ে ফ্যালো তো বাছা!' বিধবা ওকে বেশ চমৎকার, বলকারক যাউ, এক টুকরো গোশ্‌ত, অল্প অল্প করে ব্র্যাণ্ডি খাওয়ায়।

হিপ্পোলাইট দারুণ ভয়ে কোনওমতে ওগুলি খায়।

খবরটা অ্যাবে বুর্ণিজিয়েঁর কাছে যেতে তিনি জানান, তিনি হিপ্পোলাইটকে দেখতে আসবেন। উনি ওর যন্ত্রণাদায়ক অবস্থার জন্যে প্রথমে দুঃখ প্রকাশ করেন। আর তারপরেই কথাটা জুড়লেন, "আসলে ওরতো আনন্দ প্রকাশ করা উচিত এজন্যে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় এরকমটা হয়েছে। তিনি মঙ্গলময়। তারপর হিপ্পোলাইটকে একদিন দেখতে এসে পিতাসুলভ বচনে বললেন, 'তুমি তো ধর্মকর্ম তেমন নিষ্ঠা নিয়ে করো নি। গীর্জার দিকে আমি তো তোমায় পা মাড়াতেই দেখি নি। আমার বিশ্বাস, তুমি ধর্মে অবহেলা করেছো বহুকাল। বুঝি, তুমি চাকার চক্করে থাকো। এ শহর-ও শহর, এমনি করে দুনিয়াদারীর ব্যস্ততায় মেতে থাকা। থাকতে হয়। আর এ অবস্থায় যে তুমি তোমার খোদ আত্মার উদ্ধারের দিকটা অবহেলা করবে, তাতে আর দোষ কি। কিন্তু ওসব আর নয়। তোমাকে এখন ধর্মে মতি আনতে হবে। নিষ্ঠাবান হতে হবে। হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। তুমি এক কাজ করো, এখন থেকে সকাল-সন্ধ্যেয় মেরীর নামে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে, কৃপা চাও। এটা করতো তো আর কোনও খরচ নেই, কথা দাও আমাকে. আমি অন্ততঃ আশ্বস্ত হই।'

বেচারা কোচোয়ান আর কি করে! সেইমত অঙ্গীকার করে। আর যাজক মহোদয়ও কয়েকদিন পর পর আসতে থাকেন। ধর্মই হোক আর ডাক্তার চার্লসই হোক কিছুতেই কিছু হলো না। ওর পায়ের গ্যাংগ্রিনটা মনে হলো একেবারে তলপেটের কাছাকাছি এসে পড়েছে। ওষুধ, পুলটিশ সবই ব্যর্থ হবার পর অবশেষে ডাক্তার চার্লস মাদাম লা ফ্রাঁসোয়ার মরিয়া হয়ে চেষ্টার প্রস্তাবে সায় দেয়। তিনি চার্লসের কাছে বলছিলেন, এ অবস্থায় নিউশাতেলের বিখ্যাত সার্জন মঁসিয়ে চানিভেকে একবার ডেকে পাঠানো ঠিক হবে কি না হিপ্পোলাইটকে দেখতে।

মঁসিয়ে চানিভে একজন এম ডি। ডক্টর অব মেডিসিন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। প্রতিষ্ঠার দিক থেকে প্রায় কেউকেটাগোছের লোক। তাঁর আত্মবিশ্বাস দারুণ। আর তাই তিনি যখন হিপ্পোলাইটের পা-টা খুলে দেখলেন যে মারাত্মক গ্যাংগ্রিনটা হাঁটু পর্যন্ত ছড়িয়েছে আর একটা বীভৎস দৃশ্য সৃষ্টি করেছে তখন তাঁর নিদারুণ বিদ্রূপের হাসি আটকে রাখতে পারলেন না। তিনি সোজা রায় দিলেন পা-টা কেটে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর তারপর তিনি মঁসিয়ে হোমার ওষুধের দোকানে গিয়ে বললেন এমন কাজও কেউ করে! কোন গাধা ও বেচারীর এই হাল করে ছেড়েছে? মঁশিয়ে হোমা তার কোটটা ঝাঁকিয়ে মঁসিয়ে চানিভেকে একটু খাতির দেখাবার চেষ্টা করে। মঁসিয়ে চানিভে তো প্রচণ্ড চিৎকার করে বলেন—

"যত্তোসব প্যারিসিয়ান মাথামোটার দল! রাজধানীর ঐ গোবরগণেশদের কাছ থেকে এর চেয়ে আর বেশি কী আশা করা যায়? এসব ভুতুড়ে রাবিশ অস্ত্রোপ্রচার সরকারের উচিত অবিলম্বে আইন করে বন্ধ করে দেওয়া। কিন্তু প্যারির এই মহামহোপাধ্যায় হাতুড়ে বাবাজিরা তাতে কান দেবেন কেন? এই স্মার্ট বাবুসাহেবের দল টোটকা-ফোটকা শোর তুলে চালাবেন আর একবারও ভাববেন না, কী ক্ষতিটা মানুষের সেজন্যে হয়ে যাচ্ছে! আমরা তো এসব চালাকির ধার ধারি না। অতো জটিল অস্ত্রোপ্রচারের বুদ্ধি আমাদের এতো ছোটমাথায় ধরেও না। বিশেষ করে, যাদের এটা আদৌ দরকার নেই তাদের ওপর

ছুরি চালানোর দিগ্‌গজ মাথাটা আর কারও থাকতে পারে, আমাদের নেই। আর তার ওপর কুশ-পা সারানোর আজগুবি ভাবনা! অসম্ভব। কেউ জন্মেও এমন কথা শুনেছে। ওর চেয়ে কুঁজপিঠ কেউ যদি ইস্ত্রি করে সোজা করার মতলব করে সেটাইও তো বরং ওর চেয়ে ঢের ভালো!"

এসব কথার হুলগুলো যেন তীর হয়ে ঢোকে হোমার কলিজায়। কিন্তু উপায় নেই। অস্বস্তিটা ওকে হজম করতেই হয়। আর একইকারণে ও তাঁর ঠোঁটে তোষামোদে, খোশামোদে হাসিটি ফুটিয়ে রাখে। কেননা, মঁসিয়ে চানিভের সাথে ওর সম্পর্ক রাখতেই হবে। চানিভের রোগীর ব্যবস্থাপত্র য়োঁভিল পর্যন্ত পৌছায়। এখানেও ওর বেশ কিছু রোগী আছে। আর তাই সে ডাঃ বোভারীর পক্ষে একটি কথাও বলে না। আর আসলেও সে কোনওদিনই প্রকৃতপক্ষে ডাঃ বোভারীর অনুকূলে কোনও কথা বলে নি। আর তার নীতিধর্ম! ফুঃ! এক্ষেত্রে হেলায় গড়াগড়ি গেল তার নীতি। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক স্বার্থের যুপকাঠে, এমনকি, তার মর্যাদাবোধকেও কেমিষ্ট বলি দিতে দ্বিধা করলো না।

ডাঃ চানিভের একেবারে উরু থেকে একটা পা কেটে ফেলার অস্ত্রোপচারটাও য়োঁভিলবাসীর জন্য কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। ঐদিন সকাল সকাল সবাই হোটেল গোল্ডেন লায়নে এসে ভীড় করলো। বড় রাস্তাটার ওপরেও লোক জমে গেল। তবে ওটাতে এবার কোনও উৎসবের প্রাণচাঞ্চল্য নেই। ব্যাপারটা অস্বাভাবিকও নয়। বরং সেখানে একটা শোকের আবহাওয়া। যেন ওখানে কারও জবাইয়ের আয়োজন হয়েছে। মুদি দোকানগুলিতে একমাত্র আলোচনার বিষয় হিপ্পোলাইট ও তার পায়ের অবস্থা। লেন-দেন নেই। আর মেয়রপত্নী মাদাম তুভাশ তো সার্জন কখন এসে রোগীর ঘরে ঢুকবে আর তাকে দেখতে পাবে না সেই ভয়ে সেইথেকে ঘরের জানালায় ঠায় দাঁড়িয়েই আছেন।

অবশেষে ঘোড়ার গাড়িটা এলো। মঁসিয়ে হোমাকে দেখতে পেয়ে মঁশিয়ে চানিভে বললেন...

"আরে আপনাকে আমার দরকার, চলুন, চলুন। সবকিছু তৈরি আছে তো?" কিন্তু কেমিস্ট মহোদয় খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। তিনি স্বীকারও করলেন সে কথা। তিনি তাই অস্ত্রোপ্রচারের সময় সেখানে উপস্থিত থাকতে তাঁর অক্ষমতার কথা জানালেন।

"শুধু দর্শক হলে", "কেমিস্ট বলে, নিজের অনুভূতিটা নিজেকেই আচ্ছন্ন করে ফেলে, জানেনই তো আর আমার স্নায়ুর ব্যাপারটা এমন..."

"কি যাচ্ছে-তাই বলছেন", বাধা দিয়ে বলে চানিভে, "আমারতো মনে হয়, আপনার মাঝে সন্যাসরোগের একটা প্রবণতা আছে। এতে আমি অবশ্য মোটেও আশ্চর্য হই নি। আপনারা সব কেমিস্টরা সবসময়েই লেবরেটরীর ঘেরাটোপের মধ্যে ঢুকে থাকেন তো! আর ওটারই আসর পড়ে আপনাদের ওপর শেষ পর্যন্ত। অথচ আমাকে দেখুন। আমি প্রতিদিন ভোর চারটেয় বিছানা থেকে উঠে পড়ি। ঠাণ্ডা পানিতে শেভ করি। আমি কখনও ফ্ল্যানেলের গরম কাপড় পরি না। আমার কখনও সর্দিতে ধরে না। খাওয়া নিয়েও মাথা ঘামাই না। যা সামনে আসে খাই। আর সেজন্য আপনারা যতো সহজে জবুথবু হয়ে পড়েন আমি হই না। আর তাই আমার চেম্বারে একজন সৎ খৃষ্টান মক্কেল আসছে, না আমার ছুরির আগায় একটা মুরগী আসছে তা নিয়ে মোটেও ভাবনায় পড়ি না। আপনি

হয়তো এখন কেটে পড়বেন। কি করবেন, যার যা অভ্যাস।"

আর এই অভিনব সংলাপের পর বেচারা হিপ্পোলাইট যে বিছানায় পড়ে যন্ত্রণায় ঘামছে আর কাতরাচ্ছে তার দিকে দৃকপাতমাত্র না করে এই দুই ভদ্রলোকের মধ্যে যে আলোচনা হলো তার মোদ্দাকথা হলো এই যে, কেমিস্ট মহোদয় একজন অস্ত্রোপচারকারী শল্যবিশারদের শান্ত, স্থিতধীভাবকে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাবাহিনী পরিচালনাকারী একজন জেনারেলের সাথে তুলনা করলেন। আর এ তুলনাটি বলাইবাহুল্য চানিভের কাছে বেশ উপাদেয় হ'ল। তিনি তার পেশার নানাবিষয়ে লম্বা-চওড়া ছোট-খাটো একটা বক্তৃতাই দিয়ে ফেললেন। তিনি আজকের এই অস্ত্রোপচারের ডাককে এক পবিত্র দায়িত্ব বলে অভিহিত করলেন। তিনি আরও এ বিষয়ে যোগ করে বললেন যে, বোভারীর মতো লোকেরা একে অপবিত্র কলঙ্কিত করেছে। এরপর অবশেষে, তিনি হিপ্পোলাইটের কাছে এসে হোমা যে ব্যান্ডেজের স্তূপ হাজির করেছেন সেগুলি পরীক্ষা করলেন। এগুলি আসলে এর আগে ডাঃ বোভারীর অপারেশনেও নিয়ে আসা হয়েছিল ও বেঁচে গিয়েছিল। চানিভে এবার কাউকে রোগীর পা-টা ধরার জন্যে ডাকলেন। পাওয়া গেল লেসতিবুদোয়কে। এরপর ডাঃ চানিভে নিজের জামার আস্তিন গুটিয়ে বিলিয়ার্ডরুমে যেখানে রোগী শুয়ে আছে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। আর কেমিস্ট, আর্তেমিস ও লেডি লা ফ্রাঁসোয়া রইলেন। ওরা ভয়ে, আতঙ্কে সাদা। ওঁরা ঘরের দরজাটায় কান সেঁটে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আর এই গোটা সময়টা চার্লস বোভারী ঘরের ভেতরে হাত-পা গুটিয়ে রইলো। ওর চার দেয়ালের বাইরে আসার সাহস হলো না। চার্লস বসে আছে নীচতলায়। ওখানে তখন আগুনের কোনও ব্যবস্থা নেই। ওর চিবুকটা যেন বুকের নীচে, হাত জোড় করে ধরা। স্থির দৃষ্টিতে সামনে চেয়ে আছে ও। 'কী ভয়ানক বিশ্রী কাণ্ড', ভাবে ও। কিন্তু ও-তো কোনওরকমের সাবধানতা অবলম্বনের বাকি রাখে নি! আসলে এ একধরণের নিয়তি! যদি হিপ্পোলাইট মারা যায়, লোকে বলবে, ডাঃ চার্লস ওকে মেরে ফেলেছে। ওকে এরপরেও রোগী দেখতে যেতে হবে, তখন তো এ নিয়ে কথা উঠবে, জানতে চাইবে, তখন? সম্ভবতঃ সে আসলেই কোথাও ভুল করে ফেলেছে। সে ওটা হয়তো এখন মনে করতে পারছে না। আরও অনেক জাঁদরেল শল্যচিকিৎসকেরও তো এ ধরণের ভুল হয়। কিন্তু একথাটা তো লোকে বিশ্বাস করতে চাইবে না। ওদের চোখে ও হাসি আর করুণার খোরাক হবে। আর ঘটনাটা রটে যাবে, ফোর্জে, এমনকি রুঁয়ে পর্যন্ত। সব জায়গায়। এমনকি, আশেপাশে যেসব ডাক্তার আছে এই সুযোগে তারাও তাকে আক্রমণ করতে ছাড়বে না। হিপ্পোলাইট তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা ঠুকে দিতে পারে। তার চোখের সামনে তার বেইজ্জতি, তার ধ্বংশ, অপ্রতিরোধ্য বিপর্যয়ের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর এসবের দুর্ভাবনার উর্মিমুখর সাগরে ওর নিজেকে মনে হয় একটা ছোট্ট দেশলাইয়ের খোল। দোল খাচ্ছে। ঢেউয়ের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে।

এমা ওর সামনে বসে। সেও নিজেকে অপদস্থ ভাবছে। তবে তার সে ভাবনাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন একদিক থেকে। ও চার্লসের পরাজয়, ব্যর্থতা কিংবা লজ্জার অংশীদার নয়। হবেই বা কেন? এমা আসলে নিজেকে অপদস্থ বোধ করছে তার একান্ত নিজস্ব বিচারের দৃষ্টিকোণ থেকে। চার্লসের মতো একটা অপদার্থ যে আদৌ কোনও কিছু করার সামর্থ্য রাখে

সেটাতে ওর বিশ্বাস করাটাই তো অন্যায় হয়েছে। কেন সে কি বারংবার তার এ ধরণের অপদার্থতার ব্যাপারটা হাড়ে হাড়ে টের পায় নি এর আগেও! তার নির্বুদ্ধিতা ও মোটামাথার পরিচয় তো ও বহুবারই পেয়েছে। চার্লস ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে পায়চারী শুরু করেছে। ওর পায়ের জুতো থেকে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ হয়। "বসে পড়োতো, মাথাটা খারাপ করে দেবে তুমি," চেঁচায় এমা। আর চার্লস সচকিত হয়ে তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে।

কী করে সে (সে তো আর বোকাটি নয়?) এ ধরণের ভুল আবার করতে পারলো? এতদিন, এতকাল ও কী করে ওকে সহ্য করতে পারলো? কী ধরণের বদ্ধ পাগলামিতে তাহলে ওর নিজেকেই পেয়েছিল? কী করে অনবরত নিজেকে বলি দিয়ে ধ্বংস করেছে সে? ওর নিজের সকল বিলাসী প্রবৃত্তির কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায়, ওর আত্মার সকল একাকীত্বের, বিবাহিত ব্যভিচারী জীবনের ও নিজেদের সীমিত সামর্থ্যের। মনের চোখে ভেসে ওঠে তার সকল স্বপ্নসাধ—সব যেন আজ তীর বেঁধা পাখির মতো পাঁকের গভীরে পড়ে গেছে। হুমড়ি খেয়ে। যা কিছু চেয়েছিল তার কিছুই পায় নি সে! যা পেতে পারতো বঞ্চিত হতে হয়েছে তাকে তা থেকে। কেন? কেন? কেন?

য়োভিলের শান্ত পরিবেশ ভেঙ্গে ও জনপদের আকাশ-বাতাস হঠাৎ মথিত হয় এক প্রাণভেদী আর্ত চিৎকারে। আর ওটা কানে যেতেই ডাক্তার বোভারী মরার মতো শিটে, বিবর্ণ হয়ে ওঠে। এমা কিছুটা উদ্বিগ্ন বোধ করে। তবে সে তার নিজের চিন্তায় আবার বিভোর হয়। এ বিড়ম্বনা কার জন্যে, ঐ ওর জন্যে, ঐ অপদার্থটার জন্যে যে কিছুই বোঝে না, যার কোনও অনুভূতি বলে কিছুই নেই! বেঢপ একটা ভাঁড়ের মতো বসে আছে ওখানে। ঠুঁটো জগন্নাথ। যেন কিছুই ঘটে নি। স্বপ্নেও কখনো ভাবি নি, গোটা ঘটনাটা গোটা পৃথিবীর চোখে এত বড়ো মূর্খ, হাঁদার আদলে ফুটে উঠবে। কিন্তু গোদা হাঁদাতো ঐ ওখানে বসে! ওকেই আমি ভালোবাসার কঠিন চেষ্টা করেছি। আরেকটি লোকের সঙ্গে সংসর্গের জন্যে অনুশোচনায় কেঁদেছি।

'আমার মনে হচ্ছে, রোগটা ছিল আসলে *ভালগাস!*' চিন্তিত, নিশ্চুপ চার্লসের মুখ দিয়ে হঠাৎ কথাটা বেরিয়ে যায়। হঠাৎ করে অস্ফুট ও অপ্রত্যাশিত চিৎকার মিশ্রিত শব্দটি এমার মাথায় যেন শীশের বুলেটের মতো পড়ে। সে ভেবে পায় না, ওর অর্থ কী করবে সে! ওরা নীরবে একে অন্যের দিকে চেয়ে বসে থাকে যেন একে অন্যকে দেখে আঁতকে আছে। ওদের দু'জনার চিন্তাধারণার মাঝে বহু যোজনের ব্যবধান। চার্লস ওর দিকে নেশাগ্রস্থের চাহনি নিয়ে চেয়ে থাকে, আর সেইসাথে অনড় স্থাণুর মতো বসে শোনে হিপ্পোলাইটের আর্ত, অমানুষিক চিৎকার, সে চিৎকার মাঝে মাঝে গোঙানির আকারে কখনও প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে, কখনওবা কমে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে দূরে কোথাও কোনও পশুকে জবাই করা হচ্ছে। এমা ওর বিবর্ণ ঠোঁট কামড়ে ধরে। ওর হাতের আঙুলের মাঝে ধরা রয়েছে ভাঙা প্রবালের একটি খণ্ড। ওর চোখ দুটি তীক্ষ্ণ, শাণিত। সরাসরি চার্লসের দিকে চেয়ে আছে। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন চার্লসের দিকে ওর দু'টি গনগনে অক্ষিগোলক। ওর প্রতিটি জিনিষ এমার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওর মুখ, ওর সাজ-পোশাক, ওর না-বলা সব কিছু, ওর শরীর, ওর গোটা অস্তিত্ব ওর মনে জ্বালা ধরায়। সোজা কথায়, ওর আগের সতীত্ব ওর কাছে রীতিমতো একটা দুস্কর্ম, অপরাধ মনে হতে থাকে। আর ওর পরেও যা কিছু নিখাদ অবশিষ্ট ছিল ওর অহমিকার প্রচণ্ড আঘাতে তা চুরমার, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, ও

তার শয়তানী বিজয়িনী ব্যভিচারের ভূমিকায় উল্লসিত হয়ে ওঠে। ওর সে গোপন প্রেমিকের কথা মনে হতে ভাববিহ্বল হয়ে পড়ে আবার। তার গোটা অনুভূতি জুড়ে বসে গোপন ব্যভিচারের সেই মধুচোর যে ঢলের পানির তোড় হয়ে এসে ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ডুবিয়ে দেয় কামনার তাজা জোয়ারে। চার্লস ওর জীবন থেকে চিরবিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চার্লস ওর চোখে এখন মৃত্যুযন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে, ওর চোখের সামনে, অবধারিত অন্তিম যাত্রায়।

বাড়ির পাশের রাস্তায় পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়। চার্লস জানালার পাশ থেকে দেখে। মার্কেটের কোণে ডাঃ চানিভে দাঁড়িয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছেন। কেমিস্ট হোমা তার পেছনে একটা লাল বড় বাক্সো হাতে। ওরা দু'জনেই চলেছে কেমিস্টের দোকানের দিকে।

মনের নাজুক অবস্থার এই সন্ধিক্ষণে চার্লসকে একাকী অসহায়ত্বে পেয়ে বসে। একান্ত আপন কারও সঙ্গপিয়াসে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ও এমার দিকে ঘুরে বলে,

"প্রিয়া আমার, আমাকে একটা চুমো দাও তো'।

"ঢের হয়েছে, আদিখ্যেতা রাখো তো" ভয়ঙ্কর গলায় এমা বলে ওঠে।

"কি হলো বলোতো তোমার? ব্যাপার কি?" অবাক হয়ে চার্লস একই কথার পুনরাবৃত্তি করে।

এমা ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আর দরজাটায় এমন প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দেয় যে ওটার কাঁপুনিতে কাঁচের ব্যারোমিটার তাকের ওপর থেকে মেঝেয় পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। চার্লস বিমূঢ় হয়ে আর্মচেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে। ভাবতেও পারে না, কী অ্যামন হলো ওর। তারপর এমা স্নায়ু রোগাক্রান্ত হয়েছে ভেবে কেঁদেই ফেলে।

ঐ রাতে রোদোলফি যখন বাগানে এসে পৌছালো দেখলো, ওর এমা বাগানের গেটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ও কাছে যেতেই এমা ওর দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে। ওদের অভিমানের বরফ গলে যায় ওদের আলিঙ্গনের উষ্ণতায়।

॥ ১২ ॥

দুই নারী-পুরুষের ভালোবাসার প্রাণভোমরা আবার জীবন পেয়ে জেগে ওঠে। এমনকি, মাঝ দুপুরেও এমা হঠাৎ করেই কাগজ-কলম নিয়ে ওকে চিঠি লেখে। লিখে হাতছানি দিয়ে ইশারা দেয় জাস্টিনকে। ও অ্যাপ্রনটা গায়ে চড়িয়েই চিঠি নিয়ে ছোটে লা হুশে খামারবাড়ি পানে। রোদোলফি চিঠি পেয়ে আসে। সে ওকে বলে, ওর জীবনটা ওর কাছে বোঝা হয়ে উঠেছে। ও তার স্বামীকে সইতে পারছে না। সবকিছু ওর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

"আমি তার কি করবো?" ধৈর্যহারা রোদোলফি জবাব দেয়।

"উহু, তুমি যদি চাও...", এমা ওর দুই হাঁটুর মাঝে মেঝের ওপর এলোচুলে ভাবনায় মগ্ন হয়ে বসে থাকে।

"তুমি কি বলতে চাও?" রোদোলফি জানতে চায়। এমা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে..

"আচ্ছা অন্য কোথাও গিয়ে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি না?...যে কোনও জায়গায়?"

'তুমি কি পাগল হলে?" ও হেসে জবাব দেয়। "এটা অসম্ভব।" ও আবার একই কথায় ঘুরেফিরে আসতে চায়, রোদোলফি শুনেও না শোনার ভান করে। প্রসঙ্গ বদলায়।

আসল কথা হ'লো রোদোলফির প্রতি ওর টান প্রতিদিন স্বামীর প্রতি ওর বিকর্ষণ ও বিতৃষ্ণা যতই বাড়তে থাকে সেই অনুপাতে ততই বেড়ে যায়। যতই সে একজনকে তার সবকিছু উজাড় করে দিতে থাকে ততই আরেকজনের প্রতি তার ঘৃণা বেড়ে যায়। চার্লসকে এত অনাকর্ষণীয় তার এর আগে আর কখনও মনে হয় নি। তার নখগুলো, ময়লা ভোঁতা, আঙুল মোটা, কদাকার, আচরণ এত বিশ্রী রোদোলফির সাথে যোগাযোগ হবার পরে আর কখনও মনে হয় নি। আগের দিনগুলিতে যখন চার্লসের সতীসাধ্বী, কর্তব্যপরায়ণা স্ত্রীর অভিনয় করে যাচ্ছিল, সন্ধ্যাপর্যন্ত তার জীবনে গোপন কোনও কালো ভোমরের আবির্ভাব ঘটেনি যে তার যৌবনসুধা আকণ্ঠ পান করেছে তখন, এমার কল্পনায় চার্লস ছিল সুদর্শন, বাদামী মুখের এক যুবক পুরুষ যার ছিল ঢেউখেলানো কেশসম্ভার, যাকে চমৎকার দেহসৌষ্ঠব, একইসঙ্গে শক্তিমান, অজেয়, অভিজাত ও বলিষ্ঠ মনের অধিকারী বলে মনে হতো। আর তখন সে তার এই স্বামীর জন্যই এত যত্ন করে তার নখগুলো কাটতো, চোখের কাছে অপূর্ব করে তুলতো। ওর জন্যই ওর মুখ কোল্ডক্রিম অকাতরে দিয়ে রাগরঞ্জিত করে রাখতো। রুমালে ছড়িয়ে দিত মদির সুগন্ধি। মর্মর-দুধ-সাধা দেহবল্লরী অলঙ্কৃত করতো নানা গহনায়। যখন ওর ঘরে ফেরার সময় হতো ও দুটি ফুলদানি রক্তগোলাপ দিয়ে ভরে রাখতো বুলবুলের প্রত্যাশায়। ঘর সাজাতো নয়নাভিরাম করে। ও সেজে অপেক্ষা করতো যেন দরবারে রাজকুমারের আগমন অপেক্ষায় রয়েছে তার প্রণয়ী খাস বাঈজী। বাড়ির পরিচারিকা কাপড়কাচা ও ইস্ত্রি করতে করতে গলদঘর্ম হতো। ফিলিসিতি রান্নাঘর ছেড়ে বেরুবার ফুরসৎ পেত না। ওখানে এসে বসে থাকতো জাস্টিন। আর বসে বসে ওকে দেখতো। দেখতো কাজ করতে।

তবে ওর পেছনে জাস্টিনের ঘুরঘুর করার ব্যাপারটায় ফিলিসিতি বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। আঁচল ধরে থাকার মতো জাস্টিনের ভাবসাব ওর ভালো লাগে না। জাস্টিন ওর ছয় বছরের ছোট। ওদিকে বুড়ো ব্যারিস্টার গুইলামির বুড়ো চাকর থিয়োডোরও ওর পিছু নিতে শুরু করেছে।

কী আপদ !

"আরে, জাস্টিন এখন এখান থেকে কেটে পড়তো," ফিলিসিতি মাড়ের পাত্রটা সরাতে সরাতে বলে। "যাও না কেন এখান থেকে। নিজের চরকায় গিয়ে তেল দিতে পারো না। বাদাম কোটার কাজটা গিয়ে করতে কি হয় ! সবসময় দেখছি তুমি মেয়েদের পিছে লেগেই আছ। তা দাঁড়ি-গোঁফতো এখনও গজায় নি, বাবা বাছুর ! এখন যাও, ওগুলো গজানোর পর এসব মতলব করো।"

"ঠিক আছে, তুমি কাজ করো। আর আমি তোমার বেগমসাহেবের জুতোটা পালিশ-পরিস্কার করে দেই ততোক্ষণে !"

এই বলে জাস্টিন এমার জুতোর শেলফ থেকে কাদামাখা জুতোগুলি বের করে। ও জমাট শুকনো কাদায় খোঁচা দিতেই সেগুলি পাউডারের মতো গুঁড়ো হয়ে ঝুরঝুর করে পড়ে। 'দারুণ যে যত্ন নিচ্ছো,' ওর কাজের দিকে নজর ফেলে পাচিকা ফিলিসিতি ফোঁড়ন কাটে। বলি ব্যাপারখানা কি ! আসলে এমার অগুণতি জোড়াজুতো রয়েছে। যখন যেটা খুশি পরে। নষ্ট করে। আবার কেনে। চার্লস এনিয়ে কখনও মুখ খোলে না।

ঠিক একইভাবে এই পুতুলসুন্দরী ৩০০ ফ্রাঁ পকেট কাটার ব্যবস্থা করে দেয় চার্লসের জন্য।

ওটা দিতে হবে হিপ্পোলাইটকে একটা চমৎকার ক্রাচজাতীয় কিছু কেনার জন্যে। ওর কাটা পায়ের একটা সুব্যবস্থা হবে বলে এমা মনে করে। মনে করে, এটা উচিত বৈকি। বেশ দামীই জিনিসটা। হিপ্পোলাইট ওটা পেয়ে পরে। তবে বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে, রেখে ঢেকে। ও কাজ চলার মতো আরেকটা ওরকম কিছু দেবার জন্যে ধরে মাদাম বোভারীকে। ওটার জন্যেও পকেট হালকা হয় বোভারীর। তবে বোভারীর জন্যে হিপ্পোলাইট একটা রীতিমতো দুঃস্বপ্ন। ওর কাঠের পায়ের আওয়াজ দূর থেকে শুনলেই চার্লস অন্য পথ ধরে। ওকে এড়ানোর জন্যে। আর চার্লস আশে-পাশে না থাকায় ব্যবসায়ী ল্যুরো এমার সাথে দেখা করার একটা ঢালাও সুযোগ পেয়ে যায়। ও ওকে প্যারীর সর্বশেষ ফ্যাশান ও অনান্য খবর শোনায়। মেয়েদের সবরকমের বাহারী আর দামী জিনিসের বিবরণ দিয়ে এমাকে লোভাতুর করে তোলে। সবচে' বড় আকর্ষণ, ও এসব জিনিসের জন্য টাকার তাগাদা তেমন একটা দেয় না। এমা বিলাসী মনের পিপাসা মেটানোর জন্যে এটাকে একটা সুযোগ মনে করতে থাকে। যেমন, কিছুদিন আগে ব্রুয়েঁর একটি ছাতার দোকানে এমা অপূর্ব সুন্দর একটা ঘোড়া চালানোর চাবুক দেখেছিল। দেখেই ওর বড় বাসনা হয়েছিল, ওটা রোদোলফিকে উপহার দেবার। ঠোঁট থেকে এমার কথাটা না পড়তেই পরদিন ওটা মঁসিয়ে ল্যুরো এমার টেবিলে এনে হাজির করে।

কিন্তু পরেরদিনই ল্যুরো একটা বিলও নিয়ে আসে। এমার জন্য মাত্র দুশোপঁচাত্তর ফ্রাঁর। এমা মহা অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যায়। লেখার টেবিলের সব দেরাজ হাতড়েও টাকাটা মেটানো যায় না। এরিমধ্যে, লেসতিবুদোয় বাগানের কাজের জন্য দু'সপ্তাহের মজুরী পাবে। ছয়মাসের টাকা বাকি পড়েছে পরিচারিকার বেতন। এছাড়া, খুটিনাটি আরও অনেক খাতেই টাকা ধার রয়ে গেছে। মাদাম বোভারী চাতকের মতো চেয়ে আছে চার্লসের মক্কেলদের কাছ থেকে কখন টাকা এসে পৌছায়। অন্যান্য সময় সময়মতোই আসে। এখন আসছে না।

এবারের মতো কোনওমতে ঘাঘু ব্যবসায়ী ল্যুরোকে বিদেয় করে বটে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মঁসিয়ে ল্যুরো আর ধৈর্য রাখতে পারে না। কারণ তার অসংখ্য দেনা রয়েছে সেগুলি শুধতে হবে তো। আর ওর নিজের টাকাও ব্যবসায় আটকে গেছে। কাজেই টাকা না পেলে সে জিনিস ফেরত চাইতে বাধ্য হবে।

'ঠিক আছে, তাহলে নিয়েই যান ফেরত', বলে এমা।

"আরে—আরে করেন কি, রাগ করলেন নাকি মাদাম, আমি তো একটু রং-তামাশা করছিলামমাত্র, কিযে বলেন, হেঁহেঁ, আমি কি ও কাজ করতে পারি, 'ও বলে। 'তবে ঐ ঘোড়ার চাবুকটার দামতো খুর বেশি, আমিও তো নেহাৎ দায়ে না পড়ে বলি নি। ঠিক আছে,যদি বলতেই হয়, তাহ'লে না হয় যে ছড়িটা ব্যবহার করেছে সেই চার্লসকেই নাহ'য় আমিই বলবো ওটা ফেরত দেবার জন্যে'।

সর্বোনাশ ! ওটা করবেন না,' এমা প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

"আহ, এইতো এবার তোমায় আমি বাগে পেয়েছি, মাদাম", ল্যুরো মনে মনে হাসে। আর টাকা আদায়ের ঠিক কলকাঠির সন্ধান সে পেয়ে গেছে মনে করে বলে, 'ঠিক আছে,

দেখা যাবে 'খন।'

কীভাবে মঁসিয়ে ল্যুরোর মতো আপদটাকে এড়াবে এটা নিয়ে এমা যখন আকাশ-পাতাল ভাবছে সেইসময় কাজের মেয়েটা নীল কাগজের একটা প্যাকেট নিয়ে এসে রাখলো টেবিলে। ওটা পাঠিয়েছেন চার্লসের রোগী মঁসিয়ে দেরোজেরায়। এমা ছোঁ মেরে ওটা তুলে নিয়ে ছিঁড়ে খোলে প্যাকেটটা। বেরিয়ে পড়ে নগদ ১৫ নেপোলিয়নের নোট। ঠিক ল্যুরোর ঐ ছড়ির দামটাই! সিঁড়িতে এ সময় চার্লসের পায়ের শব্দ পাওয়া যেতেই চকিতে টাকাটা দেরাজে ফেলেই ওটা চাবি দিয়ে বন্ধ করে দেয় এমা। তিনদিনের মাথায় মঁসিয়ে ল্যুরো আবার আসে তাগাদায়।

"আমি, মাদাম, একটা ব্যবস্থার কথা বলতে চাই," ও বলে "যে টাকাটার ব্যাপারে চুক্তি হয়েছে সেটা যদি... "

"ঐ যে ওটা এখানে" এমা বলে ১৪ নেপোলিয়ন ওর হাতে ধরিয়ে দেয়।

"এখন ফাঁপা ঢোল বেলুনটা এভাবে টেঁশে যেতে একটু ভ্যাবাচাকাই খেল ঝানু ব্যবসাদার ল্যুরো। কিন্তু মুহূর্তেই ভোল পাল্টে ফেলল ও বিনয়ের অবতার সেজে, বারবার ক্ষমা চেয়ে। আদেশ করুন, বেগম সাহেবা, ও জান দেবে হেলায়, এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুললো। এমা বললো, তার আর দরকার হবে না। ধন্যবাদ। বরং ও যে দশ ফ্রাঁর খুচরো ফিরিয়ে দিয়েছে সেটা নিজের অ্যাপ্রনের পকেটে হাতড়াতে কিছুক্ষণ ভাবে। সে ওটা বাঁচিয়ে পরে খরচ মেটানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

"এখন, এখন তো বুড়ো শকুনটা আর ছড়িটার ব্যাপার ঘাঁটিয়ে তুলতে পারবে না, বাঁচা গেছে।"

শুধু ঘোড়া তাড়ানো ঐ সুন্দর হাতলওয়ালা চাবুকটাই নয়, এমা রোদোলফিকে এরিমধ্যে 'ভালোবাসা অক্ষয় হোক' লেখা চমৎকার একটা মোহর ও সেই বলনাচের ভাইকাউন্টের সিগারকেসের মতো একটা সিগারকেসও উপহার দিয়েছে। কিন্তু এইসব উপহারে রোদোলফি বেশ বিব্রত হয়েছে, কতক ফেরতও দিয়েছে। কিন্তু এমার পীড়াপীড়িতে ও সেগুলি নিতে বাধ্য হয়েছে। রোদোলফির কাছে মনে হয়েছে, এটা এমার বড়ো বাড়াবাড়ি অর একগুঁয়েমি বটে। এমার এধরণের অদ্ভুত খেয়াল অবশ্য ওর স্বভাবেরই একটা অঙ্গ।

'রাত বারোটা বাজলে আমার কথা মনে করো', ও বলে। 'তুমি কিন্তু অবশ্যই আমাকে ভাববে, কেমন?' কিন্তু পরে যখন রোদোলফি ওর কাছে কবুল যায় যে সত্যিই মাঝরাতে ওকে মনে পড়ে নি এমা সেটা শুনে ভয়ানক ক্ষেপে যেতো। অবশ্য, শেষে সবসময়ের মতোই মিটে যেত কতকগুলি গৎবাঁধা প্রণয় সংলাপে।

"আমাকে তুমি ভালোবাসো?"

"বাসি" ওর জবাব আসে, "অবশ্যই বাসি"।

"খু-উ-ব-উ ভালোবাসো?"

"আলবৎ"

"তুমি আর কাউকে কখনও ভালোবেসেছো?"

"তোমার কি মনে হয়, আমি একেবারে নিস্পাপ ফেরেশতা—ফুটি ফুটি ফুলকলি?" ও হাসতে হাসত জবাব দেয়।

আর এতে এমা কেঁদেকেটে একেবারে বুক ভাসিয়ে দেয়। আর ও ওকে আদর-সোহাগ

করে সান্ত্বনা দিয়ে ভোলায়। মজার কথা বলে।

'অথচ দ্যাখো, আমি তোমায় কতো যে ভালোবাসি!' আর আবার বলতে শুরু করে, "আমি তোমায় এতো ভালোবাসি যে তোমায় ছাড়া আমি বাঁচবো না। সময় সময় তোমাকে যখন দেখার ইচ্ছে হয়, তখন প্রচণ্ড ভালোবাসার ঝড় আমার হৃদয় ছিঁড়েকুড়ে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলে। আমি তখন নিজেকে বলি, 'সে এখন কোথায়?' 'মনে হয় সে হয়তো এখন অন্য মেয়ের সাথে কথা বলছে, মেয়েটা ওর চোখে চোখ রেখে হাসছে আর ও সম্মোহিত হয়ে পড়ছে!' কিন্তু না তা হয় না। তুমি কি ওদের ভালোবাসো, বলো? বাসো? তুমি হয়তো আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী মেয়েকে পাবে। কিন্তু কি করে ভালোবাসতে হয় ওদের কেউ আমার চেয়ে ভালো করে জানে না। আমি তোমার ভালোবাসার দাসী। আমি তোমার রক্ষিতা। তুমি আমার হৃদয়ের রাজা। তুমি আমার ভালোবাসার ধন! তুমি কতো সুন্দর! কতো বুদ্ধিমান! কতো শক্তিমান!"

রোদোলফি এ ধরণের কথা হরবোলা এমার কাছ থেকে যখন-তখন শুনতে এতই অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এগুলি শুনে মনে হয়, মেয়েটা আর দু'দশটা মেয়ের মতোই সাধারণ। ওর মধ্যে আলাদা কিছুই নেই। ওর মাঝে যেটুকু নতুনত্ব, যেটুকু অভিনবত্ব ছিল তাও যেন নতুন কাপড় পুরনো হওয়ার মতো দিন দিন উবে যাচ্ছে। আর ওর মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছে সেই আদি-অনাদি একঘেয়ে রিপু। একই খাড়া-বড়ি-থোড়-অনাকর্ষণীয় ফর্মূলায়, একই নিষ্প্রাণ বাচালতায়। প্রণয়-লীলার পাকা জহুরী, শিকারী খেলোয়াড় রোদোলফি। আর তাই বুঝতে পারে না, একই কথার নীচে সবসময় আসলে একই হৃদয়ানুভূতি কাজ করে না। কারণ, সে এ বচনামৃতই শুনেছে বারংবার প্রণয় নিবেদনের আকারে নগরবধূদের ঠোঁটে উচ্চারিত হতে রতিদেবতার অর্ঘ্য-আরতিতে। ওদের সেসব কথায় ওর ভবি ভুলবার নয়। কাঞ্চন দিয়ে কেনা কামিনীর কথা ওর কাছে সওদার বিকিকিনির সংলাপমাত্র মনে হয়। ওগুলি তাই ওর কাছে নামমূল্যেই বিকোয়। পাত্তা দেয় না। এমার কথাকেও। রোদোলফি তাই নিজেকে নিজেই শোনায়, "কোনও বাঁধাধরা বুলি বুলিতে কোনও পরিপূর্ণ হৃদয়ের প্রকাশ ঘটতে পারে, কারও ধ্যান-ধারণা, ব্যথা-বেদনা ব্যক্ত হতে পারে, কারও বাসনার নিখুঁত অভিব্যক্তি হতে পারে স্বপ্নেও কখনও ভেবো না। কল্পনার লেশমাত্র ক'রো না যে, মানুষের কথা কোনও টগবগিয়ে পানি ফোটা কেতলির নাচুনে ডালা নাচিয়ে ভালুকনাচের মনোহারিত্বের উপযোগী একমাত্র সঙ্গীত ছন্দ সৃষ্টি করতে পারে। যদি তাই হতো তাহ'লে মানুষ আকাশের ঐ মিটি মিটি আঁধারের যাত্রী তারার দেশে ভাবনায় হারিয়ে যেতো, আর ওদের কাছ থেকে ব্যথা—বেদনায় কান্না ঝরার অসম্ভব আশায় আশাবাদী, স্বপ্নচারী হতো না।"

একটা মানুষের নিদারুণ একাকীত্বে তার সঙ্কট যা-ই হোক না কেন রোদোলফি অন্ততঃ এই পরিস্থিতিতে একটা নতুন সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে যাকে সে স্বার্থসর্বস্ব ভোগে লাগাতে পারে আর সেটা হচ্ছে, এমার হৃদয়ের নরম, কোমল, পেলব অনুভূতিটাকে তার লিপ্সা চরিতার্থতার কাজে লাগানো। ওর লাজনিষ্ঠার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেলতে হবে। রতির দাসীবৃত্তি করবে সে, ওর পৌরুষভক্তির নিষ্ঠা আছে বলেই। আর তাই ওর দেহ ভোগ করতে গিয়ে রোদোলফি আর কোন আবাহন-স্তুতির ধারই ধারে না। ও ওকে নষ্টা-ভ্রষ্টা করে তোলে। নষ্টামির কবিতা নয়। ভ্রষ্টামির আসঙ্গলিপ্সু জৈব গদ্য করে তোলে ওকে।

ওর সাথে এমার সম্পর্ক এভাবে দেহজ-কামজ সংসর্গের পর্যায়ে দাঁড়ায়। ওর কামজ বাসনার বন্দনাকারী দেবদাসী হয়ে ওঠে এমা। ওর অনুভূতি একধরনের নেশাসক্ত হয়। ওর আত্মা ডুবে যায় মদনারতির মচ্ছবে।

এধরণের ব্যভিচারী অবৈধ রোমাঞ্চে এমার নারীসুলভ মাধুর্যে একটা পরিবর্তন আসে। ওর চাহনিতে কুলটার একটা নিলাজ ভাব ফুটে ওঠে। ওর ভাষাও বণিতার মতো আদিরসাশ্রিত হয়। হয়ে ওঠে। এমনকি, সে প্রকাশ্যে রোদোলফির সঙ্গে সিগারেট মুখে বেড়াতে বেরোতেও একপর্যায়ে কারও তোয়াক্কা করে না। আর ও সেটা অনেকটা ইচ্ছে করেই করে জনমতের প্রতি বুড়ো আঙুল দেখানোর জন্যে। যাদের মাদাম বোভারীর এধরণের আচরণের ব্যাপারে সন্দেহ ছিল তাদেরও আর সন্দেহের লেশমাত্র অবশিষ্ট রইলো না যখন তাকে দেখা গেলো গোল্ডেন লায়ন হোটেলের সেই 'ল্যাজঝোলা' ঘোড়ার গাড়ি থেকে এমন এক ওয়েস্টকোট পরে নামতে যাতে ওর কোমরটা পুরুষদের মতো আঁটে-সাঁটো সরু হয়ে আছে। আর মাদাম বোভারী সিনিয়র তো একবার ছেলের কাছে এসে এমা ও চার্লসের মধ্যে এক ভয়ানক দৃশ্যের মধ্যে পড়ে গেলেন। আর সে কারণে তিনি ভয়ানক অপমানিত বোধ করলেন য়োঁভিলের সম্ভ্রান্ত মহিলা মহলে। তাছাড়া, এমার আরও অনেক জিনিসও সিনিয়র মাদাম বোভারী অনুমোদন করতে পারলেন না। প্রথমতঃ চার্লস তার বউকে নভেল-উপন্যাস পড়া বন্ধ করতে পারে নি। সেই পরামর্শই ওকে দিয়েছিলেন চার্লসের মা। তাছাড়া, এমা যেভাবে চার্লসের গৃহস্থালী চালাচ্ছিল তা-ও চার্লসের মায়ের আদৌ মনঃপুত ছিল না। বাড়িতে যেসব ঘটনা ঘটছিল তা নিয়েও তিনি কিছু কটুকাটব্য করেছিলেন। বিশেষকরে, বাড়ির পরিচারিকা ফিলিসিতির ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে তার সাথে এমার রীতিমতো একটা কথা কাটাকাটিও হয়ে যায়।

এর আগের রাতে সিনিয়র মাদাম বোভারী যখন ঘরের নীচতলার করিডোর দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন ফিলিসিতিকে তিনি একজন পুরুষলোকসহ ধরে ফেলেন। লোকটার বয়স চল্লিশের কোঠায়। লোকটা অবশ্য সিঁড়িতে মহিলার পায়ের আওয়াজ পাওয়ামাত্র পালিয়ে যায়। এ ঘটনা বুঝতে পেরে এমা হাসতে থাকে। কিন্তু ওর শাশুড়ি ভয়ানক ক্ষেপে যায়। তিনি মন্তব্য করেন, নৈতিকতার ব্যাপারে কোনওরকম কাণ্ডজ্ঞান থেকে থাকলে বাড়ির চাকর-বাকরেরাও কি করে সে দিকে নজর রাখা উচিত।

"কোন খোঁয়াড়ে মানুষ হয়েছিলেন আপনি, আমি সেটা জানতে চাই।" ছেলের বৌ এমা এমন চোখ পাকিয়ে তাকে অশোভনভাবে কথা বলে যে, সিনিয়র মাদাম বোভারী তাকে পাল্টা জাবাব দিতে বাধ্য হন যে এমার নিজের এই আচরণ থেকেই বরং উচিত সে কোথায়, কোন গোয়ালে, এসব শিখেছে সেটা স্মরণ করা।

'বেরিয়ে যান এখান থেকে, আমার চোখের সামনে থেকে বেরিয়ে যান বলছি', লাফিয়ে পায়ের ওপর খাড়া হয়ে এমা চিৎকার করে ওঠে।

"এমা! —মা!" চার্লস অবাক হয়ে বলে ওঠে, "কী করছো তোমরা!" ও ঝড় থামানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ওরা দু'জনেই ভয়ঙ্কর উত্তেজিত অবস্থায় ওখান থেকে হন হন করে সরে যায়।

"কী অভদ্র আচরণ, কী গণ্ডচাষারে বাবা।' এমা রাগে পা ঠুকে বলে।

চার্লস মায়ের কাছে ছুটে যায়। মহিলা একাকী বসেছিলেন।

"মেয়েটা বড়ো গোঁয়ার, মাথায় কিছু নেই, কিংবা আমার ধারণা ওর চেয়েও খারাপ কিছু" কোনওমতে বলেন তিনি।

তিনি জানান, এমা তার কাছে এসে তার আচরণের জন্য ক্ষমা না চাইলে তিনি আর এক মুহূর্তও এবাড়ি থাকবেন না। চার্লস একথা শুনে এমার কাছে গিয়ে তাকে মায়ের কাছে এসে মাফ চাইবার জন্যে অনুনয়–বিনয় করে।

'ঠিক আছে, আমি যাবো', এমা অবশেষে বলে।

সে একজন মার্কুইস জমিদার অভিজাতের সবরকমের খানদানী আভিজাত্য নিয়ে তার হাতটা বাড়িয়ে ধরে শাশুড়ির কাছে গেল ও বললো, "আপনার ক্ষমা চাইছি, ম্যাডাম।'

আর তারপর সে তার ঘরে ফিরে গিয়ে বিছানার ওপর হুমড়ি খেয়ে বালিশে মুখ গুঁজে বাচ্চার মতো কাঁদতে থাকে।

এমা ও রোদোলফির মধ্যে এরকম একটা বোঝাপড়া ছিল যে, যদি এমার সংসারে কোনও অঘটন, অশান্তি ঘটে তাহলে এমা তার জানালার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাইরে একটা সাদা কাগজ সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দেবে। রোদোলফি যদি ঘটনাক্রমে য়োঁভিলেই থাকে ও ওটা দেখে তাহ'লে ও দেরি না করে এমাদের বাড়ির পেছনদিকের গলিটায় চলে আসবে। এমা এখন সেইমতো কাগজ জানালার বাইরে ঝুলিয়ে দিল। পৌণে একঘণ্টার মতো অপেক্ষা করার পর এমা দেখলো রোদোলফি বাজারটা ঘুরে এদিকেই আসছে। ওর মনে হ'লো জানালা খুলে ওকে ডাকই দেয়। কিন্তু তখন সে ওর দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। হতাশ হয় ও। বেপরোয়াভাব পেয়ে বসে ওকে।

অবশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির পাশের ফুটপাথে ওর জুতোর আওয়াজ পাওয়া যায়। 'ঐতো, ও নিশ্চয় এসেছে,' ওর মনে হয়। ও সিঁড়ি দিয়ে নেমে আঙিনাটা পার হয়।

আরে ঐতো, ঐ ওখানে বাইরে দাঁড়িয়ে। ও ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে ওর বাহুতে পড়ে।

"আরে শোনো, করো কি ! এই যে , চেয়ে দ্যাখো," রোদোলফির অস্ফুট কণ্ঠস্বর।

"উহ্ কীযে নরকযন্ত্রণায় আছি তুমি যদি জানতে।' এমা কথার তুবড়ি ছোটাতে থাকে। কোনও থামাথামি যেন নেই। একসঙ্গে দুদ্দাড় করে হয়বরল পাকিয়ে সব যেন বলে ফেলতে চায়। বানিয়ে, ফেনিয়ে, যা হয় নি তার রঙ চড়িয়ে, এককথার মধ্যে আরেকটা ঢুকিয়ে এতকিছু কথার কচকচি ওকে উপহার দেয় যে রোদোলফি ওসব কিছুই বুঝতে পারে না।

"থামো, আস্তে, আমার আদরের ডার্লিং, কী হয়েছে একটু বুঝিয়ে বলো, এত ছটফট করলে কি চলবে, ঠাণ্ডা হও, ধৈর্য ধরো !"

"কেন আমি কি গত চার চারটে বছর ধৈর্য ধরি নি, কষ্ট পাই নি ! আমাদের ভালোবাসা স্বর্গের পিতার সামনে তো মহিয়ানই বটে। আর ওরা আমাকে এই ভাবে জ্বালাবে, অত্যাচার করবে। আমি আর অত্যাচার সইতে পারি না। আমকে বাঁচাও"। ও রোদোলফির গলা আঁকড়ে ধরে থাকে। ওর দুটি চোখ পানিতে টলটল করে। আর ঐ পানির নীচে যেন চোখের তারার তীব্র দৃষ্টি আগুনের শিখার মতো জ্বলতে থাকে। ওর সুডৌল, পীনোন্নত বুকটা ঘন ঘন শ্বাস–প্রশ্বাসে ওঠানামা করতে থাকে। রোদোলফির মনে হয়, আর কখনও এখনকার মতো ওকে এতো করে ভালোবাসতে ইচ্ছে হয় নি ওর। আর তাই মেয়েদের মনের ঝানু সমঝদার রোদোলফি বুঝি তখনকার মতো বুদ্ধি হারায়, বলেই

ফেলে—

"তা আমায় কি করতে হবে, বলো? কি চাও তুমি?"

"আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাও। নিয়ে যাও।" সে চিৎকার করে বলে এখান থেকে আমাকে নিয়ে চলো বলছি ... , তোমার পায়ে পড়ি।"

ও তার মুখের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যেন ওমুখ থেকে 'হ্যাঁ' কথাটা বেরোবার আগেই লুফে নেবার জন্যে চুম্বন এঁকে দেয়।

"কিন্তু, কিন্তু ... " রোদোলফি বলতে যায়।

"বলো?"

"তোমার বাচ্চাটার কি হবে?"

দু'এক মিনিট এমা ভাবে। তারপরেই বলে ওঠে, "ওকেও আমরা নিয়ে যাবো। আর ওটাই করতে হবে।"

"বলে কি মেয়েমানুষটা?" ও মনে মনে বলে আর দেখে এমা বাগানের ভেতর ঢুকে পড়েছে। কে যেন ওকে ডাকাডাকি করছে।

সিনিয়র মাদাম বোভারী এমার বাড়িতে অপ্রীতিকর এ ঘটনা ঘটে যাবার পরও দু'একদিন ছিলেন। তিনি এই শেষ দু'এক দিনে এক অভাবনীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন তার পুত্রবধূর মধ্যে। অবাক হলেনও তিনি। বস্তুতঃ এমাকে দেখা গেল বেশ অনুগত হয়ে উঠেছে তাঁর। এমনকি, মেয়েটা তাঁর কাছ থেকে রান্নার দু'একটা পদ্ধতিও জানতে চাইল।

ওকি আসলে ছেলে-মা দু'জনের চোখে ধুলো দিতে চাইছে, আরও সাবলীল, সহজ ছলনায়? না বরং বলা চলবে ওর ওটা আত্মপীড়নেরই একধরনের রিপুর হলাহল পান? কেননা, আর ক'দিন পরেই তো চিরকালের মতো ও অমৃতের অজানা দেশে চলে যাচ্ছে! আসলে, ও ওদের বিন্দুবিসর্গ নিয়েও মাথা ঘামায় না। তার আসন্ন সুখের আগাম কল্পনার আমেজে-নেশায় বিভোর। আশেপাশের কিছুই তার কোনও চিত্তবিকার ঘটাতে পারে না।

রোদোলফির সাথে এটা তার চিরস্থায়ী আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। দেখা হলেই এমা ওর কাঁধে মাথা রেখে বিড় বিড় করে বলতেই থাকে।

"আমরা তাহ'লে কখন মেল-কোচে উঠছি? কবে? ভাবোতো? এটা কি কখনও আদৌ সত্যি হবে? যখন যাবার কথাটা ভাবি, তখন আমার মনে হয়, আমরা যেন মেঘের দেশে যাবো!—আমি তো দিন গুণে চলেছি কবে সেদিন আসবে! তুমি?"

মাদাম বোভারীকে এত অপরূপ, এত অনিন্দ্যসুন্দরী, আর কখনও মনে হয় নি। এখন সে অনির্বচনীয় রূপসুষমা তার দেহবল্লরীতে ধরে আছে। তার সৌন্দর্য-সুষমা, তার লাবণ্য, তার প্রিয়দর্শিনী রূপমাধুরী সংজ্ঞাতীত। এ কনককান্তি, এ রূপ মঞ্জুষা আসে শুধু আনন্দ, উদ্দীপনা, সাফল্য থেকে। রূপবতী, গরবিনী, গরিয়সী কান্তার এ কান্তি মনসিজ ভাবনা আর বাইরের পরিস্থিতির একটা নিখুঁত, নিটোল মিলনের ফল। লালিত বাসনা, দুঃখ, আনন্দ, ওর আজও প্রদীপ্ত যৌবনময় ভাবকল্পনা ওকে ক্রমান্বয়ে, ধীর লয়ে বিকশিত করেছে যেমন মাটি, বৃষ্টি, বাতাস মিলে গোলাপকে কুসুমিত করে। এমা সেভাবেই ওর স্বকীয় স্বভাবে ষোলকলায় পরিপূর্ণ বিকশিত হয়। ওরা আঁখি দুটি বিধাতা যেন সৃষ্টিই করেছেন প্রণয়রসভরা দৃষ্টিনিক্ষেপের জন্যই। আর সে তার চাহনি মেললেই চোখের তারাগুলি যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। ঘন ঘন শ্বাসে ওর ছোট্ট নাসারন্ধ্রজোড়া স্ফীত হয়ে

ওঠে। আর সেইসাথে ওর কিছুটা কামতৃষিত অধরের কোনা শিহরিত, উঁচু হয়ে ওঠে। নীচে একটা নরম ছায়াপাত ঘটে। দেখলে মনে হবে, কোনও অনন্য প্রতিভাধর নারীমূর্তির শিল্পী তার শিল্পসৃষ্টিকে আরও বেশি মাদকতাময়, আকর্ষণীয়া করে তোলার জন্যে, আবেদনময়ী করে তোলার সর্বাত্মক সাধনায় ওর কুন্তলরাশি গড়িয়ে এনে ফেলেছেন গলায়। কেশপাশ অনেকগুলি বৃত্তফাঁসে এলোমেলো সাজানো। হতে পারে গোপন অভিসার আর ব্যভিচারিণীর উদ্দাম আসঙ্গ লিপ্সায় ওগুলির ঐ দশা। তবু তাতেও আরোপিত হয়েছে আরেক মনোহারিত্ব। ওর দেহের সঙ্গীতময় বাঁকের মতোই ওর মধুবর্ষী কণ্ঠস্বর। ওর গাউনের ভাঁজ থেকে কিংবা ওর পায়ের বাঁকে এমন একটা প্রচ্ছন্ন কিছু আছে যা চার্লসের কাছে অপ্রতিরোধ্য ও উপাদেয় বলে মনে হয়। অন্ততঃ যেদিন ও ওকে বিয়ে করে আনে সেদিন তাই মনে হয়েছিল।

মাঝরাতে ঘরে ফিরে চার্লস আর ওকে জাগাতে সাহস পায় না। চীনেমাটির তৈরি রাতের বাতিটা একটা অদ্ভুত আলো ফেলেছে ছাদের সিলিঙে। তাদের শয্যার পাশে খাটের পর্দাটা ঐ আলোয় জ্বলজ্বল করছে। ওটাকে মনে হচ্ছে স্বপ্নময় একটা ছোট্ট কুঁড়েঘরের মতো। চার্লস উঠে ওটার দিকে তাকায়। ওখানে তার ছোট্ট বার্থা ঘুমিয়ে আছে। ও ওর বুকের শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ পায়। ও এখন দিনে দিনে বেড়ে উঠবে। বড় হবে। প্রতি মাসেই ওর চেহারায় পরিবর্তন আসবে। কল্পনার চোখে ও দেখতে পায় প্রতিদিনের স্কুল শেষে বিকেলে বাড়ি ফিরে আসছে সে। পরে ওকে একসময় বোর্ডিং স্কুলে পাঠাতে হবে। টাকা লাগবে সেজন্যে। কোত্থেকে আসবে সে টাকা? চিন্তায় পড়ে ও। একটা খামার ইজারা নিলে কেমন হয়। ও রোগী দেখাশোনা করতে যাওয়া-আসার ফাঁকে ওটারও দেখাশোনা করতে পারবে। কিছু আয় আসবে। কিছু কোম্পানীর কাগজ কিনবে। আর তার ডাক্তারী প্র্যাকটিসও তো কিছু বাড়বেই। সে কোনওভাবে এটা সম্ভব করে তুলবে এমন বিশ্বাস ও আস্থা আছে তার। কেননা, ও তার এই ছোট্ট মেয়েটাকে একটা বুদ্ধিমতী, সুশিক্ষিত ও পিয়ানো পারদর্শী মেয়ে হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। মেয়েটা যখন পনেরোয় পা দেবে তখন কতো চমৎকার সুন্দরীই হয়ে উঠবে ও। ও তার মায়ের মতোই দেখতে হবে। আর গরম কালের সুন্দর বিকেলে যখন ওরা মা-মেয়েতে কানাতোলা বড় খড়ের হ্যাট মাথায় দিয়ে বেড়াতে বেরুবে সবাই ওদেরকে দুই বোন ভাববে। ও মনের আয়নায় ছবি দেখতে পায় : মেয়েটা সন্ধ্যায় বসে আছে ওদের সাথে। আলোর নীচে কিছু বোনার কাজ করছে। মেয়েটা ওর বাবার রাতে ঘুমোনোর জন্যে একটা স্লিপার বুনে দেবে। ও ভাবে। ও ঘরের নানা ঘরকন্নায় ব্যস্ত থেকে ওর সংসার নানা সুষমায় ভরে দেবে। ওরপর ওরা ওর বর হিসেবে এক চমৎকার ছেলে খুঁজবে যে ওকে সুখে-শান্তিতে রাখবে। আর এভাবে সুখের দিন বেড়েই চলবে কেবল।

এমা আসলে জেগে ছিল। ঘুমের ভান করে পড়ে ছিল। চার্লস যখন আধো ঘুমে অমন ভাবনায় মগ্ন তখন ওদিকে রীতিমতো জেগে থেকে এমা চলে গেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক স্বপ্নের দেশে ...।

ও তখন চারঘোড়ার ছুটন্ত গাড়িতে প্রেমিকের সাথে চলেছে নতুন এক দেশে, সপ্তাহখানেক চলার পর ওরা পৌছে যাবে সেই চিরআনন্দের দেশে যেখান থেকে ও আর ফিরবে না কোনওদিন। ওরা চলেছে তো চলেছেই। সে চলায় বিরাম নেই। একজনের বাহু

আরেকজনের হাত আঁকড়ে ধরে আছে। মুখে কোনও কথা নেই। গাড়ি উঠে এসেছে একটা পাহাড়ের মাথায়। ওরা সেই ওপর থেকে চোখ ফেলেছে এক চমৎকার ছোট্ট ছিমছাম নগরে। নগরটায় রয়েছে গম্বুজওয়ালা অনেক বাড়ি, সেতু। জাহাজ চলেছে সাগরে, বন্দর থেকে। কমলাকুঞ্জ ছড়িয়ে-জড়িয়ে আছে পাহাড়ের গায়ে গায়ে, সাদা মর্মরের গীর্জাঘর, ওর সুউচ্চ টাওয়ারের ঘুলঘুলিতে বাসা বেঁধেছে পাখি। আর রাস্তার ফুটপাতগুলিতে ফুলের মেলা। লালরঙের পোশাকে তরুণীরা ফুলের ডালি বিক্রি করছে পথচারীদেরর কাছে। ঘণ্টা বাজছে। ঘোড়া-খচ্চরের চিঁহি ডাক, গীটারের সঙ্গীত মূর্ছনার সাথে আবহ সৃষ্টি করেছে ফোয়ারা। ওপরে স্মিতহাসিতে উজ্জ্বল নারীভাস্কর্যের নীচে বয়ে যাওয়া কৃত্রিম ফোয়ারা। আর সে ভাস্কর্যের পায়ের কাছে স্তূপ করে রেখেছে ফল কোনও ফেরিওয়ালা।

এমনিকরে স্বপ্ন দেখেই চলেছে জেগে জেগে এমা। দক্ষিণের চিরসৌন্দর্যের দেশের দিকে এগিয়ে চলেছে। ও শুধু দক্ষিণদেশের সৌন্দর্য শুনেই এসেছে এতকাল। এখন প্রত্যক্ষ করে চোখ-কানের বিসম্বাদ মেটাতে চলেছে। ওরা থাকবে কোথায়। ও ঠিক করে, ওরা কোনও এক জেলেদের গাঁয়ে একতলা একটা বাড়ি নেবে। বাড়িটার ছাদ হবে সমতল। ওর ওপরে এসে পড়বে শালপ্রাংশু পামগাছের মিষ্টি ছায়া। জায়গাটা হবে সাগরের কাছাকাছি। ওদের জীবন হবে সহজ, সাবলীল, সুন্দর, মসৃণ। ওর রেশমী কাপড়ের মতো। উষ্ণ রাতের আকাশভরা তারার মেলার ওরা হবে একান্ত দর্শক। আগামীর এই অননুকরণীয় ওর ভাবকল্পনার শেষে স্পষ্ট কোনও আকার ফুটে উঠলো না। ওর কল্পনার সকল দিনই সোনারঙে রঙিন, একই জৌলুসে উজ্জ্বল, উর্মিমালার কোনও একটি ঢেউকে যেমন আলাদা করে চেনা যায় না। এমার দিনগুলি এমনিকরে সবই একাকার একই ধারার আনন্দ-উল্লাসে, পুলকে, শিহরণে। তবু তার এই জাগর স্বপ্ন-কল্পনাও এক সময় দূর, অনাদি, নীল দিগন্তে ক্রমশঃ ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে যায়। বার্থাটা কাশি দিয়ে ওঠে। চার্লস আজ একটু জোরে জোরেই নাক ডাকাতে থাকে। একটু পরেই ভোরের আলো ফুটে ওঠে। জাস্টিন গিয়ে কেমিস্টের দোকান শাটার উঠিয়ে খোলে। আর তখন ঘুম নামে এমার চোখে।

সকালে সে ব্যবসায়ী ল্যুরোকে ডাকিয়ে এনে বলে—

"দেখুন, আমার একটা বড়ো-সড়ো ওভারকোট চাই। কলারটা বড়ো হতে হবে।"

"কোথায় বেড়াতে যাচ্ছেন নাকি, মাদাম?" ব্যবসায়ী জানতে চায়।

"ন-না ঠিক তা নয়—— তো ভালো কথা, জানেনতো, আপনার ওপর আমি ভরসা করি? বুঝতে পারছেন, আমি ঠিক কি চাই? তাড়াতাড়ি এটা জোগাড় করে দিতে পারবেন তো? এছাড়া আমার একটা ট্রাঙ্কও দরকার হবে, খুব ভারী হলে হবে না, মানে সহজে যাতে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নেওয়া যায় এরকম আর কি! আর একটা বেড়াতে যাবারও ব্যাগও।" মঁসিয়ে ল্যুরো মাথা নামিয়ে সম্মতি জানায়। আর ভাবে, কীসের যেন একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে এর মধ্যে!

"আর দেখুন", এমা ওর হাতঘড়িটার সোনার বেল্ট খুলে ওর হাতে তুলে দিতে দিতে বলে, "এটা বিক্রি করে অপনার জিনিসগুলির দাম পুষিয়ে নেবেন, কেমন?"

ল্যুরো এই ব্যবস্থায় প্রচণ্ড আপত্তি জানায়। ওদের জানাশোনা তো আর দু'দিনের নয়। তাহ'লে কি মাদাম বোভারী ওকে বিশ্বাস করতে পারছেন না? আশ্চর্য!

তবু মহিলা ওকে ঘড়ি চেনসহ নেবার জন্যে বলে। নিতেই হবে। অগত্যা, বাধ্য হয়ে

ল্যুরো সেটা তার পকেটে চালান করে দিয়ে পা বাড়াতে যাবে এমনি সময়ে আবার ডাক পড়ে।

"আপনি সব জিনিস আপনার দোকানেই এনে রেখে দেবেন। আর হ্যাঁ ঐ ওভারকোটটা——" ওটার কথা মনে পড়তেই মনে হল কিছুটা ইতস্ততঃ করে এমা...। "ওটাও আনার দরকার নেই। ওটা আনলে আমাকে শুধু ওটার মেকারের নামটা একবার জানাবেন ও আমি আপনার দোকানে না আসা অবধি ওটা আপনার ওখানেই রেখে দেবেন।" ওদের পরের মাসে পালিয়ে যাওয়ার কথা। এমার য়োঁভিল ছাড়ার ছুতো হবে, সে রুয়েঁ যাচ্ছে—কিছু কেনাকাটা সারতে। রোদোলফি কোচের টিকিট কেটে রাখবে, পাসপোর্ট ঠিকঠাক করবে। আর প্যারিতে চিঠি লিখবে। একটা মেলকোচ তাদের জন্যে রিজার্ভ করে রাখার জন্যে। ঐ মেলকোচে শুধু ওরা দু'জনে যাবে মার্সাই পর্যন্ত। তারপর সেখানে একটা গাড়ি কিনে চলে যাবে ইতালির জোনোয়া। সে ল্যুরোর দোকানে তার লাগেজের লটবহর পৌঁছে দিয়ে আসবে যাতে ওখানে ট্রাঙ্ক ও ব্যাগ বোঝাই হয়ে ওগুলি সরাসরি 'ল্যাজঝোলা' ঐ ভাড়ার ঘোড়ারগাড়িতে পৌঁছে যায়। এতে কাকপক্ষিও ঘটনার কোনও গন্ধ পাবে না। কিন্তু এই যে এত কিছু পরিকল্পনা তার মধ্যে কিন্তু এমার মেয়ে বার্থার নিয়ে কি আয়োজন হবে তার কোনও তেমন উল্লেখই নেই। রোদোলফিও সাবধানে ওর কোনও উল্লেখ পর্যন্ত এড়িয়ে যায়। সম্ভবতঃ এমা ওকে সঙ্গে নেবার ধারণাটা ফেলে দিয়েছে।

রোদোলফি ওকে জানিয়েছিল, কিন্তু ব্যবসায়িক কাজ-কারবার সারতে ওর হাতে অন্ততঃ হপ্তা দু'য়েক সময় চাই। কিন্তু ওর এরিমধ্যে একটি সপ্তাহ কেটে গেছে। ওর দরকার এখন থেকে আরও পনেরো দিন। এছাড়া, ও খুব একটা ভালোও বোধ করছে না। আর তারপরেই রোদোলফি বলা নেই, কওয়া নেই বাইরে কোথায় যায় যেন। এমন করে গোটা আগস্ট চলে গেল। শেষপর্যন্ত তাদের যাওয়ার দিন চূড়ান্তভাবে ঠিক হলো ৪ঠা সেপ্টেম্বর। সেদিন সোমবার।

শনিবার এসে গেলো। মাত্র দুটি দিন। তারপর সেইদিন।

"সবকিছু তৈরি তো?" এমা রোদোলফিকে জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ।'

এরপর ওরা ফুলের কেয়ারীগুলির চারদিকে পায়চারী করে ও দেয়ালের ধারে বসার জায়গায় গিয়ে বসে।

"মন খারাব বলে মনে হচ্ছে তোমার? কি ব্যাপার!" এমা বলে।

"নাতো! তোমার এমন মনে হচ্ছে কেন বলোতো?" আর এরপরেও ও অনেকটা অদ্ভুত, বিহ্বল চোখে এমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

"তুমি চলে যাচ্ছো, তাই মন খারাব?" এমা বলে চলে, "তুমি তোমার ব্যবসায় ছেড়ে যাচ্ছো, তোমার জীবনের এত সাধনা ছেড়ে যাচ্ছো, তাই? আমি জিনিসটা যে বুঝি না তা নয়। তবে আমার নিজের বলতে দুনিয়ায় কিছুই নেই। তুমিই আমার সব, আর তাই আমি তোমার সবকিছু হওয়ার চেষ্টা করবো, আমি হবো তোমার পরিবার, দেশ, সবকিছু। আমি তোমায় ভালবাসবো, যত্ন নেবো, আদর করবো।"

"কতো মিষ্টি তুমি", ও বলে ওর হাত নিজের হাতে তুলে নেয়।

"সত্যি?" এমা পুলকিত হাসি হেসে জবাব দেয়। "আমায় তুমি ভালোবাসো? কসম খেয়ে বলো।"

"কসম খাবো তোমাকে ভালোবাসি বলে? বাসি, তোমায় আরাধনা করি, হলো, আমার প্রিয়া?"

পপলারের ডালের ওপর দিয়ে আকাশে চাঁদ উঠছে। থালার মতো, কনকপ্রদীপের মতো উজ্জ্বল চাঁদ। তবে মাঝেমাঝেই পপলারের ডালপাতার ছাওয়ায় চাঁদের আলো বঞ্চিত হয় এমা। আর তারপর খোলা মেঘহীন নীলাকাশের সামিয়ানার নীচে পরিপূর্ণ রূপালী মহিমায় ঝলোমলো হয় পূর্ণ শশী। গোটা আকাশ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। প্রতিবিম্বিত হয় নদীর খোলা উদোম শিহরিত বুকে।

এমা ভাবের ঘোরে কথা কয় না। পুরোনো দিনের মধুময় দিনগুলি ওদেরকে রোমাঞ্চিত করে চলে।

"আহ্, আজ কী সুন্দর রাত!" বলে রোদোলফি।

"আরো এমন রাত আমাদের জীবনে আসবে", এমা জবাব দেয়।

এরপর সে এক আবিষ্ট মন্ময় সংলাপে ডুবে যায়। "এ যাওয়া হবে সুখের, চির আনন্দের। তবু মনটা আমার বিষাদিত কেন? এটা কি অজানার ভয়? কিংবা এতদিনের পরিচয়ের বাঁধন ছেঁড়ার ভয়? নাকি, এ বিষাদ আমার সুখের চরমানন্দের? কতো দুর্বল আমি, তাই না? তোমরা আমায় ক্ষমা করে দাও।"

"শোনো, এখনো সময় আছে "অস্ফুট বলে ওঠে রোদোলফি।" এখনই একটু ভালো করে ভাবো, নইলে পরে তুমি নিজেই দুঃখিত হবে।"

"কক্ষনো না" অসহিষ্ণু গলায় বলে ওঠে এমা।

"আমার কপালে আর কী অমঙ্গল অশুভ জুটবে।" কপাল টুটবেই বা আর কি! এমন কোনও মরু, এমন কোনও পারাবার, এমন কোনও সাগর নেই যা আমি তোমার সাথে পাড়ি দিতে ভয় পাবো। যতো বেশিদিন আমরা দু'জনে দু'জনার একান্ত নিবিড় থাকবো ততই আমাদের মিলন পরিপূর্ণ, নিখুঁত, নিটোল হয়ে উঠবে। ভালোবাসার হৃদয় কমল ততোই মোহন হয়ে ফুটবে। আমাদের সুখকে কোনওকিছুই ভারাক্রান্ত করতে পারবেনা, কোনও বাধাবিঘ্ন কিছুই না। আমরা শুধু দুজনে দুজনার চিরকাল একাত্ম হয়ে থাকব। কি কিছু বলছো না কেন? কথা কও।"

রোদোলফি ওর কথার মাঝে মাঝে সময় বুঝে সায় দিয়ে যায়। গান—বাজনার মজমায় দেহাতি লোকের তাল ঠোকার মতো। হ্যাঁ, হ্যাঁ করে যায়। এমা ওর হাত, ওর চুলে বিলিকাটে আর আর অশ্রুভরা চোখে ছেলেমানুষী গলায় বলে—

"রোদোলফি! রোদোলফি! আমার কতো আদরের, ভালোবাসার রোদোলফি!"

গীর্জার ঘণ্টায় ঢং ঢং ঢং। মাঝরাতের ঘোষণা। রাত বারোটা!, এমা বলে, "তাহলে কালকে নিয়ে আরও একটা দিন!" রোদোলফি উঠে যেতে উদ্যত হয়। আর ওর এই ওঠার ভঙ্গিটাই এমার কাছে মনে হয় ওদের পালিয়ে যাবার সেই বাঞ্ছিত সঙ্কেত।

"পাসপোর্ট সব ঠিক করেছো?"

"করেছি।"

"কোনও কিছু ভুলে যাও নি তো?"

"না।"

"ঠিক বলছো।"

"সব ঠিকঠাক।"

"তাহলে তুমি দুপুর বারোটায় হোটেল দ্য প্রোভেন্স-এ আমার অপেক্ষায় থাকবে?" ও মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

"তাহলে কথা থাকলো, কালকে।"

রোদোলফি এরি মধ্যে নদী পার হয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে মাঠের মাঝ বরাবর চলে গেছে। কয়েক মিনিট এভাবে চলার পর রোদোলফি থামে। ও যখন দেখতে পেল ওর সাদা শরীরটা ধীরে ধীরে ছায়া হয়ে যাচ্ছে, ওর হৃদপিণ্ডটা প্রচণ্ড জোরে তড়পাতে শুরু করলো। আর একারণে পড়ে যাওয়া এড়াতে সে একটা গাছে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ায়।

"কী গবেট লোক আমি একটা" মনে মনে আওড়ায় আর একটা শক্ত গালি পাড়ে। "তবে আর যা-ই হোক সে যৌবনবতী রূপসী আর মন দোলানোর মতো একটা রক্ষিতা তো বটে।"

একথা বলার সাথেসাথেই এমার রূপমাধুরী, ওর সঙ্গে এতদিনের মাদকতাময় নিবিড় ঘনিষ্ঠতা সবকিছুই সজীব হয়ে ওঠে। ক্ষণেকের মতো ওকে যেন কান্নায় পায়। আর তারপরেই সে ওর ওপর প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে। ও সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, আর যা-ই হোক সে নিজের কবর নিজে খুঁড়তে পারে না। আর এই লেনদেনের ফাঁকে একটা বাচ্চা ওর ঘাড়ে চেপে বসতে দিতেও সে পারে না। তাছাড়া, টাকার ব্যাপারটাও কম নয়। ও আর যাই হোক বেকুব হওয়ার পাত্র নয়।

॥ ১৩ ॥

বাড়ি পৌঁছেই ও লেখার টেবিলে বসে যায়। আঙুলে কলমও উঠে আসে। কিন্তু নিজেও যেন কল্পনা করতে প্যারে না কি লিখতে যাচ্ছে সে। জীবনেও সে এমন কাজ করে নি। যে কথা বলতে যাচ্ছে, বলে নি। ও বসে থাকে নিশ্চল হয়ে। উবে যায় চিন্তায়। কনুইয়ের ওপরে ওর মাথাটা। এ মুহূর্তে ওর কাছে এমা ক্ষীণ ছায়া। সুদূর অতীত। তার বিলম্বিত সংকল্প যেন ওদের দু'জনের ভেতরে হঠাৎ হয়ে উঠেছে দুস্তর পারাবার।

ওর কিছু স্মৃতিময় জিনিসপত্রের ছোঁয়া পাওয়ার জন্যে ও তার শোবার বিছানার মাথার কাছে কাবার্ডে গিয়ে বিস্কুটের পুরনো প্যাকেটটা হাতড়ায়। এই প্যাকেটটায় সে মেয়েদের কাছ থেকে পাওয়া চিঠিগুলি রাখে। বাকসটা থেকে কিছু ভেজা চূর্ণ আর ফ্যাকাশে গোলাপের একধরণের বাসি গন্ধ বেরিয়ে আসে। ওখানে প্রথমেই তার চোখ পড়ে একটা রুমালের ওপর। রুমালটায় বিবর্ণ কিছু দাগ দেখা যায়। রুমালটা এমার। একদিন বেড়াতে বেরিয়ে হঠাৎ ওর নাক থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। সেই রক্তের দাগ ওটায়। এসব কথা সে প্রায় ভুলেই গেছে। ওর কাছেই রয়েছে ওর একটা ছোট আকারের ছবি। ও-ই ওকে দিয়েছিল। ছবির কোনাগুলি ভেঙে গেছে। ছবিটা ভালো করে খুঁটিয়ে দেখে। রোদোলফির মনে হলো এমার পোশাক-আশাক বেশি চটকদার, লোক-দেখানো। আর ওর চুম্বকের মতো মনকাড়া চাহনিকে সবচেয়ে কুরুচিকর বলে মনে হলো। ছবিটা দেখার সময় সে এমার সপ্রাণ দেহটাকেই কল্পনা করার চেষ্টা করলো। কিন্তু অবাক কাণ্ড! ওর দেহসৌষ্ঠবের

বৈশিষ্টগুলিকে এখন ভোঁতা, অস্পষ্ট মনে হচ্ছে। ঝাপসা হয়ে ওঠে রক্তমাংসের এমা। যেন মনে হতে থাকে এমার মুখের একটা রঙ মাখানো মুখোশ আর আর ওর জীবন্ত মুখ একে অন্যে ঘষাঘষি করে দুটোই ঝাপসা হয়ে উঠছে। এটা ওর চিঠির গোছা। চিঠিগুলি পালানোর নানা আয়োজনের বর্ণনায় ভরা। চিঠির আকার ছোট, কাঠখোট্টা, একান্তই বাহুল্যবর্জিত ব্যবসায়িক ভাষার। ও লম্বা কলেবরের চিঠিগুলি হাতড়ায়। একসময় সে লম্বা চিঠিই লিখতো বটে। চিঠিগুলি প্যাকেটের তলায় পড়েছে। ওগুলি নীচ থেকে বার করতে গিয়ে আর সবচিঠি ওলট-পালট করে ফেলে। যা হোক, একগোছা চিঠি হাতের মুঠোয় তুলে নেয় সে। তারপর অনেকটা তাস শাফ্ল করার মতো, জলপ্রপাতের মতো, একহাতে ওপর থেকে নীচের হাতে ফেলতে থাকে। আর এতে একসময় সে ক্লান্ত হয়ে ঘুম জড়ানো চোখে কাবার্ডে ওটা আগের জায়গায় রাখে আর মনে মনে বলে—

"জঞ্জালের একটা আঁস্তাকুড় বটে!"

আসলে ও যা ভাবছে ঐ কথাগুলিই তার সার-সংক্ষেপ। ও শেষে চিঠি লিখতে বসে সংকল্প স্থির করে...

এমা,

তোমাকে সাহস ধরতে হবে, সাহস রাখতে হবে। তোমাকে হারালে চলবে না। আমি তোমার জীবনে চরম দুঃখ-কষ্ট ডেকে নিয়ে আসতে চাই না...।

"আর কথাটা মিথ্যেও নয়" রোদোলফি মনে মনে ভাবে। আমি তো ওর ভালোর জন্যেই যা-কিছু করছি। মর্যাদাকর কিছু করছি।"

তুমি যা করতে চেয়েছো সেই কাজের ফলাফল কি সতর্কতার সাথে বিচার করে দেখেছো? তুমি কি উপলব্ধি করতে পেরেছো আমি কী ভয়ঙ্কর আবর্তে তোমায় টেনে নিয়ে চলেছিলাম, আমার আদরের পুতুল! বুঝতে পারো নি, পেরেছিলে? তোমার বিশ্বাস ছিল আমার ওপর অটল, অন্ধ; তুমি মনে করেছিলে সবকিছুই ভালোভাবেই চলবে, আগামীতে তোমার আস্থা ছিল অগাধ... হায় কতো দুর্ভাগা পোড়া-কপাল, নির্বোধ আমরা!

এখানে রোদোলফির কলম কিছুক্ষণের জন্য থামে। ও কিছু ভালো অজুহাত খাড়া করতে চায়।

টাকাপয়সা ধনদৌলত যা ছিল সব গেছে! খুইয়েছি, তাহলে? নাহ, ওটা কোনও কাজের কথা নয়। কাজ হবে না ওতে। এতেও ও তার মত পাল্টাবে না বরং আমাকে আবার সেই কেঁচেগন্ডুষ করতে হবে। আর ওর মতো মেয়ে কোনওদিন কোনও যুক্তি মানে না।

কিছুটা ও ভাবে। তারপর আবার লিখে যায়:

"আমি জীবনে কখনও তোমায় ভুলতে পারবো না এমা, আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো। তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা অটুট রইবে চিরটাকাল। কিন্তু একদিন অবধারিতভাবে আসবেই সে আজ হোক আর কাল হোক (আর এ হচ্ছে সকল মানুষের নিয়তি) যখন আমাদের আবেগ নিস্তেজ হয়ে আসবে। শরীরটা আর আজকের মতো সাড়া দেবে না। অবসন্নতা গ্রাস করবে। তখন? আমাদের একে অন্যকে ভালো লাগবে না। তোমার দুঃখ-যাতনার সাক্ষীও হয়তো আমাকে হতে হবে। কিংবা তুমি। এই ভাবনা

আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। আমাকে ভুলে যাও, ভুলে যাও এমা। কেন তোমার সাথে আমার পরিচয় হলো? কেন এত চোখধাঁধানো রূপবতী হলে তুমি? দোষ কি আমার? নিয়তির নয়? হায় ঈশ্বর! নিয়তি ছাড়া দোষ দেবো কাকে? কাকে দেবে তুমি?" (এটা ওর কাছে চমৎকার ফলদায়ক মোক্ষম বুলি বলেই মনে হয়)।

"তুমি যদি আর দু'দশটা চপল, চটুল সাধারণ মেয়েমানুষ হতে হয়তো আমি আমার নীচ নিরেট স্বার্থপরতা বশে তোমায় নিয়ে খেলার চেষ্টা করতাম। অন্ততঃ তোমার মতো মেয়ের তাতে কোনও ক্ষতি হতো না। কিন্তু তুমি যে অ্যাতো আকুল করা আবেগ–ভালোবাসা–হৃদয়ের কামনা–বাসনা প্রকাশ করো যা তোমার একাধারে মনোহারিত্ব, আমার চোখের মাধুরী আর অন্যদিকে সর্বনাশও। যেটার কারণে তুমি, তোমার মতো আরাধ্যা দেবী বুঝতে পারো না, পারবেও না অমাদের ভবিষ্যত কতো মিথ্যা, কতো অসম্ভব! আমি গোড়ার দিকে একটা ঠিক বুঝতে পারি নি, আমি বেখেয়াল স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিয়েছি, বুঝিনি এর বিষময় ফলাফল।"

"এই বিষাদমাখা লাইনগুলি যখন তুমি পড়বে তখন আমি অনেক–অনেক দূরে। আমি হঠাৎ করেই এটা ঠিক করে বেরিয়ে পড়েছি অজানার পথে যাতে ভুলেও তোমাকে অ রেকবার দেখার প্রলোভনে না পড়ে যাই। না। আর কোনও মন দোলাচল নয়। হয়তো অনেক পরে কোনওদিন আমি ফিরে আসবো। তখন আমরা নিরাসক্তভাবে গল্পও করবো—সেই সোনামাখা দিনগুলির কথা, আমরা যখন প্রেমিক–প্রেয়সী ছিলাম। বিদায়!"

সম্ভবতঃ ও মনে করবে আমি শুধু টাকার জন্যই ওকে এড়াচ্ছি। তা ভাবেই যদি ভাবুক। তবু এর একটা শেষ হওয়া চাই।

"আমাদের এই সমাজ কড়া হিংস্র, নির্মম, এমা," ও লিখেই চলে—*"আমরা যেখানেই যাবো সমাজ আমাদের খুঁজে বের করবেই। লোকে আমাদের খারাব কথা শোনাবে। নানারকম নোংরা গল্প ফাঁদা হবে আমাদেরকে নিয়ে। অশ্লীল, অশিষ্ট কথা উচ্চারণ করবে আমাদের উদ্দেশ্যে। লোকে তোমাকে গঞ্জনা দেবে। কাটাঘায়ে লবণ ছিটোবে। আমি তোমার যে স্মৃতি নিয়ে আজ দূরে সরে যাচ্ছি ওটা আমায় যাদুমন্ত্রের মতো মন্ত্রমুগ্ধ রাখে। আমি চলেছি এই নির্বাসনে নিজেকে শাস্তি দিতে, কেননা, যা কিছু অমঙ্গল, অশুভ তোমার কপালে জুটেছে তার সবটাই এই আমার জন্য। আর তাই দূরে চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি, আমি জানি না। আমি বিদিশা এক লোক। বিদায়! ভালো থেকো, সুখে থেকো। আর এই অসুখী, দুর্ভাগা লোকটার কথা মনে রেখো যে তোমাকে হারিয়ে ফেলেছে। তোমার বাচ্চাটিকে আমার নাম শিখিয়ে দিও। সে যেন প্রার্থনার সময় আমার নামটাও বলতে পারে।*

('আমার মনে হয়, এই তো আর কি!' ও মনে করে। 'ওহ্হো, আরও একটা জিনিস তো ভুলেই বসে আছি, ওতো এখানে আবার সটান চলে এসে আমার খোঁজাখুঁজিও তো করতে পারে!')।

না, এরপরেও আরেকটা বিদায় আছে। ওটা *'বি–দায়'*, এমনভাবে দুটি শব্দে আলাদা করে লিখলো। ওর ধারণা এতে একটা চমৎকার রুচিরও পরিচয় দেওয়া হলো!

'এখন কি বলে সই করবো আমি' মনে মনে বলে, "তোমার একান্ত আন্তরিক"? না, ঠিক পেয়েছি এবার। *'তোমার বন্ধু।'* হ্যাঁ এতেই হবে।

ও চিঠিটা আবার পড়ে। ভালোই হয়েছে।

"হায় বেচারী মেয়েটা" ও ভাবমগ্ন হয়। ওর কথাটা ভেবে ওর হৃদয় মথিত হয়ও একটু। ও আমাকে নিষ্প্রাণ পাষাণ ভাববে। ওরজন্যে বোধ হয় কিছু চোখের পানিও ফেলা উচিত। কিন্তু আমার তো কান্না পায় না। আর তাই সে খাবার পানির গ্লাস থেকে ওর আঙুল পানি দিয়ে ভেজায়। তারপর লেখার ওপর সেই পানির বড় করে ফোঁটা ফেলে। ওতে কালির লেখা কিছুটা ধুয়ে যায়। আর তারপর একটা সীল খোঁজে। সেই সীলটা। যাতে খোদাই করা রয়েছে, 'হৃদয়ের ভালোবাসা অক্ষয়'। সীলটা লেখার শেষে বসিয়ে দেয়।

"অবশ্য যে সময়ে ও উপলক্ষ্যে ওটা দেওয়া হলো তা মোটেও মানানসই নয়।—যাক, ওনিয়ে আর কিছু মনে করারও নেই।"

কাজটা সম্পূর্ণ করার পর ও তিন তিনটে পাইপ টানা শেষ করে ঘুমুতে যায়।

পরেরদিন ও বেলা দুটোয় ঘুম থেকে জাগে। অনেক রাতে ঘুমিয়েছে ও গতকাল। রোদোলফি ওর একটা কাজের লোককে এক বাকস কুল সাজাতে বলে তার নীচে চিঠিটা গুঁজে দিল। তার চিঠিটার ওপরে অবশ্য একস্তর আঙুরের পাতা সাজিয়ে দেওয়া হলো। তারপর সেটা ও জিরার্দকে দিয়ে ডাক্তার বোভারীর বাড়ি পাঠিয়ে দিল। আর জিরার্দকে বিশেষভাবে বলে দেওয়া হলো, ফলের ঝুড়িটা যেন মাদাম বোভারীর হাতে পৌঁছে দিতে ভুল না করে। এভাবেই সে ফলমূল বা মুরগী ডিম ইত্যাদি পাঠাবার ছলে আগেও মাদাম বোভারীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছে।

"যদি সে আমার কথা জিজ্ঞেস করে, ওকে বলবে, আমি চলে গেছি" ও কাজের লোকটাকে বলে দেয়। আর ফলের ঝুড়িটা মাদামের হাতে দিও। এখন যাও, আর দেরি করো না। আর যা যা বলেছি যেন মনে থাকে।"

জিরার্দ ওর নতুন জামাটা গায়ে গলিয়ে নিয়ে, কুলগুলির ওপর ওর রুমালটা বেঁধে হাতে করে রওনা দেয় য়োঁভিলে ডাক্তারবাড়ির দিকে। ও যখন পৌঁছলো তখন মাদাম বোভারী ও ফিলিসিতি কাচা কাপড় রান্নাঘরের টেবিলে ভাঁজ করছিল। লোকটি বললো, মাদামের জন্যে ওর মণিব কিছু পাঠিয়েছেন।

তৎক্ষণাৎ এমার মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে 'কিছু' অঘটনের আশঙ্কায়। ও অসহায়ভাবে পকেট হাতড়াতে থাকে লোকটার হাতে কিছু গুঁজে দেবার জন্যে। ওর সারাটা শরীর তখন কাঁপছে। আর লোকটার দিকে উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছে। কতকগুলো কুলের সামান্য উপহারে লোকে কেন এত উতলা হয় লোকটা আদৌ ভেবে পায় না। সে জীবনে এমন কাণ্ড আর কখনও দেখেনি। অবশেষে লোকটা নিজের পথ ধরে। আর পায়ের ওপর দাঁড়াতে না পেরে এমা ডাইনিং রুমের দিকে ত্রস্তব্যস্ত পায়ে চলে যায়। ফলগুলি নামিয়ে রাখে। আঙুরের পাতাগুলি একরকম প্রায় ছিঁড়েখুঁড়ে সরায়। আর তখনই নজরে পড়ে চিঠিটায়। ওটা ছিঁড়ে পড়ে। তখন মনে হয় ওর পায়ের নীচে দিয়ে লকলকে আগুনের তীব্র শিখা ছুটে যাচ্ছে। আতঙ্কে, ভয়ে সে নিজের ঘরের দিকে এগোয়।

ওখানে চার্লস আগে থেকেই ছিল। ওর দিকে নজরও গেল এমার একবার। ও যেন কিছু বলতে চাইল ওকে।কিন্তু ওর কানে কিছুই গেল না। ও প্রায় দৌড়ুতে দৌড়ুতে সিঁড়ি দিয়ে একেবারে বাড়িটার তিনতলায় উঠে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকে একটু ঠাণ্ডা হবার চেষ্টা করলো। ওর হাতে তখনও সেই ভয়ানক কাগজটি ধরা। ওর হাতে ওটা কাঁপছে। চিঠিটার কথা মনে পড়ে। ওটা ওকে পড়ে শেষ করতেই হবে। তবে এর আগে সে ওটা করতে সাহস

পায় নি। কেননা, আর সবার নজরে পড়ে যাবে! এখানে অনেকটাই নিরাপদ মনে করে সে। তাই দরজা খুলে ঘরের ভেতরে যায়। ঘরটার ওপরে স্লেটপাথরের ছাদ থেকে তাপ ওর ওপরে কয়েকটন ইটের বোঝার মতো দুঃসহ মনে হয়। তাপে ওর রগটা ধরে আসে। একটা শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা হয় ওর। ঘরের জানালার কপাটটা খুলতেই সূর্যের আলোয় ঘরটা ভরে যায়। জানালা দিয়ে ছাদের প্রায় ওপর থেকে য়োঁভিলের মাঠ–প্রান্তর–বাড়ি অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। আর বাড়ির প্রায় নীচেই দোকানপাটওয়ালা বাজারের মত জায়গা। ওটা টাউনহল। রাস্তার ফুটপাতের পাথর স্ল্যাবগুলি সূর্যের আলোয় ঝকঝক, তকতক করছে। বাড়ির ছাদের ওপর বাত–শকুনগুলির কোনও নড়চড় নেই। একেবারে নিস্পন্দ। রাস্তার ওপারে একটা ঘর থেকে কেমন একটা নাক ডাকার মতো ও কর্কশ আওয়াজ আসে। ওটা মঁসিয়ে বিনের সেই লেদের আওয়াজ।

জানালাটা কবাটের ওপর ঠেশ দিয়ে ও চিঠিটা আবার পড়ে। আর কখনও কখনও তিক্ত হাসি হাসে। এমা স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে। বুঝতে চেষ্টা করে আসলে চিঠিটার মর্ম কী? কিন্তু সে যতোই ওটা ঠিকমতো পড়ার চেষ্টা করে, মনোযোগ দেয়, ততই তার বিভ্রান্তি বাড়ে। ও কল্পনায় রোদোলফিকে দেখতে পায়। ওর কথা শুনতে পায়। আর ওকে সে দুহাত দিয়ে জড়িয়েও যেন ধরে। ওর হৃৎপিণ্ডটা দুপদাপ করে যেন ওর বুকের খাঁচায় প্রচণ্ড আছাড় খাচ্ছে বারংবার। বুকের স্পন্দন আরও দ্রুততর হয়ে আসে। অবশ্য ছন্দিত লয়ে নয় এলোমেলোভাবে। ও চোখ মেলে চারদিকে তাকায়। ওর পায়ের নীচের মাটি দু'ফাঁক হয়ে যাক, ভয়ানকভাবে সেটাই মনে মনে প্রার্থনা করে। ও চায় সবকিছু শেষ হয়ে যাক। কে তাকে আর ধরে রাখবে? সে এখন মুক্ত, সবকিছুর বাইরে, কোনও পিছু টান নেই, আছে কি? সে এক পা এগিয়ে যায়। জানালার দিকে। ওখান থেকে নীচে ফুটপাতের দিকে তাকায়।

"তাহ'লে তাই হোক! আমাকে এটা করতেই হবে!" একটা উজ্জ্বল আলো মনে হলো ওর দেহটাকে নীচে ঐ ফুটপাতের দিকে টানছে!

'এমা! এমা!' চার্লস ওকে জোর গলায় ডাকছে। এমা থেমে যায়। মনে হয়, ও যেন সাক্ষাত মৃত্যুর হাতথেকে এইমাত্র রক্ষা পেল। তবে একইসঙ্গে ওকে প্রচণ্ড ভয়ও গ্রাস করে। চোখ বন্ধ করে ও। আর সেইসময় ওর জামার আস্তিনে কার হাত পড়ে। কেঁপে ওঠে। কেউ নয় ওটা ফিলিসিতি।

"মঁসিয়ে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আর টেবিলে স্যুপও দেওয়া হয়েছে। ওকে এখন নীচেও যেতে হবে, খাবারও খেতে হবে! ও খেতে চেষ্টা করে। কিন্তু ওতে ওর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসার যোগাড় হয়। হঠাৎ ঐ সময় তার আবার চিঠিটার কথা খেয়াল হয়। ওটা ওর হাত থেকে হারিয়ে যায় নি তো? হারালে কি করে সে ফিরিয়ে পাবে সেটা? কোথায় সে ওটা রেখেছে? কিন্তু ওর মাথাটা তখন এত ক্লান্ত যে আবার টেবিল থেকে উঠে ওপরে যাবার একটা অজুহাত খুঁজবে সে ক্ষমতাও নেই। ও হঠাৎ সাহস হারিয়ে ফেলে। তার ভয় হয় চার্লস সব জেনে ফেলেছে। নিশ্চিতভাবেই সবকিছুই সে এখন জানে। আর অবাক কাণ্ডই বলতে হয়, ঠিক ঐ মুহূর্তে চার্লস বলে ওঠে—

"মনে হচ্ছে বেশ কিছুদিনের জন্যে আমাদের মঁসিয়ে রোদোলফির সঙ্গে আর দেখা করা হচ্ছে না।"

"তোমাকে এটা কে বলেছে?" ও ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

"কে বলেছে?" চার্লস কথাটার পুনরাবৃত্তি করেই বলে। মনে হয়, চার্লস এমার কথার ধারে বেশ একটু ঘাবড়ে যায়। বলে, কেন? জিরার্দের কাছে শুনেছি। কাফে ফ্রাঁসের বাইরে মঁসিয়ে রোদোলফির ঐ লোকটার সাথে দেখা হতে সে-ই তো আমায় বললো। মঁসিয়ে নাকি বাইরে গেছে কিংবা এখন যাবার পথে রয়েছে।"

এমা অতিকষ্টে কণ্ঠাগত কান্না চেপে রাখে।

"কিন্তু এটা নিয়ে এতো অবাক হবার কি আছে? সে তো প্রায়ই একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে এরকমই বাইরে যায়। আর ওকেই বা আমরা দোষ দিই কী করে! একটা লোকের হাতে অগাধ টাকা আছে, ঢের অবসর আছে, সে বেড়াতে যাবে না! পিছুটান পর্যন্ত নেই। বেশ আমুদে লোক। আমাদের বন্ধুমানুষ। সে বেড়িয়েই বেড়ায়, লোকে বলে। মঁসিয়ে ল্যাংলয় তো আমাকে...."

ফিলিসিতিকে আসতে দেখে কথাটা বুখে দেয় চার্লস। ফিলিসিতি এসে কুলগুলো কুড়িয়ে ঝুড়িতে আবার ভর্তি করে। আর ইতিমধ্যে, এমার মুখটা কীরকম টকটকে লাল হয়ে উঠেছে সেটা না লক্ষ্য করেই কুলগুলি চার্লস নিজের দিকে টেনে নিয়ে একটাতে কামড় লাগায়।

'ওহ্ চমৎকার', ও বলে, 'দেখ না একটা মুখে দিয়ে।'

ও ঝুড়িটা এমার দিকে এগিয়ে ধরে। এমা আস্তে সেটা ঠেলে দেয়। 'একটু শুঁকে দ্যাখো না! কি সুন্দর গন্ধ!" ও বলে। আর সেই সাথে ঝুড়িটা ওর প্রায় নাকের তলায় সরিয়ে দেয়।

'উহ্, আমি নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে!' ও নিজের পায়ের দিকে চোখ রেখে চিৎকার করে ওঠে। তবে তার প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে শেষ পর্যন্ত সে ও অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠে। না, কিছু হয় নি আমার। মাথাটা শুধু কেমন করছিল। তুমি বরং বসে খেয়ে ফ্যালো।' ওর ভয় ছিল এই বুঝি ওকে প্রশ্ন করে, খুঁটিয়ে সব জানতে চায়। ও নতুন করে নানা কথার অবকাশ সৃষ্টি করতে চায়। ওকে চোখে চোখে রাখতে চায়।

চার্লস সুবোধ ছেলের মতো ওর কথা শুনে বসে পড়ে। ও কুলের আঁটিগুলি মুখ থেকে বের করে একটা খালি প্লেটে রাখে। ঠিক ঐ সময়ে একটা নীলরঙের টিলব্যারী ঘোড়ারগাড়িকে টাউনহলের আঙিনার কাছ দিয়ে খটাখট শব্দ তুলে যেতে শুনতেই এমা প্রচণ্ড চিৎকার করে ওঠে। ওর শরীরটা শক্ত কাঠ হয়ে যায়। ও দাঁতকপাটি লেগে জ্ঞান হারায়। আর ওভাবে মেঝেয় পড়ে থাকে।

আসল ঘটনা হলো এই যে, সবকিছু কেটে গেছে ভেবে রোদোলফি বুঁয়ে শহরে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। আর বুঁয়ের পথে হুশে খামার থেকে বুশি পর্যন্ত যাওয়ার একমাত্র পথটা যেহেতু য়োঁভিলের মধ্যে দিয়েই চলে গেছে, ঐ গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে তার না গিয়েও উপায় ছিল না। এমা ঐ গাড়িটার আলো দেখেই চিনতে পারে ওটা রোদোলফির।

চার্লসের বাড়িতে ভয়ানক একটা হৈচৈ-এর শব্দ শুনে কেমিস্ট ছুটে আসে। ডিনারের সাজানো খাবারগুলিসহ টেবিলটা উল্টে সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে মেঝেয়। চার্লস সাহায্যের জন্যে চিৎকার করছে। বার্থা ভয় পেয়ে কাঁদছে। আর ফিলিসিতি কাঁপা ধরা হাত দিয়ে তার মেমসাহেবের বেশবাসের বাঁধন আলগা করে দিচ্ছে। এমা মেঝেয় লম্বা হয়ে পড়ে আছে। ওর মাথা থেকে পা পর্যন্ত আক্ষেপ-খিচুনি হচ্ছে।

"আমি দৌড়ে গিয়ে লেবরেটরী থেকে কিছু সুগন্ধি সের্কা নিয়ে আসি, দৌড়ে" বলে কেমিস্ট হোমা।

ওরা সবাই মিলে সের্কার ফ্লাস্কটা এমার নাকে ও চোখ মেলে চায়।

'এইতো' বলে হোমা। 'এ জিনিসটা নাকের কাছে ধরলে মড়াও তো জ্যান্ত হয়ে ওঠে।'

"কথা বলো, অ্যাই কথা বলো, লক্ষ্মিটি, এই দ্যাখো, এই যে তোমার চার্লস, তোমাকে কতো ভালোবাসে। আমাকে তুমি চিনছো না? এই যে তোমার ছোট্ট সোনা ওকে একটা চুমু দাও তো।"

বার্থা ওর ছোট্ট দু'হাত বাড়িয়ে ওর মায়ের গলাটা জড়িয়ে ধরতে চায়। কিন্তু এমা ওকে সরিয়ে দেয়। অস্ফুট গলায় বলতে থাকে—

"না, না, কেউ না, কেউ আমার কাছে এসো না।"

আবার সে জ্ঞান হারায়। ওরা সবাই মিলে অজ্ঞান এমার দেহটাকে ওর ঘরে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দেয়। ও নিঃসাড় হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে। মুখটা ওর খোলা, চোখ বন্ধ। ওকে দেখায় সাদা, মোমের পুতুলের মতো। চোখে দিয়ে দুটি পানির সরু ধারা গড়িয়ে বালিশে পড়ছে।

চার্লস ওর পানে তাকিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে। মঁসিয়ে হোমা এমার অবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান পরামর্শের তোড় বইয়ে দেয়। ওগুলি চার্লসের মাথায় ঢোকে না। ওর ধারণা, এমা বরাবরই স্নায়ুবিকারগ্রস্ত। ওষুধে কাজ হবে না। পথ্যই ভরসা।

এমা এই পর্যায়ে জেগে 'চিঠি, চিঠি' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। আর ওরা এটাকে মনে করে রোগীর একটা বিকারগ্রস্ত অবস্থা। মাঝরাত পর্যন্ত এ অবস্থা চলার পর ওকে মস্তিষ্কপ্রদাহে ধরে।

এরপর দীর্ঘ ৪৩টি দিন চার্লস এমাকে ছেড়ে উঠলো না। ও তার সব রোগীর দেখাশোনা ছেড়ে দিল।

শুয়ে বিশ্রাম নিতে পর্যন্ত গেল না। নিরন্তর ও তার নাড়ি দেখে চলেছে। জলপটি লাগিয়েছে। আর জাস্টিনকে দিয়ে নিউশ্যাতেল থেকে বরফ আনিয়েছে। অবশ্য বরফ বাড়িতে পৌছানোর আগেই গলে পানি হয়ে গেছে। সে এমার রোগ নিরাময়ে পরামর্শের জন্য ডাঃ চানিভেকে নিয়ে আসে। ডাঃ চানিভে তাঁর শিক্ষক বুঁয়ের ডাঃ ল্যারিভিয়েকে ডেকে আনান। তিনি তো এসে রোগীর অবস্থা দেখে রীতিমতো ভড়কে গেলেন। তিনি সবচেয়ে বেশি শঙ্কিত হলেন, এমা দারুণ দুর্বল হয়ে পড়েছে লক্ষ্য করে। ও কথা বলেনা; কোনও কিছুর দিকে তাকায় না, এমনকি, কিছুতে কষ্টই পাচ্ছে না বলে মনে হলো। মনে হলো একটা তুমুল কাণ্ড ঘটে যাবার পর ওর মন ও দেহ যেন বিশ্রামে রয়েছে।

অক্টোবরের মাঝামাঝি এমা বিছানায় উঠে বসতে সক্ষম হয়। অবশ্য সেজন্যে পিঠে বালিশের ঠেশ লাগাতে হয়। ও যখন এতদিন পর প্রথমবারের মতো একটু রুটি ও জ্যাম মুখে দিল চার্লস কাঁদতেই শুরু করে দিল। ধীরে ধীরে এমার গায়ের বল ফিরতে থাকে। বিকেলের দিকে ও দু'একঘণ্টার জন্যে উঠে বেড়াতেও শুরু করে। একদিন শরীর ওর কিছুটা ভালো বোধ হতে চার্লস ওকে ধরে ওদের ছোট্ট বাগানটায় একটু পায়চারী করাতে নিয়ে যায়। চার্লসের হাতের ওপর শরীরের ভার রেখে এমা বাগানে কয়েক পাক ঘোরে। বাগানের পায়ে চলার পথের নুড়িগুলি গাছের ঝরা পাতায় ঢেকে গেছে। খুব ধীরে ধীরে

চপ্পল পরা পায়ে হাঁটে ও। ওর ঠোঁটে জড়ানো হাসি। ওরা বাগানের কিনার পর্যন্ত যায়। ওখানে বসার জায়গাটা। এমা ওর মাথা তুলে দূরে তাকায়। দিগন্তরেখার কাছে ওর কিছু চোখে পড়ে না, কেবল নীচু পাহাড়গুলির কোলে জ্বলন্ত শুকনো ঘাসের স্তূপগুলি ছাড়া।

"ডার্লিং, তোমার শরীর তো এভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়বে', বলে বোভারী। তারপর সে ফুলের কেয়ারীর পাশে শানবাঁধানো চাতালে ওকে বসানোর চেষ্টা করে। বলে, 'এখানটায় বস, ভালোলাগবে।'

"না, না, না, ওখানে নয়', ও বলে।

ওর ঐ রাতেই আবার ফিটের ব্যামো দেখা দেয়। আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে ও। আর ব্যাপারটা আরও জটিল হয়ে পড়ে। কখনও হৃৎপিণ্ডের, কখনও বুকের, কখনও মাথায়, কখনও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপসর্গ দেখা দিতে থাকে—একের পর এক। আর ঘন ঘন বমির ভাব দেখে চার্লসের সন্দেহ হয়, ওটা ক্যান্সারের লক্ষণ নয় তো! আর সব কিছুর ওপর এই গরীব বেচারাকে টাকার দুশ্চিন্তায় পেয়ে বসে। এত টাকা সে পাবে কোত্থেকে!

॥ ১৪ ॥

ইতিমধ্যে মঁসিয়ে হোমা এমার জন্যে বিস্তর ওষুধপত্র তার দোকান থেকে দিয়েছে। আর ঐ খাতেই কেমিস্টের যা পাওনা হয়েছে সে টাকারই বা যোগান কোথা থেকে আসবে চার্লস বুঝতে পারে না। ডাক্তার হিসেবে যদিও ওসব ওষুধপত্রের জন্যে দাম পরিশোধের ব্যাপারে চার্লসের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। তবু কথাটা ভাবতেই সে লজ্জিত বোধ করে। এখন গৃহস্থালী পাচিকায় চালায় বলে, ঘরকন্নার খরচ বেড়ে যায় কয়েক গুণ। বিল আসতে থাকে একের পর এক। পাওনাদার ব্যবসায়ী, দোকানদারও ঘাড় ঘোরাতে শুরু করে। বিশেষ করে, মঁসিয়ে ল্যুরো ব্যতিব্যস্ত করে তোলে চার্লসকে। এমার অসুস্থতা যখন চরমে এই ল্যুরো মহাশয় সেই সুযোগে ওর বিলটা ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। ও সেই বড় ওভারকোট, একটার বদলে দুটো ট্রাঙ্ক, বেড়াতে যাওয়ার ব্যাগ ও আরও অনেক টুকিটাকি জিনিস এনে হাজির করে। ওগুলির জন্যে এমা ফরমায়েশ দিয়েছে। কাজেই এগুলি আর সে ফেরত নিতে পারবে না। এইসময়ে, এগুলি নিয়ে টানাহেঁচড়া করতে গেলে এমার নিরাময়েও দেরি হয়ে যাবে। একথাটা ল্যুরোই ওকে মনে করিয়ে দেয়। অর্থাৎ ল্যুরোর মতলব সে আর জিনিসগুলি ফেরত নেবে না বরং সে টাকা আদায়ের জন্যে চার্লসের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দেবে। চার্লস ফিলিসিতিকে জিনিসগুলি ল্যুরোর দোকানে ফেরত দিয়ে আসতে বলেছিল। কিন্তু অন্যান্য নানা জরুরী বিষয়ে দারুণ ব্যস্ততার কারণে ফিলিসিতি তা করতে ভুলে যায়। কাজেই ল্যুরো মাঝে মাঝেই তার দাবী নিয়ে আসতে থাকে। চাপ দিতে থাকে। পরে ছয়মাস মেয়াদী একটা বিলে সে চার্লসের সই করিয়ে নেয়। এখন ঐ বিলে সই করার পর একটা বেপরোয়া চিন্তার উদয় হয় চার্লসের মাথায়। কেন? ল্যুরোর কাছ থেকে এভাবে কাগজ লিখে দিয়ে ১০০০ ফ্রাঁ ধার করলেই তো হয়। আর তাই কিছুটা বিব্রতভাবেই কথাটা ল্যুরোর কাছে পড়ে। ও জানায় ধারটা ও চায় একবছর মেয়াদের জন্যে। এরজন্যে সে সুদ দিতেও তৈরি আছে। ল্যুরো কথাটা লুফে নিয়ে দোকানে ছোটে ও টাকাটা এনে আরও একটা বিল তৈরি করে। বোভারী ওকে টাকাটা পরের বছর সেপ্টেম্বর মাসে ৭০ ফ্রাঁ সুদসহ পরিশোধের অঙ্গীকার করে। এর আগের বিলে ওর দেয় অর্থের পরিমাণ ছিল ১৮০

ফ্রাঁ। এখন মোট পরিশোধযোগ্য অঙ্ক দাঁড়ায় ১২৫০ ফ্রাঁ। এভাবে ল্যুরোর একবছরে ১৩০ ফ্রাঁ মুনাফার ব্যবস্থা হয়ে গেল। ল্যুরো আরও ভাবে, খেল শুধু এখানেই শেষ হয়ে যাবে না। থেকে যাবে আরও। ও বেশ বুঝতে পারে, বোভারী তার বিল শোধ করতে পারবে না। আবার আসতে হবে তাকে। কারবারটা চলতেই থাকবে ও রোগীকে ফাঁসিয়ে সুদ-আসলে শোধ করার মতো মোটা টাকা বাগিয়ে না ফেলা পর্যন্ত। মোট কথা, ল্যুরো যে জিনিসই এখন হাতে ছোঁবে তা টাকার আকার নেবে। আহ্।

চার্লস অনেক সময় ভেবে আকুল হয় এতোগুলি টাকা সে আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে শোধ করবে কি করে? এর কোনও একটা উপায় বের করা যায় কি না তা নিয়ে খানিক মাথা ঘামায়। যেমন সে ভাবে, বাবার কাছে টাকা চাইবে কি না, কিংবা কিছু বিক্রি করে দেবে কি না। কিন্তু ওর বাবা ওর কথায় কানই দেবে না! আর ওর নিজেরও তো বিক্রি করার মতো কিছু নেই। ফলে ও নিজেকে এমন বিব্রতকর, অসহায় অবস্থায় দেখতে পায় যে তারপর এনিয়ে ও ভাবনাচিন্তাই ছেড়ে দেয়। বরং সে নিজেকে ধিক্কার দেয় এসব চিন্তার ঘোরে এমাকে ভুলে গেছে বলে। আসলে ওর সকল স্বপ্ন-কল্পনা-ভাবনাতো এমাকে ঘিরেই। আর তাই ওর এমনও মনে হয়, ওকে সবসময় মনে না রেখে, ওর কথা সব সময় না ভেবে ও ওকে প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছে।

এবার প্রচণ্ড শীত পড়েছে। এমার অসুস্থ্যতাও কাটছে অতি ধীরে। আবহাওয়া পরিস্কার থাকলে, এমাকে সামনের জানালার কাছে চেয়ারে নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ও দোকানপাটের আঙিনাটা দেখে। ও বাগানটাকে আর আদৌ পছন্দ করে না। আর তাই যে জানালাটা দিয়ে নীচে বাগান দেখা যায় সেটার খড়খড়ি সবসময় নামিয়ে রাখা হয়। এমা চার্লসকে ঘোড়াটা বিক্রি করে দিতে বলে। আগে ও যেসব জিনিস পছন্দ করতো তার সবকিছুই ওর চোখের বিষ হয়ে ওঠে। আর ওর সকল চিন্তা এখন ওর নিজেকে নিয়েই। প্রায়ই সে সারাটা দিন বিছানায় নিঃশব্দে পড়ে থাকে। চা তার বিছানায় নিয়ে আসার জন্যে কিংবা তার সাথে এসে কিছু কথা বলার জন্যে ফিলিসিতিকে ডাকে। চার্লস দুপুরে বাড়িতে ফেরে আর আবার তড়িঘড়ি বাইরে চলে যায়। এমা কিছু যাউ খায়। স্যুপ খায়। আর বেলা পাঁচটা বাজলে বাইরের ফুটপাত ধরে স্কুলের ছেলেমেয়েরা হৈচৈ করতে করতে বাড়ি ফেরে। ওটার আওয়াজ সে শুয়ে শুয়েই হয়তোবা শোনে। কখনও জানালায় বসে দেখে।

ঐ সময় সাধারণতঃ যাজক মঁসিয়ে বুর্ণিজিঁয়ে তাকে দেখতে আসেন। তিনি এসে এমার স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নেন। এলাকার খবরাখবর জানান। আর তারপর তাকে ধর্মকর্মে অবহেলা না করার জন্য সবিশেষ অনুরোধ জানান। কিন্তু এসবই তিনি করেন চমৎকার গল্পচ্ছলে। তাই তাঁর পোশাকটা নজরে পড়তেই বেশ স্বস্তিবোধ করে এমা। ওর গর্ব, ওর অহমিকা কার্যতঃ এখন মাটিতে মিশে যাওয়ায় ওর মনে হয় ও এখন খৃস্টীয় নম্রতায় শান্তি পেয়েছে। বিশ্রাম পেয়েছে। দুর্বল হওয়ার আনন্দ-অনুভূতি হচ্ছে। ওর মনে হচ্ছে, ও হয়তো নিজেকে নিজেই জয় করতে পারবে। আরও শুভ, মঙ্গলময় জিনিসের স্থান ওর হৃদয়ে করে নিতে পারবে। এ মাটির পৃথিবীর সুখ-ভালোবাসার আনন্দের চেয়ে আরও এক ভালোবাসার সন্ধান যেন পায় সে। যে ভালোবাসার স্থান মানুষের সকল আবেগানুভূতি-ভালোবাসার চেয়ে অনেক-অনেক উঁচুতে। তার আশা-আকাঙ্ক্ষার নানা অনুমান-কল্পনার মাঝে সে দেখতে পায় একটা বিশুদ্ধ শুচিতা যেন আকাশচারী অবস্থায়

রয়েছে। ও সন্ন্যাসিনী হতে চায়। সে তসবীদানা কেনে। হাতে পুতঃকবচ পরে। সাধু-সন্ন্যাসীর পবিত্রপাত্র তার শয্যার পাশে রাখে। প্রতি সন্ধ্যায় সেটা চুম্বন করে শান্তি পাবার চেষ্টা করে। তবে মাদাম বোভারীর মনন ও মনীষা এমন পরিপক্কতা তখনও লাভ করে নি যাতে করে সে কোনও কাজে নিষ্ঠার সাথে মনোনিবেশ করতে পারে। শুধু তাই নয়, অন্যথা তাড়াহুড়ো করে ও তার পড়ার নেশা তাড়াতে চায়। ফলে কাজ হয় না। ধর্মীয় জীবনের যেসব নিয়ম-কানুন সেগুলি নিয়েও সে অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়। লেখার মধ্যে সে যাজকীয় অংবংচং সুর পছন্দ করতে পারে না। বরং ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ধর্মগন্ধি উপন্যাস-কল্প রচনায়, তার কাছে মনে হয়, পার্থিব ব্যাপারটা পুরোই অগ্রাহ্য করা হয়েছে বা সে ব্যাপারে একান্ত মুর্খতা-অজ্ঞতার পরিচয় দেয়া হয়েছে। আর তাই ধর্মের যেসব তত্ত্ব ও বাণীতে সে বিশ্বাস স্থাপন করতে চেয়েছে তার থেকে বরং আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তবু সে যাই হোক, একটা ধর্মাচরণের বাহ্য মোড়ক এখন যেও বজায় রেখেছে তাতে সন্দেহ নেই।

রোদোলফি এখন ওর মনোঃঅন্তপুরের গহীণ এলাকায় মমির মতো এক গোপন প্রকোষ্ঠে বন্দী বলা যায়। এখন সে চার্চের প্রার্থনাবেদীতে যখন প্রভুর উদ্দেশ্যে আনত হয়, যে মন্দ নম্র মিষ্টি কথাগুলি তাঁর উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করে ঠিক একই ধরনের কথাই সে তার ব্যাভিচারী উদ্বেল আবেগের দিনগুলিতে তার প্রেমিকের কানেও ফিসফিস করে উচ্চারণ করেছে। কাজেই ধর্মবিশ্বাসে সে এসেছে বটে কিন্তু সাড়াসূচক স্বর্গীয় আনন্দানুভূতি তার কাছে পৌঁছায় নি। বরং সে আনত প্রার্থনা থেকে দেহ যখন উঠিয়েছে তখন দেহ বেদনা ভারাক্রান্ত হয়েছে, আর নিদারুণ প্রতারণা, প্রবঞ্চনার ঝাপসা অনুভূতিতে সে আক্রান্ত হয়েছে।

এরপর সে দারুণ একটা অত্যুৎসাহ নিয়ে দান-ধনের কাজে আত্মনিয়োগ করে। গরীবের জন্য কাপড়-চোপড় সেলাই করে দেয়। যাদের অভাবে কাটে সেই নারীদের জন্যে সে উপহার পাঠিয়ে দেয় শীতবস্ত্রে ওদের নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্যে। নিজের ছোট মেয়েটাকে পড়াতে শেখায়। ওর যত্ন নেয়। ওকে কখনও আর আগের মতো রাগ-ঝাল দেখায় না। এমনকি, সাদামাটা স্থুল ঘরকন্নার কথাবার্তায়ও রীতিমতো শালীন আদর্শ হয়ে ওঠে। ওর বাচ্চাকেই ও বলে, "কি তোমার পেটের ব্যথাটা সেরেছে তো, আমার ছোট্ট সোনা।"

মাদাম বোভারী সিনিয়র নিজের বাসায় টিকতে না পেরে কয়েকদিনের জন্য আবার এসেছিলে চার্লসের। এবার তিনি তার পুত্রবধূর মধ্যে আর তেমন কোনও দোষক্রুটিই খুঁজে পেলেন না, শুধু সামান্য বিরক্ত হলেন এই ভেবে যে, বৌটা নিজের ছোটখাটো কাপড়ের কাজ দেখবে কি এতিম-আশ্রয়হীন ছেলেমেয়েদের জন্যে জামা-প্যান্ট সেলাইয়ে ব্যস্ত! বৃদ্ধা ইস্টারের উৎসব পর্যন্ত ছেলের বাড়িতে থাকলেন।

শাশুড়ি তো ছিলেনই। তাঁর নিটোল কাণ্ডজ্ঞান ও দৃঢ় আচরণ থেকে আত্মবিশ্বাস অর্জন করে এমা। এমা রোজ তাঁর সাথে কথা বলে সাহচর্যে আসে। আর মাদাম ল্যাঙলয়, মাদাম ক্যারোঁ, মাদাম দুবরোইল, মাদাম তুভাশ ঘড়ির কাঁটার মতো এ বাড়িতে আসতে থাকেন। আর বেলা দুটো থেকে পাঁচটা অবধি তাঁরা প্রধানতঃ মাদাম বোভারী সিনিয়রের সাথে গল্পগুজব করে কাটান। আসেন মাদাম হোমাও। জাস্টিনও ওর ঘরটা পর্যন্ত আসে। এসে

দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। মাদাম বোভারী অবশ্য তারদিকে তেমন মনোযোগ না দিয়ে নিজের প্রসাধনী টেবিলে গিয়ে ব্যস্ত হয়। চিরুণীটা বের করে। মাথাটা ঝাঁকিয়ে চুল ঠিক করে। এই প্রথমবারের মতো জাস্টিন ওর হাঁটু পর্যন্ত চুলের সৌন্দর্য লক্ষ্য করে। আর অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে।

এমা লক্ষ্য করে নি কী অধীর আগ্রহে, সলাজ চোখে জাস্টিন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। ও অনুমান করতে পারে নি, যে ভালোবাসা ওর জীবন থেকে নির্বাসনে গেছে, সেই ভালোবাসাই স্পন্দিত হচ্ছে দ্রুত শ্বাসরুদ্ধ লয়ে, কাছেই মোটা সূতী জামা পরা ঐ যুবক হৃদয়ের মাঝে। তার সৌন্দর্যসুধার ঐন্দ্রজালিক মোহনীয়তায়। এমা অবশ্য এখন সব কিছুতেই নিরাসক্ত, উদাসীন। ওর কথা নরম, ভদ্র, ওর চাহনি গৌরবান্বিত, আর মন–মেজাজ এখন–তখন পরিবর্তনশীল। আর তাই কোনটা ওর স্বার্থপরতা, কোনাটা বদান্যতা, কিংবা কোনটা তার ভ্রষ্টাচার আর কোনটাই বা দেবীসুলভ মহিমা আলাদা করে চেনার উপায় নেই। যেমন একদিন সন্ধ্যেবেলায়, ফিলিসিতি একটা অজুহাতে বাইরে যেতে চাইলে এমা দারুণ রেগে যায়, আর তখন মেয়েটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নখ খুঁটতে থাকে। হঠাৎ করেই এমা ওকে আচমকা জিজ্ঞেস করে, "কী ওকে ভালোবাসিস?" ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাঙা হয়ে উঠতে থাকে। তারপর ওর জবাবের অপেক্ষা না করেই এমা বিষাদভরা গলায় বলে, "ঠিক আছে, যাও, সুখ করো গিয়ে!"

বসন্তকাল এলে এমা গোটা বাগানটা তছনছ করে। আপত্তি জানায় চার্লস। কিন্তু এ কাজটায় এমার কিছু শারীরিক ব্যায়াম হচ্ছে বুঝে একরকম আনন্দিতই হয়। এমার শরীরটাও কিছুটা ভালো হয়ে ওঠে। ওর ইচ্ছাশক্তিও ফিরে আসে। বার্থার নার্স রোলেত প্রায় এবাড়িতে আসতো সঙ্গে দুটো বাচ্চা নিয়ে। ওগুলি আবার নতুন করে পালার জন্যে নিয়েছে সে। কিন্তু ওরা রান্নাঘরে ঢুকে রাক্ষুসে খিদেয় যা পায় খেয়ে ফেলে দেখে ও নার্সের আসা বন্ধ করে দেয়। এরপর হোমা পরিবারের পালা। ওদেরও যাওয়া আসা কমে। অন্যান্য অতিথিদেরও নিরুৎসাহিত করে ও। গীর্জায় যাওয়ার উৎসাহও ওর অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এটার লক্ষ্য করে অবশ্য কেমিষ্ট হোমা উৎসাহিত হয়। আর বন্ধুত্বের সুরে এ ব্যাপারে মন্তব্য করে—

"আপনি আসলে একটু বেশি গীর্জাপ্রবণ হয়ে পড়ছিলেন, তাই না?"

তবে যাজক মঁসিয়ে বুর্নিজিঁয়ে তখনও আসতে থাকেন বোভারীদের বাড়িতে। ওখানে এসে উনি তাজা বাতাস গায়ে লাগানোর সুবিধের জন্যে বাগানের ফুলের কেয়ারীর জায়গাটায় দরজার সামনে দাঁড়ান। চার্লসের তখন ফেরার সময়। আসেও। ওরা ওখানে দু'জনে বসে এমার আরোগ্য কামনায় দু'পাত্র সিডার পান করে। বিনেও কাছেই নদীর ধারে ঐ সময় বসে ছিপে মাছ শিকার করে। বোভারী ওকেও সিডার পানের জন্যে আমন্ত্রণ জানালে সেও একসময় আসে। যাজক বুর্নিজিঁয়ের ধারণা চার্লস খুবই ভালো লোক। আর তাই একদিন মঁসিয়ে হোমা যখন ওকে রুয়েঁ শহরে থিয়েটার দেখানোর জন্য এমাকে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছিলো, তখন যাজক মহোদয় মনে হলো না তিনি এতে ক্ষুণ্ন হয়েছেন। এই থিয়েটারে নিয়ে গিয়ে এমার একটু পরিবর্তনের ও মনোরঞ্জনের প্রস্তাবে চার্লস বেশ খুশি হয়। সে আর দেরি না করে ব্যাপারটা এমাকে জানায়। এমা তো প্রথমে আপত্তি জানায়। বলে, ও যাবে না থিয়েটার দেখতে। কেননা, ব্যাপারটা ক্লান্তিকর, আর খরচও

অনেক। কিন্তু চার্লস হঠাৎ যেন এককাট্টা হয়ে ওঠে। থিয়েটার যাওয়ার কথাটা বলে ও যেন আর বন্দুকের নল নামাবেই না। ওর বিশ্বাস, এতে এমার ভালো হবে। আর যেতে কোনও বাধাও নেই। মা চার্লসকে অপ্রত্যাশিতভাবে ৩০০ ফ্রাঁ পাঠিয়েছেন। ওদের এখনকার মতো ধারদেনা খুবই বেশি বলা যায় না। ল্যুরোর বিল–তমসুকের টাকা পাওনা হতে এখনও ঢের দেরি। কাজেই এখনই এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু ঘটে নি। তাছাড়া, ঐ যে এমা ওকে বলেছে, ও চার্লসের খরচ অযথা বাড়াতে চায় না, আর তাতেই চার্লসের জেদটা আরও চেপে বসেছে। শেষাবধি অনেকটা সম্মোহিতের মতোই মত দেয় এমা। পরের দিন সকাল ৮টায় ওরা 'ল্যাজঝোলায়' করে রওনা দেয় রুয়েঁর পথে।

কেমিস্ট ওদেরকে বিদায় সম্ভাষণ জানায় "বিদায়, শুভযাত্রা! যাবার ইচ্ছে ছিল খুব আমারও! কিন্তু কপাল কি সবার হয়!" আর তারপর এমার দিকে ফিরে বলে, "আরে আপনাকে তো ভেনাস ডি মিলো'র মতো ভালোবাসার দেবী বলে মনে হচ্ছে! আপনাকে নিয়ে তো গোটা রুয়েঁ পাগল হয়ে যাবে।"

"ল্যাজঝোলা"টা রুয়েঁ প্লেস বভয়জিঁর ক্রয়রজ হোটেলে গিয়ে দাঁড়ায়। হোটেলটায় সবকিছুর আয়োজন বেশ ভালোই। অথচ একটা ঘরোয়া, সাধারণ পরিবেশ আছে। চার্লস গাড়ি থেকে নেমে থিয়েটারের টিকিট কাটার জন্যে যায়। আর কয়েকবার দৌড়াদৌড়ির পর কয়েকদফা শহরটা চক্কর দিয়ে হোটেলে ফিরে আসে। টিকিট কাটা, আসন বাছা, নানারকম–সকমের মধ্যে একটা রীতিমতো গোলমেলে ব্যাপার। হোটেল থেকে থিয়েটারে যাবার আগে এমা ওর হ্যাটের নেকাব, হাতের দস্তানা ও একটা ফুলের তোড়া কেনে। চার্লস তাড়া লাগায়। হয়তো শো অনেক আগেই শুরু হয়ে যাবে। তাড়াহুড়োতে ওরা না খেয়েই থিয়েটারে গিয়ে দেখে তখনও ওটার দরজাই খোলে নি।

॥ ১৫ ॥

অবশেষে নাট্যশালার হলঘরটায় মানুষে ভরে উঠতে থাকে। অপেরার কাঁচগুলি যথাস্থানে নামিয়ে দেওয়া হয়। যাদের সিজন টিকিট আছে ওরা আগে থেকেই অনেকের সাথে পরিচিত। তাই একে অন্যকে অভিবাদন জানায়। মাথাটা একটু নীচু করে। ওরা এসেছে একটু খোশমেজাজে সময় কাটাতে। ব্যবসায়–বাণিজ্য, নানান কাজ ও আর ঝামেলা থেকে এটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে। ওরা তবু নানাবিষয়ে, বিশেষ করে তুলো ও নীল ফসল নিয়ে আলোচনা করে। কিছু সাজপোশাকে ধোপধুরস্ত ফুলবাবু যুবককে দেখা যাচ্ছে লবিতে। ওরা ওদের হাতে হলুদ কাজকরা দস্তানা পরেছে আর নিজেরা একে অন্যে পরীক্ষা করে দেখছে। এরপর বাদ্যযন্ত্রীদলের লোকেরা এসে মঞ্চে তাদের জায়গা নেয়। আর ওরা ওদের বাদ্যযন্ত্রগুলি ঠিক করতে অনবরত নানাধরনের শব্দ হতে থাকে। তারপর ওদের ওস্তাদ তিনবার হাত দিয়ে তুড়ি দিতেই অর্কেস্ট্রা শুরু হয়ে যায়। মঞ্চের পর্দা ওঠে। পটভূমি এলাকায় একটা নিসর্গ দৃশ্য। পালাটির নাম : লুসিয়া ল্যামারমুর।

মঞ্চের নিসর্গ দৃশ্যটি এটি বনের দৃশ্য। বামে একটি বড় ওকগাছের নীচে একটি জলপ্রপাত। কিছু চাষী ও অভিজাতশ্রেণীর লোক। ওদের গায়ে মোটা চাদর ঝোলানো। ওরা শিকার সঙ্গীত গাইছে। এরপর একজন ক্যাপ্টেন বা সর্দার গোছের লোকের আগমন। লোকটা এসে আকাশের দিকে হাত তুলে ভূত–প্রেতের উদ্দেশ্যে কী সব মন্ত্রপাঠ করে। আর

তারপর তারমতো আরেকজন আসতে তারা দুজনে একসাথে ঐ দৃশ্য থেকে চলে যায়। আর শিকারী লোকজন আগের মতই কোরাসে তাদের শিকারসঙ্গীত গাইতে থাকে।

এমার মনে হয়, ও এখন ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসের কাহিনীর মধ্যে রয়েছে। বালিকা বয়সে স্কটের নভেলের সঙ্গে ওর পরিচয় হয়েছে। ও যেন কুয়াশাভরা আবহাওয়ায় উলুখড়ের বনের মধ্যে স্কট ব্যাগপাইপের বাজনা কানে শুনতে পায়। নভেলটার সঙ্গে ওর আগে থেকে পরিচয় থাকায় পালার অঙ্ক বা দৃশ্যগুলি বুঝতে কোনই কষ্ট হয় না ও প্লটের একের পর এক দৃশ্য সহজ, স্বাচ্ছন্দ্যে অনুসরণ করে চলে। পালার সঙ্গীতে ও ভেসে যায়। মনে হয় ওর গোটা দেহটাই শিহরিত হচ্ছে ওই বাদকের বেহালার মতো, ওই বেহালার ওপর দিয়ে ছড় যাওয়ার সময় বেহালাটা যেমন শিহরিত হয় তেমনি করে। এই সময় এক রূপবতী তরুণী এগিয়ে আসে মঞ্চে। ওর নামই লুসিয়া। ও তার প্রেমের সঙ্গীত গাইতে শুরু করে চমৎকার আবহে। ও বিরহ ব্যথায় কাতরতা প্রকাশ করে। এমাও পারলে একইভাবে এই পার্থিব জীবন ছেড়ে যেতো। ছেড়ে যেতো তার দয়িতের বাহুবন্ধনে পরপারে, আরেক অনন্ত জগতে। আর তারপরেই মঞ্চে আগমন ঘটে নায়ক এডগার ল্যাগার্ডির।

ওর গায়ের রং চমৎকার ফর্সা অথচ কিছুটা বিবর্ণ, ফ্যাকাশে। এরকম একটা মিশ্রণে ওর দেহসৌষ্ঠব হয়ে উঠেছে দারুণ আকর্ষণীয়। মর্মর শ্বেতপাথর কিছুটা পুরনো হয়ে এলে যে রং হয় সেই গাত্রবর্ণ পেয়েছে ও দক্ষিণের পৌরুষভরা জনগোষ্ঠির লোকগুলির মতো। ওর চেহারা চৌকশ খেলোয়াড়ী, পেশল, বাদামীরঙের আঁটসাট জামা পরা। তার বাম উরুর পাশে ঝুলছে একটা চমৎকার হাতির দাঁতের কাজ করা ছোরা। ও তাকাচ্ছে নিজের চারদিকে। ওর মুক্তোর মতো দাঁতগুলি মাঝে মাঝে ঝিকিয়ে উঠছে। ওকে নিয়ে গল্পটা হচ্ছে এই যে, বারিজের সাগরসৈকতে ও যখন একটা নৌতরী তৈরী করছিল সেই সময় নিশুতি রাতে ও গান গাইছিল। তখন তার এই অপূর্ব গান শুনে এক পোল রাজকন্যা ওর প্রেমে পড়ে যায়। প্রেমে পড়ে সে উজাড় করে দেয় তার সবকিছু। কিন্তু এডগার ল্যাগার্ডির মন ও ভরাতে পারে না। ল্যাগার্ডি ওকে ছেড়ে আরেক রমণীর কাছে চলে যায়। ল্যাগার্ডির শিল্পীসুলভ অনেক অসাধারণ গুণ ছিল। আকর্ষণ ছিল। ওর কণ্ঠস্বর ছিল ভরাট, অসাধারণ আত্মবিশ্বাসী। ওর মাথা যতো না পরিস্কার, বুদ্ধিদীপ্ত তার চেয়ে বরং বেশী খোজমেজাজী, গায়কের সুকণ্ঠ না যতো তার চেয়ে বেশি লোকদেখনাই শো এইসব মিলে ল্যাগার্ডি আসলে এক সুপার-শয়তানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। ওর মাঝে বরং খুঁজে পাওয়া যায় বুল ফাইটার ও নাপিতের এক মিশ্রিত সত্তার। আর তাতেই ল্যাগার্ডি এসে পড়েছে জনপ্রিয়তার উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের নীচে।

এহেন ল্যাগার্ডি নাটমঞ্চে আবির্ভূত হতেই দর্শক যেন সব পাগল হয়ে যায়। সে লুসিকে বুকে টেনে জড়িয়ে ধরে। সে একবার ওর কাছ থেকে ছিটকে দূরে সরে যায়, আবার কাছে ফিরে আসে। কি যেন হতাশায় পেয়েছে ওকে। এই যেন মনে হয়, ও রুদ্র রোষে ফেটে পড়বে, আবারও যেন প্রিয়ার মন জয়ে গান গেয়ে উঠবে এক মাদক মিষ্টিসুরে। ওর গলা থেকে যেন অঝোরে চুম্বন আর কান্নার ধ্বনি ঝরে। এমা ঝুঁকে পড়ে নায়ককে আরও স্পষ্ট করে দেখবার জন্যে। ছন্দময় বিষন্ন গানের সুরসঙ্গীতের মূর্চ্ছনা ওর হৃদয় ভরিয়ে দেয়। ও গান, ও সঙ্গীত শুনে প্রচণ্ড সামুদ্রিক তুফানে ডোবা জাহাজের যাত্রীদের আর্তির

ধ্বনির মতোই মনে হয়। ওর রিপু, আবেগ, যন্ত্রণা সবই একে একে মনে পড়ে। ওগুলি এখন অতীত। মৃত। পালার নায়িকার কণ্ঠে ও তার নিজের হৃদয়েরই সঙ্গীত শুনতে পায়। কিন্তু ওকে তো আর এই পৃথিবীতে এমন করে কেউ ভালোবাসে নি। কেন না, রোদোলফি ল্যাগার্ডির মতো কাঁদে নি যেদিন ওরা চন্দ্রলোকিত মধুযামিনীতে মিলিত হয়ে বিদায়ের আগে উচ্চারণ করেছিল, 'কাল, আগামীকাল তাহলে!' দর্শকদের হাততালিতে মনে হয় যেন গোটা নাট্যশালাটা ভেঙে ওদের মাথার 'পরে পড়বে। আর মঞ্চের প্রেমিক–প্রেমিকাযুগল ওদের কবরে ফুলের স্তূপ, পরস্পরের কাছে অঙ্গীকার, নির্বাসন, নিয়তি, আশা–নিরাশার কথা বলে ওরা যখন তাদের চূড়ান্ত বিদায়ের কথা জানায় তখন এমা এক অমানুষিক চীৎকার করে ওঠে। তবে সে চীৎকার পালার আবহসঙ্গীতের চূড়ান্ত মূর্চ্ছনার সাথে মিশে যায়।

এসময় বাজনা ও কথাবার্তা ইত্যাদির বেশি আওয়াজে চার্লস পালার মূল বিষয় কিচ্ছু বুঝতে পারছে না বলে এমাকে বলতে চায়। পালা উপভোগে ওর শরীক হতে চায়। কিন্তু এমার চোখ–কান চার্লসের চেয়ে আলাদা। ও শোনে অনির্বচনীয় ভাষা, বচনের অপেক্ষায় সে নেই। আসলে সে ভাবের গভীরে ডুবে আছে। ওর কাছে ল্যাগার্ডি নির্দয় শয়তান নয়, ও তো লুসির প্রেমিক। প্রেমিক ওর কাছে তর্কাতীত সত্তা। এটা বোঝার ক্ষমতা আছে ঐ মোটামাথা ডাক্তার চার্লসের। তাই বিরক্ত হয়ে ওঠে, চার্লসের এভাবে রসভঙ্গ করার কারণে। ও শুধু বলে, "চুপ করো তো। দোহাই তোমার, তুমি চুপ করবে?"

নায়িকা লুসি এগিয়ে আসে। দেহটা ঝুঁকে আছে ওর। সখীরা ওকে ধরে নিয়ে এসেছে। ওর আলুথালু কুন্তলে কমলার ফুল আর শরীর ওর সাদা সাটিনের চেয়েও সাদা, বিবর্ণ। এমা ওর বিয়েটা কল্পনার চোখে দেখতে শুরু করে। সে নিজেকে আবার সেই শস্যক্ষেতের মধ্যে পায়েচলার পথটায় দেখতে পায়। সে চলেছে বিয়ের বরযাত্রীদের সঙ্গে ক'নে সেজে গীর্জায়। সে কেন ঐ সময় লুসির মতো ও বিয়েতে বাধা দেয় নি? কেন ওর বদলে বরং খুশি মনে, চপল হৃদয়ে, কী যন্ত্রণার স্বেচ্ছাশিকার হতে চলেছে সে সেটা না বুঝে গীর্জা বিয়ের বেদীতে গিয়ে উঠলো? আহা যদি এমন হতো, ওর সেই কুমারী জীবনের সবটুকু তাজা রূপ–মাধুরী নিয়ে, বিয়ের সংসর্গে কলুষিত হবার আগে, পরপুরুষের শয্যাসঙ্গী হবার মোহভঙ্গের আগে কোনও হৃদয়বান পুরুষের হাতে নিজেকে তুলে দিতে পারতো যার ওপর সকল সত্তায় নির্ভর করা যায় তাহলে তার সব শুচি–শুদ্ধতা, সতীত্ব, ভালোবাসা, আনন্দ ও কর্তব্য একত্রে সুনিবিড় হয়ে গাঁথা হয়ে থাকতো নিশ্চয়। তবে এতে লেশমাত্রও সন্দেহ নেই যে, ও সুখও রজ্জুকে সর্পভ্রম মাত্র। ও আসলে একধরণের ভ্রান্তিবিলাস। ওটা মিথ্যা। ওটা প্রহেলিকা। কেননা, ও এখন উপলব্ধি করে ঐ সব অতীত উচ্ছল আবেগ যা ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতো তা আসলে অতিরঞ্জিত, ওটা কল্পনায় তিলকে গড়া তাল মাত্র। আর তাই ওসব চিন্তা–ভাবনা থেকে ওর মন সরিয়ে নিয়ে এই পালার সুখ–দুঃখের পরিবেশনায় বক্তব্যের মর্মে যাবার চেষ্টা না করে শুধু বাহ্য দৃষ্টি দেয় নন্দন দৃশ্যের দিকে। চোখের ভূরিভোজে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আর সে কারণেই মঞ্চের শেষপ্রান্ত থেকে ভেলভেট ও সেবলকোট পরা একটা লোকের যখন উদয় ঘটলো তখন ওর ঠোঁটে একটা দুষ্টু হাসি এসে গেল। ক্ষণিকের জন্যে হলেও।

লোকটার চওড়া কানাতের স্প্যানিশ হ্যাটটা তার আকস্মিক চমকানো আবির্ভাবের

মতোই হঠাৎ মাটিতে পড়তেই মঞ্চ গীতবাদ্যমুখর হয়ে উঠলো। এখন নায়ক এডগার ক্রোধে ফুঁসছে। লাল হয়ে উঠেছে। সে তার বিজয়ীর ভঙ্গিতে আর সব পাত্রকে ম্লান করে দিয়েছে। অ্যাশটন ওকে নীচু গলায় হত্যার হুমকি দিচ্ছে। লুসি হৃদয়বিদারী বিলাপ করে চলেছে। আর্থার মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। বিয়ের যাজক অযথা ছুটোছুটি করছেন। মেয়েরা একযোগে কথা বলছে।

ওখানে এ মুহূর্তে মঞ্চের ওপর রোষ, ক্রোধ, প্রতিশোধপরায়ণতা, ঈর্ষা, ত্রাস, অনুকম্পা, বিস্ময় পালার সকল কুশীলবের ঠোঁট থেকে একযোগে বেরিয়ে আসছে। আর ক্রুদ্ধ প্রেমিক তার নাঙা তলোয়ার উঁচিয়ে ধরেছে। ওর বুকের প্রচণ্ড তোলপাড়ের সাথে ওর লেসসজ্জিত কলার ওঠানামা করছে ফুঁসে ওঠা ঢেউয়ের মতো। ও বামে-ডানে বড় বড় ভারী পা ফেলে মঞ্চে পদচারণা করছে। আর ওর জুতোর গিল্টি করা ধাতব পাতের ধাক্কা লেগে মঞ্চের কাঠের তক্তায় প্রচণ্ড শব্দ উঠছে। এমা ভাবে, 'উহ্ ওর বুকে বোধ হয় একটা ভালোবাসার আস্ত সাগরই লুকিয়ে আছে। ও সে সাগর এখানে গোটা দর্শকের ওপর বইয়ে দিতে পারে।' এতক্ষণ ও এ পালার চরিত্রগুলিকে একটু খাটো চোখেই দেখছিল। কিন্তু ল্যাগার্ডির এখন থেকে দারুণ চমৎকার ভাসিয়ে দেওয়া অভিনয়ের বন্যায় ওর এসব হীন ধারণা মুহূর্তে উবে গেল। ওর এখন মনে হল নায়ক ল্যাগার্ডির ব্যক্তিজীবন কতো না রোমাঞ্চ, অসাধারণ ঘটনা, জৌলুসে ভরা। কপাল থাকলে সেও ঐ জৌলুস, রোমাঞ্চের জীবন পেতে পারতো। ওরা হতে পারতো পরস্পরের প্রেমিক-প্রেমিকা। আর ওর পাশে থেকে ওর সকল খ্যাতি ও ক্লান্তির সঙ্গিনী হয়ে ঘুরে বেড়াতে পারতো ইউরোপের এক রাজধানী থেকে আরেক রাজধানীতে। ওর পায়ে ফুলবৃষ্টি করতো ওর অনুরাগীরা। ও সে ফুল কুড়িয়ে নিতো। ওর মঞ্চের পোশাকের নকশীর কাজ ও নিজে হাতে করতো। আর সন্ধ্যায় মঞ্চাভিয়ের সময় ও যখন ঝরোকাঘেরা বক্সের মধ্যে বসে ওর অভিনয় দেখত, ওর হৃদয় ভরে উঠতো অনির্বচনীয় পুলকে, আনন্দে, আত্মার সঙ্গীতে। নায়ক যখন তার গান গাইত সে নিশ্চয় অভিনয়ের মধ্যে সে গান এমার জন্যেই নিবেদন করতো। আর তারপরই ওর গোটা সত্তায় জুড়ে বসে এক অদ্ভুত কল্পনা। ওভাবেই ওর মনে হয়, নায়ক ল্যাগার্ডি মঞ্চ থেকে ওর দিকেও চেয়ে আছে! এমা কি পাগল হয়ে গেল? এমার মনে হলো, এ মুহূর্তে ও ছুটে গিয়ে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, ওর বলিষ্ঠ বাহুর আশ্রয় খোঁজে। ওটাই যেন তার মুহূর্তে মূর্ত ভালোবাসা, ভালোবাসার অবতার ল্যাগার্ডি, ওকে ও তার হৃদয় খুলে চিৎকার বলতে চায়, 'ওগো আমাকে তুমি তোমার বাহুতে নাও। আমার নিয়ে চলো। আমার সকল স্বপ্ন, সকল কল্পনা, সকল নিষ্ঠায় আমি তোমার!"

মঞ্চে পর্দা নেমে আসে। পরবর্তী অঙ্কের আগে।

এমা বাইরে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার পথটা লোকে লোকারণ্য। কাজেই উপায় না দেখে আবার আসনে বসে পড়ে। বুকটা প্রচণ্ড আন্দোলিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন দম নিতে পারছে না। আর এই ভাবসাব লক্ষ্য করে চার্লসের আশঙ্কা হয়, ও হয়তো এখুনি জ্ঞান হারাবে। আর তাই সে তাড়াতাড়ি বার থেকে ওর জন্য একটু চিনি মেশানো পানি আনতে ছুটে যায়। তবে ওটা আনতে গিয়ে ওর তো জেরবার দশা। কয়েকজনের কনুইয়ের গুঁতোয় শেষ পর্যন্ত গ্লাসের সিকি শরবত বাঁচিয়ে এমার জন্য আনতে পারে। পথে অনেকের গায়ে পড়েছে তো বটেই। এক সুন্দরীর গায়ে অনিচছাকৃতভাবে গ্লাসের পানি

পড়তেই সে এমন চীৎকার দিল যে, ওকে যেন কেউ খুন করেছে। সে এক মহা হৈহৈ রৈরৈ। কোনও মতে এমার কাছে পৌছে সে শ্বাসরুদ্ধ প্রায় গলায় বলে—

"অবস্থা এমন যে ফিরতে পারবো, আশাই করতে পারি নি। এতো গাদাগাদি, এতো ভীড়। আর এর মধ্যে ভেবে দ্যাখো মঁসিয়ে লিওঁর সাথেও আমার দেখা হয়ে গেল।"

'লিওঁ'?

'হ্যাঁ লিওঁই তো। এই দ্যাখোনা, ও তোমার সাথে দেখা করতে এলো বলে।' আর চার্লসের কথা শেষ না হতেই সত্যিসত্যিই য়োঁভিলের ব্যারিষ্টারের সাবেক কেরাণী মঁসিয়ে লিওঁ এসে পড়লো। লিওঁ ভদ্রোচিতভাবে হাতটা বাড়িয়ে দিতে যান্ত্রিকভাবে এমাও ওর হাত এগিয়ে দেয়। ঐ হাতের ছোঁয়ায় গত বসন্ত থেকে এমা বঞ্চিত। সেদিনের সে সন্ধ্যায় বৃষ্টি ঝরছিল গাছ-গাছালির সবুজ পাতায়। আর ওরা তখন জানালার কাছে একে অন্যকে বিদায় জানাচ্ছিল। কিন্তু এখনকার তাৎক্ষণিক পরিস্থিতির দাবীর মুখে সে তার ঐ রোমান্টিক স্মৃতি রোমন্থন বিলাস শিকেয় তুলে কিছু সৌজন্যমুলক কথা বলে। কিন্তু মুখে আটকে যায়।

"আরে কেমন আছেন? কী আশ্চর্য আপনি এখানে ভাবা যায়!"

"চুপ করুন তো', অন্ধকারসারির আসনের কেউ চিল্লে ওঠে। ঐ সময় পালার তৃতীয় অঙ্কের পর্দা উঠতে যাচ্ছে।

"তাহলে রুয়েঁতে এসেছেন?"

'হ্যাঁ, তাইতো'।

'কতোদিন এখানে আছেন?'

"আরে চুপ করুন বলছি। নইলে বেরিয়ে যান! গেট আউট।"

হলের আশেপাশে দর্শক ওদের দিকে মাথা ঘুরিয়ে তাকিয়ে থাকে। ফলে ওরা কথা বলা বন্ধ করে। লিওঁ এক পর্যায়ে মুখ এমার মুখের কাছে নিয়ে জিজ্ঞেস করে। এসব ছাইপাঁশ দেখতে ভালো লাগছে আপনার?'

'কী জানি, খুব একটা ভাল্লাগে না", ওর উদাসীন জবাব।

লিওঁ বাইরে যাবার প্রস্তাব দেয়। বলে, "চলুন না, বাইরে গিয়ে কোথাও বসে আইসক্রিম খাওয়া যাক।"

"আরে না না, আরেকটু থাকি না, এখন যাওয়াটা ঠিক হবে না" বোভারী বলে। 'দেখছেন নায়িকার চুল কেমন এলোমেলো। এখন একটা কিছু দুঃখের ঘটনা ঘটবে।' কিন্তু এ ধরনের লাইলী-মজনুর দৃশ্য এমাকে আদৌ কৌতুলহলী করে না। কারণ নায়িকা অঙ্গভঙ্গি দেখে মনে হয় ও অতিঅভিনয় করছে!

'যা গরম পড়েছে', ওদিকে লিওঁ গভীর শ্বাস পড়ে।

'ঠিক বলেছেন, মঁসিয়ে লিওঁ, গরমটা অসহ্য।'

'খুব গরম লাগছে নাকি তোমার?' বোভারী জানতে চায়।

'মানে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। চলো, বাইরে যাই।'

মঁসিয়ে লিওঁ এমার লম্বা শালটা ওর কাঁধে সুন্দর করে সাজিয়ে ভাঁজ করে দেয়। এরপর তিনজন একত্রে বেরিয়ে গিয়ে সাগর কিনারের বাঁধটার ওপরে গিয়ে বসে। জায়গাটা একটা কাফের সামনে। খোলা জায়গা। তাজা বাতাস বইছে ওখানে।

এমার অসুখ দিয়ে ওরা কথাবার্তা শুরু করে। অবশ্য চার্লসের এ কথার আলোচনায় মাঝে মাঝেই এমা অন্য প্রসঙ্গ এনে বাধা দেয়। ওর ভয় এতে লিওঁ বিরক্ত হবে। লিওঁ ওর কথা বলতে গিয়ে বোভারী দম্পতিকে জানায়, ও রুঁয়ের একটা আইনব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এসেছে দু' বছরের জন্য আইন পেশায় আরও অভিজ্ঞতার জন্যে। তাছাড়া, ব্যবহারজীবীর পেশাটা প্যারীর তুলনায় নর্ম্যান্ডিতে আলাদা। ও বার্থা, হোমা পরিবার, মাদাম লাফ্রাঁসোয়ার কথা জানতে চায়। ওদের কথা একসময় এক জায়গায় এসে থেমে যায়। বিশেষতঃ এমার স্বামী সামনে রয়েছে! ঐ সময় থিয়েটার থেকে লোকজন বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। ওরা অনেকেই পালার গানের কলি গুণ গুণ করে গাইছে। অনেকে ষাঁড়ের মতো চেল্লাচ্ছেও। এসব দেখেশুনে লিওঁ সঙ্গীতের প্রসঙ্গ নিয়ে ওদের সাথে আলাপ শুরু করে। আর বিখ্যাত গায়ক–গায়িকা ও সঙ্গীতজ্ঞ তামবুরিনী, রুবিনি, পারসিয়ানি, গ্রিসি প্রমুখের কথা পাড়ে ও জানায়, ওদের তুলনায় ভাবভঙ্গি–অভিনয় সর্বস্ব ল্যাগার্ডি কোনও তুলনাই নয়। চার্লস অবশ্য বলে ফেলে, 'অনেক হয়তো বলবে শেষ দৃশ্যে ল্যাগার্ডি অপূর্ব। আর ওটাই সবে শুরু হতে যাচ্ছে আর তখনই আমরা চলে এলাম।'

"তা বেশ, তো, এ পালাটা খুব শিগগীরই আবার হচ্ছে। আর তাতে ও–ও আবার অভিনয় করছে, কাজেই।' তবে চার্লস জানায়, ওরা কালই বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। এখন যদি থেকে যাওয়া যায়।

লিওঁ সুযোগ পেয়েই কথার খেই ধরে আরও জানায়, 'সত্যিই শেষ দৃশ্যে ল্যাগার্ডির অভিনয় একেবারে অনবদ্য।'

চার্লস মত দেয়, এমার থেকে যাওয়া উচিত। 'রবিবারেও তুমি বাড়ি আসতে পারো। এখন দেখ তুমি থাকবে কি না। আর এতে তোমার কোনও উপকার হবে কিনা।' ইতিমধ্যে কাফের সকল টেবিল খালি হয়ে আসায় ওয়েটার সোজাসুজি ওদের টেবিলে এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ এটা সঙ্কেত যে ওদের যাবার সময় হয়েছে। চার্লস সেটা বুঝতে পেরে মানিব্যাগ বের করে। কিন্তু লিওঁ দুটি রূপোর মুদ্রা ওর হাতে হাত রেখে ওয়েটারকে দেয়। "আমি সত্যি খুব ব্যথা পেলাম—" বলে বোভারী। "আপনি টাকা দেবেন—"

কিন্তু লিওঁ আন্তরিকতামূলক একটা ভাবভঙ্গি করে ওর হ্যাটটা হাতে তুলে নিয়ে বললো—"তাহলে সেই কথাই রইলো, আগামী কাল সন্ধ্যে ছ'টায়।"

"চার্লস আবার জানায় ওর বাড়ি থেকে বেশিদিনে বাইরে থাকার উপায় নেই ওর, তবে এমার তো সে অসুবিধে নেই—।"

"কিন্তু আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না," কিছুটা ইতঃস্ততঃ একটা অদ্ভুত হাসি ঠোঁটে টেনে এমা বলে, "আমি কি পারবো থাকতে?"

"তো ঠিক আছে, এটা নিয়ে ভাবনা–চিন্তা কর, ঘুমিয়ে কাটাও।" তারপর চার্লস লিওঁর দিকে তাকিয়ে বলে, 'এখন যেহেতু আমাদের খুব কাছেই আছেন, আশা করি, মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে আসবেন। ডিনারে শরীক হবেন।"

লিওঁ জোর গলায় ঘোষণা দেয়, অবশ্যই যাবে সে, তা আর বলতে! বিশেষ করে, য়োঁভিলেও তার প্রতিষ্ঠানের কাজ সারতেও তো তাকে যেতে হবে। রাস্তার কোনায় ওরা দু'দলে আলাদা হয়ে যায়। আর এ সময় গীর্জার পেটা ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজার ঘণ্টা বাজে।

৩য় পর্ব

॥ ১ ॥

লিওঁ যখন আইনের ছাত্র ছিল তখন ও প্রায়ই নাচতে যেতো 'শমিয়ের'-এ। ওখানে ও মেয়েদের মধ্যে বিশিষ্ট ও প্রতিভাবান ছাত্র হিসেবে সুখ্যাতি কুড়োয়। সে ওখানে সবচেয়ে মর্যাদাবান ছাত্র হিসেবে সবার শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠে। মাথার চুল ছিল সত্যিকার ভদ্রলোকের মতো। বেশি ছোট নয়, বড়োও নয়। সে মাসের পয়লাতেই তার ত্রৈমাসিক ভাতার সবটুকু অন্যদের মতো উড়িয়ে দিত না। আর অধ্যাপকদের সঙ্গেও তার ভালো সম্পর্ক ছিল। সুরুচিবান ও নম্র লিওঁ, স্বভাবতঃ কোনও কিছুতে বাড়াবাড়ি করতো না।

প্রায়ই সে ঘরেই কাটাতো। ঘরে বই পড়তো। নইলে কোনও কোনও দিন সন্ধ্যায় ল্যুক্সেমবুর্গ গার্ডেনে লাইমগাছের তলায় বই নিয়ে এসে বসতো। শুয়েও পড়তো। আর ওর পাশে গড়াগড়ি যেতো ওর কলেজের পাঠ্যবই। এমার স্মৃতি ওর মন কেড়ে নিতো। তবে ধীরে ধীরে একদিন তার মনের এসব জমে ওঠা মেঘ কেটে পরিস্কার হতে প্যারি নগরীর নানা আকর্ষণ তাকে ব্যস্ত করে। তবে একথাও ঠিক, তার পুরনো ভালোবাসার তুষের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতেও থাকে। লিওঁ এমার আশা ছেড়ে দেয় নি পুরোপুরি। একটা আবছা, অনিশ্চিত আশার মেঘ ওর মনে দূরে ভেসে বেড়াতেই থাকে।

একটানা তিন বছর পর ওকে আবার দেখে তার কামনার সকল আবেগ আরও একবার জেগে উঠল। আর এবার ও ঠিক করে এমাকে পেতেই হবে। ইতিমধ্যেই ওর যেসব সঙ্গী-সাথীদের সাথে সে মেলামেশা করেছে ও যেসব 'গ্রিসা' মেয়ের সাথে পরিচয় ঘটেছে তাদের সুবাদে সে অনেকখানি জড়তা, লজ্জা কাটিয়ে উঠেছে। ও ফিরে এসেছে প্যারি থেকে ওখানকার সব লোক ও আর সব জিনিসের প্রতি একটা অবজ্ঞার মনোভাব নিয়ে যাদের বা যে জিনিসের সঙ্গে রাজধানীর পরিচয় বা যোগসূত্র নেই। তার মতো একটা ছোটখাটো উকিলের সহকারী প্যারির অভিজাতদের বা বিত্তবানদের ভয় পেতে পারে ঠিকই। কিন্তু এই এখানে রুয়েঁর বাঁধের ফুটপাথে একজন স্থানীয় ছোট ডাক্তারের বৌ-এর মুখোমুখি হতে তার আদৌ এখন কোনও অস্বস্তি হলো না। খুব সহজ ও স্বচ্ছন্দই হতে পারলো সে। তার স্থির বিশ্বাস জন্মালো যে ওর মাথাটা ও ঘুরিয়ে দিতে পারবে।

আগের রাতে ও যখন বোভারীদের কাছ থেকে বিদায় নেয়, ও তারপরেও বেশ কিছু দূর থেকে ওদের অনুসরণ করে। পরে ওরা ওদের হোটেল ক্রয়রুজে এসে থামলে, লিওঁ ওখান থেকে নিজ গন্তব্যে সটকে পড়ে। আর তারপর গোটা সেই রাত চিন্তা-ভাবনা করে একটা মতলব বের করে। পরের দিন বিকেল পাঁচটায় ও ঐ হোটেলের রান্নাঘরে ভীরুর চেহারা নিয়ে ঢোকে। আসলে অনেক কাপুরুষ কোনও কোনও সময় এমন দৃঢ় সংকল্প হয়

যে কোনও কিছুই তাকে রুখতে পারে না।

হোটেলের একজন পরিচারিকা জানালো যে ডাক্তার এখন রুমে নেই।

লিওঁর জন্যে ভালোই হল। ও ওপরে উঠে গেল।

ওকে দেখে অবশ্য এমা মোটেও অবাক হয়েছে বলে মনে হলো না। বরং ওরা কোথায় রয়েছে সেটা লিওঁকে আগে থেকে না বলার জন্যে এমা লিওঁর কাছে ক্ষমা চাইল। 'ও, আমি অবশ্য একটা অনুমান করেছিলাম'। আর এমা যখন জানতে চাইল, কেমন করে? লিওঁ বললো সে অনুমানের ওপর ভর করেই এখানে এসে পৌঁছেছে। এমা হাসতে শুরু করে। লিওঁ তার কথার বোকামি বুঝতে পেরে ব্যাপারটা ভেঙে বলে। সকাল বেলাটা সে শহরের সব হোটেল চষে বেড়িয়েছে, ওকে খুঁজে পাবার জন্যে।

"তা যাইহোক আপনি থেকে যাবার বিষয়টা তাহলে স্থির করেছেন?" ও জিজ্ঞেস করে।

"করলাম" ও জবাব দেয়, "কিন্তু ভুল করেছি। এধরনের অবাস্তব আমোদ-প্রমোদে অভ্যস্ত হওয়ার কোনও মানে নেই, বিশেষ করে যখন মানুষের আরও হাজারো জিনিস দেখার রয়েছে।"

"যা বলেছেন", আমিও অবশ্য ওটা অনুমান করতে পারি—"

"না, আপনি পারবেন না, আপনি কোনও মেয়েমানুষ তো আর নন।"

তবে পুরুষেরও কিছু কিছু অসুবিধে যে নেই তা নয়। এরপর ওদের আলোচনা দার্শনিক চিন্তা-ভাবনার স্তরে চলে যায়। এমা পার্থিব স্নেহ-ভালোবাসার মাঝে দুঃখ, জ্বালা-যন্ত্রণা আর হৃদয়ের চিরন্তন একাকীত্বের ওপর অনেকটাই বিশদ আলোচনা করে। এমা যাতে ওর কথা বেশি করে ভাবে সেজনই তরুণ লিওঁ জানায়, তার দিনগুলি ভয়ানক অসুখী অবস্থায় কাটছে। যতোদিন এখানে সে আইনপড়ায় ব্যস্ত ততোদিন থেকেই তার কিছুই ভালোলাগে না। আইনপড়া আর পেশার ব্যাপার-স্যাপার দেখে তার বিরক্তি ধরে গেছে। বরং অন্যান্য পেশাই তার কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় বলেই মনে হয়েছে। এছাড়া, ওর মা যতোবারই চিঠি লেখেন, সে আরও বেশী উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তার দুশ্চিন্তা বাড়ে। তবে সে যাই হোক, এমা লিওঁ দু'জনেই তাদের অসুখী হবার কারণগুলির ওপর জোর দেয়। আর যতোই ওরা কথা বলে ততোই ওরা একধরনের উপভোগ্য উত্তেজনার সন্ধান পেতে থাকে, ওরা ওদের পরস্পরের মনের কাছে নিবিড় হয়। একে অন্যের কাছে তার মনের গোপন দরজা খুলে ধরে। ক্রমেই ওরা মনের কথা খুলে বলে। কিন্তু নিজ নিজ ভবিষ্যৎ কল্পনা সেখানটায় এসেই থেমে যায়। ওদের মুখে আর উপযুক্ত ভাষা যোগায় না। এমা ভুলেও লিওঁকে জানায় না, আর কোনও পুরুষের সঙ্গে ওর প্রেম ছিল। একথাও স্বীকার করে না যে, ও লিওঁকে ভুলে গিয়েছিল।

লিওঁ প্যারিতে ছাত্রাবস্থায় চমৎকার পোশাকপরা মেয়েদের সঙ্গে নাচের ও রাতের খাবার খাওয়ার দৃশ্যগুলি এখন আর যেমন মনে করে না তেমনি এমাও ভুলে যায় সেইসব শিশিরভেজা ভোরের কথা যখন সে তার প্রেমিকের বাড়িতে মাঠের মধ্য দিয়ে প্রায় দৌড়ে পারলে ছুটে যেত। ওরা কথা বলে। রাস্তার হৈহট্টগোলের আওয়াজ তাদের এই চলতি বিশ্রান্তালাপে কোনই যতি টানতে কিংবা ক্ষতি করতে পারে না। হোটেলে এমার ঘরটা ছোট। মনে হয়, এটার পরিকল্পনাই করা হয়েছে ওদের এই একাকীত্বে ওদেরকে আরও

নিবিড়, ঘনিষ্ঠতা দেবার জন্যে। এমা একটা সূতীর ড্রেসিংগাউন পরে আছে। একটা পুরনো আর্মচেয়ারে ওর দীঘল চুলের রাশি ছড়ানো। দেয়ালের হলুদ রঙের ওয়ালপেপার ওকে একটা সোনালী পটভূমি দিয়ে আরও গরিয়সী, রূপ গরবিনী করে তুলেছে। ওর খোলা মাথাটা পেছনের আয়নায় প্রতিফলিত। কেশরাশির মাঝে সাদা সিঁথি আর চুলের নীচ থেকে ওর কানের দু'টি লতি উঁকি দিচ্ছে।

"তবে কী যে এতোসব ছাইপাঁশ বলছি আপনাকে, দুঃখিত। আমার দুঃখের এতো লম্বা পাঁচালি শুনিয়ে আপনাকে বিরক্ত করা ঠিক হয় নি।"

"দুঃখ ! ও কাজটি করবেন না, আপনার কথা খুব ভালোলাগছে।"

"আমি যে কি স্বপ্ন দেখেছিলাম, যদি জানতেন !' ও বলে। আর বলতে বলতে ও তার মুখটা ছাদের সিলিঙের দিকে তুলতে সুন্দর চোখ চোখজাড়া জুড়ে মুক্তোর মতো অশ্রু টলটল করে। আর আলোর আভায় চিকচিক করতে থাকে।

"আমার কথাও তো কাউকে বলা হয় নি। সে তো আপনার মতোই অভিন্ন কাহিনী। আমিও কষ্ট পেয়েছি। ঘরে থাকা আমার জন্যে ছিল দুঃসহ ব্যাপার। মানুষের ভীড়ে আমি সবকিছু ভুলে থাকার জন্যে বাঁধের রাস্তাটায় ঘুরে বেড়িয়েছি কতোদিন। কতোকাল। এই শহরের বুলেভার্দের কাছাকাছি একটা জায়গায় এক ইতালীয় মর্মর দেবীমূর্তি আছে। সঙ্গীতের দেবী আলুথালু কাপড় আর কেশে সে চেয়ে আছে চাঁদের দিকে। কি যেন এক অজানা শক্তির টানে আমি প্রায়ই সেখানে নিজেকে দেখতে পাই। বহুসময় ধরে মাঝে মাঝেই ঐ দেবীমূর্তির নীচে কাটিয়ে দেই।" আর তারপর কাঁপা গলায় সে বলে : "ভাস্কর্য নারীমূর্তিটির আদল অনেকটাই আপনার মতো।"

মাদাম বোভারী তার মাথাটা সরিয়ে নেয় যাতে লিওঁ ওর ঠোঁটে সে অনির্বার হাসির বিদ্যুৎস্ফুরণটুকু দেখতে না পায়।

"আমি বহুবার *তোমায়* চিঠি লিখেছি, ছিঁড়ে ফেলেছি আবার", এমার সাড়া নেই, ও বলে চলে—

"আমার প্রায়ই মনে হতো, কপাল জোরে কোনওদিন হয়তো তুমি এখানে আসবে। আর এ কল্পনায়ও আমি ভেসেছি, যেন আমি রাস্তায় দূর থেকে ঘোড়ারগাড়িতে তোমায় দেখে ফেলেছি আর যে গাড়ি থেকেই তোমার নেকাব বা শালের মতো কিছু দেখেছি সেটার পেছনেই ছুটছি...।"

এমার মনে হলো, ওর কথা শুনবে, কিছু বলবে না। ওর হাত দু'টো বুকে আড়াআড়ি রাখা, মাথাটা ঝুঁকে আছে। পায়ের স্লিপারের ডগায় একমনে যেন কিছু দেখছে। মাঝে মাঝে ও ওর পায়ের বুড়োআঙুল ওর রেশমী কাপড় লাগিয়ে খসখস আওয়াজ তুলছে। একসময় সে শ্বাস ছেড়ে বলে—

"আমার মতো অভাগীর মরণ ভালো, বেঁচে থেকে কি হবে। আমাদের এই দুঃখ-যন্ত্রণায় যদি কারও কোনও উপকার হয় তাও সওয়া যায়, নিজেকে উৎসর্গ করা যায় !"

লিওঁ চারিত্রিক শুচিতা, পবিত্রতা, কর্তব্য, নীরব আত্মোৎসর্গের মহিমা তুলে ধরে। তার নিজের মাঝেও ভালো কাজ করার একটা অব্যক্ত, অনির্বচনীয় বাসনা রয়েছে যা সে আজও চরিতার্থ করতে পারে নি।

"আমারও ঠিক এরকমটা করতে দারুণ ইচ্ছে হয়" ও বলে। "হাসপাতালে ফ্লোরেন্সের

মানসিকতায় একজন নার্স হতে চাই।”

“কিন্তু আমাদের মতো পুরুষদের তো এধরনের পবিত্র কাজ করার কোনও সুযোগ নেই—বড়জোর ডাক্তার হওয়া চলে বোধহয়—” এমা এখানটায় মৃদু ঘাড় ঝাঁকিয়ে ওর কথাটা কেড়ে নিয়ে নিজের অসুস্থতার কথা বলতে শুরু করে। ও জানায় ও প্রায় মরতেই বসেছিল। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য ওর মরণ হলো না। তাহলে তো এখন এই যে জ্বালা-যন্ত্রণায় কাটছে তা আর সইতে হত না! কথা না ফুরোতেই লিওঁ তার একই মনোভাবের কথা জানায়। সে বলে, সে কবরের শান্তিই চায়। আর এজন্যে এক সন্ধ্যায় সে এমনকি মরার আগে একটা উইলও করেছিল। আর তাতে নির্দেশ দিয়েছিল, এমা ওকে যে সুন্দর কাজ করা কম্বলটি দিয়েছিল তা দিয়ে তাকে কবর দিতে। একথা শুনে এমা কারণ জানতে চায়।

“কারণ”, লিওঁ একটু উসখুস করে—“কারণ আমি যে তোমায় আমার সারাটা মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসি”, এমন একটা কঠিন সঙ্কট কাটিয়ে ওঠার জন্যে ব্যারিস্টারের কেরাণী মনে মনে নিজেকে বাহবা দেয় আর তির্যক দৃষ্টি মেলে ধরে এমার দিকে।

ওখানে উধাও, মেঘহীন মুক্ত নীলাকাশ! যেন বাতাস সব মেঘ এই মাত্র ভাসিয়ে নিয়ে গেছে উদ্দাম আনন্দে। তার নীল, ডাগর-সাগর গভীর চোখ থেকে দুঃখ—যাতনা-বিষাদময় সব চিন্তা মুছে গেছে। ওর গোটা মুখমন্ডল প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে গোলাপী আভাসে।

লিওঁ অধীর অপেক্ষায় থাকে। আর অবশেষে এমা জানায় :

“সবসময় আমার তো অমনই মনে হতো—” আর তারপর ওরা ওদের কাছাকাছি অব্যক্ত ভাববিনিময়ের সোনালী দিনগুলির স্মৃতিচারণে মগ্ন হয়। লিওঁ ওকে জানায়, সেই যে ক্যাকটাসগুলি তোমায় আমি দিয়েছিলাম, সেগুলি যখন তোমার দ'টি পুষ্ট সাদা বাহু পরিচর্যা করতো আমি জানালা থেকে সেই দৃশ্যসুধা আকণ্ঠ পান করতাম। তৃপ্তি হতো না। এত দেখেও। ফুলের মাঝে ও দুটি বাহু কি ভুল, হুল, না ওলির বরণডোর—আমি ঠিক করে উঠতে পারতাম না।

“আহা বেচারা”, ও চিৎকার করে ফুঁপিয়ে উঠে নিজ হাত দুটি বাড়িয়ে দেয় ওর দিকে। লিওঁ নিজ ঠোঁট চেপে ধরে এমার বাহুতে। তারপর একটা লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে—

“সে সময়টা আমার কাছে তুমি ছিলে যেন এমন এক অজানা শক্তি যে আমার জীবনের সবকিছু হরণ করে নিয়েছে। একেকবার আমি এমনি এক ভাবের মাথায় তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম, তোমার কি মনে পড়ে?”

“মনে আবার নেই” ও জবাব দেয়, “বলে যাও তো।”

“তুমি তখন নীচতলায় ছিলে। বাইরে যাবার জন্যে তৈরি। তুমি হ্যাট ও নেকাব পরা। হ্যাটে গোঁজা নীলরঙের একটা ছোট্ট ফুল। তোমার কোনও আমন্ত্রণ ছাড়াই, আমি আমাকে বুঝতে পারার আগে তোমার সাথে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। মনে আছে?—তিথি, ক্ষণ, প্রতিটি পল, প্রতিটি মুহূর্ত আমি আমার দুর্বলতায় ভয় পাচ্ছিলাম। তোমার পেছনে যেতে জড়তা অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমি চলে যাই ঐ মুহূর্তে। যখন তুমি একটা দোকানে গিয়ে ঢুকলে, আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম আর দোকানের কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে তোমার হাতের দস্তানা খুলে নেওয়া, গয়না খোলা এসবই আমি উপভোগ করলাম। এরপর মাদাম তুভাশের বাড়িতে তুমি ঢুকে গেলে। [illegible] আমি দরজার বাইরে পাথরের

মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।"

মাদাম বোভারী এসব শোনার সময় তার মনে হয় তার ঢের বয়স হয়ে গেছে। অবাক হয় সে। কতো বিশাল এলাকা জুড়ে নিয়েছে সে এর মধ্যেই। একটা চেতন-অবচেতন তূরীয় অবস্থায় চলে যায় সে। আধো নিমীলিত চোখে সে শুধু সায় দিয়ে যায়।

"ঠিক, সত্যি—ঠিক তাই—আগাগোড়া হুবহু।"

বভয়র্জি মহল্লায় অনেক গীর্জা। গীর্জার নানা ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি ওদের কানে পৌঁছায়। এখন বাজে রাত আটটা। ওরা আর কথা বলে না। একে অন্যের হাত জড়িয়ে থাকে। আর অতীত—ভবিষ্যৎ, ওদের স্মৃতি, স্বপ্ন সবকিছুই তাদের ঐ করস্পর্শের তূরীয় পুলকানন্দে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। দেয়ালে রাতের কালো ঘনিয়ে আসে। ছায়া পড়ে। এমা উঠে গিয়ে চেষ্ট অব ড্রয়ারের ওপর দুটি মোমবাতি জ্বালিয়ে দেয়। আর ফিরে এসে আবার বসে পড়ে।

"তাহলে—" লিওঁ আলাপের সংলাপ যখন ধরে রাখার চেষ্টা করছে তখন এমা শুধায়—

"তাহলে আজ তুমি আমায় যেমন করে বলছো, এতদিন, আজ পর্যন্ত কেউ আমায় সেভাবে বলে নি কেন?" লিওঁ স্বীকার করে মানুষের স্বভাব কেমন তা কি সহজে বোঝা যায়? আর তাই কাজটা সত্যিই কঠিন বৈকি! কারণ সেতো প্রথম দেখাতেই এমার প্রেমে পড়েছে। তার মনে হয়েছে, ভাগ্যক্রমে যদি এমন হতো অচিরেই যদি তাদের মিলন হতো তাহলে কতো সুখীই না হতো সে। এ কল্পনায় বারংবার হতাশায় পড়েছে আর ভেবেছে, এমন কি হবে কখনও যখন ওরা চিরকালের মতো অচ্ছেদ্য বাঁধনে মিলিত হবে!

"আমিও ওকথাটাই মাঝে মাঝে ভেবেছি" ও জবাব দেয়।

"কী মধুর স্বপ্ন" বিড়বিড় জড়িত গলায় স্বপ্নঘোরেই যেন বলে লিওঁ। আর বলতে বলতে সে তার স্কার্টের নীল বর্ডারের ওপর মৃদু আঙুল ছোঁয়ায়। বলে, "আমাদের আবার শুরু করতে বাধাটা কোথায়?"

"না, আর তা হয় না, প্রিয়বন্ধু আমার, আমি বুড়িয়ে গেছি, দেখতেই পাচ্ছো, আর তুমি এখন কতো তরুণ!"—"আমার কথা একেবারে সব ভুলে যাও। অনেক মেয়ে তোমায় ভালোবাসবে, তুমি অনেক মেয়েকে ভালবাসবে 'তাই না?"

"তোমাকে যতোখানি ভালোবাসি নিশ্চয়ই তারচেয়ে বেশি নয়', ও দৃঢ়কণ্ঠে বলে।

"কি বাচ্চা ছেলে তুমি, মাথা ঠান্ডা করে ভেবে দেখ। কথা যা বলেছি, খুবই সঠিক।'

এমা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে, ওদের দু'জনের ভালোবাসা অসম্ভব। আর তাই তাদের উচিত হবে তাদের সম্পর্কটা আগের মতোই অনেকটা নিষ্কাম বন্ধুত্বের পর্যায়ে সীমিত রাখা। এমা যে কথাগুলি আদৌ সত্যিকারের মনোভাব নিয়ে বলছে না তা খোদ এমাও বোধকরি বুঝতে পারে না। কেননা, সে ইতিমধ্যেই লিওঁর কামনার আকর্ষণের ফাঁদে পড়েছে। তার নিজের মাঝেও কামনার বহ্নিদীপশিখায় জ্বলে উঠেছে অত্যন্ত প্রোজ্জ্বল হয়ে। সে শুধু এই প্রচণ্ড আবেগতাড়িত রিপুপ্রধান কামনার জোয়ারকে এভাবে ঠেকানোর মিথ্যে চেষ্টা করছেমাত্র। তরুণের দিকে কেমল চাহনি ফেলে এমা ওর আদর করা কাঁপা কাঁপা হাতখানিকে নিরস্ত করে।

আটকে আসা গলায় লিওঁ বলে, 'আমাকে ক্ষমা কর' বলে একটু পিছু হঠে। আর লিওঁর এই ভীরুতায় এমাকেও গ্রাস করে এক অস্পষ্ট আতঙ্কে লিওঁ ঠীক [illegible] রোদলফির

বলিষ্ঠতার চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর, সর্বগ্রাসী, আতঙ্কজনক। লিওঁর আদর, ভালোবাসার ভঙ্গি ও প্রকাশের মাঝে প্রতিপক্ষকে দারুণ রকমের নিরস্ত্র করার একটা যাদুমন্ত্র আছে যা অবশ করে দেয়, সব কিছু প্রতিরোধের বাঁধ নিমেষে ভেঙে দেয়। ও তার চোখের লম্বা বাঁকা ভ্রু নামায়। ওর গায়ের ত্বক লাল হয়ে উঠেছে, এমার ধারণা, ওকে বুকে তুলে নেবার বাসনায়। আর সেই মুহূর্তে লিওঁর চোখজোড়ার ওপর নিজ অধর চেপে ধরার তীব্র অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছেয় পেয়ে বসে। আর তারপর ঘড়িটার ওপর ঝুঁকে পড়ে সে জোরে বলে ওঠে—

"হায় ঈশ্বর রাত অ্যাতো হয়ে গেছে! বকবক করতে এতোটা সময় পার করে দিয়েছি আমরা!" লিওঁ ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে হ্যাট হাতে তুলে নেয়। "আর আমি তো থিয়েটার দেখতে যাবার কথা বেমালুম ভুলে বসে আছি। অথচ বেচারা চার্লস তো আমায় রেখেই গেছে ওটা দেখার জন্যে। রুয়েঁ গ্রাঁপোঁর মঁসিয়ে লরমোর স্ত্রীর সঙ্গে আমার ওখানে যে যাবার কথা ছিল।" এখন আর অবশ্য সে সুযোগ নেই। ওকে কাল বাড়ি ফিরতে হবে।

"তাহলে সত্যিই চলে যাচ্ছো?" ও জিজ্ঞেস করে।

"উপায় কি!"

"কিন্তু তোমার সাথে এরিমধ্যে আমাদের দেখা হওয়া একান্ত দরকার যে? আমায় অবশ্যই আবার দেখা করতেই হবে! আমার কিছু বলার রয়ে গেছে।"

"কি কথা?"

"এমন কিছু যা খুবই জরুরী, গুরুত্বপূর্ণ। তুমি চলে যাবে? যেও না। যাওয়া তোমার হবে না। আমার কি বলার সেটা তুমি জানলে—তুমি কি সত্যিই বোঝ নি কিংবা অনুমান করতে পারো না, আমি কি বলতে চাই?"

"তা কেন, তুমি তো কথা খুব পরিস্কার করেই বল সাধারণতঃ" এমা বলে।

"আরে আমাকে নিয়ে তুমি তামাশা করো না তো। দয়া করে থেকো, তোমার সাথে আমার দেখা হওয়া দরকার—মাত্র–মাত্র একটিবারের জন্যে হলেও।"

"বেশ—" বলে সে চুপ করে আর তারপর বলে, একটু ভেবে নিয়ে : 'কিন্তু এখানে নয়।"

"যেখানে তোমার খুশি।"

"তুমি কি—", একটু থেমে বলে, "কাল সকাল এগারোটায় ক্যাথেড্রালে কেমন?"

"আমি ওখানে তোমার অপেক্ষায় থাকবো" ও বলে আর এমার হাত দুটো লিওঁ টানতেই ও নিজের হাত টেনে নেয়। দ্রুত। ওরা দু'জনেই দাঁড়িয়ে ছিল। লিওঁ এমার পেছনে। মাথা একটু নীচু করতেই সে ঝুঁকে পড়ে এমার মরালী গ্রীবায় এক সুদীর্ঘ চুম্বন এঁকে দেয়।

"কী পাগল, এমন কাণ্ড কেউ করে?" ও সুরেলা এক হাসির ঢেউ তুলে বলে। আর এর মাঝেই লিওঁর চুম্বন বর্ষণ চলতে থাকে। বিরতিহীন। শ্রান্তিহীন। আর তারপর এমার ঘাড়ের ওপর ওর মাথাটা রেখে ওর চোখে স্মৃতির ভাষা পড়তে চায়। কিন্তু এমার চোখে দৃপ্তা রাণীর বিজয়িনী অথচ বরফের মতো ঠাণ্ডা চাহনি।

ও বাইরে যাবার জন্যে কয়েক পা পিছিয়ে দরজায় পৌঁছায়। সেখানে থামে। কাঁপা গলায় বলে, "বিদায় তাহলে আগামীকাল পর্যন্ত।" এমা মাথা নাড়ে। পাশের ঘরে অদৃশ্য

হয়ে যায়। ঐ সন্ধ্যায় সে লম্বা এক চিঠি লেখে লিওঁকে। ওতে সে তার সাথে আর দেখা করতে অসম্মতি জানায়। কেননা, এখন ওদের মাঝে সবকিছুরই সমাপ্তি ঘটেছে। আর ওদের নিজের নিজের সুখের জন্যেই উচিত আর পরস্পরে দেখা না করা। কিন্তু চিঠিটা আঠা দিয়ে বন্ধ করতে গিয়ে দারুণ দোটানায় পড়ে। "আমি নিজেই ওকে চিঠিটা দেব" ঠিক করে সে। ও নিশ্চয়ই আসবে আবার। লিওঁর ঠিকানাটাও এমার জানা ছিল না।

পরের দিন সকাল বেলা। লিওঁর ঘরের জানালাটা হাট করে খোলা। ব্যালকনিতে ওর গলায় গুণ গুণ গান শোনা যায়। ও তার চমৎকার চামড়ার জুতোটা পালিশ করে চকচকে করে তুলছে। সাদা ট্রাউজার পরেছে। পাতলা মোজা। সবুজরঙের কোট। রুমালে ও ওর সুগন্ধির গোটা বোতল ঢেলে দিয়েছে। চিরুণী দিয়ে চুলের ভাঁজ ঠিক করে নিয়েছে। চেহারায় একটা চৌকশ, সুদর্শন নায়কোচিত অথচ স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব ফুটেছে।

'এখনও ঢের দেরি' ও ভাবে। ঘড়িতে এখন ন'টা। ও পুরনো ফ্যাশান ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ বোলায়। সিগার পোড়ে ঠোঁটে। পায়চারী করে রাস্তায়। মনে করে এই বুঝি সময় হয়ে গেছে। নত্‌রদেমের দিকে পা বাড়ায় সে।

গরমকালের একটা চমৎকার সকাল। রূপোর অলঙ্কারের দোকানে রূপোর পাতে সূর্যের আলো পড়ে ওখানটা ঝিকমিক করছে। পাখিরা পুরনো ক্যাথেড্রালের চূড়োর ওপর নীল আকাশে পাখনা মেলে উড়ছে। রাস্তায়, বাজারঘাটে হৈচৈ। রাস্তায়, ফুটপাতে নানা ফুলের সমারোহ। তোড়া, মালা, স্তবক, খোলা, নানা আকারে বিক্রি হচ্ছে। খোলা চুলে মহিলারা সেগুলি গোছাতে ব্যস্ত। লিওঁ একগোছা ফুল কেনে। ওর বাসন্তীর জন্যে। আর এটাই তার প্রথম ফুল কেনা। কোনও মেয়ের জন্যে। কিন্তু কেউ ওকে দেখতে পাবে এই ভেবে তাড়াতাড়ি সে গীর্জার আঙিনার দিকে পা চালায়। জীবন কখনও এত মধুর ছিল কি! বোধ হয় না! ও এসে পড়বে এখুনি। অপূর্ব সুন্দর হয়ে। উত্তেজনায় পূর্ণ হয়ে। ও দেখতে দেখতে, চকিত চাহনি পিছু ফেলে কেউ আসছে কি না নিশ্চিত হয়ে আসবে ও। পরে থাকবে ও রাস্তাছোঁয়া ভিক্টোরিয়ান পোশাক। সোনালী ফ্রেমের চশমা চোখে। পাতলা জুতো পায়ে। আরও কত কিছুতে সেজে যা ও আগে কখনও দেখে নি। আসবে ও নারীত্বের সকল মাদক–মদির চৌম্বকত্ব নিয়ে। গীর্জাটা যেন ওকে ঘিরে ধরবে কিছু রাজসিক নিকুঞ্জ–কুঞ্জবনের মতো। ওর খিলান দেওয়া গম্বুজের ঢেউ খেলানো ছাদ, এক কায়াহীন ছায়া অশরীরীর মতো নুয়ে থাকবে ওদের প্রণয়—শপথের সাক্ষী হয়ে। গীর্জার রঙিন জানালাগুলি ঝলোমল হয়ে ওর অনুপম শরীরটার ওপর আলো ছড়াবে আর পোড়া সুগন্ধির উত্থিত সুগন্ধি ধোঁয়ায় দেবদূতীর মতো ভাসতে থাকবে।

এমা এখনও এলো না। ও বসে পড়ে। জেলেদের মাছের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যেতে দেখে। ও ভাবনায় অন্বেষণ করে ফেরে ওকে।

হঠাৎ পাথরের পথটায় রেশমী কাপড়ের ঝিলিমিলি চোখে পড়ে। চোখে পড়ে হ্যাটের কানাত। হ্যাট থেকে চোখের সামনে নামানো কালো সিল্কের নেকাব। এমাকে ফ্যাকাশে, রক্তহীন, সাদা দেখায়। ও হরিণের মতো চঞ্চল পায়ে হেঁটে আসছে।

'এটা পড়ো', ওর হাতে একটা কাগজ গুঁজে দেয়। 'কিছু মনে করো না।' ও ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কুমারী মেরীমাতার চ্যাপেলে ঢুকে পড়ে। সেখানে সে প্রার্থনার জন্য নতজানু হয়ে বসে।

লিওঁ ওর এই ধার্মিকতার ভণ্ডামি দেখে বিরক্ত হয়। বিশেষ করে এই লোক দেখানো ব্যাপারটার কোনও দরকার ছিল! কিন্তু তারপরই ওকে দূর থেকে ঐ অবস্থায় দেখে নিজেও মোহিত হয়ে পড়ে। এমা প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করা তো নয়, জোর করে যেন করানো। এমার নিজেকে দিয়ে। ওর কামনা, ও প্রার্থনা, কোনও এক অদৃশ্য শক্তি ওর ওপর ভর করে ওকে সিদ্ধান্ত নেবার শক্তি দিক। সে তার প্রণয়ে ঈশ্বরের সহানুভুতি, করুণা প্রার্থনা করে। গীর্জার নীরব গাম্ভীর্যে ওর হৃদয়কম্পন দ্রুততর হয়।

প্রার্থনা থেকে উঠতেই ওরা দুজনে যেতে উদ্যত। এমন সময় এক যাজকশ্রেণীর লম্বা জোব্বাপরা লোক এসে ওদের নতরদেম গীর্জার নানারকমের পূণ্য দর্শনীয়বস্তু দেখানোর প্রস্তাব দেয়। এতক্ষণে কেরাণী লিওঁ অসহিষ্ণু অধৈর্য হয়ে ওঠে। 'না, না' বলে চিৎকার করে ওঠে।

কিন্তু এমা ওতে সম্মতি জানাতে ও মিইয়ে যায়। যাজক লোকটি হরেক জিনিস দেখায়। ধর্মীয় তাৎপর্য, মাহাত্ম্য, গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে। অনেক ধৈর্য, অনেক অপেক্ষার পরও যখন এসবের শেষ হয় না, অনেকক্ষণ ধরেই এমার উদাসীন গাম্ভীর্যে কিছু বলতেই পারে না তখন একসময় আচমকা রূপোর কিছু টাকা বের করে হাতে গুঁজে দেয় সে লোকটার। লোকটা হতভম্ভ হয়ে থাকে। এতো তাড়াতাড়ি কি! তারতো আরও অনেক কিছু দেখাবার রয়ে গেছে। চট করে লিওঁ এমার হাতটা ধরে অন্যদিকে রওনা দেয়।

'আরে মঁসিয়ে! মঁসিয়ে!' পেছন থেকে লোকটা চেঁচাতে থাকে। আর মঁসিয়ে! লিওঁ তখন ঝড়ের মত পা ফেলে এমাকে প্রায় টানতে টানেত সামনে এগিয়ে যায়।

"আমরা এখন কোথায় যাবো?" জিজ্ঞেস করে এমা। ও জবাব দেয় না। হন হন করে হাঁটতেই থাকে। বাইরে একটা রাস্তার ছেলে খেলা করছিল। 'অ্যাই, একটা গাড়ি ডেকে নিয়ে আয়তো,' লিওঁর মুখ দিয়ে কথাটা বেরোতে না বেরোতেই উর্ধশ্বাসে হাওয়া হয়ে যায় ছেলেটা। গাড়ি আনতে। কয়েকটা মিনিট সময় পাওয়া যায় এখানে। ওরা কিছুটা বিব্রত বোধ করে। "কিন্তু লিওঁ কি জানো, আমি বুঝতে পারছি না, ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে কি না"—তারপর সে বেশ সিরিয়াস হয়ে বলে, "তুমি কি বোঝো এটা আদৌ ঠিক নয়?"

"ক্যানো নয়?" ও পাল্টা জিজ্ঞেস করে। এটাই প্যারির ষ্টাইল–ফ্যাশান যাই বলো। প্যারির জন্য জায়েজ। কিছু বলার আছে?"

মোক্ষম জবাব বটে। এমার দ্বিধা কেটে যায়।

তবে না, আশেপাশে কোনও ভাড়াটেঘোড়ার গাড়ির দেখা নেই। এর মধ্যে লিওঁর ভয় হয়, এমা হয়তো আবার ঐ গীর্জাটায় গিয়ে ঢুকে পড়বে। অবশেষে গাড়ি আসে।

"কোথায় যাবেন, মঁসিয়ে?" চালক জিজ্ঞেস্ করে।

"যেদিকে তোমার খুশি, চালাও', লিওঁ এমাকে গাড়ির কোচের মধ্যে ঠেলে দিয়ে সে উঠে পড়ে। গাড়িটা রূঁয়ে, গ্রাঁপঁ, কোয়ে নেপোলিয়ঁ, পঁ নিউ হয়ে কর্ণেলীর ভাস্কর্যটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

"আরে থামলে কেন হে, চালাও", ভেতর থেকে আওয়াজ হয়। গাড়ি আবার সচল হয়। ওটা পাহাড়ের উৎরাই দিয়ে নেমে রেলস্টেশনের দিকে যায়। "আরে—ডান দিকে" একই কণ্ঠ আবার চিৎকার করে। অচিরেই দেখা গেল, ওরা বড়ো বড়ো ওক গাছের সারি দেওয়া রাস্তায় চলেছে। ক্লান্ত কোচোয়ান কপালে ঘাম মোছে। হ্যাটটা হাঁটুতে নামিয়ে রাখে। জলার

পাশ দিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে ওইসেরের দিকে ধেয়ে যায়। আর তারপরে হঠাৎ সে গাড়ি হাঁকিয়ে দেয় কোয়াত্রেমেয়ার, সতেভিল, গ্রাঁদ-শাসি, রু'দ এলবফ হয়ে ও শেষে জার্দিন দ্য প্লাতের সামনে এসে দাঁড়ায়।

"আরে কি হলো চালাও, থামো কেন হে", আবার হাঁক আসে কোচের ভেতর থেকে। গাড়ির চলা আবার শুরু হয়। এমনি করে গাড়িটা বস্তুতঃ বারংবার শহর চক্কর দিতে থাকে। কোচোয়ান ব্যাপার-স্যাপার কি, অবাক হয়ে ভেবে কূল পায় না। কেন সাহেব-মেমের এই অনবরত চাকায় ঘোরার পাগলামিতে পেলো সে আদৌ বুঝতে পারে না। সে দু'একবার থামার চেষ্টা করতেই হুঙ্কার আসে। ভেতর থেকে। হুঙ্কার একটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির। ওটা কি জেগেছে! কোচোয়ান বেপরোয়া চাবুক লাগায় দু'টি ক্লান্ত, শ্রান্ত অবলা প্রাণীকে। ওরা উন্মাদের মতো প্রায় দিগভ্রান্ত হয়ে ছুটতে থাকে।

সাগরপাড়ের বাঁধটার কাছে অনেক লোক, ব্যবসায়ী চোখ ছনাবড়া করে লক্ষ্য করে একটা ঘোড়ার গাড়ি। যার কোচের সবগুলি জানালা বন্ধ। একটা কবরে মতো হেলছে। দুলছে। গাড়িটা বারংবার ঘুরে ফিরে আসছে। ব্যাপারটা কি! এরকম একটা ছোট শহরে এরকম অদ্ভুত দৃশ্য বড়ো একটা দেখা যায় না। গাড়িটা চলার গতিতে এক সময় পাকা নির্জন রাস্তায় চলে আসে। তখন মাথার ওপরে চড়া রোদ। তেতে উঠেছে সবকিছু। বদ্ধ কোচও বোধ হয় তেতে উঠেছে। হঠাৎ দেখা যায় একটি খালি সাদাহাত সুতির পর্দাটা দিয়ে বেরিয়ে এলো। হাতের মুঠো থেকে পড়ে গেল কিছু ছেঁড়া কাগজ। বাতাসে সেগুলি প্রজাপতির ছন্দে পাখা মেলে গিয়ে পড়লো ফুলআসা সবুজ ফসলের ক্ষেতে। একটু দূরে।

শেষে সন্ধ্যে ছ'টার দিকে শহরের বভয়র্জি মহল্লার একটা সরু গলিতে এসে গাড়িটা দাঁড়ায়। ওটা থেকে বেরিয়ে আসে এক নারী। নেকাব নীচের দিকে টানা। কোনওদিকে মাথা না ঘুরিয়ে হনহন করে হেঁটে চলে যায়।

॥২॥

হোটেলে ফিরে মাদাম বোভারী দেখে ডিলিজেন্স-এর কোচোয়ান হিভার্ত নেই চলে গেছে। প্রায় এক ঘণ্টার মতো অপেক্ষা করে। তাকে না নিয়েই।

ওর অবশ্য বাড়ি এখুনি ফিরতেই হবে এমন কোনও তাড়াও নেই, কারণও নেই। তবে সে কথা দিয়েছিল চার্লসকে, আজ সন্ধ্যেয় সে বাড়ি ফিরবে। চার্লস যে ওর জন্যে অপেক্ষায় থাকবে সেবিষয়ে সে সচেতন। বলা যায়, এটা একটা বেত-খাওয়া কুত্তার চেতনা, অনুভূতি। অনেক নারীরই এই ভীরু নমনীয়তা রয়েছে। ওরা এটাকে ওদের ব্যাভিচারী সম্ভোগের যুগপৎ সাজা ও জরিমানা বলে মনে করে। সে তাড়াতাড়ি সবকিছু গোছগাছ করে নেয়, বিল চুকিয়ে দিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে কোচোয়ানকে যথাসম্ভব দ্রুত গাড়ি ছোটাতে বলে। আর পথে বারংবার কোচোয়ানকে জিজ্ঞেস করে কতোটা পথ এলো, ক'টা বাজে ইত্যাদি। আর এমনিকরে, ল্যাজঝোলা যখন কুইক্যাঁপোর পথে রয়েছে সেটাকে এমা ধরে ফেলে।

ল্যাজঝোলায় উঠে, কোচের কোণায় বসে চোখ বুঁজে থাকে গাড়ি পাহাড়টার নীচে না আসা পর্যন্ত। আর চোখ খুলতে ও দেখতে পায় ফিলিসিতি দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ও সুনিশ্চিতভাবেই কামারবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ওকেই খুঁজছে। গাড়িটা থামতেই ফিলিসিতি

কোচের জানালায় উঠে এসে রহস্যময়ভাবে বলে—

"মাদাম, হোমাদের বাড়িতে শিগগীর যান, ব্যাপারটা নাকি খুবই জরুরী।"

হোমাদের বাড়িতে গিয়ে ঘরে ঢুকতেই উদ্ভট দৃশ্য তার নজরে এলো। বড় আর্মচেয়ারটা উল্টে আছে। 'বুয়েঁ বিকন' জার্ণালটি পর্যন্ত মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছে। করিডোরে দরজাটা ফাঁক করতেই ছোট-বড় সব হোমাকে একসাথে দেখতে পায়। ওরা সব অ্যাপ্রন পরে জ্যাম বানাতে মহাব্যস্ত। চারদিকে সব কাঁচের পাত্র। বোঁটা ছাড়ানো করমচা, কিশমিশ ভরাপাত্র। মিছরি। চিনি, দাঁড়িপাল্লা সব টেবিলের ওপর ছড়ানো। ওদের হাতে সব কাঁটাচামচ। জাস্টিন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আর কেমিষ্ট মহোদয় হাঁক-ডাক ছাড়ছেন—

"কে তোমাকে কাপারনামে যেতে বলেছে হ্যাঁ?"

"আরে কি হ'লো? হয়েছেটা কি?" এমা জানতে চায়।

"কি হচ্ছে?" কেমিষ্ট বলে। "এই আরকি আমরা আচার বানাচ্ছি। একটা পাত্রে সবকিছু ফুটে এসেছে বলে আমি আরেকটা সসপ্যান চাচ্ছি। আর, আর ঐ আলসে, বোকা হাঁদারাম কিনা আমার লেবরেটরীতে ঢুকছে! ওখানকার চাবিটাও পেরেক থেকে পেড়েছে!

মঁসিয়ে হোমা আসলে একটা ছোটঘরে নানারকমের ওষুধ, রসায়নিক জিনিস ভর্তি কাঁচের বোতল, শিশি, জার ও অন্যান্য ব্যবসায়ের জিনিসপত্র ভর্তি করে রেখেছে। আর ওটাকেই কেমিষ্ট মহোদয় নাম দিয়েছেন 'লেবরেটরী।' ওখানে কারুর ঢোকা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। ওটার গুরুত্ব এতো বেশী আর মূল্য এতো বেশি যে ও নিজেই ঘরটায় ঝাড়ু দেয়। এমন অবস্থায় জাস্টিনের কাজটা যে মস্ত অপরাধ তাতে আর সন্দেহ কি!

এমা মঁসিয়ের কাছ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে মাদাম হোমার দিকেই তাকায়—

"আপনি আমায় খবর দিয়েছিলেন।"

"হা ঈশ্বর, তাই তো, দিলখোলা মাদাম হোমা বিষাদক্লিষ্ট মুখেই জানায় "এতো বড়ো দুঃসংবাদ, কি করে দিই আপনাকে বলুন তো!"

কেমিষ্ট তখনও সমানে বক্তৃতা ঝেড়েই চলেছে জাস্টিনের উদ্দেশে। তার মোদ্দা কথা এই যে, ফার্মেসীটি তাঁর যদি সকল আগন্তুকের জন্য উন্মুক্ত হয়—আর ওখানে সারা দুনিয়ার কাছে যদি সে তার নাম-যশের একটা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেই থাকে তাহলে সেই তুলনায় তার এই 'লেবরেটরী' একধরনের অতি গোপনীয়, অতিপবিত্র কক্ষ যা তার সকল অহংবোধের অত্যন্ত সুরক্ষিত রক্ষণাগার।'

কেমিষ্ট বলে যায়ঃ ঐ ঘরেই রয়েছে নানারকমের অ্যাসিড আর কষ্টিক অ্যালক্যালি। আর সেখানে কিনা খুঁজতে যাওয়া হয় খালি সসপ্যান? রান্নাঘরের জিনিস ফার্মেসীর কাজে ওখানে থাকবে, ভাবা যায়! ও তাহলে এও ভাবে নাকি, স্ক্যালপেলেও মুরগীর কোটাবাছা-জবাই করাও চলবে?—

"হয়েছে, খুব হয়েছে, এবার থামোতো, মাথাটা ঠাণ্ডা করো—মাদাম হোমা গড়গড় করে বলেই চলেন আর মেয়ে আতালি তার বাবার কোটের গলা টেনে ধরে চেঁচাতেই থাকে, বাবা—বাবা!'

"আরে ছেড়ে দাও তো আমার গলা। একটু একা থাকতে দাও", কেমিস্ট বলে।

'কিন্তু' এমা জানতে চায়, 'আপনি আমায় কি যেন বলবেন?'

'এক মিনিট, এক মিনিট!—এই ঘরটার বিপজ্জনক ব্যাপার কি জানিস জাস্টিন। জানিস

না তো। তাহলে শোন ! একটা নীলকাঁচের বোতল আছে ওখানে, শেলফে, দেখেছিস? সীলকরা হলুদ মোম দিয়ে? ওর মধ্যে আছে সাদারঙের পাউডার। ঐ বোতলের গায়ে আমি নিজ হাতে লিখে রেখেছি 'বিপজ্জনক!' ওটা কি জানিস। ওটা আর্সেনিক। সেঁকোবিষ !'

'আর্সেনিক ! বিষ !' মাদাম হোমা আঁতকে উঠে চেল্লান, 'বলো কি, তবে তো আমাদের অনেককেই বিষ খাইয়ে ছাড়বে। কি সব্বোনাশ !'

আর একথা শোনামাত্র সবক'টা আণ্ডাবাচ্চা একযোগে চ্যাচামেচি শুরু করলো। শুরু হলো আর্তনাদ। মনে হলো, ওদের সবার একযোগে বিষক্রিয়ায় নাড়ি পাক দিতে শুরু করেছে।

"হাঁ, হাঁ, শুধু আমাদের আমাদেরগুলিই নয়, বাইরের রোগী–মক্কেলও পটল তুলতে পারে। আর তখন ! তখন আমার ফাঁসিতে লটকানোর ব্যবস্থাটিও হয়ে যেতে পারে। তোমরা চাও সেটা?' কেমিষ্ট মহোদয় তখনও প্রচণ্ড তর্জন–গর্জন করে চলেছেন জাষ্টিনের ওপর। এক পর্যায়ে মঁসিয়ে ওর জামার কলারটা ধরে জোরে কয়েকবার ঝাঁকুনি দিতেই ওর পকেট থেকে একটা বই বেরিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। আর মঁসিয়ে বইটার দিকে মাঢ়ী এঁটে বড় বড় চোখ পাকিয়ে চেয়ে থাকে।

"বিবাহিত—প্রেম"–এ দু'টি শব্দ অনেকটা আলাদা আর দারুণ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করে কেমিষ্ট। 'চমৎকার ! বাহবা। বাহ। অনবদ্য। আবার সচিত্র বর্ণনা ! সোনায় সোহাগা। দ্যাখো, এসে দ্যাখো। কী রতন ঘরে পুষেছো, একবার দয়া করে দ্যাখো !'

মাদাম হোমা এগিয়ে আসে।

এসময় আর ধৈর্য ধরতে না পেরে এমা কেমিষ্ট হোমাকে শুধায় ঃ 'মঁসিয়ে, আপনি কি আমায় কিছু বলবেন?"

"ঠিক—শুনুন, আপনার শ্বশুর মারা গেছেন।"

বৃদ্ধ বোভারী দু'দিন আগে এক হোটেলে ডিনারের পরই হঠাৎ হার্টফেল করে মারা যান। তবে সদ্য রোগ ভুগেওঠা দুর্বল এমা যাতে খবরটা হঠাৎ শুনে আবার কোনও বিপত্তি না ঘটায় সেজন্য চার্লস হোমাকে খুব সাবধানে কথাটা এমার কাছে ভাঙার জন্য অনুরোধ করেছে।

দরজায় এমার কড়ানাড়ার শব্দ শুনে চার্লস সজল চোখে, কান্নাভেজা গলায় এমার কাছে ছুটে যায়। খোলা দু'হাত বাড়িয়ে হয়তো বা সান্ত্বনা পাওয়ার আসায়। এমাকে আলিঙ্গন করতে চায় এই বিশেষ শোকাবহ মুহুর্তে। কিন্তু চার্লসের ঠোঁটের ছোঁয়া পেতেই এমার ছ্যাঁক করে মনে পড়ে যায় লিওঁর টাটকা চুম্বনের স্মৃতি। ও হাতের ঝটকায় সরিয়ে দেয় চার্লসকে। শুধু একটু নরম গলায় বলে—

"হয়েছে তো, বুঝতে পেরেছি"—চার্লস ওকে তার মায়ের চিঠিটা দেখায়। মা তাঁর স্বামীর মারা যাবার সব ঘটনাই স্পষ্ট ভাষায়, নিরাসক্তভাবে লিখেছেন। আক্ষেপ শুধু তাঁর এটুকুই যে, লোকটা ধর্মের সান্ত্বনাটুকুও জীবনে পেল না।

এমা চিঠিটা চার্লসকে ফিরিয়ে দেয়। ডিনারের টেবিলে এমা মিথ্যে কথা বলে। বলে খবরটা পেয়ে ওর আর খাবার ইচ্ছে নেই। খাবো না কিছু। কিন্তু চার্লসের পীড়াপীড়িতে জোর করে খাবার একটা গলদঘর্ম চেষ্টা করতেই হলো ওকে। এদিকে, চার্লস টেবিলের

ওধারে নিস্কম্প হয়ে বসে থাকে। পিতা হারানোর বিপুল শোকের বোঝা নিয়ে। ও সুগভীর দুঃখভরা শ্বাস ফেলে বলে—

"আর একটি বার যদি বাবার সাথে দেখা হতো।" এমা মুখ এঁটে থাকে। নিতান্ত একটা কিছু এ অবস্থায় বলা উচিত ভেবেই সে বলে—

"কতো বয়স হয়েছিল তোমার বাবার?"

"আটান্ন।"

"ও"। আর এটুকুই। আর কোনও কথা নেই। মিনিট পরে চার্লস আরও বলে—

"আহা বেচারী মা আমার! কি করবেন এখন উনি?"

এমার মুখে তবু কোনও কথা নেই। আর নির্বোধ চার্লস তাই ধরে নেয়, খবরটা বোধ হয় ওর মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। দুঃখবোধটা ওর আরও বেড়ে যেতে পারে—এই আশঙ্কায় চার্লস আর কোনও কথা বলে না। আর তাই নিজের টাটকা শোক ঝেড়ে ফেলেই বলে—

"গতকালটা নিশ্চয়ই উপভোগ করেছো তুমি?"

"অনেকটা।"

খাবার টেবিলটা ফিলিসিতি সাফ করে নেবার পরও চার্লস টেবিল ছেড়ে ওঠে না। বসে থাকে। এমা ওর দিকে চেয়ে আছে। চার্লসের একঘেয়ে দৃষ্টি লক্ষ্য করে ওর জন্যে এমার যা কিছু অনুভূতি, দয়ামায়া ছিল তার সবটাই বোধ হয় ধীরে ধীরে উবে গেল। ওর ধারণা, যেদিক থেকেই দেখা যাক, ও মানুষটা একটা আস্ত অপদার্থ। কবে এ লোকটার হাত থেকে সে রেহাই পাবে? সন্ধ্যেটা কি অশেষ সুন্দরই না ছিল! ঐ ভাবনায় যেন সে মদির নেশার মাদকতায় মত্তই থাকে।

পরদিন বৃদ্ধা বোভারী এলেন। মা-ছেলেতে মিলে অনেক চোখের পানি ফেলা চললো। এমা সংসারের এটাওটা নির্দেশ দেওয়ার অজুহাতে কেটে পড়ে সেখান থেকে। পরদিন সকালে অবশ্য ওরা সিনিয়র বোভারীর শোকানুষ্ঠান নিয়ে একত্রে আলোচনায় বসে। শ্বাশুড়ি ও পুত্রবধু দু'জনে তাদের হাতের কাজের ঝুড়িটা নিয়ে নদীর ধারের গরমকালের বসার কাচারী ঘরটায় গিয়ে বসে। চার্লসও সেখানে গিয়ে ওদের সাথে যোগ দেয়। সে ওর বাবার কথাই ভাবছিল। তাঁর জন্যে এতো ভালোবাসা যে জমে ছিল সেটা উপলব্ধি করে চার্লস একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ে। মাদাম বোভারী সিনিয়রও স্বামীর কথা ভাবেন। তাঁর মনে হয়, স্বামীর সাথে তাঁর বিগত দিনগুলি খুব অসুখীই কেটেছে। তবু সেগুলি যদি আবার ফিরে আসতো। পানির একটা বড় ফোঁটা তাঁর চোখ দিয়ে গড়িয়ে এসে নাকের আগায় কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে থাকে। তিনি তাঁর সেলাইয়ের হাত থামিয়ে রাখেন না। ওটা চলতে থাকে। এমার ভাবনাটা এ মুহূর্তেও আলাদা। তার একান্ত নিজের। এখনও দু'টি দিনও ভালো করে কাটে নি 'ওরা' দু'জন তনু-প্রাণ-মন সর্বাঙ্গে মিশে ছিল। দু'জন একান্ত সেখানে।। গোটা পৃথিবীর জানালাটা ওরা বন্ধ করে রেখেছিল। ভালোবাসার চরম পুলকে ডুবে ছিল। ওদের এমনকি, ভালো করে একে অন্যের দিকে চেয়ে দেখার সময়ও ছিল না। ঐ একান্ত পুলক-শিহর-আনন্দের দিনটির প্রতিটি ঘটনার কথা মনে করার চেষ্টা করে। তবে স্বামী ও শাশুড়ির উপস্থিতিতে তার ঐ মগ্ন সুখানুভূতি বাধা পায়। তবে ও আর কিছুই শুনতে চায় না, কিছুই দেখতে চায় না। চায় না, কারণ ও স্মৃতির আত্মরতির আনন্দ

বিন্দুমাত্র নষ্ট হতে দিতে চায় না। প্রতিটি পল সে নিটোল পরিপূর্ণতায় মগ্ন চৈতন্যে উপভোগ করতে চায়। করে।

এমন সময় ওরা দেখতে পেল মঁসিয়ে ল্যুরো, সেই ব্যবসায়ীটা বাগানের গেট পার হয়ে ওদের বাড়িতে ঢুকছে। সে এসেছে বোভারীর দুঃসংবাদ পেয়ে। আর কোনও সেবা সে এই সময়ে ওদের করতে পারবে কি না জানতে। এমা বলে, ওদের তেমন সাহায্যের দরকার নেই। কিন্তু ঝানু ল্যুরো নাছোড়বান্দা। ছাড়ার পাত্র নয় সে।

গলাটা খাদে নামিয়ে সে চার্লসের কাছে ক্ষমা চায়। আর আস্তে করে জানায়, 'দেখুন আপনি তো জানেন, আপনার ব্যাপারটা।' চুলের গোড়া পযর্ন্ত আরক্ত হয়ে ওঠে চার্লসের কথাটা শুনে। ও বলে—

"শোনো এমা! ঐ ব্যাপারটা, কোনটা?" ও স্ত্রীর দিকে বিব্রত চোখে তাকায়।

এমা মনে হয় বুঝতে পেরেছে। ও উঠে দাঁড়ায়। চার্লস ওর মায়ের উদ্দেশে বলে, 'এই সামান্য লেন-দেনের ব্যাপার, গেরস্থালির বিষয় নিয়ে।'

চার্লস ওর মাকে ঐ বিক্রয় তমসুকের কথাটা গোপন রাখতে ব্যস্ত। ওটা ফাঁস হয়ে গেলে মা কি আবার বেফাঁস বলে ফেলে সেটা নিয়েই ওর বড় উৎকণ্ঠা।

ল্যুরো ও আর এমা ফাঁকা হয় একসময়। মঁসিয়ে ল্যুরো তাকে শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া উপলক্ষ্যে অভিনন্দন জানাতে থাকে বারংবার। এরপর ল্যুরো কিছুক্ষণ ভিন্নবিষয় যেমন, বছরের ফসল, নিজের স্বাস্থ্য খুব খারাব ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। বলে, সামানা সাদাসিধে দু'বেলা অন্নের ব্যবস্থা করার মতোও তার উপার্জন হচ্ছে না যদিও লোকে তার ব্যাপারে ভিন্ন কথা বলে, গুজব ছড়ায়। এমা ওর কথায় বাধা দেয় না। তবে এমার গত দু'দিন ধরে খুবই খারাব লাগছে। একেবারে একঘেয়ে সবকিছু।

"এখন তো একেবারে গা-ঝাড়া, নির্ভার অবস্থা আপনার, তাই না?" ল্যুরো বলে চলে। 'আমি বেশ জোর দিয়েই এখন বলতে পারি আপনার স্বামী বেচারা আপনার সম্পর্কে খুবই চমৎকাররকমে সহানুভতিশীল। যদিও আমাদের মধ্যে ছোটখাটো দু'একটা ব্যাপারে কিছুটা দ্বিমত হয়েছে।' কি কি নিয়ে মতের মিল হচ্ছে না? এমা শুধায়। কারণ, ল্যুরোর সঙ্গে ওর লেনে-দেন কেনা-কাটার ব্যাপারে চার্লস আদৌ দ্বিমত পোষণ করে ওটা তাকে কখনও বলে নি।

"কিন্তু ব্যাপারটা তো আপনার অজানা নেই।" ব্যবসায়ী জবাব দেয়। "মানে ওই জিনিসগুলির ব্যাপারে আর কি, আপনি বিশেষ করে যেগুলির জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। বেড়াতে যাওয়ার ট্রাঙ্ক ইত্যাদির কথাই আমি বলতে চাই।" ল্যুরো ওর হ্যাটটা চোখের পাতার ওপর আরও নামিয়ে আনে। ওর হাত দুটো পেছনে, হাসি হাসি মুখ, ঠোঁটে আধা শিস, ও এমার গোটা মুখের ওপর বাজের চোখ ছুঁড়ে রেখেছে হ্যাটের কানাতের আড়াল থেকে। 'ও কি তাহলে কিছু অনুমান করতে পেরেছে?' এমার মন কী এক অজানা আশঙ্কায় ছেয়ে যায়। তারপর ঝানু ঐ লোকটি আবার বলে চলে—

"আমি মঁসিয়ে বোভারীকে আরেকটা ব্যবস্থার কথা বলতে এসেছি। বোভারী যে বিলটায় আগে সই দিয়েছে সেটার নবায়ন করতে হবে। অবশ্য এ বিষয়ে মঁসিয়ে কী করবেন না করবেন সেটা সম্পূর্ণই তাঁর নিজের ব্যাপার। এ নিয়ে তাঁর নিজেকে এত

বিব্রত করারও তেমন কারণ নেই। বিশেষ করে, ওঁর এখন নানা ব্যস্ততা, কাজেই। আর সে জন্যে তারপক্ষে সবচেয়ে ভালো কাজ হবে ব্যাপারটা একটা আমমোক্তারনামা লিখে আপনার হাতে ছেড়ে দেওয়া। কাজটা পানির মত সোজা। আর তাহলে আমরা আমাদের লেন-দেনটা নিজেদের সুবিধেমতো করতে পারব।" ল্যুরো আসলে কি বলতে চায় এমার মাথায় ঢোকে না। এরপর ও টেনে নিয়ে আসে নিজের দোকানের নানা পণ্য-সামগ্রীর কথা। ও জানায়, তার দোকানে এমন কিছু আছে যা মাদামের না হলেই চলবে না। তার কথায় জানা যায়, সে তাকে তার ড্রেস তৈরির জন্য ১২ গজের মতো রেশম-পশমের তৈরি চমৎকার মিহি কাপড় পাঠাবে। এক প্রস্থ বাড়িতে, আরেক প্রস্থ বাইরে পরার জন্যে। "আর এগুলি যে দরকার আমি বাড়ির ভেতর পা দিয়েই বুঝেছি, কি ঠিক বলি নি, মাদাম? আমার চোখ, বাজপাখির চোখ, জহুরী একেবারে হুঁ হুঁ।"

তবে ল্যুরো কাপড়টা কাউকে দিয়ে পাঠায় না।। নিজেই নিয়ে আসে। আর তারপর আবার সেজন্য এমার মাপ নিতে আসে। আর তারপর থেকেই নানা ছল, অজুহাতে বারংবার আসতে থাকে চার্লস বোভারীর বাড়িতে। যতোবারই সে আসে, ও কোনও সেবায় লাগবে কিনা বিনয় বিগলিত হয়ে জানতে চায়। আর বিলের কথা ভুলেও মুখে আনে না। কেবল ফাঁক পেলেই আমমোক্তারনামার কথাটা তোলে। এমাও বিলের কথাটি বেমালুম ভুলে যায়। এমার শরীর একট ভালো হয়ে উঠলে চার্লস এ ব্যাপারে কিছুটা উল্লেখ করার চেষ্টা করে। কিন্তু ও তখন এত ব্যস্ত যে ওটা ভুলেই যায়। তাছাড়া, এমা ওর নিজের ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এড়িয়ে যায়। এতে মাদাম বোভারী সিনিয়র ভয়ানক বিস্মিত হন। তার অবশ্য ধারণা হয়, এমার অসুখের সময় তিনি ওর মনে যে ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা জন্মানোর ব্যবস্থা করেছিলেন তারই সুফল এটা। তবে শ্বাশুড়ি চলে যাবার পর এমার বিষয়-সম্পত্তির বাস্তবতাবোধের চমৎকার পরিচয় পাওয়া যেতে থাকে। চার্লস রীতিমতো অবাক হয়। এমার ধারণা অনুযায়ী, সবকিছুর ব্যাপারে সতর্ক খোঁজখবর নিয়ে, বন্ধকী দলিলগুলি দেখে-শুনে ঠিক করা উচিত সবচেয়ে লাভজনকভাবে কি করে তাদের বিষয়-আশয়ের নিস্পত্তি করা যায়। অবশেষে এমা তার ঝোলা থেকে সেই মোক্ষম জিনিসটা বের করে। ওটা "চার্লসের পক্ষ থেকে তার স্ত্রী কর্তৃক সকল লেন-দেন পরিচালনা, ঋণগ্রহণ, বিল অনুমোদন ও সই করা, ও সকল অর্থ পরিশোধ করার ব্যাপারে" একটা আমমোক্তারনামা। এমা নিশ্চিতভাবেই এ ব্যাপারে ল্যুরোর পরামর্শ পেয়েছে। চার্লস ওটা দেখে কোনওরকম সন্দেহ ছাড়াই সহজ মনে জিজ্ঞেস করে, কাগজটা এলো কোত্থেকে। 'কেন ব্যারিস্টার গুইলামি করে দিয়েছেন" জবাব দেয় এমা। আর তারপর দারুণ ঠাণ্ডামাথায় সে বলে—

"আমি অবশ্য ঢাকঢাক গুড়গুড় পছন্দ করি না। উকিলেরা বেশিরভাগই ভয়ানক খারাব লোক। সম্ভবতঃ আমাদের আর কারও সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করা উচিত—আমরা তো কেবল জানি—ওহ এ লাইনে তো তেমন কাউকেই আমরা চিনি না!"

"এক লিওঁ যদি হয়—" চার্লস চিন্তিত স্বরে বলে।

তবে যেহেতু বিষয়টি লিখে বোঝানো খুবই শক্ত ব্যাপার, এমা নিজেই রুয়েঁতে ওর কাছে যাবে বলে প্রস্তাব করে। চার্লস ওকে এজন্যে ধন্যবাদ দেয়। কিন্তু কিছু আপত্তিও

ওঠায়। কিন্তু এমা এ নিয়ে জেদ ধরে। কিছু আদুরে বদমেজাজও দেখায়। আর সে সোজা জানিয়ে দেয়, সে যাবেই।। তখন চার্লস ওকে চুমু দিয়ে সবুজসঙ্কেত দেয় নিখাদ সোহাগে।

পরেরদিন সকালেই এমা ল্যাজঝোলা'য় চেপে বসে। ও যাবে রুয়েঁ। লিওঁর সাথে দলিলপত্রের ব্যাপারে সলাপরামর্শ করতে। এ উপলক্ষ্যে সে রুঁয়েতে তিনদিন কাটায়।

॥৩॥

ঐ তিনটি দিন এমার জীবনে স্বর্গবাসর। অপূর্ব পুলকমাখা দিন। সত্যিকার অর্থেই রাজসিক মধুচন্দ্রিমা। অনুরাগ রঙের আবীর মাখা মাদক–মদির দিন।

ওরা সাগরের কাছে বন্দরের অদূরে হোটেল দ্য বুঁলোয় ঐ তিনদিন কাটায়। জানালা বন্ধ। পর্দা নামানো। দরজা বন্ধ। মেঝে ফুলে ফুলে ঢাকা। সকালে আসে প্রাণ জুড়োনো ফলের রসের ঠাণ্ডা সরবৎ। সন্ধ্যের দিকে ওর একটা বোটা নেয়।

বোট ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে জাহাজ, নৌযান ইত্যাদি সারির পাশ কাটিয়ে। কিছু নৌতরী সাগরতীরে শিকলে বাঁধা, দোদুল দুলছে ঢেউয়ে। শিকলগুলির অংশ বিশেষ পানিতে কখনও ডুবছে, ভাসছে। বোট আরও খোলা সাগরের দিকে এগিয়ে যায়। শহরের কোলাহল নিস্তেজ হয়ে কমে আসে। গাড়িঘোড়ার আওয়াজ, মানুষের গলা, কোনও কোনও নৌযানের কুকুরের ভেউ ভেউ শব্দ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়! এমা তার হ্যাটের বাঁধন ঢিলে করে দেয়। আর পরে বোট একটা দ্বীপে এসে দাঁড়ালে ওরা নেমে পড়ে।

ওরা ওখানে একটা ক্যাবারেতে গিয়ে ঢোকে। দরজায় একটা বড় আকারের মাছের জাল টাঙিয়ে রাখা। জেলেদের গ্রামের একটা স্বাদ! হ্যাঁ, ওরা লো সিলিং–এর একটা কক্ষে গিয়ে বসে। ওরা মাছভাজা, চেরী আর ক্রীম খায়। আর তারপর বাইরে দ্বীপের একটা নির্জন জায়াগায় ঘাসের ওপর গিয়ে বসে। ওরা পপলারকুঞ্জের ঘেরাটোপে, নিভৃতে, মানুষের চোখের অগোচরে চুম্বন করে, আবেগজড়িত আলিঙ্গন, আশ্লেষ–সোহাগে মগ্ন হয়। যেন, জাহাজডুবিতে রক্ষা পাওয়া দুই আদি নরনারী ও জায়গায়টায় তাদের চিরকালের ঘর গড়বে। এ মুহূর্তে ওদের কাছে জায়গাটা পৃথিবীগ্রহের সবচেয়ে মনোরম, সুখদ মনে হয়।

ওরা আগেও গাছগাছালির শ্যামছায়া দেখেছে। নীল আকাশ, সবুজ ঘাস দেখেছে। কিন্তু এখন এবারেই যেন সর্বপ্রথম ওদের কানে গেছে জলস্রোতের মর্মর কলধ্বনি, গাছের ডাল পাতার মধ্যে বাতাসের মিষ্টি গান। আজ এগুলি ওদের কাছে এত সুমধুর আরও কখনও এমন মনে হয় নি। যেন মনে হয়, এই প্রকৃতি, এই নিসর্গ আগে. কখনও ছিল না। কিংবা এমার মনে হয়, হয়তো ওর কামনার আগুন নেবার পরই ও তার অপরূপ রূপসুধায় রূপবতী, রূপমতী, সৌন্দর্যপিয়াসী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। সবকিছু ওর চোখে স্বপ্নের সাজানো বাগান।

আঁধার নামে। ওরা ফেরে বন্দরে। সেই বোটে। দ্বীপগুলির ধার ঘেঁসে বোট এগিয়ে যায়। বন্দরের পানে। ওরা বোটের পেছনদিকটার ঢালু জায়গাটার ছায়াপড়া অংশে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে থাকে। মুখে কথা নেই। বোটের চাকার প্যাডেলের ঝপ ঝপ শব্দ। লোহার ধাতব পাত ক্লিক করে উঠে ঘড়ির মতো যেন সময় গণনা করে চলে। জানিয়ে দেয়। নীরবতা ভেঙ্গে। আর সাগরের পানি অনবরত আছড়ে পড়ে বোটের পেছনে।

আকাশে চাঁদ ওঠে। ওদের মুখে কথার ফুল ফোটে। কতো কথা, কতো গান, কতো

কাব্যভরা এ রাত, আর দেবীর মতো এমা। ওরা কথা বলে। এমার গলার গানও মূর্ছনায় ভেসে যায় বাতাসে এক সময় :

"সাগরভাসায় যে রাতে গেলাম,
মনে কি তোমার পড়ে প্রিয়।"

ওর স্বর সত্যিই সঙ্গীতে সুধাময়, কিন্তু দুর্বল। ওটা সাগরের অসীম নীলে হারিয়ে যায়। সাগরের ঝিরি ঝিরি বাতাস ওটাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। লিওঁ কাছে মনে হয় ওটা পাখা পেয়ে উড়ছে বাতাসে, আকাশে। এমার মুখটা ওর দিকে। বোটের যে চাঁদোয়াটায় এ মুহূর্তে হেলান দিয়ে আছে ও তার একটা ফাঁক গলে চাঁদের আলো ঝরে পড়ছে। ওর কালো পোশাক ছড়িয়ে আছে ময়ূরের পেখমের মতো। ওকে অনেকটা স্লিম মনে হয়। লম্বাও। ওর মাথাটা মরালীর মতো উঁচু। চেয়ে আছে আকাশের দিকে। মাঝে মাঝে পাড়ের উইলো গাছের দীঘল ছায়া ওকে পুরোটাই চোখের আড়ালে নিয়ে যাচ্ছে। আর তারপর হঠাৎ ওর মুখাবয়ব চাঁদের আলোয় স্বপ্নিল ছায়ার মতো ভেসে উঠছে।

লিওঁ বোটের মেঝে থেকে পড়ে থাকা একটা লাল ফিতে তুলে নেয়। বোটম্যান ওটা নিয়ে পরীক্ষা করে।

"আরে এটা তো কয়েকদিন আগে একটা পার্টি এসেছিল আমাদের বোটে বেড়াতে, ওদের কোনও ভদ্রমহিলার হতে পারে। তবে আমার একজন চমৎকার সুদর্শন ভদ্রলোকের কথাই মনে পড়ছে বিশেষ করে। ছোট গোঁফ আর বেজায় হাসিখুশি। ওরা ওকে আদোলফি, না দোদোলফি বলে ডাকছিল।"

কথাটা কানে যেতেই এমার পায়ের তলা থেকে মাথাটা পর্যন্ত শিরশির করে কেঁপে ওঠে। কি হয়েছে? তোমার কি খারাব লাগছে? লিওঁ ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলে।

'ন্-না, কিছু না! রাতের হাওয়াটা ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে।'

যাহোক, সবকিছুরই একসময় শেষ হয়। বিদায়ের ভারাক্রান্ত সময় এসে পড়ে। এমা লিওঁকে মেরি রোলেতের ঠিকানায় ওকে চিঠি লিখতে বলে। আর সেইসাথে ওকে সব জিনিস ও কৌশল পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেয়। আর চিঠি লিখতে হলে লেখা গোপন রাখার জন্যে ডবল খামে ভরে তবে চিঠি পাঠানোর যে বুদ্ধি এমা ওকে দেয় তা শুনে গোপন প্রণয়-অভিসারের কূটকৌশলে ওর মাথা দেখে রীতিমতো আশ্চর্য হয় লিওঁ।

"তাহলে সব ঠিকঠাক রইল কেমন? এমা বলে লিওঁকে বিদায় চুম্বন এঁকে দেয়।

"অবশ্যই—কিন্তু" মনে মনে ওর ভাবের অনুরণ চলতে থাকে ফেরার পথে, "এই আমমোক্তারনামা নিয়ে ও এত অধীর, এত ব্যস্ত কেন, এটা তো আমার মাথায় আসে না!"

॥৪॥

লিওঁর মাঝে অচিরেই একটা হামবড়াইয়ের ভাব আসে। ও বন্ধু-বান্ধবদের উপেক্ষা করতে থাকে। আইন ব্যবসায়ে ওর অবহেলা লক্ষ্য করা যায়।

ও এমার চিঠি অপেক্ষায় অধীর হয়ে থাকে। আর চিঠি আসলে বারবার সেটা পড়েও ওর তৃপ্তি হয় না। ও-ও পাল্টা চিঠি লেখে। সবরকম আবেগজড়িত চেহারা নিয়ে এমা ওর মনের চোখের এসে উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়ায়। ওর অনুপস্থিতিতে ওর স্মৃতি ফিকে হয়ে আসবে কি, ওকে আবার দেখার ইচ্ছে প্রবল-আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। অবশেষে এক

শনিবারের সকালে অফিসে কামাই দেয়। যায় প্রিয়া অভিসারে। য়োঁভিলে।

ও যখন য়োঁভিলের পাহাড়টার ওপর পৌঁছেছে ওখান থেকে নীচে উপত্যকায় গাঁয়ের দৃশ্য ওর চোখে পড়ে। গীর্জার চূড়ো, বাতাসে পতপত করে ওড়া ওর ওপর তেরঙা পতাকা দেখা যায়। ওর মনে বিজয়ীর অহং। আর ঘরে অনেক অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরার আবেগ।

ও বোভারীদের বাড়ির কাছে গিয়ে বাইরে অকারণে ঘোরাঘুরি করে। ওদের রান্নাঘরে আলো। পর্দার ফাঁক দিয়ে ওকে দেখা যায় কি। না ! এরমধ্যে হঠাৎ মাদাম লা ফ্রাঁসোয়া ওকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন। বৃদ্ধা তার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এখন মঁসিয়ে লিওঁ অনেক লম্বা ও স্লিম হয়েছে। আর আরতেমিসের ভাষায়, 'ও হয়েছে বলবান ও আরও বাদামী।'

সে হোটেল গোল্ডেন লায়ন–এর সেই ছোট ঘরটায় বসে ডিনার সারে। পুরোনো দিনের মতোই। তবে আজ আর বিনে সেখানে ছিল না। মঁসিয়ে বিনে কিছুদিন ধরে 'ল্যাজঝোলায়' কখন হোটেলে নতুন অতিথি খেতে আসবে এই অপেক্ষায় থাকার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়েছে। সে এখন এক ঘণ্টা আগেই ডিনার খায়।

লিওঁ সাহস করে ডাক্তারের বাড়ি সোজা গিয়ে দরজায় কড়া নাড়া দেয়। মাদাম তার নিজের শোবার ঘরেই ছিল। নীচেয় আসতে প্রায় পনেরো মিনিটের মতো দেরি হল। ডাক্তার লিওঁকে দেখে বেশ খুশি হলো। তবে ডাক্তার ঐ দিন সন্ধ্যে ও পরের গোটা দিন বাড়িতেই আঠার মতো থাকলো। বাইরে কোথাও গেল না।

পরেরদিন সন্ধ্যায় ওদের বাড়ির পাশের গলিতে বাগানের ধারে একাকী এমার সাথে দেখা হল ওর যেমন আগে দেখা হয়েছে এমার আরেকজনের সাথে। তখন ঝড়–বৃষ্টি চলছে। বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে আকাশে, চারদিকে। ওর মাঝে ওরা একটা ছাতার তলায় দাঁড়িয়ে দু'জনে। খুব কাছাকাছি। ওরা আর এভাবে কতোকাল দুরে থাকবে ! আর পারছে না। 'বরং মরাও ভালো', এমা জানায়। সে ওর বাহুবন্ধনে কাঁদতে কাঁদতে বলে।

বিদায়ের আগে ওরা আলিঙ্গনে আবদ্ধ হলে কথা হয়, যে করেই হোক অন্ততঃ সপ্তাহে ও একবার রুঁয়েতে লিওঁর সাথে দেখা করতে যাবার পথ এমা বের করবেই।

এরকম একটা বোঝাপড়া হবার পর এমা ল্যুরোর প্রলোভন অনুযায়ী, চওড়া ডোরাকাটা একজোড়া দামী হলুদরঙের পর্দা কেনে ওর শোবার ঘরের জন্যে। ওর একটা দামী কার্পেটের স্বপ্নও ছিল মনে মনে বহু দিন। ল্যুরো ওটা জানতে পেরে বলে, আপনি তো আকাশের চাঁদ চাইছেন না, ভাবনা কি, এই বান্দা তো আছে আপনার সেবায়। কিচ্ছু ভাববেন না। এসেও গেল সেটা। এভাবে ল্যুরো এমার জীবনে সোজাকথায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ওর ডাক পড়ে ডাক্তারবাড়িতে দিনে কমকরে হলেও ২০ বার। এটা–ওটার ফরমায়েসে সবকাজ ফেলে ছুটে আসে ল্যুরো। আরও একটা রহস্য ঘনীভূত হতে থাকে এসময়। দেখা যায়, প্রায় প্রতিদিন মেরি রোলেত আসছে এমার বাড়িতে দুপুরে। খেতে। আর কেন যে ও এমার সাথে আড়ালে কথা বলতে চায়। বলে। তা–ও বোঝা যায় না।

তখন শীত সবে পড়তে শুরু করেছে। এমার সঙ্গীতের প্রতি ঝোঁক দারুণ প্রবল হয়ে দেখা দিল। একদিন রাতে এমা চার্লসকে পিয়ানো বাজিয়ে শোনাচ্ছিল। একই সুর বার বার চারবার সে ভুল করলো। আর নিজেকেই দোষ দিল। কিন্তু চার্লস সঙ্গীতের মাঝের কোথায় ভুল অতশত বুঝতে পারে না। বরং সোৎসাহে বাহবা দেয়। বাজনা না থামিয়ে

ওকে চালিয়ে যেতে বলে।

"নাহ, কি বিশ্রী! আমার আঙুলগুলো যেন জং পড়ে লোহা হয়ে গেছে।" পরের দিন চার্লস আবারও ওকে পিয়ানো বাজানোর জন্যে ধরে। ও বাজায়। কিন্তু এমা বলে, নাহ, একেবারেই ভুলে বসেছি, এগুলি আবার কারও কাছে না শিখলে নয় দেখছি!" এরপরও ও ওর ঠোঁট কামড়ে ধরে। কি ভাবে। তারপর বলে, 'এক কাজ করা যায়, শিখতে পারি, তবে এসঙ্গে ২০ ফ্রাঁ লাগবে, টাকাটা বড্ডো বেশি হয়ে যায়।'

"ও হ্যাঁ, তা—একটু বেশিই হয়ে যায়—বরং" চার্লস একটা নিতান্ত হাবলার মতো দেঁতো হাসি হাসে। বলে, "তবে এরচেয়ে কিছু কমেও কাজটা হতে পারে। অনেক সময় কিছুটা অখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীও নামী-দামী কেউকেটাদের চেয়েও অনেক বেশি ওস্তাদ হয়।"

'হয়। তবে ওর জন্যে বিস্তর খোঁজাখুজিও করতে হয়। খুঁজে বের করো তবে।'

পরেরদিনই চার্লস বাইরে থেকে ঘুরে এসে এমার দিকে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি হেনে বলে, "কি যে জিদ ধরো তুমি মাঝে মাঝে। এই দ্যাখো না আমি আজ বারফোশারদের ওখান থেকে কি খবর নিয়ে এলাম! মাদাম লিজিয়ার্দ তো আমায় বললেন, তার তিনটি মেয়ে নাকি চমৎকার এক শিক্ষিকার কাছ থেকে পিয়ানো শিখছে। একঘণ্টার জন্যে মাত্র আড়াই ফ্রাঁ করে।" শুনে এমা ওর কাঁধটা অবজ্ঞায় ঝাঁকানি দেয়। ও আর পিয়ানো হাতেই তোলে না। কিন্তু যখনই ও পিয়ানোর ধারে-কাছে যায় (আর যদি বোভারী তখন ওখানে থাকে) দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে : "হায়, পিয়ানোটা আমার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!"

কেউ এমার সাথে দেখা করতে এলে এমা তাকে শোনাবেই যে, সে গানবাজনার পাট আজকাল চুকিয়ে দিয়েছে। অবস্থার কারণে ওটা তার আর কখনও হাতে তুলে নেওয়া হবে না। এসব যে-ই শোনে সেই এমার জন্যে গভীর দুঃখবোধই করে। হায়, মেয়েটির এত ভালো হাত ছিল! বোভারীর কাছেও কথাটা যায়। তাকে এও পর্যন্ত বলা হয় যে, তার লজ্জা হওয়া উচিৎ। এমনকি, ঠোঁটকাটা কেমিস্টমহোদয়ও বলে ফেলেন, "খুব ভুল করছেন, ডাক্তার। ওর এই গুণটাকে এভাবে নষ্ট হয়ে যেতে দেওয়া আপনার উচিত হবে না। তাছাড়া, এটাও মনে রাখা দরকার, মঁসিয়ে, যদি আপনার স্ত্রী ওটা রপ্ত রাখতে পারে, তাহলে আপনার মেয়েটার সঙ্গীতশিক্ষার ঝামেলা থেকেও রেহাই পাবেন। আমার বিশ্বাস, মায়েদেরই উচিত তাদের বাচ্চাদের এসব শিক্ষা দেওয়া।"

আর তাই চার্লস আরও একবার পিয়ানো প্রসঙ্গে এমার সাথে আলোচনায় ফিরে আসে। এমা ঝাঁঝের সাথে জবাব দেয়, ওটা বিক্রি করে দিলেই তো আপদ যায়! পিয়ানোটা এমার খুবই প্রিয় । আর ওটাকে বিদেয় করার মানে চার্লসের কাছে এমার একটা হাত-পা কাটার মতোই মনে হয়। চার্লস বেশ আহত হয়।

"মাঝে মাঝে যদি তুমি পিয়ানোর পাঠ নাও তো আমার মনে হয়, সেটা খুব বেশি ব্যয়বহুল হবে না' চার্লস আপস চায়।

"কিন্তু যা-ই হোক পাঠ নিয়মিতভাবে না নিতে পারলে ওতে কোনও ফায়দাই নেই" জবাব আসে এমার।

আর এমনি করে এমা অবশেষে সপ্তাহে একবার করে রুঁয়েতে গিয়ে তার প্রেমিকের সাথে মিলিত হবার অনুমতি আদায় করে। আর ঐ মাসের শেষে, চার্লস বলে, পিয়ানো শেখায় ও কিছু বেশ এগিয়েছে বলেই ওর বাজানো শুনে ধারণা হয়।

॥৫॥

বৃহস্পতিবার এমার শহরে যাবার দিন। ও উঠে পড়ে। নীরবে সাজগোজ সারে। যাতে চার্লসের কোনও অসুবিধে না হয়। ওর নিশ্চিত ভয়, সঠিক সময় হওয়ার অনেক আগেই তৈরি হবার জন্য চার্লস ওকে বকবে। ও ওপরে-নীচে হাঁটতে থাকে। জানালায় দাঁড়িয়ে টাউনহলের খোলা আঙিনার দিকে চেয়ে থাকে। সকালের আলোয় চারিদিক উজ্জ্বল।

ঘড়িতে সোয়া সাতটা। এমা এখন বাড়ি পেরিয়ে হোটেল গোল্ডেন লায়ন-এ যায়। ওখানে আর্তেমিস হাই তুলতে তুলতে দরজা খুলে ভেতরে অভ্যর্থনা জানায়। আর ফায়ারপ্লেসের আগুন উসকে দেবার চেষ্টা করে। এমা হোটেলের রান্নাঘরে একা। মাঝে মাঝে ঘরে-বাইরে করে। হিপ্পোলাইট ধীরে-সুস্থে অনেকটা দুলকি চালে ঘোড়াগুলি গাড়ির সাথে জোতে। এরপর হিভার্ত তার স্যুপ খায়। ওর ভারী কোটটা গায়ে চড়ায়। পাইপ ধরায়। চাবুকটা হাতে নেয়। আর তারপর গাড়ির কোচোয়ানের জায়গায় গিয়ে বসে। অবশেষে, 'ল্যাজঝোলা' ধীর কদমে এগুতে শুরু করে। কয়েক মাইল এরকম গতিতেই ওটা চলে। মাঝে মাঝেই নির্ধারিত যাত্রীদের উঠিয়ে নেয়। এভাবে ক্রমে কোচের আসনগুলি পূর্ণ হয়ে ওটে। কোচ দ্রুত চলতে শুরু করে।

আপেল বাগানের গাছের সারিগুলি দ্রুত পার হয়ে যায়, ঘোড়াচুলো গাছগুলোর মতই। একসময় দেখা যায়, গাড়ি উঁচু সড়কে পড়ে দুই পাশে হলুদ পানির খাদের ভরা নালার মাঝ দিয়ে চলেছে। মনে হচ্ছে, এও দ্রুত সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছে আর সামনে ক্রমেই বিশাল হয়ে উঠছে নীল আকাশ। দিগন্ত রেখা।

এমার এপথের প্রতিটি ইঞ্চি জানা। ও জানে একটা লম্বা ফালির মত ঘাসেভরা জমির পরেই আছে একটা মাইলফলক। একটা এল্‌মগাছ। একটা গোলাবাড়ি কিংবা রাস্তা-শ্রমিকদের থাকার একটা কুঁড়েঘর। অবশেষে ইটের পরে ইট মাঝে মানুষ কীট যেখানে থাকে সেই শহর জনপদের কিনারে পৌঁছে যায় 'ল্যাজঝোলা।' এখান থেকেই শুরু হয়েছে ইটের তৈরি বাড়িগুলি সার সার, ঘন ঘন। ঘোড়ার পায়ের নীচে পাকা রাস্তার আওয়াজ তীক্ষ্ণ শোনা যায়। একটা বাগান, একটা খোলা গেট পার হয়। আর তারপর চোখের সামনে হাট হয়ে ধরা পড়ে, গোটা শহরটা ছড়িয়ে রয়েছে। ছবির মতো। স্থির। নিশ্চল। জাহাজগুলি বন্দরের কাছে এক জায়গায় নোঙর ফেলে আছে। নদী সবুজ পাহাড়টা ঘুরে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। ডিমের মতো চরগুলিকে বড় কালো কালো মাছের মতো দেখাচ্ছে। কলকারখানার চিমনির মাথায় ধোঁয়া। ঢালাই কারখানা আর গীর্জার টাওয়ার, ঘণ্টার শব্দ মিলেমিশে অদ্ভুত আবহ তৈরি করেছে। বুলেভার্দের পাতাহীন ন্যাড়া গাছগুলিকে বাড়িগুলির মাঝে লাল বুরুশের মতো মনে হচ্ছে। বাড়ির ছাদগুলি বৃষ্টির পানিতে ধুয়ে ঝকঝকে, উজ্জ্বল। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া মেঘগুলিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেন্ট ক্যাথারিণ-এর দিকে।

শহরের মানুষের কলকোলাহল শুনে, ওদের হাজারো হৃদয়ের স্পন্দনে ওর হৃদয়ের স্বপ্ন-আবেগ ঝরে পড়ে নির্ঝরের মতো ঝরঝর। ওর বুকে তুফান ওঠে। পুরনো নরম্যান শহরটা ওর সামনে পড়ে আছে। ওর চোখের নীচে। যেন ওটা কোনও এক বিরাট সাম্রাজ্যের রাজধানী, ব্যাবিলন। ও জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চোখ ভরে দেখে। বাতাস নেয় বুকে। অবশেষে গাড়ি নগরের গেটে এসে থেমে যায়। এমা ওর জুতোজোড়া বের

করে পরে নেয়। শাল ঠিক করে। তারপর নেমে পড় ল্যাজঝোলা থেকে।

শহরটা কেবল জেগে উঠতে শুরু করেছে। দোকানীরা তাদের দোকানের সামনের দিকটা ঘষে-মেজে ঝকঝকে করে তুলতে, পসরা সাজাতে ব্যস্ত। মেয়েরা ওদের কোমরে করে নানা পসরার ঝুড়ি বয়ে নিয়ে চলেছে। হাঁকডাক করছে। আর ও, এমা মুখ নীচু করে রাস্তার পাশের দেয়াল প্রায় ঘেঁষে, ওকে কেউ যাতে চিনে না ফেলে সেজন্যে লম্বা কালো নেকাব ফেলে মুখে হাসির রেশ নিয়ে দ্রুত পা চালায় সোজা না গিয়ে একটু ঘুরপথে।

ও এখন পৌঁছে গেছে ফোয়ারার কাছটায় রুয়ে ন্যাশনেল-এর নীচে। এখানেই শহরের রঙ্গশালার সমাবেশ। এখানে নানারকম সন্দেহজনক চরিত্রের মেয়েরাও জড়ো হয়। এমা এ পাড়ার মধ্য দিয়ে জোরকদমে এগোয়। আর রাস্তার মোড় ঘুরতেই ও চিনতে ওকে ওর কোঁকড়ানো চুল দেখে। চুলগুলি ওর হ্যাটের তলা দিয়ে বেরিয়ে আছে। ও থামে না। এগিয়ে যায়। আর এমা ওকে অনুসরণ করে পৌঁছে যায় হোটেলে। ও দোতলায় যায়। গিয়ে ওদের কক্ষের দরজা খুলে ওরা দু'জনে ভেতরে যায়। কী সে প্রবল পিষে ফেলা আলিঙ্গন!

চুম্বন রাঙানোর পালা শেষ হবার পর ওরা কথা বলে। কথা হয়, গেল হপ্তার নানা সুখ-দুঃখের। চিঠি বিনিময় নিয়ে আলাপ হয়। তবে একটি জায়গায় এসে ওরা সব ভুলে যায়। সব কথা হারিয়ে যায়। একে অন্যের চোখের মধ্যে কামনার ভিসুভিয়স জেগে ওঠে। হেসে ওঠে।

শোবার খাটটা দামী মেহগণির। অনেকটা দোলনার মতো, সামুদ্রিক ঝিনুকের মতো করে তৈরি। খাটের পর্দাটা গাঢ় লাল। এমার মাথা কৃষ্ণকুন্তলা। গায়ের রং দুধে-আলতা। খাটের ঐ মেহগিনি কাঠের কফি রং ও পর্দার গাঢ় লালের পটভূমিকায় ও নিজেকে কল্পনা করে ভুবনমোহিনী রাণী হিসেবে। মক্ষিরাণী! লাস্যময়ী, ব্রীড়াময়ী হয়ে ওঠে আপন মনের আয়নায়। আর এই সদ্যজাগা লাজ ঢাকতেই বুঝি সে তার দুধ-সাদা হাত দু'টি তুলে মুখ ঢাকে।

ঘরটা অপূর্ব সুন্দর করে সাজানো, নরম, মসৃণ, শব্দহীন কার্পেট, অপরূপ কারুকাজ, স্নিগ্ধ আলো, কামঘন প্রণয়াবেশের জন্য একান্ত অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছে।

এ কক্ষের জৌলুস ও শান-শওকত আগের মতো নেই। ঠিকই। তবু সেই বিবর্ণ মহিমার যেটুকু আছে তা নিয়েই ওরা একে ভালোবাসে ওদের প্রণয়ের পুরনো বাসর হিসেবে। ঘরের আসবাব সবসময়ই যথাস্থানে রাখা। গেল বৃহস্পতিবারে ও তার চুলের কাঁটা পরতে ভুলে গিয়ে ফায়ারপ্লেসের ওপরের তাকে রেখে গিয়েছিল। ওগুলি আজও সেখানেই আছে। ফায়ারপ্লেসের পাশে বসানো ছোট টেবিলে বসে ওরা দুপুরের খাবার খায়। এমা তার শরীরটা ঈষৎ বাঁকিয়ে, ঝুঁকে লিওঁর প্লেটে সেরা খাদ্যবস্তুগুলি তুলে দেয়। আর চকিত চাহনিতে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ হানে। গ্লাসের কানায় কানায় ভরা শ্যাম্পেনের পাত্র থেকে ফেনা গড়িয়ে এমার হাতের তর্জনীর আঙটি পর্যন্ত গড়ায়। খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে ও। সারা ঘরটা যেন নূপুর নিক্কণে অনুরণিত হয়ে ওঠে। ওরা একে অন্যের গভীরে হারিয়ে যায়। বাইরের গোটা পৃথিবী ওদের কাছে এখন মুছে গেছে। ঘরটাই ওদের একান্ত আপন ভুবন হয়ে ওঠে। যেখানে ওরা স্বপ্ন দেখে অনাদি, অনন্ত কাটিয়ে দেবার ভোগ-বাসনার চির-বাসরের। ওখানে ওরা চিরকালের *বর*। অনন্তের *ক'নে*। অশেষ তাদের ও পৃথিবী।

এমা এখন লিওঁর হাঁটুর ওপর পা রেখে বসে আছে। ওর পার দুটো ঝুলছে। মেঝের স্পর্শ পায় নি। লিওঁর দেওয়া পায়ের চমৎকার স্লিপার এমার বুড়ো আঙুলে আটকে দোল খাচ্ছে শূন্যে। জীবনে এই প্রথমবারের মতো অনির্বচনীয় নারী সৌন্দর্য-সুষমার রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণের স্বাদ নিচ্ছে লিওঁ এমার সুনিবিড় সান্নিধ্যে। আর কখনও রসনার এমন মনোহারিত্ব, বাণীর এতো লালিত্য, এতো মাদকতা, এতো শিহরণ, এতো জাগর-পুলক, বেশবাসে এতো রুচি, ঘুমন্ত পরীর এতো রূপ মাধুরিমা আর কখনও দেখে নি, অনুভব করে নি সে। এমার মধুক্ষরা অন্তর আর একইসঙ্গে বহিরঙ্গে আমন্ত্রণী নাভীমূলে অন্তর্বাসের অপূর্ব নকশীকাজ যুগপৎ ওকে মন্ত্রমুগ্ধ পতনোন্মুখ পতঙ্গের মতো করে। ও কি বিবাহিত নারী নয়, একজন 'মহিলা' নয়? খাঁটি অভিসারিণী রাধা?

ওর রসবোধের চিরনতুন বৈচিত্র্য, কখনো খেয়ালী, কখনও হেঁয়ালী, কখনও চঞ্চলা হরিণী, কখনও মৌণী, কখনও ব্যগ্র, কখনও উদাসীন যেমন রূপেই হোক না কেন ওর আকর্ষণ অশেষ, পুরনো স্মৃতি জাগানিয়া, হৃদয়-তুফানী। বলতে কি, ওযে, পৃথিবীর তাবৎ নভেলের, নাটকের, কাব্যের নায়িকা। ওর ক্ষীণ লম্বা ক'টি ওকে করেছে মধ্যযুগের হৃদয় পরাণী। ওর গায়ের বরণ ওকে করে তুলেছে, 'দ্য পেল ওম্যান অব বার্সেলোনা', হয়ে উঠেছে অনন্তযৌবনা উর্বশী!

বার বার অলি ফিরে ফিরে আসে। যায়। বার বার লিওঁ ফিরে ফিরে চায় দয়িতার পানে। দেখার শেষ নেই। হৃদয় ওর উড়ে যেতে চায় এমার পানে। কপোত হয়ে বসতে চায় ওর শ্বেত-শুভ্র বুকে।

ও ঝুঁকে আনত হয় ওর মুখে। ফিসফিসিয়ে বলে, "নড়ো না, কথা বলো না। আমাকে দেখতে দাও। তাকাও। আমার দিকে। তোমার চোখের ভাষা আমার প্রাণের পিপাসা জুড়িয়ে দিচ্ছে।"

এমা ওকে ডাকে 'ছেলে' বলে।

'এইযে ছেলে তুমি আমায় ভালোবাসো?' ও ওর জবাব শুনেছে কি না শুনেছে লিওঁ ওর ঠোঁট দিয়ে ওর ঠোঁটে প্রচণ্ড বন্যতায় চেপে ধরে অদম্য তৃষ্ণায়। ঘড়ির ওপরে একটা ব্রেঞ্চের কিউপিড বসানো। একটা সোনালী মালার ভেতর থেকে ও হাসছে। দৃশ্যটা চোখে পড়ে দু'জনার। কলকলিয়ে হেসে ওঠে ওরা। তবে অভিসার শেষে বিদায়ের ঘণ্টা ওতে বাজতেই সবকিছু মলিন হয়ে ওঠে। বিস্বাদে ভরে যায় বাস্তবের কঠিন ধরাতল।

ওরা চেয়ে থাকে নিস্পন্দ দু'জনায়, দু'জনার পানে। আর বারবার বলে আবার বৃহস্পতিবার। বিদায়!

ওরপর ও আচমকা লিওঁর মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে 'বিদায়' বলে ওঠে। আর তার পরমুহূর্তেই সে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে যায়। চলে যায় একটা বিউটি পার্লারে আগোছালো চুলগুলি ঠিক করে নিতে। তখন শহরে সন্ধ্যে নামছে। গ্যাস বাতিগুলি জ্বলতে শুরু করেছে।

বিউটি পার্লার থেকে সোজা ক্রয়রুজ হোটেল। ওর কক্ষে টুকিটাকি জিনিস নেওয়া। তারপর দৌড়ে গিয়ে ল্যাজঝোলা'য় চড়া। ওখানে তখন আর সব যাত্রীরা ওর এই বিলম্বে বিরক্ত। ওদের প্রায় সবাই নেমে যায় পাহাড়টার কাছে। এমা একা বসে থাকে কোচ গাড়িটায়। ও চলেছে প্রতিটি মোড়ের বাঁকে নতুন নতুন দৃশ্য দেখতে দেখতে। লিওঁর কথা

মনে পড়ে যায়। ওর সাথে আপন মনে কথা কয়। হাজারো চুম্বন পাঠায়, বাতাসে ওর ঠিকানায়।

ওর শীত করছে। শালটা জড়িয়ে নিয়েছে। একটা অন্ধ ভিখারী চলেছে রাস্তার পাশে। ওর গায়ে চাপানো একটা ছেঁড়া কাঁথা। ওটা একটা গোল ওলটানো গামলার মতো দেখা যাচ্ছে। মুখটা ওর ভালো করে দেখা যায় না। ওর চোখের পাতা নেই। যেখানে অক্ষিগোলক থাকার কথা সেখানে গর্ত। রক্তময়। মাংসপিণ্ড রয়েছে শুধু ওখানে। নাকের কালো ফুটো দু'টো অনবরত বড়ো-ছোটো হচ্ছে। ও লোকজনের দিকে উদ্দেশ্যহীন চাহনি ফেলে। নির্বোধের মতো হাসে। আর তারপরে লোকজন, যাত্রীর পিছু দৌড়ায়, গান গাইতে গাইতে—

"বসন্তে সব কুমারীর কল্পনা
সে বুঝি এলো, এলো না!"

মাঝে মাঝে অন্ধ ভিখারীটা ঘোড়াগাড়িতে বসা এমারও পিছু নেয়। তখন মাথাটা থাকে ওর উদলা। ও ওর ঐ বীভৎস চেহারা দেখে আঁতকে, কুঁকড়ে ওঠে। হিভার্ত ওটা লক্ষ্য করে চাবুক ছোঁড়ে ঘোড়ার পিঠে, গাড়ি জোরকদমে ছুটিয়ে দেয়। কিন্তু পাগল ভিখারীটি পেছন থেকে ওকে সেন্ট রোমাঁর মেলায় ওর জন্য একটা ষ্টল জোগাড় করে দেবার অনুরোধ জানায়। আর জানতে চায়, ওর প্রেমিকা এখন কেমন আছে! হিভার্ত আর ঐ ভিখিরীর কারবার সহ্য না করতে পেরে চাবুক চালায় ওর দিকে। চাবুক গিয়ে লাগে অন্ধের ক্ষতস্থানে। চিৎকার করে ভিখিরীটা পড়ে যায় কাদায়। এমা বিষাদাক্রান্ত হয়। মৃত্যুর হিম শীতলতা ওরও আত্মা ছুঁয়ে যায়।

চার্লস বাড়িই ছিল। ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। ল্যাজঝোলার কি আশ্চর্য ব্যাপার। ওটা বৃহস্পতিবার এলেই ফিরতে দেরী করে। অবশেষে মাদাম বাড়িতে পৌঁছায়। কোনওমতে বার্থাকে একটা চুমু খেয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। ডিনার তখনও তৈরি হতে বেশ বাকি। কিন্তু এমার তাতে কোনও মাথাব্যথা লক্ষ্য করা গেল না। মনে হলো পরিচারিকা ঐ মেয়েটির কোনও ত্রুটিই যেন নেই। স্বামী ওকে এখন প্রায়ই বলে, বড্ডো ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে এমা। ব্যাপার কি। আবার কোনও অসুখ-বিসুখ হয় নি তো? 'না' জবাব দেয় "কিন্তু তোমাকে আজ রাতে যেন কীরকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে!" নাছোড়বান্দা চার্লস। "আরে ছাড়োতো, কিচ্ছু হয় নি আমার, আমি দিব্বি ভালো আছি।"

কোনও কোনও দিন এমা ফিরে এসে সোজা তার নিজের ঘরে চলে যেতো। আর নিশ্চিতভাবেই প্রায় ধরে নেয়া যেতে পারে যে জাষ্টিন সেখানে ওর অপেক্ষায় আছে। দেখা যেতো ও এমার পরিচারিকার থেকেও ওর সেবায় বেশি তৎপর। ও এমার হাতে দেশলাই মোমবাতি এটা-ওটা এগিয়ে দেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে থাকে। রাতে পড়ার জন্যে একটা করে বই বিছানায় রেখে দেয়। রাতের পোশাক বের করে দরকার মতো খুলে রাখে। বিছানার চাদর-বালিশ ঠিক করে দেয়।

"এইতো, একেবারে ফিটফাট, এমন কাটো এখান থেকে।" এমা ওকে বিদেয় হবার সঙ্কেত দেয়।

তবু জাষ্টিন যায় না। হাত ঝুলিয়ে এককোণে দাঁড়িয়ে থাকে। চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকে মাদামের দিকে। দিনের আলোয় স্বপ্ন দেখে জাষ্টিন। কিসের? সেটাই রহস্য।

রুয়েঁ থেকে আসার পরের দিনগুলি এমার জন্য ভয়ঙ্কর। তারপরের দিন আরও। সে আরও অধৈর্য হয়ে ওঠে কবে আবার বৃহস্পতিবারের সম্ভোগ স্বাদ পাবে। এই ভাবনায়। মোটামুটি য়োঁভিলে অপেক্ষার ছ'টি দিন এমার রতিসুখের প্রদীপশিখা লেলিহান হয়ে উঠতেই থাকে। আর সেই আকাঙ্খিত বৃহস্পতিবারে লিওঁর সোহাগ-আশ্লেষে-আবেগে এমার উত্তেজনা প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হয়। আর লিওঁ তার কৃতজ্ঞতা, তার অপার বিস্ময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে নিজ আবেগ লুকিয়ে রাখে। এমা অবশ্য তার ভালোবাসার আবেগের তৃপ্তি, কাম-জোয়ার মন্দুন রেখে-ঢেকে-ভেবে-চিন্তে ও ভাবমগ্নতার মধ্যেই উপভোগ করে। আর এ প্রণয়লীলায় অতিরিক্ত চরিতার্থতা যোগায় তার কমনীয়তার নানা কৃত্রিম মহড়ার উপাচার। দেহে শিহর-জাগরণ আনার চেষ্টা করে এ প্রণয় অভিসার ধরে রাখার লক্ষ্যে চিরকালের জন্যে। এ প্রায়ই লিওঁকে মৃদু, মধুর বিষাদমাখা গলায় বলে—

"একদিন ওগো একদিন তুমি পাখির মতো উড়ে যাবে লিওঁ, গিয়ে তুমি বিয়ে করবে—আর আর পুরুষের মতো।"

"আর আর পুরুষ? কে? কারা?" লিওঁ জিজ্ঞেস করে।

"আরে, কোন পুরুষেরা আবার, গড়ে পুরুষজাতের প্রায় সবাই", এমা জবাব দেয়। আর একটা ক্লান্তির ভাব করে ওকে ঠেলে দেয়, 'কারা আবার—তোমরা, তোমরা সব তো একই জাতের।'

একদিন ওরা ভাবের আলাপের মাঝে, জীবনের নানা হতাশা আর বঞ্চনার কথা বলার সময় এমা ওকে বলে ফেলে (হয়, এতে ও ঈর্যান্বিত হয়ে ওঠে কি না তা দেখতে নয়তো নিজেকে হালকা করার চাপ ধরে রাখতে না পেরেই) আগে একসময়, ওর সাথে যখন দেখা হয় নি সেইসময় সে একজনকে ভালোবাসতো। অবশ্য দ্রুত সে একথাও যোগ করে, ওকে যতোখানি ও ভালোবাসে তাকে ততো নয়। আর এমা তার বাচ্চা মেয়েটার মাথা খেয়ে এও শপথ করে বলে, ওদের মাঝে কিছু ঘটে নি। যুবক লিওঁ ওকে বিশ্বাস করে। তবু সে লোকটার পরিচয় জানতে চায়। এমা নির্দ্বিধায় ওকে নেভির এক ক্যাপ্টেন বলে জানায়। এ মিথ্যেটা বলার উদ্দেশ্য ছিল। এক, সে লোকটা সম্পর্কে আর খোঁজ-খবর নিতে চাইবে না। আর দুই, সে নিজেকে মর্যাদার দিক থেকে বেশ উঁচুতে তুলে ধরতে পারবে। কারণ, এমন একটা জাঁদরেল লোকের ওপর সে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা চালিয়ে দিয়েছে যে স্বাভাবিক কারণেই সে মেজাজী, আর কারও আদেশ তামিল করতে প্রস্তুত নয়। আর একথাটা ভেবে তো ব্যারিষ্টারের কেরাণী বেচারা নিজেকে হীন অবস্থায় মনে করতে থাকে আর তকমা-উর্দিপরা সকল লোককে ঈর্ষা করতে শুরু করে দেয়। একটা লোকের পদমর্যাদা, ক্ষমতা, টাকা, সনদ, পদক ইত্যাদি সুনিশ্চিতভাবেই যে এমার ভালোলাগে তা লিওঁ ওর ব্যায়বিলাস থেকে টের পেয়েছে।

তবে এমা আসলে ওর ব্যয়ের অনেক ঘোড়ারোগের কথা জানায় নি। যেমন, ও বেশ কিছুদিন থেকেই নিজের জন্য একটা নীলরঙের টিলব্যারী ঘোড়ার কোচগাড়ি চায় যেটা টানার জন্য থাকবে একটা ইংলিশ ঘোড়া। উঁচু জুতো পরা সুসজ্জিত এক তরুণ হবে টিলব্যারীর কোচোয়ান যে গাড়িটা চালিয়ে, ঘোড়ায় চাবুক কষে নিয়ে যাবে ওকে রুয়েঁ শহরে। বলাইবাহুল্য, এ দারুণ আইডিয়াটা এমার মাথায় ঢুকিয়েছে জাস্টিন। মঁসিয়ে হোমার কাজের ছেলেটা। আর সেইসাথে জাস্টিন তাকে অনুনয় করেছে, তাকে যেন ঐ

গাড়ির একজন কর্মচারী হিসেবে নেওয়া হয়। ও জানে, তার এ স্বপ্ন সত্যি হবার নয়। কিন্তু তাতে লিওঁর সাথে প্রতিটি মিলনের তীব্র পুলকানন্দে কিছু ভাটা পড়ে নি। বরং তাদের প্রতিটি বিদায়ের বিরহ–বেদনাই আরও ভয়ানক বেড়ে গেছে বলা যায়।

তবু নিজ বাড়িতেও এমা নিটোল, নিখুঁত অভিনয় করে চলেছে। বরং ধরেও নেওয়া যায় স্বাভাবিক আচরণই করছে। কেননা, ওতে ওর বিবেকের কোনও দংশন আছে বলে ও–ও মনে করতে পারছে না। ও এখন আগের চেয়ে স্বামী চার্লসের প্রতি অনেক বেশি মনোযোগী হয়ে উঠেছে। পেস্তা–বাদামের হালুয়া তৈরি করছে ওর জন্য। ডিনারের পরে ওর সাথে ওয়ালজ–এর সুরে নাচছেও। চার্লস মনে করছে, এ দু'দিনের পৃথিবীতে ওর চেয়ে সুখী আর কে আছে! এমা বিন্দুমাত্র অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। তবে একদিন হঠাৎ চালর্স এমাকে জিজ্ঞেস করে—

"আচ্ছা, ম্যাদমোয়জেল লেম্পিয়ারই তোমায় পিয়ানো শেখাচ্ছে, তাই না?"

"হ্যাঁ"।

"তাই, কিছুক্ষণ আগে আমার সাথে মাদাম লিজিয়ার্দ–এর সাথে দেখা হতে আমি তোমার নাম বল্লাম, কিন্তু তিনি আদৌ তোমাকে চিনতেই পারলেন না।"

একেবারে মাথায় বাজপড়া ব্যাপার! কিন্তু এমা অটল স্বাভাবিক, গলায় বলে—

"নিশ্চয়ই তাহ'লে মাদাম আমার নামটা ভুলে গেছেন।"

"এছাড়া", ডাক্তার মন্তব্য করে, ম্যাদমোয়জেল লেম্পিয়ারের নামে আমার মনে হয় রুয়েঁতে একাধিক মহিলা আছেন যাঁরা গান শেখান।"

"তাতো থাকতেই পারে। তবে হ্যাঁ, এই যে, এমার হঠাৎ মনে পড়ে গেছে, আমার কাছেই তো ঐ মহিলার ফি নেবার একটা রসিদ রয়েছে। "এই দেখ না, ওখানেই ওটা আছে।" এমা উঠে টেবিলের দেরাজে গিয়ে নানাভাবে ব্যস্তসম্মত হয়ে হাতড়ায়। কাগজপত্র ওল্টায়। আর সব ছড়িয়ে এমন বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে ওঠে যে, চার্লস শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হয়, আরে ওটা নিয়ে এত মাথাব্যথা করার কী দরকার! রাখো। 'না, ওটা যাবে কোথায়, পাওয়া যাবেই।' আর ঠিক তারপরের শুক্রবারেই পাওয়া গেল চার্লসের জুতোর ভেতরে। ও যখন পায়ে মোজা চড়িয়ে জুতোটা ছোটঘরে বসে আঁধারে পরতে যাবে তখনই জুতোর ভেতর থেকে কাগজটা পাওয়া গেল। "এটা আমার জুতোর মধ্যে এলো কী করে? সম্ভবতঃ ওটা পুরনো চিঠির র‍্যাক থেকে ওখানে পড়েছে।"

ঐ মুহূর্তে এমার গোটাজীবন একটা মিথ্যে প্রহেলিকার গোলকধাঁধা হয়ে উঠলো। হয়ে উঠলো ও পরিপূর্ণ মিথ্যের এক নিটোল বাসা! আর মিথ্যের জাল হয়ে উঠলো তার গোপন অভিসারের আব্রু, গোটা দুনিয়ার কাছ থেকে ওটাকে ঢেকে রাখার ব্যবস্থা। মিথ্যে ওর আনন্দ, মিথ্যে ওর একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেল। আর অবস্থাটা এমন দাঁড়ালো, ও যদি বলে থাকে ও রাস্তার ওপাশটা দিয়ে গেছে নিঃসন্দেহে ধরে নিতে হবে, আসলে সে গেছে এপাশটা দিয়েই।

একদিন ধূর্ত ব্যবসায়ী মঁসিয়ে লুরো ঘটনাক্রমে দেখে ফেলে, এমা বেরিয়ে আসছে রুয়েঁর হোটেল বুলোঁ থেকে লিওঁর কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে। এমার ভয়ানক আশঙ্কা হয়েছিল, ল্যুরো হয়তো ব্যাপারটা ফাঁস করে দেবে। কিন্তু ল্যুরো অত কাঁচা লোক নয়। তিনদিন পরে ল্যুরো মাদাম বোভারীর বাড়িতে ঢুকে তাকে পেয়ে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দেয়—

"কিছুটাকা চাই আমার"। এমা যখন জানালো, তার কাছে কোনও টাকা নেই ও নানা অভিযোগ তোলা শুরু করলো। আর ও তাকে কতোবার সুযোগ দিয়ে রক্ষা করেছে তা মনে করিয়ে দেয়। এ যাবত যে দু'টি বিলে চার্লস সই করেছিল তারমধ্যে কেবল একটি বিলের টাকা শোধ করেছে এমা। দ্বিতীয় বিলের ব্যাপারটা নিয়ে এমার সবিশেষ অনুরোধে ল্যুরো সেটির বদলে আরো অনেক পরের তারিখ দিয়ে দু'টি বিল তৈরি করে এনেছে সে। আর তারপর সে পকেট থেকে এমাকে যোগান দেওয়া নানা জিনিসপত্রের একটা লম্বা ফর্দ বের করে, যেগুলির মোট দাম হিসেবে হয়েছে কয়েক হাজার ফ্রাঁ! এমা এসব দেখে মাথা নামায়।

ল্যুরো ওকে বলে, 'নগদ টাকা আপনার নেই তো কি হয়েছে, সম্পত্তিতো আছে। সে একে একে সম্পত্তির বর্ণনাও দেয়। ওর কথা অনুযায়ী, অমালের কাছে বার্ণাভিলে একটা নড়বড়ে বাড়ি আছে। ওটা থেকে আয় তেমন আসে না। বৃদ্ধ সিনিয়র বোভারী কিছুকাল আগে একটা ছোট খামার বিক্রি করেছিলেন। তার লাগোয়া এই বাড়িটা রয়ে গিয়েছিল। এ সম্পত্তিটার সবকিছু ল্যুরোর নখদর্পণে।

"আপনার জায়গায় হলে", বলে ল্যুরো, "আমি তো দায়ের ভার থেকে মুক্ত হতামই, বরং দরাদরি করে কিছু নিজের জন্য বাড়তি টাকারও ব্যবস্থা করতাম।" এমা জানায়, ওটার জন্যে খদ্দের খুঁজে বের করা সহজ নয়। তবে ল্যুরোর কাছে ওটা কোনও ব্যাপারই নয়। সে জানায়, খদ্দের একজন সে-ই দেবে। এমা জানতে চায়, কাজটা কীভাবে ম্যানেজ করবে সে? ল্যুরো তাকে বলে, কেন আপনার কাছে আম-মোক্তারনামা তৈরি নেই! হাঁফ ছেড়ে বাঁচে এমা। আর ওকে বিলটা রেখে যাওয়ার জন্যে বলে। ব্যবসায়ী অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে। বলে, "কী আর দরকার ওটার! কতোই বা আর টাকা।" পরের হপ্তাতেই ল্যুরো ফিরে এসে জানায়, "অনেক কষ্টে ল্যাঙলয় নামে এক খদ্দেরকে পাওয়া গেছে। সম্পত্তিটা অনেকদিন থেকেই ওর নজরে আছে। কিন্তু ওটার জন্য কতো দাম দিতে তৈরী তা বলে না।" সে জানায়, ওকে একটু বাজিয়ে দেখতে হবে। সে নিজেই মাদামের পক্ষ থেকে কস্ট স্বীকার করে ল্যাঙলয়ের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা ঠিকঠাক করে ও পরের সপ্তাহে খুশির খবরটা দেয়, চার হাজার ফ্রাঁর মতো বলেছে খদ্দের। আর ও নিজে বলে, দামটা মোটেও মন্দ নয়। ভালো। খদ্দের দামের অর্ধেক তখনই দিয়েও দিয়েছে। ওটা ও এমার হাতে তুলে দেয়। এমা বিলটা ল্যুরোকে তা থেকে পরিশোধ করতে উদ্যত ; এমন সময় ল্যুরো বলে—

"আপনি এতগুলি টাকা একসঙ্গে শোধ করে দিচ্ছেন, আমার খুবই খারাব লাগছে"। এমা ব্যাঙ্কনোটগুলির দিকে চেয়ে থাক। আর ভাবে এই দু'টি হাজারমাত্র ফ্রাঁর বিনিময়ে কতো অসংখ্য বার সে প্রিয়মিলনে গেছে। আর তাই ইতস্ততঃ করেই ও ল্যুরোর কথার সরলার্থ কি জানতে চায়—

"আরে," ও মুখে চটুল হাসি টেনে বলে, "গৃহস্থালী-ঘরকন্নার ব্যাপার-স্যাপার আমার তো আর অজানা নেই। কতোকিছু খুঁটিনাটি লাগে। তা আপনি বিলে যা হয় একটা অঙ্ক লিখে দিন।" বলে ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ল্যুরো তার হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে দুটি লম্বা ফর্দের মতো কাগজ বের করে ধরে ও শেষে, পকেট থেকে প্রতিটি ১০০০ ফ্রাঁর চারটি হ্যাণ্ডনোট (হাতচিঠা) বের করে। বলে, এগুলোতে সই করে দিয়ে পুরো টাকাটাই

রেখে দিন। এধরণের প্রস্তাবে এমা রীতিমতো আতঙ্কিত বোধ করে। "আমিতো বাকিটা অর্থ অতিরিক্ত হিসেবে আপনাকে অনেকটা উপহারই দিচ্ছি, এটা কি আমার পক্ষ থেকে আপনার জন্যে একটা সার্ভিস, সেবা নয়?" আর তারপর একটা কলম টেনে নিয়ে হিসেবের নীচে লেখে : "মাদাম বোভারীর কাছ থেকে চার হাজার ফ্রাঁ বুঝে পেলাম'।

এমা টাকার হিসেব করতে গিয়ে কিছুটা ভ্যাবাচাকা খায়। ওর কানে বাজতে থাকে হাজার হাজার সোনার মোহর যেন থলে থেকে বেরিয়ে পড়ে রিণিঝিনি মধুর আওয়াজ তুলে মেঝের ওপর চারপাশে গড়িয়ে পড়েছে। এবার ল্যুরো তাকে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝায়। রুয়েঁ শহরে তার ভিনকার্ত বলে এক ব্যাঙ্কার বন্ধু রয়েছে। সে বিল চারটে ভাঙিয়ে দেবে। আর জিনিসপত্রের দরুন পাওনা টাকাটা বুঝে নিয়ে বাকী টাকাটা সে নিজ হাতে মাদামকে বুঝিয়ে দেবে। কিন্তু দু'হাজার ফ্রাঁ নয় ১৮০০ ফ্রাঁ পেল এমা। কারণ বিলের বাটা হিসেবে ভিনকার্ট দুশ ফ্রাঁ কেটে রেখেছে যা খুবই স্বাভাবিক। আর ল্যুরো টাকাটা দিয়ে একান্ত উদাসীনভাবেই যেন একটা রসিদ দেওয়ার জন্য বলে এমাকে : "জানেনই তো ব্যবসায়িক লেন-দেনের রেওয়াজ—কখনও সখনও.....আর হ্যাঁ রশিদে একটা তারিখ দিন। শুধু তারিখটা।"

এমার চোখের সামনে এই লেন-দেনের ব্যাপারটা ভোগের এক নতুন স্বর্গ সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। সে বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে প্রথম তিনটি বিল যে তারিখে পরিশোধযোগ্য তা শোধ করার জন্যে তিনহাজার ফ্রাঁ আলাদা করে রাখে। কিন্তু শেষ চার নম্বর হ্যাণ্ডনোটটি কেমন করে যেন বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়। চার্লস এটা দেখে হতভম্ব। সে এটার একটা ব্যাখ্যা পাবার জন্যে ওর স্ত্রীর অপেক্ষায় থাকে। কেননা, ও এই নোটের ব্যাপারে ও কিছুই জানায়নি ওকে। এমা ওকে অবশ্য ব্যাখ্যাচ্ছলে বলে, গৃহস্থালীর এইসব ছোটখাটো ব্যাপার চার্লসকে বিব্রত করুক ও চায় নি বলেই ওটা সম্পর্কে ও ওকে কিছু জানায় নি। তারপর আদুরে ঢঙে এমা চার্লসের হাঁটুর ওপর বসে দুহাত জড়িয়ে গলা ধরে পিঠে বিলি কাটে, আর আদর-সোহাগ জানাতে জানাতে বলে, খুব জরুরী কতগুলো জিনিসমাত্র সে ধারে কিনেছে। "ভেবে দ্যাখো এতগুলি জিনিসের জন্যে টাকাটা কিন্তু আসলে খুব বেশি নয়"।

চার্লস কী করবে বুঝতে পারে না। কাজেই হাতের কাছে একমাত্র বিপদতারণ মধুসূদন ধূর্ত ল্যুরোরই শরণাপন্ন হয়। ল্যুরো ওকে জানায়, চার্লস যদি ৩ মাস মেয়াদে একটি ৭০০ ফ্রাঁর বিল পরিশোধসহ কয়েকটি বিলে সই করে তাহ'লে গোটা ব্যাপার সে চেপে রাখার ব্যবস্থা করবে। আর এই টাকাটার ব্যবস্থা করার জন্যে সে মাকে একটা করুণ চিঠি লেখে। কিন্তু ওটার জবাব না দিয়ে মাদাম বোভারী সিনিয়র নিজেই চলে আসেন ছেলের বাড়িতে। এমা যখন জানতে চাইল মায়ের কাছ থেকে চার্লস কিছু আদায় করতে পেরেছে কি না, সে জবাব দেয় পেয়েছে, কিন্তু 'মা বিলটা দেখতে চায়'।

পরের দিন সকালে প্রথমেই এমা নিজে ছোটে ল্যুরোর কাছে। ওকে বলে আরেকটা এক হাজার ফ্রাঁর বিল করে দেবার জন্যে। কেননা, ও যদি এখন চার হাজার ফ্রাঁর বিল দেখায়, তাহলে তাকে বলতে মবে সে তিনহাজার ফ্রাঁ শোধ করে দিয়েছে। আর সেটা বলতে হলে আবার সে যে বাড়িটা বেচে দিয়েছে সেটাও ফাঁস হয়ে যাবে। এমার অনুরোধে ল্যুরো তাই চোখ ফাঁকি দেওয়ার কাজটা এমন সুকৌশলে সেরে দেয় যে ব্যাপারটা ফাঁস

হয় অনেক অনেক পরে যখন সব লাটে উঠেছে।

বিলে সব কিছুর দাম বেশ কম। তবু মাদাম বোভারী সিনিয়র বললেন, এ ব্যয়টাও দারুণ বেহিসেবী রকমের বিলাসবহুল।

'একটা কার্পেট না হ'লেই কি চলতো না? আর্মচেয়ার নতুন করে কাভার দিয়েছো কি কাজে? আমাদের কালে তো বাড়িতে একটার বেশি আর্মচেয়ার/ইজিচেয়ার ছিল না। তা-ও (সেটা বুড়ো-বুড়িদের জন্য) আমার মায়ের বাড়ির কথাই বলছি। আর আমার মায়ের নাম-ডাক বড়ো কম ছিল না, তাও বলি তোমাদেরকে। সবাই ধনী হবে এমন কথা নেই। তা হয় না। তোমাদের যা কিছু থাক যদি কোথাও ফুটো থাকে সেগুলিও আজ হোক-কাল হোক বেরিয়ে যাবে ঐ ফুটোর রাশ ধরার কেউ না থাকলে। তোমরা যে যে বাবু-বিবিয়ানা করছো আমি হলে লজ্জায় মরে যেতাম। কেনরে বাবা? কি দরকার অ্যাতো? এখানে ওটা লাগাও, ওখানে ওটা বসাও, বাজাও, বাহার করো-অ্যাতো কেন?'

এমা অদূরে চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিল। সে যতোটা সম্ভব শান্ত গলায় জবাব দেয়, 'থাক মাদাম, ঢের হয়েছে। খুব লজ্জা দিয়েছেন। আর দরকার নেই।'

কিন্তু বৃদ্ধার বচন আর থামে না। উনি বলেন, "দ্যাখো, আমি আজ বলে যাচ্ছি বাছা, তোমাদেরকে মিল-কারখানায় গিয়ে শেষপর্যন্ত কলের ঘানি টানতে হবে। আর এর সবকিছুর জন্য চার্লসই দায়ী।" চার্লস মায়ের কাছে আমমোক্তারনামাটা বাতিল করবে বলে কথা দিয়েছিল।

"তবে ভাগ্যি যে, চার্লস আম-মোক্তারনামা বাতিল করার কথা দিয়েছে।"

'কি বললেন?'

'ঠিকই বলছি, ও আমায় কথা দিয়েছে?' বৃদ্ধা বলে যান।

এমা জানালা খুলে চার্লসকে আসার জন্য ডাক দেয়। বেচারা চার্লস স্বীকার করে। বলে, মা ওর কাছ থেকে কথাটা আদায় করে নিয়েছে। এটা শোনামাত্র এমা ঘরের ভেতর অদৃশ্য হয়ে যায় ও একটা দলিল নিয়ে এসে রাজসিক কায়দায় ওটা শ্বাশুড়ির সামনে মেলে ধরে। 'ধন্যবাদ, তোমায়' বলেন বৃদ্ধা। তিনি ওটাকে ফায়ারপ্লেসের আগুনে ছুঁড়ে দেন। দাউ দাউ করে জ্বলে ওটা। আর সেইসাথে ক্ষেপা, উন্মত্তা পাগলীর মতো, হিস্টিরিয়া রোগীর মতো প্রচণ্ড চিৎকার করে হেসে ওঠে এমা। ওর সে ক্ষ্যাপা হাসি থামতে চায় না। সংজ্ঞালোপ হয় ওর।

'হা ঈশ্বর! চার্লস চীৎকার করে ওঠে মায়ের উদ্দেশে বলে, 'দোষ তো ওর একার নয়, আপনার। আপনি আসেন আর এসে এসব নাটক সৃষ্টি করেন...।' ওর মা নিশ্চিন্তে গা-ঝাড়া দিয়ে বলেন, হাঁ তা বটে, তবে বৌমা আসলেই অভিনয় করছে। চার্লস এই প্রথমবারের মতো মায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে স্ত্রীর পক্ষ নেয়। এ অবস্থায় বৃদ্ধাও স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তিনি আর তাদের সাথে থাকবেন না। পরের দিনই বিদায় হলেন। মা যখন বাড়ির বাইরে যাবার জন্য দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছেছে আর চার্লস তাকে ফেরানোর চেষ্টায় ব্যস্ত তখন তাঁকে বলতে শোনা যায়—

"না, না, পথ ছেড়ে দাও। আমি কে। তোমার বৌ এখন সব। ঠিকই করেছো বাছা। এটাই তোমার করা উচিত। তবে কাজটার ভালোমন্দ কিছুদিন গেলেই হাড়ে হাড়ে টের পাবে, ভালো থেকো তোমরা, আমি জ্বালাতে আর তোমাদের কখনও ধারে-কাছেও ঘেঁষব

না, নাটকও করবো না।”

অ্যাতো কিছুর পরেও চার্লস এমার চোখে চিরকালের অচ্ছ্যুৎ হয়েই থাকে। ওর প্রতি আস্থা নেই এটার জন্য এমা ওর ক্রোধ চেপে রাখতে পারে না। ওকে আবার ওর আমমোক্তার হবার জন্য কার্যত পায়ে ধরে সাধে, এমনকি, নতুন একপ্রস্থ আমমোক্তারনামার দলিল তৈরি করার জন্য ওকে সাথে করে নোটারী গুইলামির অফিসে পর্যন্ত যায়।

পরের দিন বৃহস্পতিবার বুলোঁ হোটেলের সেই বাসরঘর তুল্য কক্ষে লিওঁর সাথে মিলনের মধু আরও তীব্র, আরও ঘন হয়ে ওঠে। মধু ঝরে ওদের হৃদয় থেকে হৃদয়ে, অঙ্গ থেকে অঙ্গে, মদির মাদক বন্য উন্মাদনায়। এমা হাসে, এমা কাঁদে, গায়, নাচে কাঞ্চন–কামিনী রঙ্গে, লীলা–লাস্যে, কামজর্জর হয়ে। ভোগের পেয়ালা উপচে পড়ে। ওর বিভোল, প্রমত্তা রূপ দেখে লিওঁর মনে হয় এমা তার সুখদ অনুভূতির উদারা–মুদারার মাত্রায়ও নয়, ওর তূরীয়ানন্দ উঠেছে বুঝি তারায়! কিন্তু তবু ঐ প্রণয়পটিয়সীকে মনে হয়, ও কতো আদরণীয়া, কতো আভিজাত্যের গরবে গরবিনী, মায়াবিনী, কুহকিনী, আকর্ষণ তো তবুও ওর কমে না! লিওঁ বুঝতে পারে না, ও ওর গোটা সত্তায় ভোগকে নিয়ে যেতে যেতে চায় কতোটা কানায় কানায়। ভোগের কতো অতল গভীরে ডুবতে চায় ও ভেবে পায় না। ওখন এখন ক্রমেই খিটখিটে, লোভী, সম্ভোগ–লিপ্সু, কামাতুর হয়ে উঠেছে। ওর এখন ওর সাথে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে কোনও ভয় ডর নেই। পুরো বেহায়া একটা। অথচ আগে এ জিনিসটাকে আর যাইহোক তার সম্ভ্রমের সাথে আপস বলেই মনে করতো। অবশ্য মাঝে মাঝে ঘটনাক্রমে রোদোলফির সাথে দেখা হয়ে যাওয়ার ভয়ে কেঁপে উঠতো। কেননা, ওর কাছে মনে হয়, যদিও বহুদিন হলো ওদের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটেছে তবু মনে হয় ও তার কুহকের জাল থেকে পুরো মুক্ত হতে পারে নি পুরোপুরি।

একরাতে এমা আর য়োঁভিলে বাড়িতে ফেরে নি। চার্লস দারুণ, চিন্তা আর উদ্বেগের মধ্যে কাটায়। এদিকে, বার্থা ওর মাকে ছাড়া বিছানায় যাবে না। কাঁদতে কাঁদতে ওর মনে হয় ছোট্ট বুকটাই ফেটে যাবে। জাষ্টিন রাস্তায় অকারণে এমাকে খুঁজে বেড়ায়। এমনকি, মঁসিয়ে হোমাও তাঁর দোকান ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

অবশেষে রাত এগারোটায় আর সইতে না পেরে চার্লস নিজের ঘোড়ার গাড়িটায় চেপে ক্রয় রুজ তথা রেডক্রস–এ গিয়ে হাজির হয়। তখন রাত দু'টো। না, ওখানে এমা নেই। তবে ও তাহলে কোথায়? ওর খেয়াল হয় লিওঁ ওর সাথে দেখা করে থাকতে পারে। লিওঁর বাড়িতে গিয়ে কাউকে পায় না। অবশেষে তার মনে পড়ে মাদাম লরমিয়ার ওখানে থাকতে পারে। না, ওখানেও কেউ নেই। মাদাম লরমিয়া, খবর পাওয়া গেল, ওঁরা রুঁয়ে ছেড়ে চলে গেছেন। আরও দু'এক জায়গায় বৃথাই খোঁজ করা। অবশেষে টেলিফোন ডাইরেক্টরী খুঁজে ম্যাদমোয়জেল লেম্পিয়ারের ঠিকানা খুঁজে বের করে ওখানে যেতেই রাস্তার ও প্রান্তে এমা আসছে দেখা যায়। চার্লস বলতে গেলে এমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, চুমো খায়, উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে—

“কি ব্যাপার রাতে ফিরলে না কেন?”

“হঠাৎ একটু অসুস্থ্য হয়ে পড়েছিলাম আর কি।”

“বলো কি? কেমন করে? কোথায়?”

"ম্যাদমোয়জেল লেম্পিয়েরের ওখানে" ও বলতে বলতে হাতটা ওর কপালের ওপর দিয়ে বুলিয়ে দেয়।

"আমার মন ঠিকই গেয়েছিল। আমি তো ওখানেই যাচ্ছিলাম।"

"যাচ্ছিলে। তা এখন গিয়ে আর লাভ কি হ'তো, বলে এমা, 'ও তো এইমাত্র বেরিয়ে গেছে। কিন্তু এতো উদ্বিগ্ন হওয়ার কি আছে। এখন থেকে একটু দেরি নিয়ে এত উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও দরকার নেই। কেননা এতে আমার মনে হবে যেন আমাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। হালকাবোধ করতে পারব না। যদি তুমি এতটা ভেঙে পড়ো আমার সামান্য দেরীতে।"

আসলে এ ছিল এমার চুরি করা অভিসারে ব্যাঘাত কখনও না হয় আর তারই একটা কৌশল। আর এটার ষোলআনা সুবিধে নেয় সে। আর এরপর থেকে যখনই তার ইচ্ছে জাগে, সে কোনও না কোনও অজুহাতে চলে যায়। আর যদি সেদিন আগে থেকে ওর সাথে দেখা স্থির না থাকে এমা চলে যায় ওর অফিসে ওকে খুঁজতে।

গোড়ার দিকে দু'একবার লিওঁ বেশ উপভোগ করলেও একদিন সে আসল কথাটা এমাকে খুলে বলতে বাধ্য হয়। ওর কর্মদাতা বস এ ধরনের মহিলাজনিত কাজের ক্ষতিতে আপত্তি জানিয়েছে। এমা তবু ছাড়ে না। তাকে চুরি করে অফিস থেকে বেরিয়েই পড়তে হয়।

লিওঁ যেখানে থাকে সে জায়গাটা একদিন এমা দেখে আসে। ওর গরিবী হালতে ওকে বলতে বাধ্য হয়, "তুমি যে দেখছি, টাকাটা বড্ডো চেনো, কি আমি ঠিক বলিনি!'

লিওঁ বেচারা ওর মেজাজ ভালো রাখার জন্যে স্বেচ্ছায় না হ'লেও সবকিছু করার চেষ্টা করে। এমার কথায় কখনও তর্ক তোলে না। তার রুচিতে সে সব সময়ই একমত। আসলে এমা যতো না লিওঁর রক্ষিতা তারচেয়ে সে নিজেই পুরুষ মানুষ হয়েও যেন এমার রক্ষিতা বেশি। কেন? এমা ভালোলবাসার, ভালোলাগার, কামনার জাগানোর, আবেগে মথিত করার কথা বলে অবিশ্বাস্য চমৎকারিত্বে, অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে, চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে সে। ওর চুম্বন, ধরতে গেলে, ওর আত্মাকেই তুলে নিয়ে আসে ওর প্রাণভোমরা থেকে। এমা এক দুর্বার নেশা। এই যে বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রী সে, সেখানে কি এভাবে নষ্ট হওয়া শেখানো হয়েছে? আর এই নষ্টামি এমন একটা নিস্কলুষতার খোলস পেয়েছে, ছলনা এত নিটোল, নিখুঁত হয়ে উঠেছে? লিওঁ ভেবে পায় না।

॥ ৬ ॥

লিওঁ এমাকে দেখার জন্য অনেকবারই য়োঁভিল গেছে। গিয়ে প্রায়ই কেমিষ্ট তার পুরনো বাড়িওয়ালার বাড়িতে ডিনার সেরেছে। আর বিনয়ের খাতিরে পাল্টা আমন্ত্রণ জানিয়েছে লিওঁ মঁসিয়ে ও মাদাম হোমাকে রুঁয়েতে।

"আরে যাবো না মানে, খুব আনন্দের সাথে যাবো। আমার একটু চিত্তবিনোদনও হওয়া দরকার। এখানে এক নাগাড়ে থাকতে থাকতে একেবারে পচে ওঠার যোগাড় হয়েছে। ঠিক আছে আমরা একসাথে খাবো রেস্তোঁরায়, থিয়েটারে যাবো। খুব ভালো করে মজা করবো আমরা দুজনে।"

"তুমি যাবে রুয়েঁতে, কী যে হবে, ঈশ্বর", বলেন মাদাম হোমা মৃদু গলায়। আসলে হোমার রুয়েঁ যাওয়ার কথা শুনে তাঁর কী জানি আশঙ্কা হচ্ছে সে একটা বিপদে পড়তে

চলেছে!

"তোমার আবার কি হলো? তুমি মনে করোনা যে আমি একনাগাড়ে ঐ লেবরেটরীর মধ্যে কাজ করে আমার জীবনটা ক্ষয় করে ফেলছি? তা তুমি যা বলতে চাও তা মেয়েলোকের কথাই বটে। কেননা, একদিকে, ওরা বিজ্ঞানকে ঈর্ষাও করবে আবার অন্যদিকে, আমরা পুরুষরা যদি সবচেয়ে সঙ্গত আনন্দ-ফূর্তিও করতে চাই, তাহলেও তাতে ওদের প্রবল আপত্তি উঠবে। তবে আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমি হয়তো যে কোনওদিনই রুয়েঁ চলে আবো, বেড়াবো। আনন্দ করবো।"

আর তাই এক বৃহস্পতিবারে এমা গোল্ডেন লায়ন হোটেলের রান্নাঘরে মঁসিয়ে হোমাকে দেখতে পেয়ে রীতিমতো অবাক। মঁসিয়ে ওঁর সঙ্গে ল্যাজঝোলা করে শহরে পৌঁছুতেই সটান চলে গেলেন লিওঁর খোঁজে। আর ব্যারিষ্টারের কেরাণীর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ওকে টেনে নিয়ে গেলেন 'কাফে দ্য নরম্যাণ্ডি'তে।

এমা পৌনে একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর থাকতে না পেরে নানা ভাবনা-চিন্তা করতে করতে লিওঁর অফিসে ছোটে। মনে মনে ও ঠিক করে, তার ঐ উপেক্ষা, উদাসীনতার জন্যে ও লিওঁকে কথা শোনাবে। নিজের দূর্বলতার জন্যেও সে নিজেকে তিরস্কার করে। আর প্রায় গোটা বিকেল সে জানালায় মুখ লাগিয়ে কাটায়।

এদিকে বেলা দু'টোর সময়েও লিওঁ হোমাকে ছাড়াতে পারে না। ওরা বসে আছে কাফেতে। একটা টেবিলে। দু'জনে মুখোমুখি। কাফের বিশাল ডাইনিং রুমটা খালি হয়ে যাচ্ছে। ওদের কাছে পার্টিশানের কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে মার্বেল পাথরের বেদীর ওপর ফোয়ারা থেকে ঝিরঝির করে পানির ধারা শ্বেতপাথরের বাঁধানো চাতালে পড়ছে অবিরল। আর ওদের সামনে সাজানো রয়েছে প্লেটে অ্যাসপারাগাসের সুস্বাদু তরকারী। আর তিনটি বিশাল গলদা চিংড়ি রান্না।

হোমা আসলে তার জীবনের কিছু বিরল মুহূর্ত কাটাতে ব্যস্ত এখন। বিলাসী হয়ে ওঠে সে। বার্গাণ্ডি সামনে দেখে ও বেশ চঞ্চল হয়ে ওঠে। তারপর ওর সামনের টেবিলে যখন 'রাম ওমলেট' রাখা হলো তখন তার মুখ থেকে মহিলাদের সম্পর্কে একধরনের খারাব মতামত বেরুতে শুরু করলো। ও শুধু মেয়েদের ষ্টাইলকে ওপরে স্থান দেয়। সুরুচিকর একটা পরিবেশে চমৎকার করে সজ্জিত মহিলাদের তার খুব পছন্দ। আর ওদের দেহের আকর্ষণও যে মঁসিয়ের কাছে নেই তা নয়!

লিওঁ ঘড়ির দিকে ঘন ঘন চায়। অধৈর্য হয়ে উঠেছে। তবে কেমিষ্ট সাহেবের ওসবের বালাই নেই। আনমনে ধীরে-সুস্থ্যে সে উদরপূর্তি করেই চলেছে, পানীয় পান করছে। আর বকবক করা থামেই না।

"আপনি নিশ্চয়ই এই রুয়েঁতে তো বেশ আরামেই আছেন। আর আপনার ঐ পুতুলসুন্দরী মহিলাটিও আপনার কাছ থেকে খুব বেশি দূরে নয়, তাই না?"

আইনজীবী তরুণ সহকারীকে রাঙা হতে দেখে, মঁসিয়ে আরও যোগ করে—

'আরে এতে অ্যাতো লজ্জার কি আছে। আমাকে তো আর কৈফিয়ত দিতে হচ্ছে না। তাছাড়া, আপনি আমার কাছে নিশ্চয় কবুল যেতে চাইছেন না যে যোঁভিলে... ।"

লিওঁ কি তোতলায় তা বোঝা যায় না।

"মাদাম বোভারীর ওখানে আপনার যাতায়াত ছিল.....?"

"কার কাছে, বলতে চাইছেন?"

"কেন, পরিচারিকা মেয়েটির কথাই বলছি!"

মঁসিয়ে তামাশা করছেন না। তবে মনে মনে লিওঁ সাবধান হয়ে যায় কিছুটা নিরাপদ বোধকরা সত্ত্বেও সে অনিচ্ছার ভান করে ওটার প্রতিবাদ জানায়। তাছাড়া, এও সে জানিয়ে দেয়, একটু ঘোর রঙের মহিলাই তার পছন্দ।

'হ্যাঁ তা যদি বলেন, আমি আছি আপনার সঙ্গে" কেমিষ্ট বলে, "এ ধরণের মহিলারা বেশ মিষ্টি, হাসিখুশি স্বভাবেরই হয়ে থাকে। তারপর তাঁর বক্তৃতা শুরু হয়ে যায়, তার মতে, জার্মান মহিলারা ভাবপ্রবণ, ফরাসী মহিলারা কামুক আর ইতালীয় মেয়েরা আবেগে ভাসে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

'আমরা কি তাহ'লে এবার এখান থেকে বেরুতে পারি?' লিওঁ আর ধৈর্য না রাখতে পেরে বলে। আর জানায় ওর একটা 'আইনব্যবসায় সংক্রান্ত অ্যাপয়েন্টমেন্ট' আছে। হোমার্কে ঝেড়ে ফেলতে চায় ও। কিন্তু হোমা এখন কাঁঠালের আঠা। ও ওকে ছাড়বে না। বলে—

'ঠিক আছে, আমিও তাহ'লে আপনার সাথে যাবো।' ওরা হোটেল বুলোঁতে পৌঁছুলে লিওঁ ওকে ঝটপট বিদায় জানানোর ভঙ্গি করে। আর তরতর করে দোতলায় রুমটায় গিয়ে দেখে এমা ওর জন্যে সেখানে বসে আছে। ওর মেজাজ দারুণরকমে খিচড়ে আছে। ও ব্যাখ্যা হিসেবে কেমিষ্টের কথা বলতেই এমা ক্ষেপে একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে। বলে, দোষ তার নয়। হোমা কী বস্তু সেটা তার জানা। আর এও সে সুনিশ্চিত, লিওঁ হোমার কাছে থাকার চেয়ে ওর সঙ্গই অনেক বেশি চাইবে। কিন্তু একথা বলার পরেও লিওঁর কাছ থেকে ও সরে থাকে। ওর চোখে আকুতিভরা আমন্ত্রণ। এমা দাঁড়িয়ে আছে তবু। সোজা, শক্ত হয়ে। ওর ডাগর, ভাসা চোখ জ্বলছে যেন। ও নীচে লিওঁর দিকে চাহনি মেলে আছে কঠিন ভয়ঙ্কর। দু'চোখ দিয়ে পানির বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে নামছে। চোখটা মেঘমেদুর। ঝাপসা, ঝিনুকের খোসার মতো ও চোখের পাতা ভিজে আসে, বুঁজে আসে। এমা ওর হাত বাড়িয়ে দেয়। লিওঁ সুঠাম, সুগোল, হাতে চুম্বন রেখা এঁকে দিতে যাবে এমন সময় ওয়েটার এসে জানায় মঁসিয়েকে এক ভদ্রলোক ডাকছেন।

"তুমি কি ফিরে আসছো", এমা জানতে চায়।

"আসছি"।

"কখন?"

"এই দু'ই-এক মিনিটের মধ্যেই।"

"আরে একটু চালাকি করলাম মঁসিয়ে" কেমিষ্ট ওকে আসতে দেখে বলে। "হোটেলে খাবারবিল শোধ করেছেন আপনি, মনে মনে রেগে আছেন নিশ্চয়। তাই ভাবলাম, আরও একটু থেকেই যাই। চলুন আমরা ব্রিদো থেকে ঘুরে আসি। আর এক গ্লাস করে 'গারুস'ও পান করা যাক।" লিওঁ এমার রাগারাগি, হোমার বকবকানি ও সম্ভবতঃ দুপুরের গুরুভোজনে বেশ অপ্রস্তুত হয়েছিল। আর এখন হোমার এই প্রস্তাবে কী করবে বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয়, কেমিষ্টের কথার মন্ত্রে কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। ভীরুতা, নির্বুদ্ধিতা যে কারণেই হোক আমরা যা আসলে মন থেকে আদৌ করতে চাই না সেইকাজই একটা দুর্জ্ঞেয় অনুভূতির জন্য করেফেলি এরকম একটা মানসিক অবস্থায় লিওঁ

হোমার সাথে ব্রিদোতে যায়। অবশ্য একপর্যায়ে সে হোমার হাত থেকে অব্যাহতি নিয়ে হোটেলে এমার কাছে দৌড়ায়। কিন্তু এমা ততোক্ষণে চলে গেছে।

এমা চলে গেছে একটা অসহনীয় অবস্থায়। এমা এখন ওকে ঘৃণা করে। কথা না রাখাটাকে সে তার প্রতি লিওঁর রীতিমতো অবমাননা বলেই মনে করে। এছাড়া, তারসাথে সম্পর্কচ্ছেদ করার মতো আরও যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করে সে। ও কোনও নায়ক হবার যোগ্য নয়। সে গুণই নেই। দুর্বল লোক লিওঁ। অতি সাধারণ মেয়েদের মতো কুঁই কুঁই করা মেয়েলী স্বভাব! কৃপণ। অবশ্য এ নিয়ে ওরা দু'জনই খুব বেশি দূর এগোতে পারে না। ওদের ভালোবাসায় এতটুকু ফাটল ধরে না। এমা একটু ঠাণ্ডা হয়। আর শেষাবধি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে, লিওঁর প্রতি সে একটু অবিচারই করেছে। আর যাকে ভালোবাসা তাকে মন্দাক্রান্ত করলে বরং তাকে দূরেই ঠেলা হয়। তাই প্রেমের দেবতাকে ফেলা যাবে না। বহিরঙ্গে সব কিছুতেই তো জং ধরে। ভেতর, অন্তরটাই তো আসল। এমনি করে, ওদের মাঝে মন বিকিকিনি সংলাপ আবারও নিক্কণের মিহি শুরু বাজতে থাকে। এমা লেখে আকাশের চাঁদ-তারা, ফুল আর কবিতার কাব্যিক কথামালা, তিক্ততা ভোলার অবলম্বন হিসেবে, প্রেমে আবার শক্তি পাওয়ার জন্য, ও মনে মনে অনুক্ষণ এখন প্রণয়সংলাপ আওড়াতে থাকে ও আবার নিজেকে অনবদ্য, অনিন্দ সুন্দর করে তুলে ধরবে লিওঁ, ওর প্রিয়র কাছে। আর সেই ক্ষণটি যখন আবার এলো, ও স্বীকার করতে বাধ্য হলো, কৈ তেমন অসাধারণ কিছু তো মনে হলো না! একান্তই নীরস, সাদামাটা, যান্ত্রিক সব। কিন্তু তবু সে হতাশা, না পাওয়ার ব্যর্থতা নতুন আশার কুহকিনী প্রলোভনে মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। এমা আবার লিওঁর কাছে ফেরার চেষ্টার করে আরও ব্যগ্র, ব্যাকুল সুতীব্র কামনার আগুন জ্বালিয়ে যে কোন সময়ের চেয়ে আগ্রাসী, কামকাতর হয়ে। লিওঁর হোটেলের ঐ কক্ষটায় পৌঁছুতেই রাতের আঁধারে কালো আব্রু ছেড়ে সর্বাঙ্গে ঝলসে ওঠার মতো নিমেষে এক ঝটকায় নিজের জামাকাপড়, কাঁচুলি থেকে পেটিকোট খুলে ফেলে দেয়। ওর বরফসাদা শরীরের নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে লিওঁর বুক লক্ষ্য করে। কেননা, উরু, নিতম্ব, কটিপ্রদেশে কামনা কালনাগিনীর বিষাক্ত ছোবল হিসহিসিয়ে ওঠায় ও আর থাকতে পারে না। এরপর খালি পায়ে পা টিপে টিপে দরজার কাছে যায়। দরজায় তালা এঁ'টে দেয়। তারপর চকিতে নির্বাক, বিবর্ণ, রোমাঞ্চিত, দিগম্বরী সে ঝাঁপিয়ে পড়ে লিওঁর বুকে। গোটা দেহ ওর ঘনঘন রোমাঞ্চিত হতে থাকে। কিন্তু তবু ওই শীতল ভ্রূতে, কম্পমান ঠোঁটে, ওই বিভোল চোখে, বাহুলতার আলিঙ্গনে আবদ্ধ একটা অস্বস্তিকর কিছু রয়েছে যা লিওঁর অনুভবে মনে হয় ব্যবধানকারী ফল্গুনদীর মতো বইতে শুরু করেছে দু'জনার মাঝে। ও ওকে ভয়ে একথা জিজ্ঞেস করে না। শুধু কামকলায় এমা কতো নিপুণ, কতো কুশলী—এটা দেখে ও বিস্ময় মানে। ওর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায়, ও নিশ্চয় এরকম আরও অভিজ্ঞতার অধিকারী। আসলে এমা প্রণয়খেলার এক পুরনো, ঝানু খেলোয়াড়। কাজেই এমার যা কিছু তাকে এযাবত মুগ্ধ, মোহিত করে এসেছে সেটায় ও কিছুটা ভয় পেতে শুরু করে। আর তাছাড়া, তার অন্তরাত্মাও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এই ভাবনায় যে, ও দিনদিন তার ব্যক্তিত্ব গিলে ফেলেছে। ওতে সে আকণ্ঠ ডুবে যাচ্ছে। ওর ওপর এমার এ পরিস্কার বিজয়ে সে ক্রুদ্ধ হয়। এমনকি, সে এমার প্রতি নিজ দূর্বলতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। কিন্তু নেশাখোর যেমন কড়া নেশাকারক সূরা ভর্তি পানপাত্র দেখলে দূর্বল হয়ে

পড়ে, ও–ও এমার পায়ের আওয়াজ পাওয়ামাত্র ঘোরাক্রান্ত হয়ে পড়ে, ভীরু হয়ে ওঠে। এমার একনিষ্ঠ পুজারী হয়ে ওঠে মুহূর্তে। সব কিছু ভুলে যায়।

একদিন সকাল সকাল দু'জনে তাদের অভিসার শেষে এমা বুলেভার্দের ওপর দিয়ে যখন হেঁটে আসছিল তখন ওর সেই বালিকা বয়সের আবাস ও শিক্ষাস্থল কনভেন্টের দেয়াল নজরে পড়ে। সে কনভেন্টের একটা এল্‌মগাছের ছায়ায় বসে পড়ে। এখানটায় কী শান্তি! সে এখানে থাকতে কতো গল্প–উপন্যাস, কতো ভালোবাসা–প্রণয়ের আখ্যান পড়েছিল। ওর মাঝে তা থেকে কী ভালোবাসার, ভালোলাগার অনুভূতিই না সঞ্চারিত হয়েছিল। কল্পনা করেছিল কতোনা মধুর ভালোবাসার সরোবরে সে ভাসবে একদিন। কিন্তু না, এতকিছু পেয়েও সে সুখী নয়, কখনও সে সত্যিকার সুখী হতে পারে নি। কেন তার জীবনে এই শূন্যতা? কেন? যাতেই তার ছোঁয়া লাগে তাতে সাথেসাথে ক্ষয়ে ধরে? কেন এত অভাগিনী সে? কোনও কিছুই তার কাছে এখন কামনার ধন নয়, কামনার যোগ্য নয়। সবকিছুই মিছে। তার বিয়ের গোড়ারদিকের দিনগুলি, বনে ঘোড়ায় চড়ে আবীর–রাঙা অভিসার, বলনাচে ভাইকাউন্টের বুকে লেগে থাকা–কোনও কিছুই নয়। এমনকি, সদ্য–পাওয়া সুখ লিওঁ এখন অনেক দূর আকাশের তারা। যদিও এখনও সে ভালোবাসে ওকে। এখন ওর কাছে প্রতিটি হাসির পিছে লুকিয়ে আছে ক্লান্তির অবসাদ, প্রতিটি আনন্দের নীচে আছে অভিশাপ। সব ভোগের পেছনে আছে হতাশা। স্ফুরিত অধরে মধুরতম চুম্বন রেখে যায় আরও, আরও অনেক বেশি কামপিপাসার চিরপিয়াসী চাতক যার পিপাসা–তৃষ্ণার শেষ নেই কখনও। আসলে ওর জন্য কি কোথাও এমন কোনও নায়ক অপেক্ষায় আছে যে সাহসী, বলিষ্ঠ, প্রত্যয়ী, সুদর্শন, শক্তিমান, যার আছে কাব্যিক মন আর দেবদূত সদৃশ চেহারা, যে হাতে ধরে আছে তার প্রিয়ার মন জয় করার মোহন বাঁশি, দাঁড়িয়ে আছে যে আকাশ তলে বিজয়ীর মতো। এমন কারও সাথে দৈব কেন দেখা করিয়ে দেয় না?

কনভেন্টের পেটাঘড়িতে বেলা চারটে বাজে। ওর মনে হয়, ও এখানে বসে আছে অনন্তকাল। আসলে এমা ছিল তার রিপুতো আবেগের কল্পনায়, ধ্যানে। অর্থচিন্তাটা ঐ মুহূর্তে বড় ছিল না।

এরইমধ্যে একদিন এক ময়লা সাধারণ পোশাকপরা একলোক এমার বাড়িতে ওর সাথে দেখা করতে আসে। লোকটার মাথাজোড়া লালমুখ। ও জানায় বুয়েঁ থেকে মঁসিয়ে ভিনকার্ত তাকে পাঠিয়েছেন। তারপর ওর সবুজরঙের কোটের পাশ পকেট থেকে একটা কাগজ এমার সামনে মেলে ধরে। ওটা সাতশ' ফ্রাঁর একটা বিল। বিলের নীচে খোদ এমার সই রয়েছে। এটা ল্যুরো অঙ্গীকার করেছিল সে ভাঙাবে না। কিন্তু তারপরও এখন দেখা যাচ্ছে, ওটা মঁসিয়ে ভিনকার্ত টাকা পরিশোধের জন্য তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এমা ফিলিসিতিকে পাঠিয়ে দিয়ে লোকটাকে জানায়, বিল দেবার মতো টাকা ওর কাছে নেই। আর এরমধ্যে এমা ল্যুরোর কাছেও ব্যাপারটার ফয়সালা করতে লোক পাঠিয়েছিল। সেও জানিয়ে দিয়েছে, ও এখন ব্যস্ত। আসতে পারবে না। ওদিকে লোকটা সুনির্দিষ্ট জবাব জানতে চায়। বলে, 'তাহলে আমি ফিরে গিয়ে মঁসিয়ে ভিনকার্তকে ঠিক কি বলবো?'

"ঠিক আছে, ওকে বলবেন আমার কাছে এখন টাকা নেই, তবে পরের সপ্তাহে আমি এটা শোধ করে দেব। একটু অপেক্ষা করতে বলুন। পরের সপ্তায় দিয়ে দিচ্ছি।" লোকটা

আর কোনও কথা না বলে চলে যায়। কিন্তু পরের দিনই বেলা বারোটার দিকে ঐ বিল নিয়ে অভিযোগ পেশ করা হয় বুশিতে শেরিফের অফিসে। বিলটা আবার এমার কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে। আর সেইসাথে একটা সমন জারি করা হয় ওর নামে। কাগজটায় সরকারী বেলিফের সীলমোহর। নাম লেখা আছে বড় বড় হরফে : মাত্র হারেণ্ড, বেইলি, বুশি। ওটা পেয়ে এমা এমন ভীষণ ভয় পেল যে ও সঙ্গেসঙ্গে ল্যুরো দোকানের দিকে পড়িমরি ছুটলো।

দেখা গেল, মঁসিয়ে ল্যুরো তার দোকানেই আছে, একটা বড় পার্সেল বাঁধাছাঁদা করছে।

“তা এই গরীব বান্দা আজ কি খেদমত করতে পারে মাদামের?” সে জানতে চায়। তবে একান্ত ভাবলেশহীনভাবেই সে তার আগের কাজ করে চলে। এ একটা ১২/১৩ বছরের কুঁজোমেয়েকে নিয়ে কাজটা করছে। ও তার পাচিকা ও দোকানের সেলসগার্ল একইসঙ্গে।

অবশেষে ল্যুরো দোকানের মেঝেতে পা ফেলে ওপরের ঘরের দিকে সিঁড়ি দিয়ে ওঠে। মাদামকে সেখানে যাবার ইশারা দেয়। ওপরে ল্যুরোর অফিস। ওখানে বড় টেবিলে হিসেবের বড় কিছু খাতা পড়ে আছে। ঐ টেবিলে বসে ল্যুরো এবার জিজ্ঞেস করে,—

“বলুন ব্যাপার কি?”

“এটা দেখুন তো?” এমা বিলটা ওকে দেখায়।

“তা আমি এখন কি করবো?” একথায় এমা রাগে ফেটে পড়ে। আর লুরোকে মনে করিয়ে দেয় যে সে তাকে কথা দিয়েছিল যে, সে ওটা একটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভাঙাবে না। ল্যুরো কথাটা স্বীকার করে। কিন্তু জানায়, তার কোনও উপায় ছিল না। কেউ তাকে টাকা দিচ্ছে না। অথচ ওটার জন্যই তার ওপর প্রবল চাপ আসছে।

“তাহলে এখন কী উপায়?” এমা জানতে চায়। এদিক-ওদিক অফিসে চোখ বুলিয়ে এমা বুঝতে পারে আসলে এটা ল্যুরোর একটা বন্ধকী কারবার। ও আসলে একজন সূদখোর মহাজন। কেননা, সে লক্ষ্য করেছে, ল্যুরো একই সিন্দুকে ওর সোনার চেন, তেলিয়ারের কানের দুল সবকিছু রেখেছে। তেলিয়ার বেচারী সূদ-আসলের টাকা শোধ করতে না পেরে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে ল্যুরোর কাছেই পানির দামে। পরে খেতে না পেয়ে হাঁপানীতে ভূগে মারা গেছে অতি অসহায় অবস্থায়।

ল্যুরো বলে, ‘কি হবে আবার। খুব সহজ। আদালতের রায় ভিনকার্তের অনুকূলে যাবে। একটা ক্রোক পরোয়ানা জারি করা হবে। আর তার আর পর নেই, বিদায়!’ এমা অতিকষ্টে তাকে আঘাত করার ইচ্ছে দমন করে রাখে। শান্তকণ্ঠে জানতে চায়, ভিনকার্তকে ঠাণ্ডা রাখার কোনও উপায় আছে কি না।

“কী বললেন, ভিনকার্তকে ঠাণ্ডা রাখবেন? ওকে আপনি চেনেন না। ওর মতো নিষ্ঠুর লোক দুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টি নেই। তবু এমা ওকে চাপ দেয় এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্যে। অবশেষে ল্যুরো ওকে বলে, “আমার কথাটা মনোযোগ দিয়ে শুনুন। আমার ধারণা আমি এ যাবত আপনার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছি।” তারপর হিসেবের খাতার খুলে এমাকে দেখায়— “এইযে দেখুন, এইযে, এখানে ওটা, এটা এরকম নানা তারিখে এমার অসংখ্য ফরমায়েশ ও এসব যোগানের ফিরিস্তি লেখা আছে। ভালো করে দেখে নিন।” একটু থেমে ও আবার বলে, “ডাক্তার যে বিলগুলিতে সই করেছে সেগুলি নিয়ে

আমি কিছুই বলি না। বিলগুলির একটি সাতশো ও আরেকটি ৩০০ ফ্রাঁর। তবে আপনার তরফের হিসেবে কিছু সুদ পাওনা হয়েছে। এখন সেটা দেবেন কি না সেটা আপনার ব্যাপার"। একথা শুনে এমা কেঁদে ফেলে। আর ল্যুরোকে দয়ালু, হৃদয়বান নানাভাবে বলে অনুনয়-বিনয় করে মাদাম বোভারী জুনিয়র। কিন্তু ল্যুরো কেবল সবকিছু উদোরপিণ্ডি বুধো ভিনকার্তের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজে খালাস হতে চায়। ও জানায়, ওর কাছে এখন কানাকড়িটি নেই। কেউ ওর পয়সা দিচ্ছে না। কাজেই ওর মতো ক্ষুদে দোকানদার সত্যিই নিরূপায়। সে তার টাকা আর ফেলে রাখতে পারবে না। এমা আর ওকে কিছু বলে না। ল্যুরো কলমের শেষ দিকটা কামড়ে আছে। তবে এমাকে আর কিছু না বলতে দেখে নিজেই আবার বলা শুরু করে—

"অবশ্য কয়েকদিনের মধ্যে যদি আপনি কিছু টাকা পান তবে আমি হয়তো... ?"

"পাব মানে বার্ণভিলের বাড়িটার জন্য বাকি টাকাটা পাওয়ামাত্রই... "

"তার মানে?"

ল্যাঙলয় বাকি টাকাটা শোধ করে নি শুনে ল্যুরো মহাআশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গি করে। আর তারপর গলাটা মসৃণ করে বলে—

"তাহ'লে, আমাদের শর্তটা কি হবে?"

"যে কোন সূদে"। বুড়ো শকুন ল্যুরো তার চোখ বুঁজে কিছু হিসেব-নিকেশ করে। বলে, এসব গোলমেলে লেন-দেনে তার ক্ষতি। বরং তার খুবই সমস্যায় পড়তে হবে। এই বলে সে প্রতিটি আড়াই শ' ফ্রাঁর চারটি বিলে এমার সই করায়। একমাস অন্তর অন্তর বিল চারটি প্রদেয়, পরিশোধযোগ্য এমনিভাবে তারিখ দিয়ে। এরপর আপন মনে বলে, শুধু ভিনকার্ত বুঝলেই হয়। আর এমাকে ও বলে, তাহ'লে রফা হয়ে গেল। আমার দিক থেকে কোনও ত্রুটি নেই। আমি কথার ওয়াদা ভাঙি না। আর সেইসঙ্গে চমৎকার মনভোলানো তিনটি লেসের বাণ্ডিল নীলকাগজের প্যাকেটে করে এমার হাতে ধরিয়ে দেয়, বলে, ম্যাডাম এগুলি আপনার মতো পরীকেই মানায়। যান। নিয়ে যান।

"তাহলে সুদের হারটা কি হলো?"—

"আরে ওটা আমি যে কোনওদিন জানিয়ে দেব, ঠিক আছে।" ও জবাব দিয়ে বিদায় জানায়।

ঐদিনই সন্ধ্যায় মাদাম বোভারী চার্লসকে তার মায়ের কাছে চিঠি লিখতে বলে। বলে, বাকি যে টাকাগুলি দেওয়ার কথা সেগুলি পাঠানোর জন্যে। জবাবে চার্লসের মা জানায়, এখুনি কিছু পাবার আশা নেই। তবে বোভারী সিনিয়রের গোটা বিষয়-আশয়ের নিষ্পত্তি হলে চার্লস বছরে তা থেকে ৬০০ ফ্রাঁ পাবে। আর ওটা হাতে পাওয়ামাত্র উনি তাঁকে কড়ায়-গণ্ডায় পাঠিয়ে দেবেন।

এমা বোভারী এরপর চার্লসের কিছু রোগীর নামে বিল পাঠাতে শুরু করে। তাতে কিছু টাকা পেয়ে ওটাকে টাকা পাওয়ার খালি চেক হিসেবে ঢালাও ব্যবহার করা শুরু করে। তবে ঐসব বিলে এমা দু'লাইনের একটা পুনশ্চঃ যোগ করে দেয় : "এটার কথা দয়া করে আমার স্বামীকে বলবেন না, জানেনই তো তিনি কী নীতির মানুষ—আপনাকে এই কষ্ট দেবার জন্যে ক্ষমা করবেন.:. ...।"

চার্লসের কোনও কোনও রোগী এইধরণের বিলে বিরক্ত হয়ে আপত্তি করে চিঠি

লিখলেও ওই চিঠিগুলিও এমা চার্লসের হাতে পড়তে দেয় না। সরিয়ে ফেলে। আর ছোটখাটো অঙ্কের নগদ কিছু টাকার জন্য ও তার পুরনো হাতের দস্তানা, নেকাব, ভাঙা-টুকরো লোহা, টুকিটাকি সব বিক্রি করে দিতে শুরু করে। আর বুয়েঁ গেলে ও যা কিছু মঁসিয়ে ল্যুরো তার কাছ থেকে নিতে পারে বলে মনে করে তা কিনে নিয়ে আসে ল্যুরোর কাছে গছিয়ে কিছু বাড়তি টাকা আয় করার মতলবে। ও ফিলিসিতির কাছ থেকে, স্ত্রী মাদাম লাঁফ্রাসোয়ার কাছ থেকে, ক্রয়রুজ হোটেলের হোস্টেসের কাছ থেকে, যে কোন কারও কাছ থেকে পাওয়া গেলেই টাকা ধার করে। বার্ণভিলের বাড়ি বিক্রির টাকা দিয়ে সে দুটি বিল শোধ করে। কিন্তু এইসঙ্গে আরও ১৫০০ ফ্রাঁ অপব্যয় করে। আর তারফলে ক্রমেই বেশি করে দেনায় আকণ্ঠ ডুবে যায়।

একথা অবশ্য সত্যি কোনও কোনও সময় সে তার অবস্থার হিসেব-নিকেশ করতে বসে। কিন্তু দেনার পাহাড় এত বিরাট, পাওনার অঙ্ক এমন ভারী যে ও তার নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারে না। সব ভণ্ডুল হয়ে যায় ওর চোখে। হিসেব আর হয় না। ওদের বাড়িটা অশান্তির বাসা হয়ে ওঠে। হরদম পাওনাদারেরা আসতে থাকে। চোখ পাকায়। চেঁচামেচির আসর বসে। এদিকে ঘরবাড়ির আর কোনও ছিরি নেই। চুলোর ওপর ন্যাকড়া ঝোলে। ছোট্ট বার্থার মোজাগুলি শুকোতে দেওয়া হয় দেয়ালের নানা গর্তে। মাদাম হোমা পর্যন্ত এমন হতশ্রী অবস্থা দেখে বিরক্ত হন। চার্লস কিছু ভীরু মন্তব্য করলেও বেশি কিছু কথা বলার সাহস পায় না। সামান্য কিছু উল্লেখ করতে গেলেই সে রেগে জবাব দেয়, এ কি আমার দোষ? কিন্তু ও কেন এত খিটখিটে হয়ে উঠেছে! চার্লস নিজেই তার ব্যাখ্যা ঠিক করে। ও মনে করে এটা ওর সেই পুরনো স্নায়ব রোগবিকার। স্বভাবতঃ সে অত্যন্ত বেশিরকমের সংবেদনশীলই হবে। বরং এজন্যে ওর এমার যে যত্ন নেওয়া উচিত ছিল তা সে নিতে পারে নি। ওকে আদর-চুম্বন দেবে কি? না, ভয় পায়। ও আরও বিরক্ত হবেমাত্র।

শরতের তখন শুরু হয়েছে কেবল। পাতা ঝরার শুরু হয়েছে আগেই। আজ থেকে দু'বছর আগে এইসময়ে এমা দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল—এখন আবার সেই লক্ষণ! এসবের শেষ হবে কবে, ঈশ্বর, চার্লস ভাবে। ও বাগানে পায়চারী করে। হাত দুটো পেছনে মুঠো করে ধরা। এমা ওর ঘরে কাটায় প্রায় সারাটা দিন। ও ওঘরে ঢোকার সাহস পায় না। এমা ওঘরে পড়ে আছে আলু-থালু-আধা নগ্ন হয়ে। লোবান জ্বালিয়ে। আগরবাতি, ধূপে। চার্লসের কাছে পরিবেশটা আরব্যরজনীর হারেম বলেই কেন যেন মনে হয়। খিটখিটে মেজাজের অস্ত্র দিয়ে চার্লসকে তার ঘরে না শুতে না দিয়ে তিনতলায় রাত কাটাতে বাধ্য করে। আর ভোর পর্যন্ত এমা বই পড়ে। যৌনতার প্রদর্শনীমূলক অশোভন ছবিভরা বই।

আবার কোনও কোনও সময় ওকে গোপন জান্তব ব্যভিচারের উন্মাদ নেশায় পেয়ে বসে। কাঁপতে থাকে কামজ্বরে, জানালা খুলে বাইরে খোলা বাতাসে ও তাপ কমাবার চেষ্টা করে। এমা আকাশের দিকে চোখ রেখে এলোচুলে কোনও মদনকুমারের অপেক্ষায় থাকে যে এসে ওকে নেবে। নিয়ে যাবে কাম চরিতার্থতার স্বর্গশিখরে। চরম পুলকের উন্নাসিক উল্লাসে। সে লিওঁকে ভাবার চেষ্টা করে। ও ওরসাথে বুলোঁ হোটেলের কক্ষে রাজসিক মিলন বাসরের দৃশ্য কল্পনা করে। ও সবসময়ই তার প্রণয়লীলাকে জৌলুসে ভরিয়ে তুলতে

চেয়েছে। যখন লিওঁর নিজের টাকায় কুলোয় নি, বাকি টাকা উদার হাতে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছে এমা। লিওঁ ওকে কখনও-সখনও বোঝানোর চেষ্টা করেছে একটু সস্তা জায়গায় গেলে কি হয়! কিন্তু এমা সবসময়ই কোনও না কোনও আপত্তির অজুহাত বের করেছে। একদিন এমা তার ব্যাগ থেকে ছ'টি ছোট রূপোর চামচ বের করে ওর সামনে রাখে। এগুলি ওর বাবা রলত দিয়েছিলেন ওকে ওর বিয়ের উপহার হিসেবে। এগুলিকে এমা লিওঁকে বন্ধকীদোকানে দিয়ে টাকা ধার করে আনতে বলে। ব্যাপারটা ওর ধাতে আদৌ সয় না। দারুণ অপছন্দ ওর। কিন্তু এমার আদেশ শিরোধার্য করে লজ্জার মাথা খেয়ে কাজটা করে আসে। ভয়ে। লজ্জায়। পাছে কারও সে আবার চোখে ধরা পড়ে যায়।

ও চিন্তা করে বুঝতে পারে, এমার আচরণ অদ্ভুত হয়ে উঠেছে দিনদিন। বন্ধু-বান্ধবেরা ওকে এই মহিলার সংসর্গ দেরি না করে ছাড়ার পরামর্শ দেয়। ওরাই বোধহয় ঠিক। আসলেও কে যেন, এরিমধ্যে ওর মাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে, লিওঁ এক বিবাহিত মহিলার সাথে সর্বনাশের নেশায় মেতেছে। এখবর পাওয়ামাত্র মহিলা আভাসেই সব কিছু বুঝতে পারেন। সব মায়েরাই বুঝতে পারে। ওর চোখে ভেসে ওঠে ওর ছেলেকে সর্বনাশা সাইরেনে পেয়ে বসেছে। তিনি অবিলম্বে ছেলের বসকে চিঠি লিখে জানাতে সে ভদ্রলোক অনেকক্ষণ বলেকয়ে ওর চোখ খোলার ব্যবস্থা করলেন তিনি। বললেন, ওর প্রাকটিস, ব্যবসায় সব পানিতে যাবে যদি অবিলম্বে এই সর্বনাশা সম্পর্ক সে অবিলম্বে না কেটে দেয়।

শেষে লিওঁ অঙ্গীকার করে, সে আর এমার সাথে দেখা করবে না। এমার সাথে ও কথা না রাখার ওজনটাও বোঝার চেষ্টা করে। কিন্তু না সহযোগীদের অনবরত ঠাট্টা-বিদ্রূপ আর ওর সয় না। এছাড়া, শিগগীরই ওর একটা প্রমোশনও হতে চলেছে। কাজেই এখন ওসব আর নয়। ভোল পাল্টানো জরুরী। আর কোনও ভালবাসাবাসির আসর-বাসর কিচ্ছু নয়। ফুল-বাঁশি সব বিদায়। আকাশে ভাসার এতদিন পর সত্যিসত্যিই মাটিতে সে নেমে আসে।

এমা গত কিছুদিন ধরে প্রায়ই ওর বুকে মাথা রেখে কাঁদে। আর ওর মন সঙ্গীত শুনতে এখনও পিয়াসী চাতক হলেও এই কাঁদুনির সুরধ্বনি আর কাহাঁতক সইতে পারে ও। ওকে ক্লান্তি, অবসাদে পেয়ে বসে। এমা ওর কাছে তৃপ্তি পেয়েছে, লিওঁ ওর সান্নিধ্যে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছে। ওদের সবকিছুই পুরনো এখন। নতুন কোনও আকর্ষণ নেই। ব্যাভিচারের মধ্যে দিয়েই এমা খুঁজে পেয়েছে তার বিয়ের সকল অপূর্ণতার পূর্ণতা। পেয়েছে কি? আসলেও? এমাও লিওঁর হাত থেকে রেহাই পেতে চায়। কিন্তু কি করে? ওর সাথে নিষিদ্ধ, গর্হিত মত্ততায় ওর কতোটুকু মর্যাদাহানি ঘটেছে ওটা ওর কাছে কোনও বড় বিষয় নয়। কেননা, ওই পাপ হয়ে উঠেছে তার নিত্যকার অভ্যাস, স্বভাব। নিত্য ঐসব রিপু মোহন হয়ে ফিসফিসিয়ে ওর কানে কুমন্ত্রণা দেয়, বাধ্য করে রতির দেবীকে সকল রতির ঐসব আকর্ষণ আঁকড়ে থাকতে। প্রতিদিন, প্রচণ্ড নেশা ধরায়। মনে হয়, লিওঁ এ ব্যাপারে তার সাথে ছলনার খেলাই খেলেছে। কিন্তু তবু, তবু এমা ওর কাছে ভালোবাসার চিঠি লিখেই চলে। ওর ধারণা মেয়েদেরই লিখতে হয় এভাবে মনের পুরুষের কাছে।

কিন্তু এখন ও কল্পনার পুরুষে মত্ত। সেই বীরপুরুষ, সুদর্শন, অসংখ্য গুণের অলীক ওলি রাজকুমারের স্বপ্নরমন শেষে এমার যে অবস্থা ঘটে এই পৃথিবীর রক্তমাংসের পুরুষের সাথে শত দেহজ মিলনেও তা হয় না। বড় দূর্বল, নিঃস্ব হয়ে পড়ে সে।

একদিন রাতে এমা য়োঁভিলে আবার ফেরে না। দিনটি ছিল রোববার। মিড-লেন্ত মেলার উৎসব। সন্ধ্যায় সে লিওঁর বন্ধুদের কয়েকজনের সাথে চমৎকার রেশমী নাচের পোশাকে বলনাচে যায়। সারারাত ধরে নাচে। সকালে এক রেস্তরাঁয় খাবার সময় সে অচৈতন্য হয়ে পড়লে লিওঁর বন্ধুরা ওকে তাদের হোটেলে পৌঁছে দেয়। ঐ সময় সকালের নরম আলোর আভা প্রখর হয়ে আসছে। সেন্ট ক্যাথারিণ গীর্জার দিকে উজ্জ্বল হয়ে আসছে ঝলমল রোদ। হঠাৎ এমার ছোট্ট বার্থার কথা মনে পড়তেই উঠে পড়ে। ও নাচের কাপড় ছাড়ে। লিওঁকে বলে, এখুনি ওকে বাড়ি ফিরতে হবে। একসময় লিওঁ চলে যায়। হোটেল বুলোঁয় সে একা হয়ে যায়। ওর এ মুহূর্তে কাউকে ভালোলাগে না, এমনকি নিজেকেও। অসহ্য মনে হয়। ওর এখন মনে হয়, ও যদি পাখি হতে পারতো! আবার তার নবীন যৌবন ফিরে পেতো! ও বেরিয়ে পড়ে। বুলেভার্দ পার হয়। পার হয়ে যায় প্লেস চশয়, ফাবুর্গ। পৌঁছে যায় গলিপথে কিছু বাগানের ধার ঘেঁষে। ও দ্রুত পায়ে হাঁটে। এখানটায় শীতল, তাজা হাওয়া। স্নিগ্ধতায় ভরে যায় ওর শরীর। ধীরে ধীরে পথে মানুষের ভীড় বাড়ে। অনেক অচেনা মুখ। চমৎকার, মনোহর সাজপোশাক। ঘোড়ার গাড়িতে চলেছে অনেকে। রাতের সেই সাপার-ডিনার ও তরুণ-তরুণী নাচ-উৎসবের হল্লা কুয়াশার মতো এখন মিলিয়ে যায় ওর চোখ থেকে। পৌঁছে যায় ও ক্রয়রুজে। ওখানে সে শয্যায় গিয়ে আছড়ে পড়ে। বিকেল চারটায় হিভার্ত এসে ওকে জাগিয়ে তোলে।

বাড়িতে এলে ফিলিসিতি ওকে একটা ছাইরঙা কাগজ দেখায়। ওটা ঘড়ির পেছনে গুঁজে রাখা। ওটা নিয়ে পড়ে :

'আদালতের রায় অনুযায়ী, এই আদেশ........এর প্রকৃত ও হুবহু অনুলিপি.....।'

"বিচার—রায়! কিসের বিচার! কিসের রায়! "অবশ্য একথা ঠিক এর আগের দিন কিছু লোক এমার কাছে আরেকটা কাগজ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু ও নিজে ওটায় কি ছিল তা এখনও জানে না। আর তাই ও যখন পড়ে :

'রাজকীয় বিচারআদালতের বিজ্ঞ রায় অনুযায়ী, মাদাম বোভারীকে এই মর্মে আদেশ দেওয়া যাচ্ছে যে........

সে কয়েকটি লাইন বাদ দিয়ে পড়ে :

"২৪ ঘন্টার মধ্যে ' কী এটা?" মোট আটহাজার ফ্রাঁ পরিশোধ করতে হবে"। এরপর ও নীচুগলায় পড়ে : "অন্যথায় তার বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী মামলা হবে ও তার বাড়ির সকল আসবাব ও অন্যান্য জিনিসপত্র ক্রোক করা হবে।"

এখন কী উপায়। কি করা যায়? মাত্র ২৪ ঘন্টা। তারমানে কালকেই? আসলে ল্যুরো মনে হয় তাকে ভয় দেখাতে চাইছে। তা-ই হবে। ওর এতদিনের খেলা সে বুঝতে পারে। আর এজন্যেই ল্যুরো তাকে খেলিয়ে আজ এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে। এখন সে বুঝতে পারে ল্যুরো তাকে কোথায় এনে ফেলেছে। এতোটাকার দাবী! ওর কাছে হেঁয়ালী, মিথ্যে মনে হয়। ভরসাও পায় কিছুটা। ও ল্যুরোর ওখানে যায়।

"ব্যাপার কি ঘটেছে, আপনি কি জানেন?" এমা শুকনো গলায় বলে।" আমি কী যে বলি! এটা কোন তামাশা নয়তো?"

"তামাশা, না, তা নয়"।

"তারমানে, কি বলতে চান আপনি?"

সে মাথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে হাত মুড়তে মুড়তে বলে,

"আমার প্রিয় লিটল ইয়ংলেডি, আপনার কি ধারণা যে, কেয়ামততক আমি আপনার ব্যাঙ্কার আর জিনিসপত্রের যোগানদারের কাজই করে যাবো, তাও মুফতে? এখন সুআচরণ করুন। আমি যা পাই বুঝিয়ে দিন, ব্যস!"

এমা পাওনার টাকার অঙ্কের ব্যাপারে আপত্তি জানায়। "কিন্তু আপনি তো দেখছেন, এ ব্যাপারে আদালতের অনুমোদন রয়েছে। আপনাকে এ ব্যাপারে আগে আদালত নোটিশও দিয়েছে। আদালতের রায় আমার অনুকূলে। আর মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, কাজটা আমার নয়, ভিনকার্তের"।

"আপনি কি কিছুই....

"আমার আর কিছুই করার নেই"

"কিন্তু তবু.....আলোচনা করে দেখি"। সে ওকে জানায় এব্যাপারটার কিছুই সে আগে জানতো না। খুব অবাক হয়েছে আদালতের এই রায় পেয়ে।

"দোষটা কার?" ল্যুরো ব্যঙ্গের সুরে মাথাটা একটু নুইয়ে বলে, "আমি এখানে একটা নিগ্রোদাসের মতো খেটে মরছি, আর আপনি এলাহি কারবার চালিয়ে যাচ্ছেন!"

"এখন আর ফতোয়া দিচ্ছেন কেন?"

"আহ্‌হা তাই বুঝি, আমি তো জানি ফতোয়া আর যাইহোক কারও কোনও ক্ষতি করে না," ও জবাব দেয়।

এতে এমা একেবারে আত্মসমর্পণ করে বসে। ওর কাছে ভিক্ষা যায়, অনুনয়-বিনয় করে। এমনকি, ওর পাথরেকোঁদা দুধ-সাদা হাত দু'টি ব্যবসায়ীর হাঁটুতে রাখে।

'ওসব ঢং রাখুন। লোকে দেখলে বলবে, আপনি আমাকে প্রলুব্ধ করছেন, সরুন!'

"আপনি একজন মূর্তিমান জানোয়ার।" অস্ফুট চিৎকারে বলে এমা।

"রাগে কি আর হবে কিছু," ল্যুরো বাজের হাসি হেসে বলে।

"আমি দেখিয়ে দেব আপনাকে, আমার স্বামীর কাছে বলবো যে... ..."

"ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনার স্বামীকে দেখাবার আমার হাতেও কিছু আছে!"

একথা বলে ল্যুরো ওর সিন্দুকটা থেকে ১৮শ ফ্রাঁর একটা রসিদ বের করে। ওটা এমাই সই করে দিয়েছিল। ভিনকার্তের কাছে সেই চারহাজার ফ্রাঁর বিল ভাঙানোর জন্যে। ওটা একটা নিছক জালিয়াতি।

"এখন কি ভাবতে পারছেন, ঐ বেচারা লোকটা আপনার এই চুরির প্রমাণ পেলে ওর কি দশা হবে? আপনার?"

এমার মনে হয় কে যেন ওর মাথায় মুগুর মেরে গোটা মাথাটাই গুঁড়ো করে দিয়েছে। ও আবার বলে, 'ওকে আমি এটা দেখাবো... ...দেখাবো'। ও টেবিল ও জানালার মাঝের জায়গাটায় পায়চারী করতে করতে বলে। আর তারপর এমার খুব কাছে এসে, ওর কানে মধু ঢালে: "ব্যাপারটা মোটেও সুখকর নয়, আমি বলি। কিন্তু তবুও একথা ঠিক এটা আর যাইহোক জীবনমরণের প্রশ্ন নয়, আপনি মারা যাচ্ছেন না। আপনার কিছু আমাকে আপনি দিচ্ছেন না। শুধু আমারটা আমাকে দিচ্ছেন এই তো!"

"কিন্তু এতো টাকা কোথায় আমি পাবো?" এমা ওর হাত কচলাতে কচলাতে বলে।

"আরে আপনার এত ভালো ভালো বন্ধু। আপনারই মতো।" আর তারপর ল্যুরো

এমার চোখে এমন ক্রূর ও ধূর্ত হায়েনার চাহনি ফেলে যে ওর শরীরের রক্ত হিম হয়ে যায়।

"ঠিক আছে, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমি আরও বিলে সই করে দেব।"

"রাখুন, রাখুন ঢের সই দিয়েছেন আপনি"

"আমি বিক্রি করে......" "গোল্লায় যান আপনি, আপনার বিক্রির মতো ঝাঁটাগাছটিও আর নেই!"

এরপর চোঙ দিয়ে দোকানের মেয়েটিকে ডাকে, "অ্যানেট কুপন নম্বর ১৪।"

এমা বুঝতে পারে ইঙ্গিত। ও জানতে চায় মামলা বন্ধ করতে কতো টাকা লাগবে? 'এখন আর সময় নেই।' 'কিন্তু আমি যদি কয়েক হাজার ফ্রাঁ নিয়ে আসি'। 'কোনো কাজে লাগবে না'।

এরপর মঁসিয়ে ল্যুরো মৃদু ঠেলা দিয়ে এমাকে সিঁড়িতে নামিয়ে দেয়।

'মঁসিয়ে ল্যুরো আমি, আমি আপনার মিনতি করি, ক্ষমাঘেন্না চাই, আপনি আমায় আর ক'টা দিন সময় দিয়ে ইজ্জত বাঁচান', ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

"নাকিকান্না, আর নয়!"

"আপনি আমাকে এমন অসহায় অবস্থায় ফেলছেন!"

"আমি আপনাদের থোড়াই কেয়ার করি।" ল্যুরো মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়।

॥ ৭ ॥

পরদিন এমা যথেষ্ট মানসিক স্থৈর্যের পরিচয় দেয়। শেরিফের কর্মকর্তা, বেলিফ দু'জন সাক্ষীসহ নীলামযোগ্য জিনিসপত্রের একটা তালিকা তৈরির জন্যে বোভারীদের বাড়িতে পৌঁছে যায়। প্রথমেই কাজ শুরু করে ডাক্তার বোভারীর রোগী দেখার চেম্বার থেকে। ডাক্তারী সরঞ্জাম, বই ইত্যাদির তালিকা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর ওরা আসে রান্নাঘরে। ওরা ওখানে, থালা-বাসন, চীনামাটির জিনিসপত্র, সসপ্যান, চেয়ার, মোমবাতির তালিকা তৈরি করে। পরে এমার শোবারঘরে। ওখানে ওর আলমারীতে রাখা ছোটোখাটো অলঙ্কার, ড্রেসিংরুম যেখানে এমার একান্ত ব্যক্তিগত অনেক কিছুই রয়েছে তার সবকিছু ঐ তিনলোক যেন সেগুলির আব্রু খুলে একটা লাশের মতো করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে। যেন ময়না তদন্ত চলেছে। মঁসিয়ে কালোরঙের একটা কোট পরে আছেন। 'ক্ষমা করবেন, ক্ষমা করবেন মাদাম, আমরা কি এগুলি দেখতে পারি,' তিনি বারংবার একই কথা বলতে থাকেন। আর মাঝেমাঝেই বলে ওঠেন, কী সুন্দর! চমৎকার! আর তারপর নোট লিখতে থাকেন। থাকার ঘরগুলির হিসেব শেষ। ওরা তিনতলায় চিলেকোঠায় উঠে যায়। ওরা সেটার একেবারে কোনা অবধি তল্লাসী করে। ওখানে একটা টেবিল রেখেছে এমা। টেবিলের দেরাজে ছিল রোদোলফির চিঠিগুলি। চিঠিগুলি ওদের সামনেই ওকে খুলতে হল। 'আরে এতো দেখছি কেবল যোগাযোগের ব্যাপার,' মঁসিয়ে সারেঙ গোঁফের আড়ালে হাসেন, 'তো ওগুলির ভেতর আর কিছু আছে কি না আমাকে দেখতে দিন তো!' তিনি দেরাজটা খুলে একটু উল্টে দেখলেন, ওটা থেকে কোনও মুদ্রা বা টাকা বেরিয়ে পড়ে কি না। এমা নিদারুণ বিক্ষুব্ধ অবমাননা ও উত্তেজনায় দেখলো যে কাগজগুলি ওর হৃদয়ে একদিন তুফান তুলেছে, রোমাঞ্চে-শিহরণে হৃদয় ভরিয়েছে সেগুলির মধ্য দিয়ে হারেঙের

নোংরা মোটা আঙ্গুল কীভাবে কিলবিল করছে!

অবশেষে ওরা বিদায় হয়। ফিলিসিতিও ফিরে আসে। চার্লস বোভারী যাতে বাড়িতে না ঢোকে সেজন্যে ও তার পাহারায় ছিল। পরে এই সন্ধ্যায় চার্লসকে বেশ গম্ভীর আর নিশ্চিন্ত মনে হল। এমাও আতঙ্কে থাকে। ওর মনে হয়, চার্লসের মুখমণ্ডলে ফুটে ওঠা প্রতিটি বলিরেখায় যেন তার বিরুদ্ধে এক একটি অভিযোগ ফুটে উঠেছে। রুদ্ধশ্বাস অবস্থা এমার। চীনা চিক দেওয়া চিমনি, দামী ভারী পর্দা, ইজিচেয়ার—এরকম আরও সৌখিন জিনিসপত্রের দিকে এমার নজর পড়ে। তার জীবনের এই এত নিদারুণ তিক্ততার মাঝেও যেন এগুলি কিছুটা অনুভূতির স্নিগ্ধতা দান করে। একটা বিষন্নতায় ওকে পেয়ে বসে। বিষাদ গ্রাস করে। কিংবা বলা যায়, অনুতাপে ছেয়ে যায় ওর দেহমন। এগুলি অবশ্য তার আবেগ–রিপুর জোয়ারে কিছুমাত্র ভাটার টান নিয়ে আসে না। প্রশমিত করে না। বরং ওগুলিতে আরও বেশি করে ডুবে থাকতেই ওকে প্ররোচনা যোগায়। চরম উত্তেজনার সময় কড়া মাদকের মতো। চার্লস ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে শান্তভাবে চুলোর আগুন উ. স্ক দেয়। পা দুটো আগুনের ওমের কাছাকাছি রাখে।

পরেরদিন সকালেই এমা রুয়েঁ অভিমুখে রওনা দেয়। ওখানে যতগুলি ব্যাঙ্কারের নাম জানা–শোনা তাদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে। রোববার হওয়ায় ওদের বেশিরভাগই শহরে ছিল না। যারা ছিল তাদের কাছে ও টাকা চায়। তার টাকা না হলেই নয়। সে টাকা যথাসময়ে ফেরত দেবে। কথার কোনও নড়চড় হবে না। কেউ কেউ ওর মুখের ওপর হাসে। আর সবাই ওকে খালি হাতেই ফিরিয়ে দেয়। বেলা দু'টোর সময় ও লিওঁর বাড়ি যায়। ওখানে ও কিছুক্ষণ বাইরেই আটকে থাকে। ওকে ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হয় না। অবশেষে লিওঁ আসে।

"কী ব্যাপার, একেবারে এ পর্যন্ত যে?"

"আমি কি তোমায় বিরক্ত করছি?"

"না–না, কিন্তু.....", লিওঁ জানায়, ওর বাড়িওয়ালা চায় না তার ভাড়াটেদের ঘরে কোনও মহিলা আসুক।

"আমি তোমার সাথে একটু কথা বলতে চাই" ও বলে। আর একইসঙ্গে লিওঁর ঘরে ঢুকতেও অস্বীকৃতি জানায়। ওকে হোটেল বুলোঁতে তাদের সেই কক্ষে যাবার জন্যে ধরে। এমার চেহারা রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে।

অবশেষে লিওঁ হোটেল বুলোঁতে যায়। ওখানে পৌঁছে এমা প্রথমে বড় এক গ্লাস পানি ঢক ঢক করে খায়। মুখের রক্ত কে যেন ওর শুষে নিয়েছে। এমা লিওঁর দুটি হাত জড়িয়ে ধরে বলে 'লিওঁ তোমাকে আমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতেই হবে।' বলে, 'শোনো, আমার আটহাজার ফ্রাঁ দরকার। এখুনি। খুব জরুরী।'

"তোমার কি মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে?"

"এখনও হয় নি"। তারপর এমা ওকে বাড়িতে সব কিছু নীলাম হয়ে যাওয়ার পুরো ঘটনা বলে। কী দুঃসহ, দুরবস্থায় সে আছে সেটাও জানায়। চার্লস এসবের কিছুই জানে না। এমার শ্বাশুড়ি ওকে ঘৃণা করে। ওর বাবা বৃদ্ধ রুলতেরও আর কিছু করার সামর্থ নেই। তবে তার বিশ্বাস লিওঁ ইচ্ছে করলেই টাকাটা যোগাড় করে দিতে পারে।

"তুমি কি করে আশা করো যে আমি... ..."

'তুমি এমন কাপুরুষ', এমা বলে। ওদিকে লিওঁ বোকার মতো জবাব ছুঁড়ে দেয়—

"তুমি কেবলই তোমার ঘটনাকে ফেনিয়ে বলছো! আরে দেখোনা, লোকগুলো হয়তো তিনহাজার ফ্রাঁ পেলেই তুষ্ট হবে।"

কিন্তু লিওঁ নিজে টাকা না দিতে পারলেও ওর জামিন তো হতে পারে। কারও কাছ থেকে টাকা যোগাড় করে দিতে পারে। আর তাই এমা বলে—

"যাও! চেষ্টা করো! জলদি। টাকাটা না হলেই নয়! লিওঁ যাও!"

"চেষ্টা আমি না করে পারি, তোমাকে আমি কতো ভালোবাসি!' ও বেরিয়ে যায় ও ঘণ্টাখানেক পরে ভগ্নদূত হয়ে ফিরে আসে মুখটা গোমরা করে—

"তিনজনের কাছে গেছি—কাজ হয় নি।' ওরা এখন ফায়ারপ্লেসের কাছে মুখোমুখি বসে। নির্বাক, নিস্তব্ধ। এমা গা-ঝাড়া দিয়ে বিড়বিড় করে বলে, 'তোমার জায়গায় আমি হলে এর একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করে ফেলতাম'।

"কি ভাবে?"

'কেন তোমার অফিস থেকে!' ও লিওঁর চোখে তাকায়। এমার চোখে শয়তানি ইঙ্গিতের বিদ্যুত। ওর ডাগর, উজ্জ্বল, আলোময় বলিষ্ঠ চাহনিতে এখন খারাবীর আবাহন। তরুণ লিওঁ এমার নীরব, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির কাছে আত্মসমর্পন করে প্রায়। কিন্তু কি এক অজানা আতঙ্ক ওর ওপর ভর করে। ও চিৎকার করে বলে, "মোরেল আজ রাতেই ফিরবে। আমার বিশ্বাস ও আমার কথা ফেলবে না (মোরেল লিওঁর অন্যতম বন্ধু। ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে)। আমি আগামীকাল তোমার কাছে টাকাটা নিয়ে আসব কেমন?" ও বলে।

এমা অবশ্য আশ্বস্ত হবার কিছুই পায় না এই আশ্বাসে। লিওঁ মিথ্যে বলছে না তো? সে অবশ্য মুখটা কালো করে বলে: "তুমি কিন্তু আমার জন্যে বেলা তিনটের বেশি অপেক্ষা করবে না। ধরে নেবে টাকা পাওয়া যায় নি। আর মাফ করো, আমাকে এখনই যেতে হচ্ছে, বিদায়।" লিওঁ এমার হাতটা তুলে নেয় বিদায়ের আগে। কিন্তু ওতে কোনও সাড়া, কোনও প্রাণ নেই। এমা মনে ময় সবরকম অনুভূতিবোধ হারিয়ে ফেলেছে। আর কি! এমা উঠে দাঁড়ায় ও যন্ত্রের মতো রওনা হয়ে যায় য়োঁভিলের পথে। 'যাচ্ছে-তাই হোক গে' মনে মনে বলে ও। তাছাড়া, এরিমধ্যে অলৌকিক কিছু যে ঘটবে না তাই বা কে বলতে পারে? ল্যুরো বদমাশটা পটলও তো তুলতে পারে? এমনি সব অসম্ভব আকাশ-পাতাল ভাবনায় বিধ্বস্ত, হতাশ অনেকটা যেন ঘুমের ঘোরের মধ্যে ও বাড়ি ফেরে।

সকাল ন'টার দিকে কাছের দোকানপাটের আঙিনার ওখানে কী একটা শোরগোলের শব্দে এমার ঘুম ভেঙে যায়। ওখানে অনেক লোক জমেছে। এমা জানালা দিয়ে দেখতে পায়, ওখানে একটা খুঁটির গায়ে একটা পোষ্টার লাগানো। জাষ্টিন ঐ খুঁটি থেকে পোষ্টারটা ছিঁড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। কিন্তু ঠিক ঐ মুহূর্তে একটা গ্রামচৌকিদারকে দেখা গেল, জাষ্টিনের জামার কলারটা চেপে ধরেছে। মঁসিয়ে হোমা তাঁর ফার্মেসী থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আর মাদাম লাফ্রাঁসোয়া ভীড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ওদের বকুনি দিচ্ছেন।

'মাদাম। মাদাম!,' রুদ্ধশ্বাস আতঙ্কে ফিলিসিতি বাইরে থেকে ছুটে এসে বাড়িতে ঢোকে। "কী লজ্জা, ছি! ছি!" বেচারী গরীব মেয়েটা দারুণ ক্ষুব্ধ অবস্থায় তাদের দরজায় লাগানো একটা হলুদ রঙের বড় কাগজ উঠিয়ে নিয়ে এসেছে। এমা ওটা পড়ে: "এ বাড়ির সব আসবাব বিক্রি হবে।" ওরা একে অন্যের দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে। বাড়ির কর্ত্রী ও

পরিচারিকা কারও কাছে কারও কথা গোপন নেই। ফিলিসিতি অবশেষে নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে :

'মাদাম আপনি নোটারী উকিল গুইলামির কাছে যান। অন্ততঃ আমি হলে এ অবস্থায় তা-ই করতাম'।

'তুমি কি মনে করো তাতে কোন কাজ হবে?' ফিলিসিতি মাথা নাড়ায়।

এমা কালো পোশাকে সাজে। টাইট কালো নেকাবটা হ্যাটের সাথে ভালো করে লাগিয়ে নেয় যাতে লোকজন ওকে সহজে চিনতে না পারে। কারণ, দোকানপাটের সামনের আঙিনাটায় এখন বহুলোক ভীড় করে আছে। ও সোজাপথ না ধরে নদীর ধার দিয়ে বাঁকা পথ ধরে। যখন সে অবশেষে নোটারী উকিলের বাড়ির গেটে পৌছায় তখন তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার দশা। তখন গোটা আকাশ মেঘে ছেয়ে আছে। অল্প বরফও পড়ছে।

বাড়ির ভৃত্য বুড়ো থিওডোর গেট খুলে এগিয়ে দরজা খুলে দেয়। মাদাম বোভারীকে ও ভালো করেই চেনে। আর মণিব গুইলামিরও পরিচিত হিসেবে তাঁকে গুইলামির খাবারঘর পর্যন্ত এমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। ডাইনিং রুমের ঝকঝকে—তকতকে ঝলোমল চেহারা দেখে মাদাম বোভারীর তখনও এমন একটি ডাইনিং রুমের মালিক হওয়ার দারুণ সাধ জাগে।

ডাইনিং রুমে একটা বড় মৃন্ময় সিরামিকের স্টোভ জ্বলছে। শোঁ শোঁ শব্দে। টেবিলটা মসৃণ। মুখ দেখা যায়। ওর ওপর দুটি রূপোর তৈরি গরমপানির পাত্র বসানো। দরজার হাতল কাটা কাঁচের। ঘরের মেঝে ও আসবাব ইংলিশ কেতায় ঘষামাজা, চোখ ঠিকরানো ঝকমকে।

একসময় নোটারী সাহেব ঘরটায় এসে ঢোকেন। ডান হাতে ড্রেসিং গাউন ও অন্যহাতে দ্রুত তিনি তাঁর মাথার স্কাল ক্যাপটা চাপিয়ে নিলেন। ওটা তার মাথার ঠিক ডানদিকে বসানো। নির্ভুল। তবু তিনি আবার সেটা তুলে আবার সেখানেই বসালেন। ওর বিশাল টেকো মাথায় কেবল তিনগাছি চুল। তিনি এমাকে চেয়ারে বসার অনুরোধ জানিয়ে, ক্ষমা চেয়ে মধ্যাহ্ন আহারের টেবিলে বসলেন।

"মঁসিয়ে," এমা বলে, "আমি আপনার কাছে এসেছি—"

"আমি শুনছি মাদাম, বলুন, কি ব্যাপার?" এমা ওকে তার বর্তমান হালদশার কথা খুলে বলে। আসলে গুইলামির এসব কোনও কথাই অজানা নেই। ওর সাথে ল্যুরোর একটা গোপন যোগসাজস আছে। আর সেই সুবাদে নানালোকের সহায়-সম্পদ বন্ধক রাখতে টাকার ওর কোনও অভাব হয় না। গুইলামি থলেদার। সে-ই ওই টাকার যোগান দেয়। গুইলামি এমার চেওে ভালো করে তার বিলের ইতিহাসের নাড়িনক্ষত্রের খোঁজ রাখে। এই বিলগুলি কিভাবে অতি সামান্য টাকা থেকে বিভিন্ন নামে বিভিন্ন লম্বা মেয়াদে বারংবার হাতবদল হয়েছে কিংবা আরও ভালোভাবে বলা যায়, সেটা করা হয়েছে আর শেষে সেগুলি পরিশোধিত না হওয়ায় সব একসঙ্গে করে ব্যবসায়ী ল্যুরো কায়দা করে তার স্যাঙাৎ ও বন্ধু ভিনকার্তকে ওগুলি তার নিজের নামে দিয়ে আসলে ল্যুরোর বেনামেই আদালতে গেছে এমার বিরুদ্ধে। আর এটা করেছে এই শকুন ব্যবসায়ী নিজেকে তার স্থানীয় লোকজনের চোখে নিরীহ রাখার জন্যে। সবই গুইলামির জানা। কেননা সেই এ কারবারের অন্যতম নাটের গুরু।

এমা তার কাহিনীর মাঝেমাঝেই ব্যবসায়ী ল্যুরোর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলে। আর গুইলামি কথা ঠেকানোর জন্যে না পেরে কোনওরকম দায়সারা সাড়া দেয়। নোটারী গুইলামি ওভাবে বসে কাটলেট খায়, চা পান করে। আর তারপর আকাশনীল গলাবন্ধের মধ্যে তার চিবুকটা ডুবিয়ে ঠোঁট গোপন রেখে অদ্ভুত দ্ব্যর্থবোধক হাসি হাসে। গুইলামি লক্ষ্য করে, এমার পা'টা ভিজে। উকিল মহোদয় শশব্যস্ত হয়। "আরে মাদাম, ভিজে গেছেন, পা দু'টো নিয়ে স্টোভের কাছে এসে বসুন, কি বিপদ, তা বলবেন তো আগে? ঠিক আছে পা দুটো তুলে বসুন চুলোর গায়ে ঠেকিয়ে।" এমা ওটা তার পায়ের ময়লা লেগে নোংরা হয়ে যাবে—এই ভেবে ইতস্ততঃ করে। গুইলামি সেটা বুঝতে পেরে দরাজ গলায় ওকে আশ্বস্ত করে : "আরে, সুন্দর জিনিস কি কখনও কোনওকিছু নষ্ট করতে পারে? ধন্যই করে বরং।" এখন এমা তাকে তার অসহায় অবস্থার কথা আরও সবিস্তারে বলে। সে কিভাবে এ অবস্থা থেকে বাঁচার চেষ্টা করছে আর এ মূহুর্তে তার কি দরকার তা-ও জানায়। গুইলামি সবই বুঝতে পারে, তার মত রুচির মহিলার এ হালের কারণও সে ভালোভাবেই বুঝেছে। সে হঠাৎ তার খাওয়া বন্ধ না করেই এমার দিকে পুরোটা ঘুরে বসে আর ওতে ওর পা আর এমার জুতোর পায় ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। কিন্তু এমা যখন নোটারী মহোদয়ের কাছে ১০০০ ফ্রাঁ চাইল তখন উকিলের ঠোঁট জোড়া বন্ধ হয়ে গেল। আর তারপরেই সেখান থেকে মন্তব্য বেরিয়ে এল, মাদামের সম্পত্তি, টাকা-পয়সার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বইবার সুযোগ তো তার হয় নি! তা যদি হতো তাহলে এ সামান্য টাকার ব্যবস্থা করার নাকি হাজারো ব্যবস্থাই ছিল। আর তাতে তাঁর মতো সুন্দরী মহিলা অতি অল্প ঝুঁকিতে ভালো লাভও করতে পারতেন।

"কিন্তু সে যা-ই হোক এটা কেমন কথা যে আপনি এর আগে আর আমার কাছে এলেন না?"

"আমার আসলেই ঠিক জানা ছিল না যে", এমা জানায়।

"আপনি কি আমাকে ভয় পান? আমার তো মনে হয়, আমিই বরং আপনার কাছে বলতে পারি, আমি দুঃখিত, নয় কি? দেখুন, আমরা ধরতে গেলে পরস্পরকে চিনিই না। তবু আপনার স্বার্থের কথাটা আমি একান্ত আপনার করেই রেখেছি। নিশ্চয়ই এতে আপনার সন্দেহ নেই? আমি আপনার একান্ত অনুগত দাস, বুঝলেন?"

গুইলামি নিজের হাত বাড়িয়ে এমার হাত দু'টি তুলে নেয়। সাদা হাত দুটি নেকড়ের ক্ষুধায় চুমু খায় প্রৌঢ় উকিল। তারপর চুম্বিত হাত দুটি ওর হাঁটুর ওপর নিয়ে রাখে। শিকারের জন্যে নরখেকো বাঘ তৈরী হয়। ও তার আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করতে থাকে আর আবোল-তাবোল প্রশংসা করে যায়। তার একঘেয়ে কথা নদীস্রোতের মতো আওয়াজ তোলে। ওর চশমার ভেতরে চোখ জ্বলে ওঠে। ওর দু'হাত উঠে যায় এমার বাহুর ওপর দিকে। এমা গালের কাছে ছোট, দ্রুত, ঘনঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকে গুইলামির। মহাবিরক্তিতে ভরে যায় এমার গোটা শরীর। ও শেষে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—

"মঁসিয়ে, আমি অপেক্ষায় রয়েছি।"

"কী জন্যে?" গুইলামি জিজ্ঞেস করে, ও হঠাৎ করে ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে।

"বলছিলাম টাকাটার কথা"

"কিন্তু—কিন্তু" আর তারপরই বুড়ো উকিল কামনার প্রচণ্ড তোড়ে ভেসে যায়। 'বেশ,

ঠিক আছে, তাহলে।' ও হাঁটু নিয়ে যায় তার সামনে। ওর ড্রেসিংগাউনের কী হাল আদৌ সেদিকে খেয়াল নেই। "তোমার দোহাই এমা, চুপ করে বসে থাকো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।" আর তারপর সে তার দু'হাত দিয়ে এমার কোমর সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরে। এতে এমার গোটা মুখে যেন সারাদেহের রক্ত জমে যায়। ভয়ঙ্কর মুখের চেহারা নিয়ে সে চিৎকার করে হঠতে হঠতে বলে—

"মঁসিয়ে আমার দুরবস্থার সুযোগে এই অসভ্যতা করছেন, আমার এ দুরবস্থায় করুণা করতে পারেন বলেই কি এও মনে করেন যে আপনি আমার ইজ্জতও কিনবেন", বলে সে উকিলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে।

"কী ধরনের শয়তান, অসভ্য! জানোয়ার লোকটা, কী জঘন্য নোংরামি।" ও মনে মনে বলে আর রাস্তার ধারের অ্যাসপেন গাছের গুঁড়িগুলির পাশে দৃঢ় পা ফেলে দ্রুত এগিয়ে যায় ব্যর্থতার হতাশায়। নিজ ইজ্জত-সম্ভ্রমহানির জ্বালাটা ওর অনেক-অনেক বেড়ে যায়। ওর মনে হয়, বিধি ওকে যেন নিষ্ঠুরভাবে শাস্তিবিধান করবেই, দণ্ডিত করবেই। ও থেকে ওর পরিত্রাণ নেই। ও তার নিজের মর্যাদা, সম্ভ্রম, ইজ্জত, দেহসুষমার পবিত্রতা সম্পর্কে অতি সচেতন হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ ও আর কখনও নিজেকে এতখানি ওপরে তুলে ভাবে নি। আর তাই দুনিয়ার আর সকলের বিরুদ্ধে তার ঘৃণা ঝরে পড়ে। ও রীতিমতো কালনাগিনীর মত রোষকষায়িত হয়ে ওঠে সব পুরুষের মুখে সে থুথু ছিটিয়ে দিতে চায়। রাগে-ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে সে দ্রুত পথ চলে আকাশের পানে চেয়ে। ওর চোখ ভরা জল। যেন টলটলে শীতল কালো দীঘি। যে রুদ্ধ ঘৃণায় ওর এখন দম বন্ধ হয়ে আসছে তাতে যেন সে নেশার তীব্র আনন্দ পায়। বাড়ির কাছে আসতেই বিচলিত, চঞ্চল হয়ে ওঠে মন। ওখানে কোনও সাহায্য তার জন্যে হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে নেই। তা'হলে যাবে কোথায়! ফিলিসিতি বেচারী বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মাদামের অপেক্ষায়।

'কোথায় তাহলে যাবে সে! 'ফিলিসিতি! কি খবর?' বাড়িতেই এসেছে সে।

'কিছু হলো', শুধায় ফিলিসিতি', এমা জানায় 'না'। এরপর ওরা সলাপরামর্শ করতে বসে। নাম বের করার চেষ্টা করে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এমনসব লোকের।একবার মনে করে, ভুল-স্বীকার করে সে স্বামীর কাছেই আত্মসমর্পন করবে। স্বামী তাকে ক্ষমা করে দেবে। কিন্তু চার্লসের নৈতিক অবস্থানটা এমার চেয়ে অনেক উঁচুতে। এটা ওর কাছে দুঃসহ। আর ওর কীর্তিকলাপের কথা তো ওসব জেনে যাবেই। ওটা ওর সহ্য হবে না। একবার ল্যুরোর কথা ভাবে। ভাবে বাবার কাছে চিঠি লিখবে। কিন্তু সময়তো আর নেই! একটা অনুভুতিও শিরশির করে বয়ে যায়। গুইলামির কাছে দেহদান করাই কি ভালো ছিল না! কিছু তাৎক্ষণিক রক্ষাতো হতো! এসময় রাস্তায় ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পাওয়া যায়। চার্লস আসছে। ও সোজা লুকিয়ে আঙিনা দিয়ে সরে পড়ে দেখা না দিয়ে। কিন্তু স্বামীকে এড়ালে কি হবে সে পাড়ার একজনের বৌয়ের চোখে পড়ে। ও চকিতে দেখতে পায়, মাদাম বোভারী সাঁত করে করআদায়কারী মঁসিয়ে বিনের ঘরে ঢুকে পড়লো। বৌটি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে মাদাম ক্যাঁরোকে খবর দেয়। ওরা একটা বাড়ির চিলেকোঠায় গিয়ে ওঠে। ওখান থেকে বিনের ঘরে কি হচ্ছে তা দেখতে থাকে।

মঁসিয়ে বিনে তখন ছোট ঘরটায় লেদে কাঠ আর হাতির দাঁতের কি একটা বানাবার চেষ্টায় ছিল। কাজটা প্রায় শেষ করে এসেছে।

"আরে দেখুন, দেখুন, মাদাম বোভারী, ঐতো ওখানে! তবে লেদ চলার আওয়াজে কি বলছে এমা তা ভালো করে শোনা যায় না। অনেক চেষ্টায় মাদাম তুভাশ ও মাদাম ক্যারোঁ 'ফ্রাঁ' এই কথাটি উদ্ধার করতে পারে। ওরা লক্ষ্য করে, মাদাম বোভারী ঘরের চারদিকে দেখছে। দুই মহিলা ওর ভাব–সাব দেখে নানান কল্পনায় মাতে। ও কিছুর অর্ডার দিচ্ছে। কিংবা পাওনা করের জন্য কিছু সময় দিতে অনুরোধ–অনুনয় করছে? কি করছে? কিছু কিনতেও তো দেখা যায় না।

বিনে মাদাম বোভারীর কথা শুনছে। ও কি মাথামুন্ডু বলছে, কিছুই বুঝতে না পেরে সে ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকিয়ে আছ তার দিকে। খুব কোমল হয়ে উঠছে মাদামের ভাব–সাব। একসময় বিনের কাছে ঘেঁষে আসে। ওর বুকটা উঠছে, নামছে। ওরা কথা বন্ধ করে দিয়েছে। মাদাম বোভারী কি তাহলে ওর শরীরটা বেচে দিচ্ছে! বিস্ফারিত নয়নে দুই বয়স্কা মহিলা চেয়ে চেয়ে দেখে। বিনের কানের পাশ পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে। এমা হাত ধরে। 'কী খারাপ মেয়েমানুষ ওটা।'

কোনও সন্দেহ নেই, এমা ওকে তার দেহের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করতে চাইছে। কিন্তু দেখা গেল বিনে শক্ত লোক। সে সাপ দেখার মতো এমার দেহ থেকে ছিটকে সরে গেল।

'মাদাম! আপনি কী করে এটা ভাবতে পারলেন?'

"এধরনের মেয়েমানুষদের আচ্ছা করে ঝাড়ু মারা দরকার" মন্তব্য মাদাম তুভাশের। কিন্তু না, এরি মধ্যে মাদাম বোভারী ওখান থেকে উধাও হয়েছে। ও সোজা বড়রাস্তা ধরে বার্থার নার্স রোলেতের বাড়ি পৌঁছে যায়।

"মাদাম রোলেত, শিগগীর আমার জামাকাপড়ের লেসটা খুলে দাও তো, শ্বাস আটকে আসছে। দম বন্ধ করতে পারছি না", বলেই এমা রোলেতের ঘরে বিছানার ওপরে পড়ে যায়। কাঁদতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। রোলেত এমার গায়ের ওপর একটা কাপড় চাপিয়ে দিয়ে ওর কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। এমা ওকে কোনও কথা না বলায় রোলেত চলে যায়। ও কাছে বসে নাটাইয়ে চরকায় শনের সুতো কাটতে থাকে। ও বুঝতে পারে না, মাদামের কী হয়েছে।

ও চিৎ হয়ে নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। ওর চোখের দৃষ্টি স্থির। কোনও জিনিস পরিস্কার দেখতে পারছে না। সে তার মনোযোগ একটি বিষয়ে স্থির করার প্রবল চেষ্টা করে। ও লক্ষ্য করে, ঘরের দেয়ালের রং চটে বেরিয়ে আসছে। ঝুলে রয়েছে। ফায়ারপ্লেসে দুটি কাঠের বড় টুকরো জ্বলছে। আর ঠিক ওর মাথার ওপরে সিলিং–এ রয়েছে একটা বড় মাকড়সা। ও এখন ধীরে ধীরে ওর চিন্তা–ভাবনাগুলিকে গোছানোর চেষ্টা করে। ওর মনে পড়ে—একদিন লিওঁর সাথে—নদীতে সূর্যের আলো ঝলমল করছিল, বাতাসে ছিল কিসের যেন মিষ্টি–মদির নেশা ধরানো ঘ্রাণ—আর তারপর আবার ওর স্মৃতি যেন দমকা প্রচণ্ড বাতাসের ধাক্কায় পাল তোলা মেঘের মতো ভেসে চলে আরেক বন্দরে—ওর মনে পড়ে যায় নদীতে বেড়াতে যাবার আগের দিন কী ঘটেছিল।

এখন ক'টা বাজে? ও জিজ্ঞেস করে। রোলেত এমার প্রশ্ন শুনে বাইরে যায়। সূর্যটাকে আকাশে কোথায় দেখে বলে এই তিনটে হতে যাচ্ছে প্রায়।

ধন্যবাদ, বহুত ধন্যবাদ তোমাকে, এমা জবাব দেয়। লিওঁ তো এর মধ্যে নিশ্চয়ই এসে পড়বে। কিন্তু ওতো বুঝতে পারবে না ও নিজে কোথায় এখন আছে। আর তাই এমা

রোলেতকে ওদের বাড়িতে পাঠায় আর লিওঁকে ওর কাছে এখানে কোনওরকম দেরি না করে আনার জন্য মিনতি জানায়। ওর কথা কেন যে এতক্ষণ এমা ভাবে নি সেটা কল্পনা করে নার্স তো ভয়ানক অবাকই হয়ে যায়। লিওঁ ওকে আগের দিন এরকম কথা দিয়েছিল। কাজেই ও সেটা ভাঙতে পারে না।। আর তাছাড়া সে নিজে দেখেছে তিনটে নোট এখনও ল্যুরোর সিন্দুকের ভেতরেই রয়েছে। অবশ্য ও এরজন্যে চার্লসকে একটা আলাদা ব্যাখ্যা দেবে। একটা কিছু বানাবে। বানিয়ে বলবে ! তা বানিয়েই বা কী বলবে সে ! নার্সের তো ফিরে আসতে এখনও অনেক দেরি ! রোলেতের বাড়িতে কোনও ঘড়ি নেই। এমা ভাবে, রোলেত নিশ্চয়ই আন্দাজে সময় অনেক বাড়িয়ে বলেছে। কিন্তু তারপরেও অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ওর সন্দেহ ঘনীভুত হতে থাকে। সন্দেহটা জোর করে মন থেকে তাড়াতেও থাকে। আর এইসময় ভাবনা—দুর্ভাবনার মধ্যে ও ভুলেই যায়, কতোকাল ধরে এখানে আছে ও, এক মিনিট না শত বছর ! সে ঘরের এক-কোনায় বসে পড়ে। চোখ বন্ধ করে। কানও। কিন্তু এত কিছুর পরেও নার্সের বাড়িতে ঢোকার গেটে একটু ক্যাঁচ করে আওয়াজ হতেই সে উঠে পড়ে। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই রোলেত দুঃসংবাদটা দেয়—

"ও বাড়িতে কেউ আসে নি।"

"কী বলছো তুমি?"

"বলছি ওখানে লিওঁ ছিল না।। শুধু ডাক্তার কাঁদছে। আপনাকে ডাকছে। ওরা সব আপনাকে খুঁজে 'বেড়াচ্ছে।' এমা কোনও কথা বলে না। ঘন ঘন শ্বাস পড়ে ওর। চোখ দু'টি ঘুরপাক খায়। আর রোলেত এমার এই মুর্তি দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়। রোলেতের বিশ্বাস জন্মায়, এমার আর মাথার ঠিক নেই। একসময় হঠাৎ এমা আপন মনে চেঁচিয়ে ওঠে। ওর হাতটা কপালে রাখে। কালো রাতের নিকষ আঁধারে হঠাৎ ঝলসে ওঠা বিদ্যুতের মতো ওর রোদোলফির কথা মনে পড়ে যায়। ওতো খুব দয়ালু, উদার রুচিবান লোক। ও যদি ওকে উপকার করতে অস্বীকারও করে তবু ও ওকে বাধ্য করবে, ওর দিকে বিদ্যুৎ চাহনি হেনে ওকে ওদের সেই পুরনো দিনের আবেগমাখা ভালোবাসার দিনগুলি মনে করিয়ে দেবে। একে অন্যর প্রতি সুগভীর টানের কথা জাগিয়ে তুলবে। আর তাই সে তাড়াতাড়ি লা হুশে খামারবাড়ির দিকে পা বাড়ায় কিন্তু তখন তার মনে একবারও একথার উদয় হয় না যে, ঘন্টাখানেক আগে যা করতে গিয়ে সে ঘৃণায় জ্বলে উঠেছে সেই বেশ্যাবৃত্তিই ও এখন আবার করতে চলেছে রোদোলফির কাছে। ও এখন দেহ বিক্রি করতে চলেছে।

ও যখন হেঁটে চলেছে ও তখন নিজেকে জিজ্ঞেস করে : কী সে রোদোলফিকে বলবে? কী দিয়ে শুরু করবে, ও খামারবাড়িটার যতোই কাছে পৌঁছায় ততোই একে একে চেনা ঝোপ, গাছপালা, নলখাগড়া, পাহাড় ও পাহাড়টার নীচে বাড়িটা নজরে আসে। সে অনুভব করে ওর মাঝে রোদোলফির জন্য তার পুরনো ভালোবাসার আবেগ আবার ফিরে আসছে। আর ওর হৃদয় কামার্ত হয়ে আবার ওঠা-নামা শুরু করেছে আগের মতোই।

এমা গেট দিয়ে ছোট পার্কের মতো বাগানটায় ঢোকে। তারপরে পৌঁছে যায় আঙিনায়। ওর কিনারায় সার করে লাগানো লাইমগাছ। ওর লম্বা ঝুলেপড়া শাখাগুলি মৃদু বাতাসে দুলছে। খামারের শেকলবাঁধা কুকুরগুলি ডাকতে শুরু করেছে। কিন্তু এতো সব আওয়াজ-চিৎকারের পরেও কাউকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় না। ও চওড়া, খাড়া উঠে

যাওয়া সিঁড়িটা বেয়ে উঠে যায়। ওটা পৌঁছে গেছে বাঁধানো করিডোরে। আর করিডোর শেষ হতে শুরু হয়েছে কয়েকটি কক্ষ। একের পর এক। রোদোলফির ঘরটা সবার শেষে। বামে। এমা যখন ঐ ঘরের দরজার হাতলে হাত রাখল তখন আর ওর শরীরের কোনও শক্তি নেই। ওর ভয় ছিল হয়তো ও এখন নেই। অথচ এই চরম মুহূর্তে একমাত্র ও-ই ভরসা। ওর মুক্তির একমাত্র সুযোগ। আর তাই একমুহূর্ত অপেক্ষা করে। ও তার এমন্তুর্তের জরুরী প্রয়োজনের কথা মনে করে সাহস সঞ্চয় করে ঘরের ভেতরে পা দেয়। ও ফায়ারপ্লেসের সামনেই বসে। পাইপ টানছে।

"আরে তুমি, কোত্থেকে !" তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় ও।

"হ্যাঁ আমিই বটে, আমি তোমার কাছে পরামর্শ চাইতে এসেছি, রোদোলফি !

"আচ্ছা তুমি এতটুকু বদলাও নি দেখছি, আগের মতোই রয়ে গেছ, আগেই মতোই অপূর্ব।"

"হায় কপাল" তিক্ত দুঃখের সাথে এমা বলে, 'আমার যদি কোনো আকর্ষণ থেকেই থাকে আজও, তাহলে সেটা বিষাদের, আনন্দের নয়, বন্ধু, ও চেহারা বিষাদে ছেয়ে আছে কেননা, তুমি তো আর ও চেহারা ভালোবাসো না।' এ কথায় রোদোলফি তার আচরণের নানা কৈফিয়ত দিতে থাকে যার কোনও আদৌ মাথা-মুণ্ডু নেই। অসংলগ্ন যুক্তিহীন মনযোগানো কিছু তোষামোদ। কেননা, ওর চেয়ে ভালো কিছু যোগায় না রোদোলফির মুখে। তার গলা, কথা আর দেখাতেই এমা ভেসে যেতে দেয় নিজেকে। আর এভাবে রোদোলফি যা বলছে তা বিশ্বাস করার ভান করে এমা। রোদোলফি বলতে চায়, তৃতীয় একজনের সম্মান, এমনকি, জীবনরক্ষার জন্যেই তাকে সরে যেতে হয়েছিল। "অবশ্য আমি এতকষ্ট পেয়েছি", ওর দিকে দুঃখভরা দৃষ্টি ফেলে এমা বলে। আর রোদোলফিও দার্শনিক জবাব দেয় 'জীবনটাই এরকম !'

"তবে আমার যাই হোক", এমা বলে চলে, "আমাদের সম্পর্কচ্ছেদ করার পর থেকে তুমি নিশ্চয়ই ভালো আছো ?"

"আরে তুমি যা বলতে চাইছো ঠিক তা নয়, আসলে আমি ভালো, খারাবও। ঠিক কোনটা বলা যাবে না।"

"তাহলে আমরা যদি আলাদা না হয়ে যেতাম ভালো থাকতাম।"

"হয়তো তাই।"

"আসলেই কি তুমি এরকম ভাবো ?" এমা ওর কাছে সরে এসে ওকে শুধায়। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ও বলে যায় : "রোদোলফি, যদি তুমি জানতে !—আমি তোমায় কী যে ভালোবাসি ! ও রোদোলফির হাত তুলে নেয় এবং কিছুক্ষণের জন্য ঠায় বসে থাকে যেমনটি ওরা বসেছিল কৃষিমেলার সেই প্রথম দিনটিতে। রোদোলফি আবেগাক্রান্ত না হওয়ার জন্য মনে মনে নিজের বিরুদ্ধে লড়ছে বুঝতে পেরে এমা নিজেকে ওর বুকে আছড়ে পড়তে দিয়ে ওকে বলে : "তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো, ভালো থাকবো, এ তুমি কী করে আশা করলে রোদোলফি ? কেউ হারানো সুখ হারিয়ে ওটায় অভ্যস্থ হতে পারে না। ও স্বাভাবিক হতে পারে না। আমার নিরাশার শেষ ছিল না। ভেবেছিলাম, তোমাকে ছাড়া আমি মরেই যাবো, আর তুমি—তুমি তো আমাকে এড়িয়ে গেছো।" কথাগুলি মিথ্যে নয়। গত তিনবছর ধরে সে সতর্কতার সঙ্গে ওর স্বভাবজাত ভীরুতা থেকে ওকে এড়িয়ে

এসেছে। অবশ্য এটা পুরুষেরই বৈশিষ্ট্য। ওদিকে এমা, প্রণয়পীড়িত মার্জারীর মতো তার মাথা আদুরে ঢঙে নেড়ে বলে : "অন্য মহিলার সাথে তোমার ভালোবাসা আছে তাই না? আমায় সত্যি করে বলো। তুমি বললে দোষ কিছু হবে না। আমি কিছু মনে করবো না, আমি ভুলে যাবো। মনে করে নেব যে, আমায় তুমি যেভাবে আকর্ষণ করেছো, সেভাবেই তুমিই প্রলুব্ধ করেছো ওদের। তুমি এমন এক পুরুষ, তোমার আকর্ষণ এত প্রবল, শক্তিময় চুম্বকের মতো। তোমার প্রতিটি গুণ তোমাকে সব নারীর ভালোবাসার পাত্র করে তুলেছে। আমরাও আবার আমাদের প্রেমিক-প্রেমিকা হবো। এই দ্যাখো না আমি আবার হাসছি। আমি কতো সুখী এখন !—কৈ, কথা বলছো না কেন?"

এ মুহূর্তে সত্যিই ও দারুণ অপরূপ, আকর্ষণীয়া হয়ে উঠেছে। ওর চোখে মুক্তো দানা জল টলটল করছে। যেন নীল ফুলের বোঁটায় টলোমল শিশিরদল। রোদোলফি ওকে ওর দু'পায়ের মাঝে টেনে নেয়। ওর চুলে ওর হাত, আঙুল বিলি কাটে। আর হাতের পিঠের ওপর দিয়ে তখনকার পড়ন্ত বিকেলের ম্লান রোদ প্রতিফলিত হয়। ও তার মাথা নামিয়ে আছে। রোদোলফি ও ঠোঁটের আগা দিয়ে ওর চোখের পাতায় স্বেচ্ছায় চুম্বন ছোঁয়া দেয়।

"কিন্তু তুমি কাঁদো কেন? ব্যাপার কি?" রোদোলফি জানতে চায়। ও আরও প্রবলভাবে ফোঁপাতে থাকে। রোদোলফি মনে করে ওটা ওর ভালোবাসারই আরেক প্রকাশ! কিন্তু ওরপরেও ও নীরব। রোদোলফি ওটাকে তার দেহ ওকে সমর্পণের সর্বশেষ প্রস্তুতি বলে ধরে নেয়। রোদোলফি ওকে বলে, "তুমিই একমাত্র নারী আমার জীবনে যে আমার মন-প্রাণ সত্যিকারভাবেই টানে। আমি একটা নির্বোধ, একটা পশু। আমি তো তোমায় তবু ভালবাসি, বাসবো চিরকাল। কিন্তু সে যাক। এখন বলো তো কি হয়েছে তোমার !' আর এর পরেইএমা ওর হাঁটুতে মাথা গুঁজে দেয়।

"তাহলে শোনো রোদোলফি, আমি শেষ হয়ে গেছি, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমি তোমার কাছে হাজার তিনেক ফ্রাঁ ধার চাই।"

'কিন্তু—কিন্তু আমার কাছে সত্যি বলছি', তোতলায় রোদোলফি, আর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। তার গোটা চেহারায় একটা দারুণ গাম্ভীর্য নেমে আসে।

"তুমি তো জানো, রোদোলফি, আমার স্বামী তার সব টাকা উকিলের হাতে তুলে দিয়েছে। আর তারপর সে পালিয়েছে। আমরা এখন ধার করে চলছি। ওর রোগীরা ওর প্রাপ্য ফিও আর শোধ করছে না। তাছাড়া ওর বাবার যে সম্পত্তির টাকা সে পাবে সেটারও এখনও পুরো নিষ্পত্তি হয় নি। টাকাটা অবশ্য পেতে খুব বেশি দেরি হবে না আমাদের। কিন্তু এখন যেহেতু ৩০০০ ফ্রাঁ মাত্র যোগাড় করতে পারছি না, আমাদের বাড়ির সবকিছু জিনিস আজ নীলামে বিক্রি হয়ে যাবে। এটা যে কোনও মুহূর্তে ঘটবে। আর তাই চোখে আঁধার দেখে তোমার বন্ধুত্বের কথা মনে পড়তে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। যদি পারো আমাকে বাঁচাও।"

"আরে!" রোদোলফি হঠাৎ টের পায়। বিবর্ণ হয়ে ওঠে ওর চেহারা। আসলে ঐ জন্যই সে আজ এসেছে! এ খেলাটা ওর তা'হলে টাকার জন্যে! ও খুব শান্ত গলায় বলে, ডিয়ারলেডি, আমার কাছে তো এখন টাকা নেই! কথাটা সে মিথ্যে বলেনি। ওর কাছে থাকলে সে নিশ্চয়ই ওকে টাকা দিতো যদিও এধরনের কাজটা খুবই হতো অপ্রীতিকর। নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় যা সবচেয়ে ক্ষতিকর তা হলো সেখানে কোনও টাকার দাবী।

টাকা–পয়সার সাহায্যের অনুরোধ–উপরোধ ভালোবাসার স্নিগ্ধতায় এক দারুণ কুবাতাস। এমা ওর দিকে দু'এক মিনিট স্থির তাকিয়ে থাকে। তারপরে বলে—

"কী বললে, তোমার কাছে নেই! তোমার টাকা নেই। এই শেষ অবমাননাটুকু বোধ হয় ডেকে নিজের গায়ে আমার না ঢাললেই ভালো ছিল। এত বড়ো অবমাননা। এতো বড়ো লজ্জা। আসলে তুমি আমাকে কখনও ভালোবাসো নি। আমার দেহটাকে ভোগ করেছো। আর সব পুরুষদের চেয়ে কোনও অংশেই তুমি ভালো নও!" রোদোলফি ওকে এখানে বাধা দিয়ে বলে, "না, না, আমার খুবই টাকার অভাব যাচ্ছে, তাই। আমি তোমার এই দুর্দিনে কতো যে ব্যথা পেয়েছি তোমাকে বোঝাতে পারব না আমি।" এমা বলে ওঠে, হয়তো বা শেষবারের মতো জ্বলেই ওঠে "তোমার টাকা নেই! তুমি বড্ডো কষ্টে আছো, তাই না?" ওর চোখের সামনে ঘরে সাজানো রোদোলফির রূপোর বাটের বন্দুক। ও বলে, "হুঁ বটেইতো যখন কেউ খুব অভাব অনটনে থাকে তখন সে তার বন্দুকের বাটে রূপো রেখে দেয়, ধুয়ে খাবার জন্যে। কচ্ছপের খোলের দামী ঘড়ি কেনে। মীনে করা ঘোড়ার চাবুক যোগাড় করে। ঘড়ির চেনের জন্যে সোনার হার ব্যবহার করে।" বটেই তো।। ওর কি না আছে! "তোমার কি না আছে, সুন্দর বাড়ি, সাজানো–গোছানো খামার। বন। তুমি যাও শিকারে, বিলাসী বাহারে, রূপ আর রূপোর বিকিকিনি নগরী প্যারির মজা ভোগ করতে। সেখানে সময় কাটাও। বটে। এসব ছাড়া তো তোমার কীই বা আছে বলো!"

"অথচ আমি, আমি তোমার জন্য এমন কিছু ছিল না যা না দিতে পারতাম, আমার যা কিছু যথাসর্বস্ব আমি বিক্রি করে দিতাম। তোমার জন্যে!—আমি তোমার জন্যে দাসীগিরি করতাম। ভিক্ষে করতাম শুধু তোমার ঠোঁটে একটুখানি হাসি, তোমার একটুখানি চাহনি, তোমার শুধু এতটুকু বলার জন্যে ধন্যবাদ তোমাকে। আর তুমি! তুমি ওখানে বসে আছো অনড়, ঠুঁটো জগন্নাথ। অথর্ব। বসে আছো আয়েশে! আরাম চেয়ারে। আর তোমার কারণে এরমাঝে কতো যন্ত্রণা, কষ্ট আমি সয়েছি! যদি তাই না হতো, যদি তোমার কারণ না থাকতো তাহলে আজ আমার এই দুর্দশা নাও হতে পারতো। হয়তো আমার জীবন সুখীও হতে পারতো। কেন তুমি এটা করলে! তবে কি তুমি আমায় নিয়ে জুয়া খেলেছো! আর তারপরেও তুমি বলো, এই একটু আগেও বলেছো, তুমি নাকি আমাকে এখনও ভালোবাসো?—তুমি আমাকে যদি মুখের ওপর প্রত্যাখ্যান করতে সে–ও বরং ভালো ছিল। তোমার চুম্বনে আমার এই হাত এখনও রাঙা। কবোষ্ণ। এখন। এখানে। এই কার্পেটের ওপরে, তুমি উবু হয়ে অঙ্গীকার করে বলেছো, তুমি আমাকে ভালোবাসবে চিরকাল। ভেবেছি, তোমার কথা সত্যি। দীর্ঘ দু'টি বছর আমাকে মধুর থেকে মধুরতর স্বপ্নভরা দেশের মধ্যেদিয়ে নিয়ে গেছো, মনে পড়ে? মনে পড়ে, যখন দু'জনে পালিয়ে যাবার কথা ঠিক করেছিলাম? পৃথিবীর কতোদেশ, কতো পথ, কতো অজানা কাননে ঘুরবো আমরা? মনে পড়ে? তোমার চিঠির কথা মনে আছে? আমার কলিজা ওগুলি এখন কেটে টুকরো টুকরো করে। আর যখন এখন আমি সেই তোমার কাছে ফিরে এসেছি, শত লজ্জার মাথা খেয়ে, পুরনো স্মৃতি লালন করে যখন তুমি মস্ত ধনী, সুখী, কোনও বাঁধন নেই? কোনও দায় নেই? যখন আমি তোমার কাছে এমন সামান্য একটা প্রতিদান চাইতে এসেছি যা বোধকরি দুনিয়ার কেউ প্রেত্যাখ্যান করবে না, যা আমি চেয়েছি সানুনয়ে, মাথাটা নুইয়ে, ভিক্ষে করে আমার ভালোবাসার সকল নৈবেদ্য তুলে ধরে, তুমি আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে

দাও। কারণ, তোমার টাকা খরচ হবে। তিন তিন হাজার ফ্রাঁ! সোজা কথা!"

"যা বলো তাই বলো, আমার হাতে এখন সত্যিই টাকা নেই", রোদোলফি আরও ঠাণ্ডা মাথায় জবাব দেয়। এটাও করে আর সব মানুষের মতোই যারা তাদের ক্রুদ্ধ মেজাজ একটা মোড়কে ঢেকে রেখে নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বুদ্ধির আশ্রয় নেয়। এমা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মনে হয় ঘরের দেয়ালগুলি, ছাদ সব ভেঙ্গে পড়বে এমার মাথায়। এমা নেমে খামারবাড়ির আঙিনার লম্বা পথ ঝরাপাতার ওপর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে পেরিয়ে যায়। গেটে দরজাটা ঝটকায় খুলতে গিয়ে ওর একটা নখ ভাঙে। ওখান থেকে বেরিয়ে আরও একশো গজের মতো গিয়ে সে থামে। ওর দম বন্ধ হয়ে ও মাটিতে পড়ে যাবে বলে যেন ওর মনে হয়। ও যেন নিখোঁজ, হারিয়ে যাওয়া কেউ, কোনও কিছুই ওর মনে পড়ে না। দুনিয়াটা অপরিচিত। শুধু ধমনীতে চঞ্চল রক্তের স্রোত। যেন ও সত্যিই রক্তের এই কলরোলের সঙ্গীত শুনতে পায়। ঐ সঙ্গীতে যেন ভরে যায় চারপাশ। পায়ের নীচের মাটি পানির ঢেউয়ের চেয়ে পেলব মনে হয়। ওর যতো স্মৃতি, যতো ধ্যান-ধারণা, কল্পনা সবই যেন আতশবাজির এক মহোৎসবে হাজারো টুকরো হয়ে মনের আকাশ রাঙা করে একসময় মিলিয়ে ফুরিয়ে যায়। ও ওর বাবাকে, ব্যবসায়ী ল্যুরোর বন্ধকি অফিস, নিজের ঘর চোখের সামনে দেখতে পায়। ও মনে হলো ও পাগল হয়ে যাচ্ছে। ভয় পায় ও। তবে এ ঘোর সে কাটিয়ে ওঠে। কিন্তু বিভ্রান্তির রেশ বুঝি যায় না। সে যে কী দুর্বিসহ অবস্থায় আছে, সে মনে করতে পারে না। এ দুরবস্থা ডেকে এনেছে ওর মতো কামিনীর কাঞ্চনরঙ্গ। ওর কেবল ভালোবাসার নিষ্ফলতায় কষ্ট পায়।

রাতের আঁধার গাঢ় হয়ে আসছে। পাখিরা কুলার ঠিকানায় পাখা মেলে দেয়। হঠাৎ ওর মনে হয়, আকাশে যেন আগুনের বিরাট বিরাট গোলা ঝুলছে। ওরা যেন ক্রুদ্ধ বুলেটের বৃষ্টির মতো ছুটে পড়ছে। মাটির দিকে। ছড়িয়ে যাচ্ছে। গিয়ে পড়ছে গাছের ডালপালায়। ডুবে যাচ্ছে বরফের আস্তরণে। আর ঐসব গোলকের প্রতিটির মাঝে ফুটে আছে রোদোলফির মুখের আদল। গোলকগুলি সংখ্যায় অসংখ্য হয়ে উঠছে। ওরা পরস্পর কাছে আসছে ও এ-ওকে বিদ্ধ করছে। আর তারপর একসময় ওগুলি মিলিয়ে যায় ওর চোখ থেকে। সামনে, দূরে বাড়িতে সব দীপ জ্বলে উঠেছে। কুয়াশায়, আঁধারে সে আলো ঝিকমিক করছে। এখন সকল আতঙ্ক মুখ ব্যাদান করে আবার গ্রাস করে ওকে। ধড়াস ধড়াস করে ওর বুক ওঠা-নামা করে, খাঁচাটা যেন ফেটে ভেঙে বেরিয়ে যাবে। তারপর কি যেন নায়িকার অদম্য, অমিত শক্তিবলে সে পাহাড় থেকে দৌড়ে নামে সমতলে, মাঠ পার হয়।। ফুটপাথ ধরে সেই দোকানপাটের সামনের আঙিনা পেরিয়ে হোমার ফার্মেসী দোকানটার সামনে পৌঁছায়।

ওখানে কেউ নেই। ও প্রায় হোমাদের বাড়ি ঢুকতে যাবে। কিন্তু ঘণ্টা বাজায় কেউ ওখান দিয়ে আসলে দেখতে পাবে ভেবে দেয়াল ঘেঁষে চুপিচুপি নিঃশ্বাস বন্ধ করে এগিয়ে যায় রান্নাঘরের দরজা পর্যন্ত।। ওখানে দু' একটা মোমবাতি জ্বলছে। আর জাস্টিন একটা পাত্রে কি রান্না করা খাদ্য যেন নিয়ে বাইরে আসছে। 'আরে ওরা খাচ্ছে এখন, আমাকে অপেক্ষা করতে হবে।' জাস্টিন ফিরে এলে সে জানালায় আওয়াজ করে ওর দিকে ইশারা করতেই জাস্টিন বেরিয়ে আসে 'ওপরতলার রুমের চাবিটা আমায় দাও তো, শোনো।'

"কী বলছেন, আপনি?" সে ওর ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। রাতের আঁধারে

ওটা আরও ফর্সা, আরও জ্যোতির্ময়, উজ্জ্বল।। ওকে জাস্টিনের কাছে দারুণ রূপবতী, সুন্দরী মনে হয়। একটা ছায়ার মত রাজসিক মনে হয়। মাদাম ঠিক কী চাচ্ছে সেটা সে বুঝতে পারে না। তবে ভয়ঙ্কর কিছুর একটা অশুভ ইঙ্গিত পায়। তবে এমা দ্রুত অথচ শান্ত গলায় অনুনয় করে জাস্টিনকে বলে—

"চাবিটা আমায় দাও। ওটা আমার দরকার।"

ওরা পাতলা পার্টিশনের ওপার থেকে হোমাদের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। ডাইনিং টেবিলে ছুরি-কাঁটাচামচের টুংটাং শব্দ। এমা ওর কাছে মিথ্যে বলে যে, ওর বাড়িতে নেংটি ইঁদুরে বড় জ্বালাচ্ছে। ঘুম হারাম করে দিয়েছে। তাই—

"কিন্তু মঁসিয়ে হোমাকে না বলে তো আমি ওটা করতে পারব না", ও বলে।

"আরে এটার জন্যে ওঁকে বিরক্ত করার দরকার কি!" এমা ওকে বোঝায়। আমিই বরং ওকে বলব'খন। তুমি আমাকে একটু আলো হাতে পথ দেখাও তো।" ওরা ওই ঘরের করিডোর দিয়ে ঘরটায় দরজায় গিয়ে পৌঁছায়।

"জাস্টিন, অ্যাই জাস্টিন ব্যাটা, কেমিষ্ট হেঁকে ওঠে এই সময়। মঁসিয়ে হোমা অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

"সিঁড়ি দিয়ে ওপরে এসো" এমা বলে। জাস্টিন এমার পেছনে যায়।

দরজার তালায় চাবিটা দিয়ে এমা ঘর খোলে। এমা এখন সরাসরি ঘরের দ্বিতীয় শেলফটায় চলে যায় (ওর স্মৃতিশক্তি এখনও চমৎকার কাজ করছে)। গিয়েই সে নীল শিশিটা হাতে নিয়ে ছিপি খুলে ওতে আঙুল চালিয়ে ভেতর থেকে বেশ কিছু পরিমাণ সাদা গুঁড়োর মতো পদার্থ বের করে এনে গিলে ফেলে।

"থামুন" ওকে জাস্টিন ধরে ফেলে আর চিৎকার করে।

"চুপ থাকো!" এমা জবাব দেয় 'নইলে কেউ এসে পড়বে।' জাস্টিন বুঝতে পারছে না ও কী করবে। ও কাউকে সাহায্যের জন্য ডাকতে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কিন্তু এমা এই বলে মানা করে, এখন এভাবে কেউ দেখে ফেললে দোষটা ওর মণিবের ঘড়ে পড়বে।

তারপর এমা নিজের বাড়ি চলে যায়। হঠাৎ করে ও যেন হৃদয়ে শান্তি পায়। খুব শুচিশুদ্ধ মনে হয় ওর নিজেকে। যেন মনে হয় ওর এই একটা কর্তব্যই করার ছিল। সেটা সে করেছে।

॥৮॥

চার্লস বাড়ি ফিরে যখন জানতে পেল, বাড়িতে জিনিসপত্রের নীলাম চলছে সে হতভম্ব হয়ে গেল। আর এ ঘটনার কিছু আগে এমাও বাড়ি ছেড়ে যেন কোথায় চলে গেছে। চার্লস গলা ছেড়ে কাঁদে, প্রায় সংজ্ঞা লোপ পায়। কিন্তু এমা আর ফেরে না। কোথায় যেতে পারে সে? সে ফিলিসিতিকে চেনা যতগুলি বাড়ি ও জায়গা মনে করতে পারে সব জায়গায় ওকে খুঁজতে পাঠায়। আর যখনই তার মনের যন্ত্রণা মুহূর্তের জন্য কমে আসে তখনই সে বুঝতে পারে তার প্রতিষ্ঠা-যশ, অর্থ, এমনকি, বার্থার ভবিষ্যৎ সব শেষ হয়ে গেছে। কেমন করে? কেন? কোনও জবাব নেই। ও থাকতে না পেরে রুয়েঁতে যায় এমাকে খুঁজতে। সেখানেও ব্যর্থ-ক্লান্ত হয়ে রাতে ঘরে ফিরে এসে দেখে এমা বাড়িতেই আছে।

'কি ব্যাপার, কীসব হয়ে গেল, বলোতো?' চার্লস জানতে চায় এমার কাছে।

এমা টেবিলে বসে চিঠি লিখছিল। সেটা লিখে আস্তে আস্তে ওটা আঠা দিয়ে বন্ধ করে। ওতে তারিখ ও সময় লিখে দেয়।

"তুমি আগামীকাল এটা পড়বে। কিন্তু তার আগে তোমার দোহাই, আমাকে একটি প্রশ্নও করবে না, না, একটিও না।"

"কিন্তু—" 'না, না, সরো, আমাকে একা থাকতে দাও।" এমা ওর গোটা শরীরটা সোজা করে শুয়ে পড়ে। ওর বিছানায় ওর মুখে একটা কটু স্বাদের কারণে জেগেও ওঠে। কিন্তু চার্লসকে চোখে পড়তেই ও আবার চোখ বন্ধ করে ফেলে। ও নিজে অদ্ভুতভাবে পরীক্ষা-যাচাই করে দেখার চেষ্টা করে। বুঝতে চেষ্টা করে কোনও ব্যথা-যন্ত্রণা তার হচ্ছে কি না। কিন্তু ঐ সময় পর্যন্ত তেমন কিছুই বোঝা গেল না। ওর কানে ঘড়ি টিকটিক করে। ফায়ারপ্লেসের আগুনে কাঠ ফটফট করার আওয়াজ ও পায়, এমনকি চার্লসের ধীর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দও ওর কানে পৌঁছায়।

"যাইহোক মরণ তাহলে তেমন ভয়ঙ্কর নয়", এমার মনে হয়, "আমি ঘুমিয়ে পড়বো আর সবকিছুই অবসান হবে।" ও মুখ ভরে পানি খায়। কিন্তু মুখে ওর কেমন যেন ভয়ানক কালির স্বাদ লেগেই রয়েছে। ওহ পিপাসা পেয়েছে! দারুণ পিপাসা! বিড়বিড় করে এমা।

"কী হলো, এমা', ওকে একগ্লাস পানি এগিয়ে দিয়ে চার্লস শুধায়।

"কিছু না—জানালাটা খুলে দাও"—আমি শ্বাস নিতে পারছি না, দম আমার বন্ধ হয়ে আসছে।" 'আর ওরপর সে এত প্রচণ্ড অসুস্থ হয়ে পড়ে যে ও আর বালিশের নীচ থেকে ওর রুমালটা বের করার সময় পায় না। বমিহয়। ধরো এটা ও বলে, 'দুরে ছুঁড়ে ফেলে দাও।' এমা চার্লসের কোনও প্রশ্নের জবাব দেয় না। নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকে। তবে ও বুঝতে পারে, ওর পায়ের তলা থেকে ঠাণ্ডা এক শিরিশিরে অনুভূতি ওর বুক পর্যন্ত উঠে আসছে।

'উহ, ওটার কাজ তাহলে এখন শুরু হয়েছে", বিড়বিড় করে বলে মাদাম বোভারী।

"কি বলছো, বলোতো তুমি? এমা যেন দারুণ যন্ত্রণা নিয়ে মাথাটা নাড়ায় আর বারবার চোয়াল খুলতে থাকে। যেন মনে হয় ওর জিভে ভারী কিছু আটকে গেছে। আসলে আক্ষেপ ওটা। রাত আটটার দিকে, ওর আবার বমি শুরু হয়। চার্লস বেসিনের নীচে চীনামাটির গায়ে একধরনের সাদা তলানি পড়েছে লক্ষ্য করে।

"ব্যাপারটাতো খুবই অস্বাভাবিক। এরকম তো হতেই পারে না"। চার্লস বারংবার কথাটা বলতে থাকে। এমা কিন্তু এরমধ্যেই জোর গলায় বলে—"

"আরে তুমি মস্তো ভুল করছো।"

তারপর চার্লস অত্যন্ত নরম হাতে অনেকটা আদর করার মতো করে এমার পেটের ওপর হাত বোলায়। এমা একটা জান্তব পৈশাচিক চিৎকার করে ওঠে। আর চার্লস তাতে ভয় পেয়ে হাতটা সরিয়ে নেয়। এরমধ্যে এমা গোঙাতে শুরু করেছে। প্রথমে আক্ষেপ। আর তারপর একটা প্রচণ্ড শিহরণ বয়ে যায় তার কাঁধের ওপর দিয়ে। তারপর চেহারা রক্তশূন্য, সাদা হয়ে ওঠে। ওর নাড়ির গতি আদৌ ঠিক নেই। ভালো করে বোঝাও যায় না। ওর গোটা মুখমণ্ডল থেকে বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে পড়ে। ঘামের রঙ নীল। দাঁত ওর ঠক ঠক করে। ওর বিস্ফারিত চোখ দুটি যেন ওর নিজেকেই কুয়াশাচ্ছন্নভাবে দেখছে। সব জিজ্ঞাসার উত্তর দেয় ও সামান্য মাথা নেড়ে। হেসেও ওঠে দু'তিন বার। চিৎকার করে,

"ঈশ্বর, এতো ভয়ঙ্কর !" চার্লস বিছানার পাশে বসে থাকে আকুল হয়ে।

'কী খেয়েছো, কসম আমার, তুমি আমায় বলো?", এমা ওর দিকে এত কোমল চোখে তাকায়। কখনও এতো কোমল করে এমা আর ওর দিকে চেয়েছে বলে মনে হয় না। চার্লস অন্ততঃ দেখে নি।

"ঐ যে, ওখানে" ভাঙা গলায় এমা বলে। চার্লস ছুটে যায় টেবিলে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে পড়ে। "কাউকে দোষ দিই না।" চার্লস হঠাৎ পাথর হয়ে যায়। 'বাঁচাও। বাঁচাও'—আর একটি মাত্র কথাই বলতে পারে চার্লস। ও বিষ খেয়েছে, বিষ ! ফিলিসিতি হোমাদের বাসায় ছুটে যায়। হোমারা কথাটা বাজারের আঙিনায় চিল্লিয়ে জানিয়ে দেয়। মাদাম লাঁফ্রাঁসোয়াও তাঁর হোটেল থেকে ভয়ানক কথাটা শুনতে পান। গোটা লোকালয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। লোকজন সারারাত জেগে থাকে।

চার্লস দিশেহারা। সারাটা ঘরময় ছুটে বেড়ায়। হোঁচট খায়। আসবাবপত্রের ওপর পড়ে। চুল ছেঁড়ে নিজের।। মঁসিয়ে হোমা দেখে বিশ্বাস করতে পারেন না, এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য হতে পারে। এস্ত-ব্যস্তে হোমা বাড়ি ফিরে মঁসিয়ে চানিভে ও ডাঃ লারিভিয়েরকে আসার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখে পাঠায়। কিন্তু ওটা লিখতে গিয়ে সে কয়েক ডজনবার ভুল করে। চার্লস নিজে মেডিক্যাল ডিকশনারীর পাতা ওল্টায়। কিন্তু কিছুই দেখতে পায় না। কেবল পাতার লেখাগুলি, হরফগুলি ওর চোখের সামনে উদ্দাম নৃত্যে মাতে।

চার্লস এমার বিছানার কাছে ফিরে আসে। মেঝেয় বসে পড়ে। ওর মাথাটা এমার বিছানার একটি প্রান্ত ছুঁয়ে আছে। ও কাঁদছে।

"তুমি কেঁদো না, আমার জন্যে" এমা বলে, 'আর বেশিক্ষণ আমি তোমায় জ্বালাবো না।

"কেন, কী জন্যে একাজ করলে, কেন এমন সর্বনাশ হলো?"

"উপায় ছিল না, প্রিয়, করতেই হয়েছে।"

"তুমি কি সুখী ছিলে না? আমি কি দোষী? আমার তো যা সম্ভব সবই তো করেছি তোমার জন্যে !"

"ঠিক, সত্যি কথাই বলেছো তুমি—তুমি খু-উ-ব ভালো !"

এমা ওর হাতখানি ধীরে চার্লসের চুলে দিয়ে বিলি কাটে। আর এতে দুঃখ শুধু বাড়ে চার্লসের। তার গোটাজীবন ভেঙে পড়ে এমাকে অনিবার্যভাবেই হারাতে চলেছে এই চিন্তায়। বিশেষ করে, এই মুহূর্তে যখন ও ওকে সত্যি করেই ভালবাসতে শুরু করেছে। মুখ ফুটে বলেছে। কারও জন্য এখন কোনও বিদ্বেষ নেই এমার। কেবল ওর প্রাণভোমরাটা হৃৎপিণ্ডের কোটরে এখন শোকে অনেকটা ফোঁপানোর মতো ক্ষীণ আওয়াজ করে চলেছে নিয়মিতভাবে শান্ত, অস্পষ্ট, দূরাগত সঙ্গীতধ্বনির মতো।

'মেয়েটাকে আমার কাছে নিয়ে এসো', এমা ওর কনুই ভর করে কিছুটা ওঠার চেষ্টা করে।

'এখনও ব্যথা-যন্ত্রণা হচ্ছে কি?'

'না-না।'

নার্স রোলেতের কোলে বার্থা আসে। নাইটগাউন পরা। চোখে ঘুম জড়িয়ে আছে তখনও। মেয়েটা অবাক চোখে ঘরের চারদিকে তাকায়। ঘরটা অবিন্যস্ত। এলোমেলো হয়ে আছে। চোখে মোমের আলো পড়তেই বার্থার চোখ পিটপিট করে। জিজ্ঞেস করে, মা

কোথায়। তারপর মাকে যখন দেখতে পায়, সে বলে—

"আম্মু তোমার চোখটা এতো বড় হয়ে গেছে! কী সাদা তুমি, মুখটা ভিজে গেছে।" এমা ওর দিকে চাইতেই বার্থা ভয় পায়। এমা ওর হাত নিজে হাতে তুলে নিতে চাইলে ও ভয়ে নিজ হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে।

"ওকে নিয়ে যাও" চার্লস বলে। ও ঘরের কোণে কাঁদছিল। কিছুক্ষণের জন্য এমার শরীরে বিষক্রিয়ার লক্ষণ উবে যায়। খিচুনি, আক্ষেপও মনে হয় অনেক কমেছে। যখনই ও কথা বলে, শ্বাস নেয় একটু শান্তভাবে, চার্লসের আশা জাগে। আর অবশেষে যখন ডাঃ চানিভে এসে পৌছান। কান্নায় ভেঙে পড়ে চার্লস ডাক্তারের হাতে।

"আরে ডাক্তার যে, ধন্যবাদ। আপনি তো একজন সজ্জন লোক। রোগী তো দেখা যায় ভালোই আছে। ঐ দেখুন না।" চানিভের সহযোগীরা অবশ্য তাঁর এইমতের সাথে মোটেও একমত নন। রোগীর বমি করানোর ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়।। কিন্তু ঠিক এর পরপরই এমার রক্তবমি হতে শুরু করে। ঠোঁট এঁটে আসে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আক্ষেপ শুরু হয়। সারাটা শরীর বাদামী ছোপে ভরে যায়। বেহালার ছড় ছিঁড়ে যাবার ঠিক আগের মুহুর্তের দশা হয় ওর নাড়ির। এমা আর কোনও ওষুধ খাবে না। চার্লস তবু খাওয়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে। গভীর শ্বাস নেমে যায় ওর গলা থেকে। এবার ডাঃ চানিভে অস্বস্তিবোধ বোধ করতে থাকেন। তাঁর আগের সেই শান্তভাবটা আর নেই। এরিমধ্যে ওদের সকলের কানে একটা ঘোড়ারগাড়ির আওয়াজ যায় ডাঃ লারিভিয়ের এসে গেছেন।

এই মুহূর্তে স্বয়ং ঈশ্বর যদি ওখানে এসে দাঁড়াতেন তাহলেও বোধ হয় অত কোলাহল পড়ে যেতো না। বোভারী ল্যারিভিয়েরকে দেখে ওর হাত তোলে। ডাঃ চানিভে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, থেমে গেলেন। ডাঃ লারিভিয়ের এমার লাশের মতো মুখটায় চেয়ে থাকলেন। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে এমা। বিছানায়। মুখটা হাঁ করে খোলা। লারিভিয়ের মনে মনে বললেন, ঠিক, ঠিক। তারপর তিনি চানিভেকে নিয়ে একা পাশের ঘরে গেলেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা চার্লসও তাদের সাথে গেল।

"দারুণ অসুস্থ ও। মাষ্টার্ড প্লাষ্টার বা পুলটিশ করলে কেমন হয়? ডাক্তার সাহেব, বের করুন, উপায় কিছু একটা বের করুন। আপনারা তো অনেক জীবনই বাঁচিয়েছেন।" ডাঃ লারিভিয়ের ওর দিকে কিছুক্ষণ করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন, বললেন—

"চেষ্টা করুন, আর সাহস রাখুন, বন্ধু। আমি সত্যিই দুঃখিত। এখন আর কিছুই করার নেই।" তিনি চলে যাবার উদ্দেশে পা বাড়ালেন।

"আমি সোজা ফিরবো", আর তারপর তিনি চানিভেকে নিয়ে বাইরে গেলেন। যেন তিনি ওকে কিছু নির্দেশ দেবেন। চানিভেরও ওখানে আর দাঁড়াবার ইচ্ছে নেই। কারণ তিনি থাকা অবস্থায় রোগীর মারা গেলে সেটা তাঁর হাতযশের জন্যে ক্ষতির কারণ বৈকি!

দোকানপাটের আঙিনায় কেমিষ্ট হোমা ঠিক সময়েই ডাক্তারদের সাথে দেখা করে। কেননা, বিখ্যাত ব্যক্তিদের প্রতি ওর দুর্বলতা চিরকালের। আর তাই সে ডাঃ লারিভিয়েরকে তার মতো একজন গরীবের বাড়িতে সামান্য প্রাতঃরাশ গ্রহণ করে তাকে

গৌরবান্বিত করার বিনীত অনুরোধ জানায়। ওঁরা একটু ইতস্ততঃ করে অবশ্য মঁসিয়ে হোমার বাড়িতে গিয়ে আসন গ্রহণ করেন। অল্প কথাবার্তা শুরু হয় তাঁদের মধ্যে। এমার বিষ খাওয়া নিয়ে। মঁসিয়ে হোমা বলে, 'কিভাবে মাদাম বোভারী আর্সেনিক যোগাড় করলেন, তা এখনও আমার কাছে পরিস্কার নয়।' আর ঠিক ঐ মুহূর্তে জাস্টিন ওদের নাস্তার জন্য বেশ কিছু খালি প্লেট নিয়ে আসছিল, সে ভয়ানকভাবে কাঁপতে শুরু করে দিল। 'কি হল তোমার?' "কেমিষ্ট ওকে জিজ্ঞেস করে। আর এটা শুনেই তার হাত থেকে প্রচণ্ড শব্দে প্লেটগুলি মেঝেয় পড়ে ভেঙে গেল।

ডাঃ লারিভিয়ের কেমিষ্ট হোমাকে বললেন, "আপনার তো উচিত ছিল রোগীর গলায় হাত দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে ওর বমি করানোর চেষ্টা করা।" ওদিকে মঁসিয়ে চানিভে চুপচাপ। কথা নেই। কেননা, ডাঃ লারিভিয়ের এই একটু আগেই রোগীকে তার বমনকারক ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেবার জন্যে দারুণ তিরস্কার করেছেন। আর তাই সেই কুশ–পা কেটে ফেলার দিন এই বীর ডাক্তার চানিভে যে যে মহাবাহাদুরী ফলিয়েছিলেন তিনি এখন ভ্যাদামাছটি হয়ে চুপ মেরে রইলেন। মাথা নেড়ে, সাড়া দিয়ে হ্যাঁ, জি হ্যাঁ করে গেলেন শুধু। ওরা কয়েকজনের শারীরিক অবস্থা দেখার অনুরোধ সত্ত্বেও একসময় রওনা হয়ে গেলেন। এতে লোকজন তাদের প্রতি একটু বিরক্তই হল। কিন্তু ইতিমধ্যে যাজক বুর্ণিজিয়েঁ ঐসময় সেখানে এসে পড়ায় প্রসঙ্গ বদলে গেল। উনি তখন পবিত্র তেলের পাত্র হাতে সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। হোমা যাজকদের দেখতে পারেন না, সেটা বলাই বাহুল্য। তার কাছে মনে হয়, শকুনরা যেমন পশু মরলে কেমন করে খোঁজ পেয়ে যায়, এই যাজকেরাও তেমনি করে লাশের গন্ধ পায়। আর ঠিক সময়টিতে ওরা হাজির হয় সেখানে। তবু মঁসিয়ে বুর্ণিজিয়েঁর জন্য লাশের ধর্মীয় সুব্যবস্থা একটা মিশন। তিনি তা থেকে পিছপা হতে পারেন না। তিনি চানিভের সঙ্গে মঁসিয়ে বোভারীর বাড়ি চললেন।

কক্ষে গিয়ে ওঁরা দেখলেন পুরো ঘরটায় শোকের পরিবেশ। সন্তপ্ত, গাম্ভীর্যময়। টেবিল সাদা কাপড়ে ঢাকা। লম্বা দু'টি মোমবাতি জ্বলছে। আর তার মাঝখানে একটা বড় পবিত্র ক্রুশ দাঁড় করানো রয়েছে। এমা শুয়ে আছে। ওর চিবুক নুয়ে পড়েছে বুকে। চোখ শূন্য দৃষ্টি মেলে আছে। হাত দুটি খামচে আছে চাদরে। মূর্তির মতো বিবর্ণ, ফ্যাকাশে। চোখ এখন জ্বলন্ত কয়লার মতো ঠিকরে আছে। চার্লস এখন আর কাঁদছে না। ও এমার পায়ের কাছে ও মুখ বরাবর দাঁড়িয়ে। আর যাজক নতজানু হয়ে তাঁর প্রার্থনা পাঠ করে চলেছেন।

এমা ধীরে মাথা নাড়ায়। হঠাৎ ওর চোখ দু'টি ওর নীল স্কার্ফের ওপর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এক যেন আনন্দানুভূতির আলোয় ভরে যায় ওর মুখ। এক অদ্ভুত শান্তি নেমে আসে ওর গোটা চেহারায়। ও যেন, আসন্ন পরলোকের গরীয়ান মহিমান্বিত সমুজ্জ্বল দৃশ্যটা দেখতে পায়। যাজকের প্রার্থনা শেষ। তিনি তার ক্রুশ তুলে নেন হাতে। এখন এমাকে মনে হয় দারুণ তৃষ্ণার্ত। ও তার গলা বাড়িয়ে তাঁর ঠোঁট আঠার মতে লাগিয়ে রাখে মানুষরূপী ঈশ্বরতুল্য যাজকের গায়ে। জীবনে এমা বুঝি আর কোনওদিন এমন আবেগঘন চুম্বন করে নি। যাজক পবিত্র ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করতে থাকেন। লাগিয়ে দিতে থাকেন মৃত্যুপথযাত্রী এমার গায়ে, মুখমণ্ডলে পবিত্র মলম। এইসব অঙ্গই একদিন

আবেগ–উত্তেজনার জীবধর্মে পার্থিব ভোগে চরম উল্লসিত, পুলকিত হয়েছে। বিজয়িনী হয়েছে। কামনার পরিতৃপ্তি ঘটেছে তাৎক্ষণিক। ঐ ধর্মীয় পবিত্র উপাদানটি লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে সেইসব জায়গায় যে অঙ্গগুলি মর্মর সমীরণে, ভালোবাসা–মদির সুগন্ধিতে উজ্জীবিত হয়েছে, যে অঙ্গ একদিন ভালোবাসার পেলব ছোঁয়ায় সুখানভুতিতে ভরিয়ে দিয়েছে ভালোবাসার পাত্রকে।

এমার গায়ের স্বাভাবিক রঙ এখন অনেকটা ফিরে এসেছে। ওর চেহারা এখন শুচিস্নিগ্ধ, নিষ্কলুষ। যেন স্বর্গের বাণীর স্নানে পুতঃপবিত্র হয়ে উঠেছে আবার। যাজক অবশ্য এদিকটির প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করতে ভুল করেন না। এমনকি, সে বোভারীকে এই বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে যে, প্রভু অনেক সময় জীবনের আয়ু কিছু বাড়িয়ে দেন যখন তিনি মনে করেন এতে তার আত্মার মুক্তি কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। চার্লসের এমনটি মনে পড়ে। ওর আরেকবার গুরুতর অসুখ হয়। তখন পবিত্রগ্রন্থ পাঠে তার ঠিক এরকমই পরিবর্তন হয়েছিল। আসলেই এমা চারদিকে তাকায়, ধীরে। আর তারপর বেশ জোর গলায় আয়নাটা তার কাছে দিতে বলে। আয়নায় বেশ কিছুক্ষণ ও তার নিজমুখ দেখতে থাকে। ওর সঞ্চরণশীল চোখের পুতুল অনেকটা আলোর গোলকের মতো নিষ্প্রভ, নিস্তেজ হয়ে আসতে শুরু করে। এখন মনে হয় সে আর বেঁচে নেই। কিন্তু হঠাৎ প্রচণ্ড শ্বাস পড়তে থাকে। যেন ঘুর্ণিঝড় রুদ্ধরোষে প্রচণ্ড ঝাপটা হেনে চলেছে কোথাও। বুকটা লাফাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আত্মা ওই খাঁচার বন্ধন থেকে আশুমুক্তির আকুলতায় প্রচণ্ড আন্দোলিত হচ্ছে। ফিলিসিতি আনত হয়ে আছে পবিত্র ক্রুশের সামনে। যাজক বুর্নিজিয়ে আবার তাঁর প্রার্থনা শুরু করেছেন। ওঁর মাথাটা এমার বিছানার দিকে নত। ওর কালো লম্বা আলখেল্লা পেছনে মেঝেয় গড়াগড়ি। চার্লস হাত বাড়িয়ে আছে এমার পানে। ওর হাতটা নিজ হাতে তুলে নিয়েছে। ওর প্রতিটি হৃৎস্পন্দনের সাথে সাথে ও–ও কাঁপছে। এমার মৃত্যু যন্ত্রণা বাড়ার সাথে সাথে যাজকের প্রার্থনার স্বরও চড়ে যায়। বোভারীর দমিত কান্না চাপা পড়ে ওই পাঠের শব্দে।

আচম্বিতে ঠিক এই সময় বাইরের ফুটপাতে লাঠির শব্দে ঠুকঠুক করে কে এগিয়ে যায়। প্রচণ্ড গলায় গান ভেসে আসে :

“গরমের দিন এলো, আকাশজোড়া আলো
কুমারীর মন স্বপ্ন দেখে, প্রিয় যে কতোভালো।”

এমার কানে ওটা যেতেই সে একেবারে সোজা খাড়া হয়ে বসে। যেন লাশ হঠাৎ জীবন্ত খাড়া হয়ে উঠেছে। ওর চোখে কাঁচের স্বচ্ছ জ্বল জ্বলে স্থির দৃষ্টি। আতঙ্কিত।

“যতনে এখন কুড়িয়ে নেওয়া
ফেলে গেছে যা চাষী
আমার রাণী মাটিতে যায়
সোনা ফলানো হাসি !”

‘সেই কানাটা’, ও চিৎকার করে প্রায় অট্টহাসিতে পাগলের মতো ফেটে পড়ে। ওর মনে হয়, ও এখনও তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে সেই বীভৎস চেহারার লোকটাকে। শত

নিদারুণ, ভয়ঙ্কর বীভৎসতায় ওর আত্মা জীবনের চিরায়ত দ্বারের প্রান্তে পৌঁছেও যেন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে :

"নুয়ে চলেছে, রানী আমার, বাউল বাতাস ধায়
আদুল গায়ে, হা ঈশ্বর, এ ছবি কী দেখা যায়!"

বিছানার ওপর এমা পড়ে যায়। দেহে কিছুটা আক্ষেপ। তারপর সব কিছু নিথর হয়ে যায়।

এমা চলে গেছে।

॥ ৯ ॥

মৃত্যুর ঘটনার পর সবসময়েই একধরনের একটা হতবুদ্ধি অবস্থা দেখা দেয়। কী ঘটে গেল তা প্রথমে মাথায় আসে না, বিশ্বাস হতে চায় না। কিন্তু চার্লস যখন দেখলো এমা স্থির হয়ে গেছে, ওর দেহে আর কোনও নড়াচড়া নেই, ও ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর বুকের ওপর। কাঁদতে কাঁদতে বিদায় জানায়।

চানিভে ও হোমা ওকে ধরে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসে। আর শান্ত হওয়ার জন্যে অনুনয় করে।

'ঠিক' বলে চার্লস ওদের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। "কিছু করবো না আর। শুধু আমাকে ওকে দেখতে দিন।" আবার ও কাঁদতে শুরু করে। "কাঁদুন, যতোটা পারুন, কাঁদুন", হোমা বলে। বিদগ্ধ মন্তব্য ওর। 'প্রকৃতির কাজ হতে থাক। এতে বুকটা আপনার হাল্কা হবে।' চার্লস এখন একটা শিশুর মতো দুর্বল। ও নীচতলার ঘরটায় নেমে যায়। মঁসিয়ে হোমা নিজের বাড়ি ফেরে।

ওকে দুটো চিঠি লিখতে হবে। একটা বোভারীর শ্বশুরের কাছে। আরেকটা ওর মায়ের কাছে। এটা লিখতে হবে, আসলে এমার বিষ খাওয়ার নেপথ্য–কাহিনীটাকে চাপা দিতে। আর তারপর ঐ চিঠির সূত্র ধরে 'বুয়েঁ বিকনে'–এ একটা রিপোর্ট অনুরূপভাবে পাঠিয়ে দেবে সে। অন্যকোনও লোকের পক্ষেই তাহলে আর আসল খবর পাওয়া সম্ভব হবে না। কেননা, সে ইতিমধ্যেই গোটা লোকালয়ে প্রচার করে দিয়েছে যে, মাদাম বোভারী ভ্যানিলা সুগন্ধি দিয়ে শরবৎ বানাতে গিয়ে চিনি মনে করে তাতে আর্সেনিক মিশিয়েছিল। আর তাতেই—।

এরপর সে বোভারীর বাড়িতে ফিরে যায়। বোভারী তখন একেবারেই একা। মঁসিয়ে চানিভে একটু আগে গেছেন। 'এখন তাহলে', বলে কেমিষ্ট, 'অনুষ্ঠানের আয়োজন আপনাকে করে ফেলতে হয়।'

"কি বলছেন আপনি? কিসের অনুষ্ঠান?"

হোমা মিইয়ে যায়। এনিয়ে আর কথা বাড়ায় না। তবে যাজকের কথায় অবশেষে চার্লস এমার ব্যাপারে মনস্থির করে। সে বলে :

"আমার ইচ্ছা ওর বিয়ের পোশাকে ওকে কফিনে শোয়াতে হবে। ও পরে থাকবে সাদা জুতো। মালা থাকবে গলায়। ওর চুল ওর দু' কাঁধে খোলা অবস্থায় থাকবে। কফিন হবে তিনটে। একটা ওক কাঠের। একটা মেহগিনির আর একটা শীশের। লোকে আমার সাথে এ নিয়ে কথা বলুক, আমি চাই না। একটা বড়ো সবুজ ভেলভেটে কফিন

ঢাকা থাকবে। এটা আমার ইচ্ছে। আশা করি আপনারা একটু দেখবেন যাতে আমার ইচ্ছেগুলি পুরন হয়।"

ভদ্রলোকেরা বোভারীর এইসব রোমান্টিক ভাবসাবে রীতিমতো অবাক হয়। হোমা ওকে এনিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করামাত্র সে গর্জন করে ওঠে। "আপনার এতে কি? আপনি ওকে ভালোবাসতেন? বেরিয়ে যান আমার সামনে থেকে!" যাজক ওকে শান্ত করতে বাগানে নিয়ে যায়। তখন গুঁড়ি গুঁড়ি কুয়াশাবৃষ্টি হচ্ছে। চার্লসের বুক উদোম। খোলা। ও কাঁপতে শুরু করে। একসময় সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। ওখানে ও বসে থাকে। বিকেল ছ'টা এখন। ল্যাজঝোলা ফিরলো রুয়েঁ থেকে। ও জানালা দিয়ে দেখতে পায় একের পর এক যাত্রী নামছে। ফিলিসিতি ওকে ড্রয়িং রুমে একটা বিছানা পেতে দেয়। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে চার্লস ঘুমিয়ে পড়ে।

হোমা চার্লসের ব্যবহারের কোনও ক্ষোভ প্রকাশ না করে রাতে আবার ফিরে আসে। লাশের কাছে থাকার জন্যে। যাজকও আসেন। দু'টি বড় আকারের মোমবাতি লাশের শিয়রে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সব কিছু চুপচাপ। কিন্তু এটা সহ্য না হওয়ায় হোমা কথা শুরু করে। অসুখী এমাকে নিয়ে কিছু দুঃখ প্রকাশমূলক কথা বলে। যাজক তাঁকে জানান, এখন আর ওর জন্য প্রার্থনা ছাড়া কিছুই করার নেই। চার্লস এসময় এসে ঘরে ঢোকে। এমার শয্যার কাছে গিয়ে আস্তে পর্দাটা টেনে সরায়। গীর্জার পেটাঘড়িতে ঐ সময় ঢং ঢং করে দু'টো বাজে। বাড়ির বাগানের দেয়ালের গা ঘেঁষে বয়ে যাওয়া নদীটার মৃদু কুলুকুলু শব্দ এখন পরিস্কার শোনা যায়। মঁসিয়ে বুর্নিজিয়েঁর নাকটা কখনও জোরে ডেকে ওঠে। হোমা তার আনা খাতায় কীসব খসখস লিখে চলেছে। ওরা এবার চার্লসকে একটু বিশ্রাম নিতে বলে। চার্লস ঘর ছেড়ে যেতেই অবশ্য ওদের দুজনের মধ্যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের কুতর্ক আবার শুরু হয়। কিছু সময় যেতেই চার্লস আবার ওখানে ফিরে আসে। ও নীচের ঘরটায় থাকতে পারছে না।

ও এমার দেহের সামনে আসে। ওকে আরও ভালো করে দেখার জন্যে। তারপর আকাশ-পাতাল ভাবনায় ওখানেই ধ্যানমগ্ন দাঁড়িয়ে থাকে সে। গভীর বেদনা তাকে ঘিরে ধরেছে। ওর চোখে নানা অলৌকিক ঘটনার কাহিনী ভাসে। ও নিজের মনে মনে বলে, ও হয়তো এমাকে আবার বাঁচিয়ে তুলতে পারবে। আর এই ভাবনার ঘোরে এসে একেকবার আস্তে ডেকেও ওঠে : এমা! এমা!

বৃদ্ধা বোভারী সিনিয়র ভোরে এসে পৌঁছুলে চার্লস মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে। তবে ওর মাও ওকে ঐ কেমিষ্টের মতোই এমাকে সমাহিত করার আয়োজনে এত ব্যয় না করার পরামর্শ দিতে চেষ্টা করে। চার্লস এতে এত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মা বেচারী আর কোনও কথা বলে না। সে মাকে তৎক্ষণাৎ রুয়েঁ গিয়ে সবকিছু কিনে নিয়ে আসতে বলে।

চার্লস বিকেলটা একা কাটায়। বার্থাকে মাদাম হোমা নিয়ে গেছেন। ফিলিসিতি ওপরে মাদাম লাফ্রাঁসোয়ার সাথে এমার ঘরে আছে।

সন্ধ্যায় লোকজন আসে। শোক প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতা সারতে। ওরা আসে। চার্লস উঠে ওদের সঙ্গে করমর্দন করে। বসতে বলে। ওরা কিছুক্ষণ বসেও। একঘেয়ে সময় কাটে

না। তবু এটা একটা আনুষ্ঠানিকতা। বসে থাকার একটা জোর করা প্রতিযোগিতাই বটে এটা। ওরা কেউ ওপরে লাশ দেখতে যায় না। রাত একটা বেজেছে তখন। ওপরের ঘরে, ফিলিসিতি, মাদাম লা ফ্রাঁসোয়া ও মাদাম বোভারী এমাকে শেষবারের মতো সাজিয়ে দেবার কাজ সারছেন।

'ফিলিসিতি এক সময় চিৎকার করে ওর মিস্ট্রেসের জন্যে আকুল দুঃখ প্রকাশ করে। কাঁদে। আর মাদার লাঁফ্রাসোয়া বলে ওঠেন, 'দ্যাখো, তাকিয়ে দ্যাখো, এখনও ওকে কি সুন্দর ডার্লিং দেখাচ্ছে। ও তো মনে হচ্ছে, এখুনি উঠে সিঁড়ি দিয়ে নামবে।" তারপর এমার দেহটাকে তুলে ধরে ওরা ওর গলায় মালা পরিয়ে দেয়।

রাত গাঢ় হয়ে এসেছে আরও। দুরে একটা কুকুর করুণ সুরে ডেকে চলেছে। হোমা ও যাজক বুর্নিজিয়েঁ ঘুমিয়ে পড়েছে। মোটা ভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে। উঁচু হয়ে আছে। ওরা যেন পাশে এমার লাশের চেয়েও নিথর, নিঃসাড়। চার্লস আসে। এই সময়। শেষবারের মতো। এমাকে বিদায় জানাতে। ঘরে তখন লোবান-ধুপ ইত্যাদির সুগন্ধি ভরে আছে। জানালার মধ্যে দিয়ে অল্প কুয়াশাময় তারাভরা আকাশ দেখা যায়। রাতের বাতাস মৃদু, হাল্কা। মোমবাতির থেকে মোম গলে পড়ছে বিছানার চাদরে, বড় বড় ফোঁটায় চোখের পানির মতো। মোমের হলুদ আলোয় চার্লসের চোখ একসময় ঝাপসা হয়ে আসে। আলোর মৃদু কিরণ পড়েছে এমার সাটিন কাপড়ের ওপর, চাঁদের জোছনার মতো ওকে শুভ্র সুন্দর মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, এমা উঠে যাচ্ছে আকাশে, মিলিয়ে যাচ্ছে চারদিকের সবকিছুর মাঝে। ধীরে ধীরে আবছা হয়ে। এরপরেই চার্লস হঠাৎ ওকে তোস্তের বাড়ির সেই বাগানে যাজকমূর্তিটার পাশে কাঁটাঝোপের ধারে, আসনে-বসা দেখতে পায়। দেখতে পায় ওকে বুয়েঁ শহরের পথে, ও হেঁটে আসছে রাজসিক পদক্ষেপে, মরালী গ্রীবায়, ও দেখতে পায় নিজের বাড়ির গেটে, দেখতে পায় ওকে, বার্তাওয়েয়র খামার বাড়ির আপেল গাছের তলায়। ওর খিলখিল মিষ্টির হাসির মধুর আওয়াজ সে এখনও স্পষ্ট শুনতে পায়। এমাকে বেষ্টন করে ও হাত রাখে। কি আশ্চর্য! আজও সে সেই পোশাকে। বিয়ের সাজে। বিছানায় অনেকক্ষণ ওখানে সে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। স্মৃতিতে আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে ওর ফুরিয়ে যাওয়া আনন্দ-পুলকময় ওর চেহারাগুলি—ওর সেই বিশেষ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকা, ওর সেই হাত নাড়ার ধরণ ও কণ্ঠস্বরের মাধুর্য—সবই মূর্চ্ছনায় ভেঙ্গে পড়ে যেন ওর সামনে শেষ বিদায়ের সুরে।

এই মাত্র কফিন ও শেষযাত্রার লোকজন নীচের ঘরটায় এসে গেছে। আর তারপর ঘণ্টা দুই ধরে চলে সেখানে পেরেক-হাতুড়ির ঠোকাঠুকি। এ অত্যাচারটা ওখানে বসেই চার্লসকে সহ্য করতে হয়। অবশেষে তৈরি হয়ে যায় ওককাঠের কফিনটা। ওটা আরও দুটো কফিনের মাঝে রাখা। কফিনটাকে ওরা দরজার কাছে নিয়ে আসে। ঘর হাট করে খুলে দেওয়া হয়। য়োঁভিলের সকল লোক হুমড়ি খেয়ে আছে। বৃদ্ধ রলত তখন সবে য়োঁভিলের দোকানপাটের আঙিনাটায় এসে পা দিয়েছেন তিনি শবযাত্রার আয়োজন দেখে জ্ঞান হারালেন সেখানেই।

॥ ১০ ॥

বৃদ্ধ রলত খবরটা যথাসময়ে ও সঠিকভাবে পাননি। ঘটনার দেড়দিন পরে তাঁর কাছে চিঠি পৌঁছেছে। আর হোমা শক কমাবার জন্য তার চিরকালের কায়দায় চিঠির ভাষা এমন করে লিখেছে যা থেকে ঘটনা কি তা পরিস্কার আদৌ বোঝা যায় না।

বৃদ্ধ রলত চিঠিটা পড়তেই মৃগী রোগীর মতো জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তারপর তার ধারণা হয় গুরুতর পীড়িত হয়েছে এমা ঠিকই তবে তখনও বেঁচে আছে। এসব চিন্তার মধ্যে বৃদ্ধ তৈরি হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে রওনা দেন। সারাটা পথ বৃদ্ধ এসেছেন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে। নিদারুণ উদ্বেগে। বেরিয়ে গাছে নজরে পড়ে যায় কালোকাক। কর্কশ স্বরে ডাকছে। অজানা, অশুভ আশঙ্কায় কাঁপতে থাকে তাঁর মন। তিনি কুমারী মেরীর কাছে নানা ধরনের মানত করতে থাকেন। তার কন্যার আরোগ্য কামনায়। মনে মনে বৃদ্ধ বলতে থাকেন, নিশ্চয়ই ওরা তাঁর মেয়ের জীবনরক্ষার জন্য সব ব্যবস্থাই নিয়েছে। ডাক্তাররা নিশ্চয়ই তার রোগের নিরাময় খুঁজে পেয়েছেন। আর এযাবত ডাক্তাররা যেসব রোগের অত্যাশ্চর্য নিরাময়কারী ওষুধ বের করেছেন সে সবের কথা ভাবতে থাকেন বৃদ্ধ খামারচাষী রলত। তারপর হঠাৎ মনে হয়, তিনি তার কন্যাকে চোখে দেখতে পাচ্ছেন। ও মরে গেছে। ঐ তো রাস্তার মাঝখানেই সে মরে পড়ে আছে! লাগাম কষে ধরতেই অবশ্য তার এই বিভ্রম কেটে যায়। অবশেষে য়োঁভিল গ্রামে যখন তিনি পৌছুলেন তখন দেখা গেল তিনি ঘোড়ার প্রায় গলায় সেঁটে আছেন, আর তার সকল শক্তিতে তাড়া লাগাচ্ছেন। ঘোড়ার পিঠ চাবুক খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে।

জ্ঞান ফিরে পেতেই বৃদ্ধ হাউমাউ করে কেঁদে ওঠেন চার্লস বোভারী হাতে। এমা, মা। আমার মেয়ে এমা, কী হয়েছে! তোমরা আমায় বলো। কেমিষ্ট দু'জনকে ছাড়িয়ে দেয়।

"আচ্ছা এখন সব ভয়ঙ্কর কথা থাক, আমি আপনার শ্বশুর সাহেবকে সবকিছু খুলে বলবো। ঐ যে কিছু ভদ্রলোক এদিকে আসছেন, একটু সহজ হোন।" বৃদ্ধকে সাহসী হয়ে উঠতে দেখা গেল, তিনি বললেন, "ঠিক তো সাহস। হ্যাঁ! ঠিক আছে, ঈশ্বর, আমি সেই সাহস দেখাবো। এমার সবকিছু শেষযাত্রা পর্যন্ত আমি মেয়েটার কাছে থাকবো।" গীর্জায় সমাধিযাত্রার ঘণ্টা বাজছে। ভাবগম্ভীর মন্দ্র আওয়াজে সবকিছু তৈরি। এখন যাবার সময়। সমাধিসঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে। যাজক বুর্নিজিয়েঁ তাতে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। তিনি সার্ভিসের পুরো পোষাক পরে আছেন। বিদায় অভিভাষণ পাঠ করার জন্যে। তিনি কর্কশ গলায় গীর্জার পবিত্র বেদীতে বাহু বাড়িয়ে দুই হাত তুললেন। চার সারি জ্বালানো মোমবাতির ওপরে। চার্লস মৌনী হয়ে পরজীবনে প্রিয়া পুনঃমিলনের আসায় ভক্তি সমাহিত হয়ে থাকে। ও কল্পনা করে, এমা গেছে এক সুদূর যাত্রায়। চলে গেছে, বহুকাল, বহুদিন আগে। দুরদেশে। কিন্তু যখনই ওর মনে পড়ে গেল, না, ঐতো সে এখনও ওখানেই পড়ে আছে। ওরা ওকে এখন বয়ে নিয়ে যাবে। গেড়ে দেবে মাটির নীচে। চিরকালের মতো!

গীর্জার ঘণ্টা আবার বেজে ওঠে। কফিন বাহকেরা গীর্জাঘরের বাইরে চলে যায়। শবযাত্রা দেখার জন্যে লোক ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। চার্লস সোজা হেঁটে যায় ভীড়ের দিকে। ওদিকে চেয়ে সামান্য আনত হয়ে অভিবাদন জানায়। ছ'জন লোক। এক এক

পাশে তিনজন করে কফিনটা তুলে নিয়ে ধীরে এগিয়ে যায়। যাজক আরও সঙ্গী কয়েকজন 'দ্য প্রোফান্দিস' গেয়ে চলেন। তাঁদের গলায় স্বর বাতাসে বেয়ে পৌঁছে যায় বিস্তৃত আবাদী ঢেউ খেলানো ফসলের ক্ষেতের ওপর দিয়ে। চলেছে এমার শবযাত্রা। কখনও দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যাচ্ছে পথের বাঁকে, কখনও আবার দেখা দিচ্ছে, কালো কাপড়ে ঢাকা কফিনটা দোলায় দোদুল উঠছে, নামছে, ঢেউখেলা সাগরে তরীর মতো। আর ওর মাঝে কেউ ঘাড়ে ধরে রেখেছে বড় রূপালী ক্রুশটা। ওটা যেন মাথা উঁচু করে আছে সব কিছুর ওপর। কালো নেকাবপরা মহিলারা, ভদ্রলোকেরা, ছেলেরা চলেছে সারি বেঁধে গাছের তলা দিয়ে, হাতে জ্বালানো মোমবাতি ধরে। তাজা তরতরে বাতাস বইছে। ক্ষেতের রাই, যই-এর যৌবন। শ্যামশোভায় হয়ে উঠেছে উদ্দাম। পথের কিনারে বেড়ার ঝোপগুলিতে হীরার মতো জ্বলজ্বল হয়ে আছে শিশির বিন্দু। বাতাসে মিষ্টি সুবাস। যেতে যেতে চার্লস সবকিছুই পুরোনো চেনাকে নতুন করে চিনতে পারে। গোলাপী রঙের মেঘ আকাশে ভীড় করে আছে। ওর মনে পড়ে কাজের শেষে এরকমই গোধুলি বেলায় সে ফিরেছে বাড়িতে। ফিরেছে এমার কাছে।

অবশেষে যাত্রার শেষ হয়। গন্তব্য এসে গেছে।

গোরস্তানের সবুজ ঘাসঢাকা একটা জায়গায় কবর খোঁড়া হয়েছে। ওরা সব কফিনসহ ওখানে এসে থামে। কবরের জন্য তোলা লালমাটির ওপর দাঁড়িয়ে যাজক একরাশ লালমাটি হাতে তুলে নেন। কফিনটা চারটে দড়িতে বেঁধে নামিয়ে দেওয়ার পর ওর ওপর সেটা নিক্ষেপ করেন। কফিনে ওটা পড়ার এমন জোরে শব্দ হয় যেন ওটা অনন্তের বুকটা চিরে এক ভয়ঙ্কর নিনাদ তোলে। এসময় চার্লস হাতে করে গোলাপপাসের মতো পাত্র থেকে পবিত্র পানি ছেটাতে এমাকে চিরকালের মতো পার্থিব বিদায় জানাতে গিয়ে উন্মাদ চুম্বন ঝরায় সেখান থেকে। ও উন্মাদপ্রায়। লোকজন ওকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে আসে। সবকিছু শেষ। একটা স্বস্তি!

ফিরে আসার পথে বৃদ্ধ রলত, চুপচাপ পাইপ টেনে চলেন। হোমার কাছে ওটা বিদঘুটে অশোভন মনে হয়। তবে মুখ ফুটে বলে না। সে আরও লক্ষ্য করে মঁসিয়ে বিনে আসে নি। তুভাশ দম্পতি প্রার্থনার পরই চলে গেছে। আর ঐ নোটারী ভৃত্য আধবুড়ো থিওডোর নীল রঙের কোট পরে এসেছে। ওর কি কালোকোট একটা জোটে নি। সবাই এমার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করলো, বিশেষ করে ব্যবসায়ী ল্যুরো। সে অন্তেষ্টিতে আসতে ভুল করে নি।

বাড়ি ফিরে চার্লস জামা-কাপড় ছাড়ে। বৃদ্ধ রলত তার জামাটা ধুয়ে দেন। বৃদ্ধা বোভারী, চার্লসের মা-ও তাদের সাথে রয়েছেন। ওদের তিনজনের মুখে কথা নেই। তবে একসময় বৃদ্ধ নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, "তোমার কি মনে পড়ে, বাবা চার্লস, যেবার তুমি তোমার প্রথম স্ত্রীকে হারিয়েছিলে আর তোস্তে তোমার বাড়িতে এসেছিলাম? তোমাকে আমার সান্ত্বনা দেবার মতো তখন কিছু ছিল কিন্তু—এখন।" তারপর গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে চললেন বৃদ্ধ, "এখন আমার সবকিছু শেষ হয়ে গেল। আমার চোখের সামনে আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে গেছে, আমার ছেলেকে মাটিতে শুইয়ে রেখে এসেছি, এখন আমার মেয়েটা—সেও আমায় একা করে চলে গেল।" বৃদ্ধ ঐ মুহুর্তেই বারতাও চলে যেতে চাইলেন। তিনি আর এই বাড়িতে চোখের পাতা মুড়তে

পারবেন না। এমনকি, তিনি তার নাতনি বার্থাকেও দেখতে চাইলেন না। শুধু বললেন, "ওকে আমার চুমু দিও।" "আর তুমিতো ভালো ছেলে, একটা বিষয়ে তোমাকে আশ্বস্ত করতে চাই, বললেন নিজের পায়ের ওপর হাত রেখে, একটা করে তোমায় টার্কি পাঠাতে কোনও দিন ভুলবো না।"

॥ ১১ ॥

পরেরদিন বার্থাকে চার্লস নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। ও মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই ওকে বলা হল মা বাড়িতে নেই। বেড়াতে গেছে। ফিরে আসার সময় ওর জন্যে অনেক খেলনা কিনে আনবে। বার্থা এরকম বেশ কয়েকবার মায়ের কথা তোলার পর একসময় মাকে ভুলেই যায়। ছোট্ট মেয়েটার এরকম চপল ভোলা মন লক্ষ্য করে চার্লস মনে কষ্ট পায়। ওকে অযথা সান্ত্বনা দিয়ে কষ্ট দেয় কেমিষ্ট। আর তারপর টাকার যন্ত্রণা আবার শুরু হয়। ল্যুরো প্ররোচনা দেয় ওর বন্ধু ভিনকার্তকে। চার্লস চড়া সুদ দিতে রাজী হয়ে সব দেনা নিজের ঘাড়ে তুলে নেয়। তবু ও এমার সামান্য জিনিস পর্যন্ত বিক্রি করবে না। তার মা ছেলের এইসব কাণ্ডে দারুণ ক্ষুব্ধ হয়। বৃদ্ধা ছেলের বাড়ি ছেড়ে চলে যান শেষবারের মতো।

এরপর সবাই মিলে চার্লসকে জোঁকের মতো ছেঁকে ধরে। শুষে নিতে থাকে সব কিছু। ম্যাদমোয়জেল লেম্পিয়েরে ছ'মাসের জাল বিল পাঠিয়ে দেয়, এমাকে গান শেখানোর জন্য যদিও এমা একটিদিনের জন্যেও তার কাছে গানবাজনা শিখতে যায় নি। একটা চুক্তি হয়েছিল মাত্র। লাইব্রেরী থেকেও এল অনুরূপ বিল। নার্স মাদার রোলেত বিশটি চিঠি আনা-নেওয়ার খরচ দাবী করলো। চার্লস ওগুলির বিষয় জানতে চাইলে রোলেত বললো, 'ওগুলি সম্বন্ধে সে কিছু জানে না, ওটা মাদামের কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপার হতে পারে।' যতোবারই সে সর্বশেষ ব্যয় হিসেবে দায় পরিশোধ করে, ততোবারই নতুন দায় এসে হাজির হয়।

ও তার রোগীদের বহুদিনের পাওনার তাগাদা দিতে ওরা এমার চিঠিগুলি দেখিয়ে দেয়। প্রাপ্তিস্বীকারের বিলগুলিও দেখায়। আর তখন কোনওমতে মান বাঁচিয়ে জবাব দিয়ে কাটাতে হয় চার্লসকে গোটা ব্যাপারটা। ফিলিসিতি এখন তার মাদামের কিছু কিছু কাপড়চোপড় পরা শুরু করেছে। অবশ্য সব নয়। কেননা, কিছু পোশাক চার্লস রেখে দিয়েছে। সেগুলি সে প্রায়ই এমার ড্রেসিং রুমে গিয়ে দেখে। ফিলিসিতি এখন প্রায় এমার দেহের আকৃতির সমান হয়ে উঠেছে। ওকে দেখে বেভুল মনে কখনও চার্লস বলে ফেলে, "থাকো, একটু থেকে যাও।"

কিন্তু না সে থাকে না। একদিন সে ড্রেসিংরুমে এমার সব কাপড়-চোপড় চুরি করে উকিল গুইলামির সেই আধ-বুড়ো থিওডোরের হাত ধরে পালিয়ে যায়। আর ঠিক সেইসময় লিওঁর মা বিধবা দুপুই চার্লসকে একটা কার্ড পাঠান। কার্ডটা লিওঁর বিয়ের। ওর বিয়ে হচ্ছে বোঁদেভিলের ম্যাদমোয়জেল লিকাদি লেবফের সঙ্গে। চার্লস অভিনন্দন জানাতে বিধবাকে লেখে, 'বেচারী আমার বৌ বেঁচে থাকলে কতোই না খুশি হতো এ সুখবর শুনে।'

একদিন চার্লস উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে, ওপর তলায় চিলেকোঠায়

গিয়ে সেখানে কিছুক্ষণ থাকে। ঘরটার জানালা–দরজা খুলে দেয়। ঝড়ো দমকা বাতাস বইছিল। বাতসের একটা ঝাপটা জানালা গলে ঘরে পড়তে একটা মুঠো জড়ানো কাগজ গড়িয়ে দরজার দিকে যেতেই সে ওটা তুলে নেয়। পড়ে ওখানটায়। ঠিক এখানটাই একবার এমা মরার বাসনা করেছিল। কাগজটার দ্বিতীয়পাতা বের করতেই পাতাটার নীচের দিকে 'রো' এরকম সাংকেতিক লেখা নজরে পড়ে। ওর চেহারা এমার চেয়েও ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। এসবের মানে কি? ও ভাবতে চেষ্টা করে। ওর মনে পড়ে, রোদোলফি এমার প্রতিটি বিষয়ে কতোখানি মনোযোগী ছিল। তারপর একসময় উধাও হয়ে গেল। তারপরেও চার্লসের সঙ্গে ওর যখন তিন–চারবার দেখা হয়েছে, তখনও ওর মধ্যে একটা জড়–কুণ্ঠিতভাব সে লক্ষ্য করেছে। তবু গোটা চিঠির ভাষায় সম্ভ্রমমূলক কথাবার্তা থাকায় ও ধরে নেয় ওটা নিছক এমার প্রতি তার ভাববাদী আকর্ষণ। চার্লস এমন ব্যক্তি নয় যার স্বভাব কোনও কিছুর মুলে যাবার। বরং ও প্রমাণ দেখা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে বরাবর। ওর মনে যদি কখনও কোনও প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি ঈর্ষা জেগেও থাকে তা ক্ষণিকের, ওর ভালোবাসার উদার বিশালতায় এসব হীণমন্যতা ঠাঁই পায় নি। ওর মনে হয়, এমাকে নিশ্চয়ই সবাই দেবীর মতো আরাধনা করতো, ভালোবাসতো। প্রতিটি পুরুষেরই ছিল সাধনার, কামনার। ওর নিজের মাঝেও বাসনার জোয়ার জাগে। আর তাতে কেবল ওর হতাশাই বেড়ে যায়। ও হতাশার সীমা নেই। অশেষ। অপরিসীম। কারণ ও বাসনা পুরণের আর কোনও সুযোগ এখন নেই। পেলেও কি শেষ হতো? এমা যেন এখনও বেঁচে আছে। ওকে খুশি করা দরকার। এমন এক অদ্ভুত ভাবনার নেশায় এখন থেকে নিজে চোস্ত–ধোপ–দুরস্ত থাকার চেষ্টা করে। ওর রুচি ও ওর ধারণার নবিশী আরম্ভ করে দেয় সে। ও পালিশ করা ঝকঝকে জুতো পরে, সাদা মাফলার, গলাবন্ধ জড়ায়। গোঁফে প্রসাধনী ব্যবহার করতে থাকে। বিল সই করে ধার করতে শুরু করে দেয় সে। মনে হতে থাকে, এমা যেন ওকে কবর থেকেও কলুষিত করে চলেছে।

ধীরে ধীরে চার্লস এক চুম্বকের কুহকী আকর্ষণে থালা–বাসন, তৈজসপত্র, এমনকি, ড্রেসিং রুমের আসবাবও বেচে দিতে থাকে। বাড়ির সকল ঘর প্রায় খালি হয়ে যায়। এমার রুমটা শুধু অটুট থাকে। চার্লস রাতের খাবার পর এমার ঘরটায় চলে যায়। ফায়ারপ্লেসের সামনের গোলটেবিলটা আগুনের কাছাকাছি নিয়ে আসে। এমার চেয়ারটা টেবিলের কাছে রাখে। আর সে তার উল্টোদিকে বসে এমার ধ্যান–দর্শন করে। এখন চার্লসকে দেখার কেউ নেই। কেউ তাকে দেখতে আসে না। জাস্টিন পালিয়ে গেছে রুঁয়ে শহরে। সেখানে একটা দোকানে চাকরি নিয়েছে। কেমিষ্টের ছেলেমেয়েরাও এখন বার্থাকে দেখতে আসা দিন দিন কমিয়ে দিচ্ছে। আর মঁসিয়ে হোমাও ডাক্তার চার্লসের সঙ্গে তার সম্পর্ক রাখার কোনও ফায়দা দেখছে না। কেননা, হাজার হোক, সমাজে এখন দু'জনের মর্যাদা ভিন্ন।

এমার প্রতি তার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কারণে ও একধরনের ইন্দ্রিয়াসক্তির জন্য চার্লস এমার ব্যাপারে আরও খোঁজ–খবর করার ব্যাপারটাকে বিলম্বিত করে চলেছিল। চার্লস এখনও এমার লেখার টেবিলের দেরাজটার তালাটা খোলে নি। অবশেষে একদিন সে ওটার সামনে বসে চাবি দিয়ে খুলে ফেলতেই ওটা থেকে একগাদা লিওঁর চিঠি

বেরিয়ে আসে। এবার এমার অভিসার ও আর গোপন প্রণয়ের ব্যাপারে কোনও সন্দেহের লেশমাত্র থাকলো না। ও সব চিঠি আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করে। বাড়ির প্রতিটি কোণ, গলি-ঘুঁজি, আসবাবপত্রে, দেয়ালের পেছন কাঁদতে কাঁদতে, পাগলের মতো চিৎকার করত করতে আরও কিছু আছে কি না খুঁজে বেড়ায়। একটি ছোট বাক্স সে আবিস্কার করে। ওতে লাথি মারতেই সেটা খুলে যায়। আর তা থেকে একগাদা রোদোলফির প্রেমপত্রের মাঝে ওর পূর্ণ প্রতিকৃতির একটা বড়ো ছবি বেরিয়ে পড়ে।

এখন থেকে চার্লসের আচরণে আরও বড়ো বেশি পরিবর্তন হলো। প্রতিবেশিরা সবাই তার এই বিমর্ষ, বিচ্ছিন্ন একাকীভাব দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে বাড়ির বাইরে যাওয়া প্রায় ছেড়েই দিল। কারও সাথে সে দেখা করে না। এমনকি, রোগী দেখাও ছেড়ে দেয়। লোকজন বলাবলি করে, সে দরজা বন্ধ করে বাড়ির মধ্যে কেবল মদ খেয়ে পড়ে থাকে। তবে মাঝেমাঝে কোনও সময় যদি কেউ বোভারীদের বাড়ির বাগানের বেড়ার ওপর দিয়ে তাকায়, তাহলে অবাক হয়ে দেখতে পায়, ছেঁড়া জোড়াতালি দেওয়া জামা-কাপড় পরা একটা লোক বসে আছে। চোখ দু'টো ভয়ঙ্কর। লম্বা দাড়ি। বাগানে পায়চারি করতে করতে সে কাঁদছে। গরমের এক সন্ধ্যায় চার্লস ওর ছোট মেয়েটাকে নিয়ে গীর্জার গোরস্তানে গেল। আর খুব গভীর রাতে ফিরে এল।

এরমধ্যে চার্লস একদিন আরগুইলের বাজারে তার শেষ সম্পদ ঘোড়াটা বিক্রি করতে গেল। সেখানে রোদোলফির সঙ্গে দেখা। ওরা একে অন্যকে দেখে ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। রোদোলফি এমার মৃত্যুর খবর পেয়েও বোভারীর বাড়িতে আসে নি। সে প্রথমে ভাঙা ভাঙা কিছু অজুহাত দেবার চেষ্টা করার পর আস্তে আস্তে মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে এল। এমনকি, কাফেতে একটু পান করার জন্যেও চার্লসকে আমন্ত্রণ জানালো। ওরা টেবিলে পরস্পরের মুখোমুখি হয়ে বসেছে। রোদোলফির মুখে সিগার। কথা বলছে। চার্লস চিন্তার সমুদ্রে হারিয়ে গেছে। যে মুখটাকে এমা এত ভালোবাসতো সেই মুখ সামনাসামনি দেখে চার্লসের মনে হল সে যেন এমারই কিছু দেখছে। আশ্চর্য সুন্দর। চার্লস-এর ঐ মুহুর্তে মনে হয়, সে যদি রোদোলফির চেহারা পেতো! রোদোলফি চাষবাস, গবাদিপশু, সার ইত্যাদি আবোল-তাবোল আলাপ করে চলে। চার্লস ওসবে কান দেয় না। মাঝে মাঝে বরং ও ভয়ঙ্কর, কটমট দৃষ্টিতে রোদোলফির দিকে চেয়ে থাকে। রোদোলফি ওটা লক্ষ্য করে ভয়ে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই চার্লসের মুখমণ্ডল এমাকে হারানোর ক্লান্তি-অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে আসে। আর চার্লসের জীবনে সে এই প্রথমবারের মতো সবচেয়ে মূল্যবান, দার্শনিক মন্তব্যটি করে : "তোমার বিরুদ্ধে রোদোলফি, আমার কোনই অভিযোগ নেই। যা কিছু ঘটেছে সবই বিধিলিপি, নিয়তির বিধান। নিয়তিই এজন্যে একমাত্র দায়ী।"

রোদোলফিও এই নিয়তির কথাই বলেছিল। তার যুক্তিরও অবলম্বন ছিল এমার কাছে এই নিয়তি। চার্লসের এই অভিব্যক্তিটাকে সে সুজনসুলভ যতো না তার চেয়েও তামাশাজনক, এমনকি, ঘৃণ্য বলেই ধরে নেয়।

পরেরদিন চার্লস বাড়ির বাগানটায় গিয়ে বসে। সন্ধ্যেবেলা। গাছপালার ছায়া পড়েছে বাগানের হাঁটাপথের নুড়িপাথরে। কিছু কিছু আলোর কিরণ এসে পড়ছে বাগানের ভেতরে। মৃদুমন্দ মিষ্টি বাতাস বয়ে যায়। আকাশটা নীল, সুনীল। মৌমাছির গানে

গুঞ্জরিত ঝোপ-ঝাড়। লিলিফুল ফুটন্তপ্রায়। চার্লসের মনে হলো দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হলো, প্রণয় প্রত্যাখ্যানপীড়িত তরুণের মতো ওরও বুঝি হৃৎপিণ্ডটা উদ্বেল হয়েছে। সন্ধ্যে সাতটায় ছোট্ট বার্থা সারাটা বিকেলে বাবাকে দেখতে না পেয়ে রাতের খাওয়ার জন্য ওকে ডাকতে আসে। চার্লসের মাথাটা দেয়ালের দিকে হেলে আছে। চোখ বন্ধ। মুখ খোলা। ওর হাতে রয়েছে একগাছি লম্বা ভ্রমরকালো চুল।

"বাবা, এসো, চলো না", ও বলে। ওর মনে হয়, বাবা ওর সাথে লুকোচুরি খেলতে চাইছেন বুঝি। তাই ও বাবাকে একটু ঠেলা দেয়। চার্লসের দেহটা পড়ে যায় মাটিতে। ওর প্রাণপাখি খাঁচা ছেড়ে গেছে। ও আর নেই!

ছত্রিশ ঘণ্টা পর কেমিষ্টের অনুরোধে ডাঃ চানিভে এসে চার্লসকে পরীক্ষা করে দেখলেন, সে বিষ খেয়েছে কি না। তিনি কিছুই পেলেন না।

বোভারীর বাড়ির সবকিছু জিনিস বিকিয়ে গেল। থাকলো শুধু ১২ ফ্রাঁর মতো টাকা। ওটা দিয়ে ম্যাদমোয়জেল বার্থা বোভারীকে তার দাদীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ওর দাদী ঐ বছরই মারা গেলেন। নানা রল্‌ত পক্ষাঘাতে বিছানায় পড়ে আছেন। তাই বার্থাকে তার এক গরীব চাচীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। চাচী গরীব। তিনি ওর ভরনপোষণের ব্যয় মেটানোর জন্যে একটা সুতোকলে বার্থাকে কাজে ঢুকিয়ে দিলেন।

ডাঃ চার্লস বোভারীর মৃত্যুর পর থেকে য়োঁভিলে পর পর তিনজন ডাক্তার তাদের চেম্বার খুলে বসেন। কিন্তু তাঁদের কেউ সুবিধে করতে পারলেন না। খ্যাতি ও যশের দোর্দণ্ড প্রতাপে হোমার প্র্যাকটিস দাবানলের মতো বেড়ে গেল। কর্তৃপক্ষ তার কার্যকলাপে সন্দিহান হলেও জনমত তার পক্ষে প্রবল।

আর তাই একদিন প্রসন্ন সকালে দেখা গেল, তার এতদিনের সাধনা : তাঁকে রাষ্ট্রীয় সম্মান ও পদকে তাঁর সেবার জন্য ভূষিত করা হয়েছে।

শেষ